ভূমিকা।

সার্দ্ধ দুই বৎসর অতীত হইল যে গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া-
াম অদ্য পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় তাহাতে কৃতকার্য্য
লাম। যখন আমি প্রথম রামায়ণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হই তখন অনে-
ই আমাকে হতোদ্যম করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। মিত্রেরা
মার মঙ্গলেচ্ছায় নিবারণ করিয়াছিলেন, শত্রুরাও আমার
নিষ্টেচ্ছায় সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি
চ্ছুতেই নিরুৎসাহ হই নাই। ফলতঃ মহর্ষি বাল্মীকি রচিত পবিত্র
মচরিত জনসাধারণের পাঠোপযোগী করা আমার জীবনের একটী
হৎ ব্রত ছিল। ঐ ব্রত উদযাপনের জন্য যদি আমাকে সর্ব্বস্ব
ৎসর্গ করিতে হইত, আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত হইতাম না।

এই অনুবাদটী বিশুদ্ধ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা
াইয়াছি। কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি, এরূপ
লিতে পারি না। "মুণীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ;" সুতরাং আমার ন্যায়
ামান্য নরের যে ভ্রম হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? ক্ষমাশীল পাঠক
হাশয় আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

এই উপলক্ষে আমার কয়েকটী কথা বলিবার আছে। অনেক
াঠক মৎপ্রকাশিত রামায়ণে দুর্গোৎসব, মহীরাবণের যুদ্ধ ইত্যাদির
উল্লেখ না দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত [illegible]
াড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন যে এটী বাস্তবিক আমার ত্রুটী নহে।
াদি কাহারও ত্রুটী হয়, ত মহর্ষি বাল্মীকির। আমরা মহর্ষি বাল্মীকি
বিরচিত রামায়ণের অনুবাদ করিতেছিলাম, সুতরাং [illegible] তাহাতে
পাই নাই, তাহা সন্নিবেশিত করি নাই। যদি [illegible]
[illegible]

ফলতঃ বাল্যকাল হইতে কৃত্তিবাস পড়িয়া রামায়ণ সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি ভ্রম জন্মিয়া যায়। আমরা ভাবি যে, যে রামায়ণে ভস্মলোচন, তরণীসেন, মহীরাবণ, তস্য পুত্র অহীরাবণ, কালনেমি ইত্যাদি নাই, তাহা অসম্পূর্ণ রামায়ণ—বা রামায়ণই নহে। কিন্তু পাঠকগণ দেখিবেন স্বয়ং কৃত্তিবাস একস্থানে বলিয়াছেন

পুরাণে অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥

ইচ্ছাপূর্ব্বক রামায়ণ অসম্পূর্ণ করা কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। আমি যাহা প্রকাশ করিয়াছি, আমার বিশ্বাস তাহাই সম্পূর্ণ। আবার অনেকে বলিয়াছেন যে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমি কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইলে আমার লাভ বই ক্ষতি হইত না।

এক্ষণে আমি গ্রাহকগণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এই বৃহৎ কার্য্যে সফল হওয়া আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইত।

প্রথম ১০। ১১ খণ্ড ব্যতীত এই রামায়ণের প্রায় সমস্তই সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী কাব্যবিশারদ এম এ কর্তৃক অনুবাদিত। তিনি অনুবাদকার্য্যে যেরূপ [illegible] স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রামায়ণে রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের কি হইল তাহা মহর্ষি বাল্মীকি [illegible] নাই। যিনি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয়দিগের [illegible]

প্রকাশিত "রাজস্থান" পাঠ করিবেন। "রাজস্থান" এক প্রকার দ্বিতীয় খণ্ড রামায়ণ।

উপসংহারকালে আমার একটী সানুনয় নিবেদন আছে। আমার "সচিত্র" রামায়ণ এক প্রকার অচিত্র হইয়া পড়িয়াছে। চিত্র যে এতদিন কেন দিতে পারি নাই, তাহা বলিবার এ স্থান নহে। সে অনেক কথা। তবে গ্রাহক মহোদয়গণ এখন রামায়ণ বাঁধাইবেন না। আমি চিত্রের জন্য বিশেষ চেষ্টিত রহিলাম; যত শীঘ্র পারি দিব। অনেকে হয়ত একথা শুনিয়া হাসিবেন। কিন্তু আর কিছু দিন দেখিতেই বা দোষ কি? বিস্তরেণালং।

শ্রীঅঘোর নাথ বরাট।

প্রকাশক।

লঙ্কাকাণ্ডের সূচীপত্র।

লঙ্কাকাণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

উত্তরকাণ্ডের সূচীপত্র।

বিষয়।			সর্গ।	পৃষ্ঠা।
দণ্ডরাজার উপাখ্যান	...	...	৯২	৩২৫
দণ্ডকর্তৃক অরজার বলাৎকার বৃত্তান্তকথন	...		৯৩	৩২৭
দণ্ডের প্রতি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ		...	৯৪	৩২৯
রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন		...	৯৫	৩৩১
রামচন্দ্র ও ভরতের কথোপকথন		...	৯৬	৩৩৩
বৃত্রাসুরের তপোদর্শনে দেবগণের ভয়বৃত্তান্ত কথন	...	...	৯৭	৩৩৫
লক্ষ্মণকর্তৃক বৃত্রনিধনবৃত্তান্ত কথন		...	৯৮	৩৩৭
লক্ষ্মণেকর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রশংসা		...	৯৯	৩৪০
ইলরাজার নারীত্বপ্রাপ্তি	...	...	১০০	৩৪২
সহচরীগণের সহিত ইলার অরণ্যে ভ্রমণ ও বুধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ		...	১০১	৩৪৪
বুধের সহিত ইলার বিহার	...	...	১০২	৩৪৭
ইলের শাপমুক্তি	...	...	১০৩	৩৫০
অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ	...	...	১০৪	৩৫২
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান	...	...	১০৫	৩৫৫
যজ্ঞস্থলে লব ও কুশের সহিত মহর্ষি বাল্মিকীর আগমন	...	...	১০৬	৩৫৭
লব ও কুশের রামায়ণ গান	...	...	১০৭	৩৫৯
সভাস্থলে সীতাকে আনয়নার্থ রামচন্দ্রকর্তৃক বাল্মীকির নিকট দূত প্রেরণ		...	১০৮	৩৬২
সভাস্থলে সীতার আগমন	...	...	১০৯	৩৬৪
সীতার পাতালে প্রবেশ	...	...	১১০	৩৬৬
রামচন্দ্রের ক্রোধ ও দেবগণকর্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা	...	...	১১১	৩৬৯

উত্তরকাণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

রামায়ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রামচন্দ্র কর্ত্তৃক হনূমানের প্রশংসা ও তাঁহাকে আলিঙ্গন।

মহাবীর রামচন্দ্র হনূমানকথিত সীতাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতিভরে কহিলেন, "এই ধরণীতলে অন্য কোন ব্যক্তি মনেও যে কার্য্যসাধনে সাহসী হয় না, মহাবীর হনূমান অদ্য সেই অলৌকিক দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। পক্ষিরাজ গরুড়, দেবশ্রেষ্ঠ পবন এবং ইনি ব্যতীত শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। লঙ্কাপুরী রাবণরক্ষিত এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা উরগগণেরও দুরাক্রম্য ও অগম্য। অসীমবলবীর্য্যসম্পন্ন পবনকুমার ভিন্ন সাক্ষাৎ যমপুরীর ন্যায় ভীষণ সেই পুরীমধ্যে কোন্ বীর স্বীয় পরাক্রমে প্রবেশ করিতে সাহসী হয়? কেই বা প্রবেশ করিয়া প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে? হনূমান স্বীয় বিক্রমের

উপযুক্ত এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের ভৃত্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন। যিনি প্রভু কর্ত্তৃক কোন দুঃসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তাহা সাধনান্তর অনুরাগবশত প্রধান কার্য্যের অবিরুদ্ধ অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি প্রভুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, সাধ্যপক্ষেও তাঁহার প্রিয় অন্য কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যিনি সমর্থ হইয়াও অনবধানতা বশতঃ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারেন না, তিনিই অধম পুরুষ। মহাবীর হনূমান নিয়োগ পালন করিয়া কপিরাজকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন, নিজেও বিজয়লাভ দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছেন। অদ্য তিনি অপহৃতা জানকীর সংবাদ আনয়ন করিয়া আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক কি, সমগ্র রঘুবংশকে রক্ষা করিলেন। এক্ষণে আমার এইমাত্র দুঃখ যে তাঁহার এই অসীম উপকারের কোনই প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। আমার কিছুই নাই; আমি একজন বনবাসী সন্ন্যাসী। একমাত্র স্নেহময় আলিঙ্গনই এক্ষণে আমার যথাসর্ব্বস্ব। অদ্য আমি এই মহাত্মা বীরকে তাহাই প্রদান করিব।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র রোমাঞ্চিতকলেবরে কৃতকার্য্য পবন-কুমারকে বানরগণের সমক্ষে আলিঙ্গন করেন। অনন্তর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সবিষাদে কহিতে লাগিলেন, সখে! “এক্ষণে জানকীর ত উদ্দেশ হইল; কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া যাইতেছে; আমার আর কিছুতেই আশা হইতেছে না।

জানি না, সেই দুস্তর জলরাশি অতিক্রম করিয়া বানরগণ কিরূপে লঙ্কায় উপস্থিত হইবে। হনূমান! তুমি তজ্জানকীর সংবাদ আনিলে। এক্ষণে বল, সমুদ্রলঙ্ঘনের উপায় কি?" এই বলিয়া মহাবাহু রামচন্দ্র শোকবিহ্বলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

রামচন্দ্রকে সুগ্রীবের আশ্বাস প্রদান।

কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রকে শোকে একান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বীর! তুমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় কিজন্য এত ব্যাকুল হইতেছ? কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেরূপ বন্ধুতা ত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমি এই শোক পরিত্যাগ কর। আরও যখন জানকীর উদ্দেশ হইল এবং শত্রুর গুপ্তনিবাস জানা গেল, তখন ত আমি সন্তাপ করিবার আর কোনই কারণ দেখিতেছি না। সখে! তুমি মতিমান, শাস্ত্রবিৎ ও পণ্ডিত; এক্ষণে এই অর্থহানিকর বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য দূর কর। আমরা নিশ্চয়ই নক্রকুম্ভীরপূর্ণ ভীষণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইব এবং রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিব। বীর! যে ব্যক্তি নিরুৎসাহ, দীন ও

শোকাকুলচিত্ত তাহার সকল অর্থ নষ্ট হয় এবং সে দুস্তর বিপদ্দসাগরে পতিত হইয়া থাকে। সখে! এই যে চতুর্দ্দিকে যূথপতি বীরগণকে দেখিতেছ, ইহারা সকলেই মহাবল ও পরাক্রান্ত; তোমার প্রিয়সাধনের জন্য ইহারা অগ্নিপ্রবেশ করিতেও কুণ্ঠিত নহে। ইহাদিগের হর্ষ দৃষ্টে বোধ হয় এবং আমারও এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা বিক্রমে শত্রুকে বিনাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিব। অতঃপর তুমি শোক দূর করিয়া অর্থসাধনে মনোযোগী হও। যাহাতে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে এবং যাহাতে দুষ্প্রবেশ্য লঙ্কাপুরীতে সহজে প্রবেশ করা যাইতে পারে তাহার উপায় স্থির কর। সেই ত্রিকূটশিখরস্থ পুরীতে একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই যে আমরা রাবণকে যুদ্ধে বিনাশ করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুস্তর সমুদ্রবক্ষে সেতু-বন্ধন না করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করা সুরাসুরেরও অসাধ্য। লঙ্কার সম্মুখ পর্য্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক; বানরসৈন্য সমুদ্র-লঙ্ঘন করিলে জয়শ্রী আমাদের হস্তগত। এই সমস্ত কাম-রূপী বানর যুদ্ধে পরাজয় কাহাকে বলে জানে না। অতএব বীর! তুমি এক্ষণে এই সর্ব্বার্থনাশক শোক দূর কর; শোক পুরুষের বলবীর্য্য ক্ষয় করে। তুমি পৌরুষ অবলম্বন কর; ইহাই পুরুষের অলঙ্কার। প্রিয়বস্তু নষ্টই হউক বা অনু-দ্দিষ্টই হউক, তজ্জন্য শোক প্রকাশ করা তোমার ন্যায় মহাত্মা বীরের কর্ত্তব্য নহে। তুমি ধীমানদিগের অগ্রগণ্য এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; এক্ষণে মাদৃশ সচিবগণকে সঙ্গে লইয়া শত্রুজয়ের উদ্যোগ কর। বীর! তুমি যখন ধনুর্হস্তে

রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, ত্রিলোকেও এমন কাহাকে দেখিতেছি না। আরও সখে! এই সমস্ত বানরের উপর কার্য্যভার নির্ভর করিলে তোমাকে কখন অনুতাপ করিতে হইবে না।

সখে! তুমি এই অনর্থকর শোক দূর করিয়া ক্রোধ অবলম্বন কর; শান্তশীল ক্ষত্রিয়েরা উৎসাহশূন্য হইয়া থাকে। আরও যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশ করে তাহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। বীর! তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, এক্ষণে আমাদের সহিত সমুদ্রলঙ্ঘনের কোন উপায় স্থির কর। তাহা হইলেই আমাদের জয়লাভ নিশ্চিত। এই সমস্ত কামরূপী বানর মহাবলপরাক্রান্ত; ইহারা বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ দ্বারা অনায়াসেই তোমার শত্রুসংহার করিবে। সখে! আমার মনে যেরূপ অতুল হর্ষের উদয় হইতেছে এবং আমি চতুর্দ্দিকে যেরূপ নানাবিধ সুলক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে অচিরেই বিজয়লক্ষ্মী তোমার অঙ্কগতা হইবেন।"

তৃতীয় সর্গ।

হনূমান কর্ত্তৃক লঙ্কার দুর্গাদি বর্ণন।

মহাত্মা রামচন্দ্র কপিরাজ সুগ্রীবের এই যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সুম্মত হইয়া হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তপোবল, সেতুবন্ধন বা শোষণ, ইহার যে কোন উপায়েই হউক আমি সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে পারিব। এক্ষণে লঙ্কাপুরীর কতগুলি দুর্গ, উহার সৈন্যসংখ্যা কিরূপ, দ্বার-দেশ দুষ্প্রবেশ কি না, রক্ষাবিধান কিরূপ এবং রাক্ষসদিগের গৃহসন্নিবেশই বা কি প্রকার, তাহা আমার নিকটে সবিশেষ বল। তুমি ঐ সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছ এবং আমিও তোমার মুখে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে ইচ্ছা করি।"

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বাক্যবিদ্ পবনকুমার হনূমান কহিলেন, "দেব! লঙ্কাপুরীর দুর্গকর্ম্ম, রক্ষাবিধান, বাহন-নির্দ্দেশ সৈন্যবল ও সৈন্যবিভাগ, রাক্ষসদিগের রাজভক্তি, রাবণের তেজোবর্দ্ধিত উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি এবং মহাসমুদ্রের ভীষণ-ভাব এই সমস্তই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। প্রমোদপূর্ণা লঙ্কাপুরী অশ্ব, রথ ও বহুসংখ্যক মত্তহস্তীতে পরিপূর্ণ এবং ভীষণকায় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। উহার কবাট সকল দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত। উহার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারিটী দ্বার আছে। ঐ সমস্ত দ্বারে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্র সকল সংগৃহীত আছে।

শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ উপস্থিত হইবামাত্র তদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দ্বারসমূহে যন্ত্রসজ্জিত লৌহময় সুতীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর শত শত শতঘ্নীও আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে সুবর্ণপ্রাকার; উহা মণি, বিদ্রুম এবং মুক্তাদিখচিত ও দুর্লঙ্ঘ্য। উক্ত প্রাকারের পরেই একটী অগাধ পরিখা; উহা শীতসলিল, নক্রকুম্ভীরসমাকুল, মৎস্যপূর্ণ ও দেখিতে অতিশয় ভীষণ। এই পরিখার উপরি চারিটী দ্বারে চারিটী বিস্তীর্ণ সেতু আছে; ঐ সমস্ত সেতু কাষ্ঠগৃহশোভিত ও যন্ত্রলম্বিত; শত্রুসৈন্য উহার উপরি উপস্থিত হইলে, যন্ত্রবলে পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সেতু কয়টীর মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ়; উহা বহুসংখ্যক স্বর্ণস্তম্ভ ও বেদি দ্বারা শোভিত। প্রভো! যুদ্ধার্থী হইলেও রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ধীরস্বভাব ও সতর্ক; তিনি মধ্যে মধ্যে স্বয়ংই সৈন্যদিগের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকায় লঙ্কানগরীতে নিরালম্ব হইয়া আরোহণ করিতে হয়। উহা দেবনির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় অতীব ভয়াবহ। উহাতে নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ ও চতুর্ব্বিধ কৃত্রিমদুর্গ আছে। ঐ পুরী দুস্তর সমুদ্রের পারে নির্ম্মিত এবং উহার চতুর্দ্দিক নিরুদ্দেশ। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই। বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তীতে সমাকীর্ণ থাকায় ঐ পুরী অতিশয় দুর্জ্জয় হইয়াছে। অযুত রাক্ষস উহার পূর্ব্ব দ্বার, নিযুত রাক্ষস দক্ষিণ দ্বার, প্রযুত রাক্ষস পশ্চিম দ্বার এবং ন্যর্বুদ রাক্ষস উত্তর দ্বার রক্ষা করিতেছে। উহারা অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ; উহারা চর্ম্ম, খড়্গ ও শূল ধারণ করিয়া আছে। বহু-

সংখ্যক রথী ও অশ্বারোহী লঙ্কার মধ্যবর্ত্তী সেনানিবেশ রক্ষা করিতেছে। উহারা উন্নতবংশসম্ভূত ও রাবণ কর্ত্তৃক আদৃত।

আর্য্য! লঙ্কা এইরূপ দুরাক্রম্য হইলেও আমি উহা আক্রমণের অনেক সুবিধা করিয়া আসিয়াছি। আমি উহার সেতু ভগ্ন, পরিখা পূর্ণ ও প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়াছি এবং সমস্ত পুরীও দগ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে আসুন্, আমরা যে কোন-রূপে সমুদ্র পার হই ; তাহা হইলেই লঙ্কানগরী আমাদের হস্তগত হইবে। এই অসংখ্য বানরসৈন্যের কথা দূরে থাকুক অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান, পনস, নল ও সেনাপতি নীল, ইহাঁরাই কার্য্য উদ্ধারে সক্ষম হইবেন। ইহাঁরাই পর্ব্বত-বনশোভিত প্রাকার ও পরিখাবেষ্টিত তোরণমণ্ডিত রাক্ষস-পুরীকে উৎপাটন করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে যদি সমগ্র বলের সহিত সমুদ্র পার হওয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ আদেশ করুন এবং শুভমুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রার্থ উদ্যুক্ত হউন্।"

চতুর্থ সর্গ

বানরসৈন্যের সহিত রামচন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা ও সকলের সাগরশোভা দর্শন।

সত্যপরাক্রম মহাতেজা রামচন্দ্র হনূমানের বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বীর! তুমি যে অনায়াসেই রাক্ষসপুরী চূর্ণ করিতে পার বলিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। যাহা হউক, এক্ষণে সূর্য্যদেব মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছেন। এই বিজয়প্রদ মুহূর্ত্তের নাম অভিজিৎ; অতএব আইস, আমরা ইহা উপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধে যাত্রা করি। দুরাত্মা রাক্ষস সীতাকে হরণ করিয়াছে; কিন্তু সে প্রাণসত্ত্বে কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে? আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও অমৃত পান করিলে যেরূপ উজ্জীবিত হয়, সীতা আমার এই যুদ্ধযাত্রা সংবাদেও সেইরূপ আশায় জীবন ধারণ করিবেন। অদ্য উত্তর ফাল্গুনী, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রদেবের মিলন হইবে; অতএব সখে সুগ্রীব! আইস, আমরা এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করি। আরও, আমার নয়নের ঊর্দ্ধভাগ যেরূপ বারংবার স্পন্দিত হইতেছে এবং আমি চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত শুভ নিমিত্ত দর্শন করিতেছি, তাহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হয়, আমি বিজয়ী হইব এবং রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করিব।"

তৎকালে মহাবল লক্ষ্মণ ও কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের এই উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "মহাবীর নীল শতসহস্র দ্রুতগামী বানর লইয়া পথপরীক্ষার্থ সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন্। নীল! যথায় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল এবং মধুও সুলভ, তুমি এইরূপ পথ দিয়া সৈন্যগণকে লইয়া যাইবে। রাক্ষসেরা বিষপ্রয়োগ দ্বারা গমনপথের ফলমূল ও উদক দূষিত করিতে পারে, অতএব তুমি সৈন্যরক্ষার্থ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। বানরগণ নিম্নভূমি, নিবিড় অরণ্য ও বনদুর্গে শত্রুপক্ষের গুপ্ত সৈন্যের অনুসন্ধান করুক। যে সকল সৈন্য যুদ্ধাক্ষম ও অন্তঃসারশূন্য তাহারা এই কিষ্কিন্ধাতেই অবস্থিতি করুক। কারণ আমরা যে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে সাহস ও বিক্রমের আবশ্যক। মহাবল সেনাপতিগণ শত্রুপক্ষের ভীতিপ্রদ সাগরবৎ বিস্তৃত ও কল্লোলময় সৈন্যসমূহ লইয়া প্রস্থান করুন্। পর্ব্বতাকার গজ, মহাবল গবয় ও বীর গবাক্ষ দৃপ্ত বৃষভের ন্যায় অগ্রে অগ্রে চলুন। সেনাপতি মহাবল ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন বামপার্শ্ব রক্ষা করুন্। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ঐরাবতে আরোহণ করিয়া গমন করেন, তদ্রূপ আমি বলমধ্যে হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যাইব এবং কৃতান্তোপম বীর লক্ষ্মণ, সার্ব্বভৌম নামক দিগ্-গজপৃষ্ঠস্থ কুবেরের ন্যায়, অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া

যাইবেন। আমাদিগকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিলে বানরসৈন্যের মনে অতুল হর্ষের উদ্রেক হইবে। ঋক্ষরাজ জাম্ববান, সুষেণ এবং বেগদর্শী ইহাঁরা তিন জন সৈন্যের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিবেন।”

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আদেশ মাত্র বানরেরা পর্ব্বতের গহ্বর ও শিখর হইতে সত্বর নির্গত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র ঐ সমস্ত সৈন্য লইয়া দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। শত শত, সহস্র সহস্র, কোটী কোটী পর্ব্বতাকার বানরবীর তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া চলিল। কপিরাজ সুগ্রীব এই বৃহতী বাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন। তাহারা সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; কেহ লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল, কেহ গর্জ্জন করিতে লাগিল, কেহ বা ঘোর সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইল; কোন কোন বানর সুগন্ধি মধু পান ও ফলমূল ভক্ষণ করিতে লাগিল, কেহ মঞ্জরীপুষ্পশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ বহন করিয়া চলিল; কেহ সগর্ব্বে একজনকে বহন, কেহ বা অন্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। “আমরা রাবণকে বধ এবং সমগ্র রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিব” এই বলিয়া সকলেই রামচন্দ্রের সমক্ষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ গতিবিঘ্ন দূর করিবার জন্য কিয়দংশ সৈন্য লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব মধ্যস্থলে যাইতে লাগিলেন। বীর শতবলি কোটি সংখ্যক বানর লইয়া সৈন্যের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। কেসরী, পনস,

গজ ও অর্ক শতকোটী বানর সমভিব্যাহারে পার্শ্বদেশ এবং সুষেণ ও জাম্ববান বহুসংখ্যক ভল্লুক সমভিব্যাহারে পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। সেনাপতি নীল নানারূপ উপদ্রব শান্তির জন্য সতর্ক হইয়া চলিলেন এবং বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও রভস, ইহাঁরা সকলকে দ্রুতগমনের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

এইরূপে যাইতে যাইতে বানরেরা শত শত প্রত্যন্ত-পর্ব্বতসঙ্কুল গিরিশ্রেষ্ঠ সহ্য, প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং উৎকৃষ্ট তড়াগ সকল দেখিতে পাইল। সমুদ্রের ন্যায় বহু দূর বিস্তৃত ঐ সৈন্য ভীমকোপ রামচন্দ্রের উগ্রশাসনে গ্রাম, নগর ও জনপদ সকল দূরে পরিহার পূর্ব্বক ঘোর রবে অগ্রসর হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তী বানরগণ কষাহত ঘোটকের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ক্রমান্বয়ে হনুমান ও অঙ্গদের স্কন্ধে আরূঢ়; তৎকালে ভ্রাতৃদ্বয় রাহু ও কেতু কর্ত্তৃক অর্দ্ধভুক্ত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহাত্মা লক্ষ্মণ চতুর্দ্দিকে সমস্ত শুভ নিমিত্ত দর্শন করিয়া আহ্লাদভরে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আপনি অচিরেই দুরাত্মা রাবণকে সংহার এবং জানকীকে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিমতী অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন। দেব! আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে আপনার শুভসূচক নানারূপ লক্ষণ দেখিতেছি। দেখুন, সৌরভবাহী শীতলস্পর্শ বায়ু সৈন্যগণের অনুকূলে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে।

মৃগপক্ষিগণ মধুর স্বরে কলরব করিতেছে। দিক্ সকল সুপ্রসন্ন, সূর্য্য নির্ম্মল এবং শুক্র উজ্জ্বল হইয়াছে। ধ্রুব পূর্ণ প্রভায় শোভা পাইতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে সপ্তর্ষি-মণ্ডল প্রদীপ্ত জ্যোতিতে আবর্ত্তন করিতেছেন। ঐ দেখুন, অগ্রে আমাদের পূর্ব্বপিতামহ নির্ম্মলজ্যোতি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত প্রকাশ পাইতেছেন। বিশাখা আমাদিগের কুলনক্ষত্র; উহা এক্ষণে উপদ্রবশূন্য হইয়া বিমলভাবে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু নির্ঋতিদৈবত মূল নক্ষত্র সপুচ্ছ ধূমকেতু দ্বারা নিরন্তর স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। উহা রাক্ষসদিগের কুলনক্ষত্র; লোকের আসন্নকালেই কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে, সুতরাং এই ঘটনায় তাহাদিগের বংশনাশ সূচিত হইতেছে। আর্য্য! আরও দেখুন, আমাদের গমনপথে জল নির্ম্মল ও সুরস, বৃক্ষ সকল সাময়িক ফল ও পুষ্পে সুশোভিত এবং সুগন্ধি বায়ু মন্দ মন্দ প্রবহমান। প্রভো! দেখুন, তারকাসুর বধার্থ যাত্রাকালে সুরসৈন্যের ন্যায় আমাদের এই বিস্তৃত বানরসৈন্য কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! আপনি এই সমস্ত দেখিয়া আহ্লাদিত হউন্।”

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এইরূপে অগ্রজকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই বিস্তৃত সৈন্য দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। বানর ও ভল্লুকগণের কর ও চরণসমুত্থিত ধূলিজাল পৃথিবী আচ্ছন্ন করিল। সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইল। মেঘাবলী যেমন আকাশতলে চলিয়া যায় সেইরূপ বানরগণ

পর্ব্বত বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ দিক আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। উহাদিগের গতিবেগে নদী সকল যেন বিপরীত দিকে যাইতেছে বোধ হইতে লাগিল। উহারা মধ্যে মধ্যে বিমল সরোবর, দ্রুমাকীর্ণ পর্ব্বত, সমতল ভূমিভাগ এবং ফলপূর্ণ বনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সকলেরই আনন হর্ষোৎফুল্ল, সকলেই গতিবেগে বায়ুর অনুরূপ। উহারা রামচন্দ্রের প্রিয়সাধনের জন্য মনে মনে নানারূপ বিক্রম প্রকাশের কল্পনা করিতে লাগিল। বানরেরা সকলেই যৌবন-মদে ও বলগর্ব্বে গর্ব্বিত; উহারা হর্ষভরে কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল, কেহ বা লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। কোন কোন বানর কিলকিলা-রব, কেহ লাঙ্গূল আস্ফোটন, কেহ ভূতলে পদাঘাত, কেহ বা বাহু আস্ফালন করিতে লাগিল। কেহ বৃক্ষ সকল চূর্ণ কেহ বা গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন করিল। কোন বানর সবেগে উচ্চ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিল, কেহ সিংহনাদে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিল। কেহ লতাজাল ছিন্নভিন্ন করিল, কেহ বা বৃক্ষ ও শিলা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। তৎ-কালে ঐ মহতী বানরসেনা মহী আচ্ছন্ন করিয়া দিবারাত্র গমন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া জানকীর উদ্ধারই তাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য; সুতরাং তাহারা পথিমধ্যে কোথাও বিশ্রাম করিল না।

অদূরে নানাবনশোভিত রমণীয় সহ্য পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। বানরেরা হর্ষভরে তদুপরি আরোহণ করিল। রামচন্দ্র উক্ত পর্ব্বত এবং মলয়পর্ব্বতস্থ বিচিত্র কানন, নদী ও প্রস্রবণ

সমূহ দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। বানরেরা যাইতে যাইতে আনন্দভরে চম্পক, তিলক, চূত, প্রস্নেক, সিন্দুবার, তিনিশ, করবীর, অশোক, করঞ্জ, বট, জম্বু, আমলক ও নাগ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ রমণীয় শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং বায়ুবেগ-স্খলিত নানাবিধ বিচিত্র পুষ্প তাহাদের মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল। চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত এবং মধুগন্ধী অরণ্যে ভ্রমরদিগের মনোমাদী ঝঙ্কার শ্রুত হইতে লাগিল। শৈলশ্রেষ্ঠ সহ্য নানাবিধ ধাতু দ্বারা বিভূষিত; ঐ ধাতুসমূহের রেণু বায়ুবেগে ঘনীভূত হইয়া বিস্তৃত বানরসৈন্যকে আচ্ছন্ন করিল। বানরেরা দেখিল, পর্ব্বতের রমণীয় প্রস্থদেশে কেতকী, সিন্দুবার, বাসন্তী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, নীপ, নীল, অশোক, সরল, অঙ্কোল, পদ্মক প্রভৃতি বৃক্ষের পুষ্প বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। বানরেরা ঐ সমস্ত পুষ্প দর্শনে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া বৃক্ষ সকলকে আকুল করিয়া তুলিল। ঐ পর্ব্বত সুরম্য পল্বল ও তড়াগে সুশোভিত। চক্রবাক, হংস; সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ তাহাতে নিরন্তর কলরব করিতেছে এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম, কুমুদ ও অন্যান্য সৌরভপূর্ণ জলজপুষ্পে উহাদিগের অতিশয় শোভা হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতের স্থানে স্থানে বরাহ ও মৃগযূথ সকল যথেচ্ছা সঞ্চরণ করিতেছে; কোথাও বা ভল্লুক, তরক্ষু, ব্যাঘ্র ও ভয়াবহ

সিংহ সকল রহিয়াছে। পর্ব্বতের সানুদেশ অতিশয় রমণীয়, তথায় নানা জাতীয় বিহঙ্গ কূজন করিতেছে।

বানরেরা পর্ব্বতস্থ জলাশয়ে স্নান ও জলপান করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল। তাহারা আহ্লাদভরে পরস্পর পরস্পরকে জলমগ্ন করিতে লাগিল। কেহ স্নানান্তে মদমত্ত হইয়া অমৃতগন্ধি ফল, মূল ও কুসুম সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, কেহ সুস্থমনে দ্রোণ-প্রমাণ লম্বিত মধুফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বৃক্ষ ভগ্ন, কেহ লতাজাল আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ পর্ব্বতোপরি সবলে পদাঘাত করিতে লাগিল, কেহ বা মদগর্ব্বে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ক্ষেত্রসমূহ যেমন সুপক্ক ধান্যে পূর্ণ হয়, তদ্রূপ সহ্য পর্ব্বত ঐ সমস্ত পিঙ্গলবর্ণ বানরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাজীবলোচন রামচন্দ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহার দ্রুমভূষিত শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। তিনি তথা হইতে কূর্ম্মমীনসঙ্কুল ভীষণ কল্লোলময় মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা ঐ পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিবিড় বেলাবনে প্রবেশ করিলেন। বেলাবন অতিক্রম করিয়াই সমুদ্রের তীর। তত্রস্থ প্রস্তরতল নিরন্তর তরঙ্গের আস্ফালনে ধৌত হইতেছে। রামচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! এইত আমরা মহাসমুদ্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের এক নূতন চিন্তা উপস্থিত হইল। উপায় ব্যতীত এই নদ-নদীপতির পরতীরে উত্তীর্ণ হওয়া

সুকঠিন। অতএব আপাততঃ এই স্থানেই সেনা সন্নিবেশ কর; পরে উত্তরণের মন্ত্রণা স্থির করা যাউক। আর দেখ, মায়াবী রাক্ষসদিগের হইতে আমাদের প্রতিপদেই ভয়ের সম্ভাবনা; অতএব সেনাপতিগণ যেন স্বীয় স্বীয় সৈন্যবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও না গমন করেন। তাঁহাদিগের এক্ষণে অত্যন্ত সতর্কতা আবশ্যক।”

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ দ্রুমপূর্ণ সমুদ্রের তীরে সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। সমুদ্রের সমীপস্থ বিশাল বানরসৈন্য বর্ণসাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের তুমুল পদসঞ্চার-শব্দ সাগরের ভয়াবহ কল্লোল অতিক্রম করিয়াও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বানরসৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত; তাহাদের সকলেই রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। তাহারা দেখিল, সম্মুখে অনন্ত মহার্ণব বায়ুবেগে নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছে। উহা নক্রকুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তুসমূহে পরিপূর্ণ। প্রদোষকালে উহা অনবরত ফেন উদ্গার করিয়া যেন হাস্য করে এবং উর্ম্মিরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া যেন নৃত্য করিতে থাকে। চন্দ্রের উদয়কালে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হয় এবং উহার বক্ষে শত শত প্রতিবিম্বিত চন্দ্র ক্রীড়া করিতে থাকে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীরদর্শন; তিমি, মকর, তিমিঙ্গিল প্রভৃতি ভীষণ জলচর প্রাণীগণ উহার উৎপতন ও নিপতনশীল তালবৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গসমূহে পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইতেছে। সমুদ্রের তলদেশে ভীষণ অজগর সর্প সকল পতিত রহি-

য়াছে; উহাদের দেহ দীপ্তিময়, সহসা বোধ হয় যেন সাগর-বক্ষে অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য, উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। আকাশে মেঘাবলী, সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে নক্ষত্রসমূহ, সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গসমূহের পরস্পর প্রতিঘাতে আকাশে মহাভেরীর ন্যায় ভীম গর্জ্জন অনবরত শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ, উহা পুনঃ পুনঃ উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং বায়ুর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বানরেরা স্তম্ভিত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সমুদ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ।

রামচন্দ্রের বিলাপ।

সুদক্ষ নীল সমুদ্রতটে সুপ্রণালী পূর্ব্বক সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। সেনাপতি মৈন্দ ও দ্বিবিদ সৈন্যের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিকটে দেখিয়া কহিলেন, "বৎস। শুনিয়াছি, কালপ্রভাবে মনুষ্যের শোক দূর হয়, কিন্তু জানকীর বিরহে

আমার শোক অনুদিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বৎস! জানকী দূরে আছেন বলিয়া আমি এরূপ দুঃখিত নহি; রাক্ষস যে তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, তাহারও জন্য দুঃখিত নহি; কিন্তু তাঁহার জীবনকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে, এই আমার দুঃখ। পবনদেব! যথায় জানকী আছেন, তুমি তথায় বহমান হও এবং তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ কর। লক্ষ্মণ! আমরা যে উভয়ে এক বায়ু স্পর্শ করিতেছি এবং এক চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহা মনে করিলেও আমার অনেকটা শান্তি হয়। হায়! না জানি হরণকালে জানকী 'হা নাথ! হা নাথ!' বলিয়া কতই ক্রন্দন ও বিলাপ করিয়াছেন; এক্ষণে সেই চিন্তা বিষবৎ আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালাপ্রদান করিতেছে। বিরহ যাহার কাষ্ঠ, সীতাচিন্তা যাহার নির্ম্মল শিখা, সেই দুর্বিষহ মদনাগ্নি আমাকে দিবানিশি সন্তপ্ত করিতেছে। বৎস! আমি আজ একাকী সমুদ্রজলে প্রবেশ করিব, তাহা হইলে জ্বলন্ত কাম আর আমাকে দহন করিতে পারিবে না।

বৎস! আমি জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে আছি ইহা মনে করিলেও আমার শোক অনেকটা দূর হয়। শুষ্ক ক্ষেত্র যেরূপ জলপূর্ণ ক্ষেত্রের উপস্নেহে আর্দ্র থাকে, তদ্রূপ জানকী জীবিতা আছেন এই সংবাদেই আমি প্রাণধারণ করিয়া আছি। হায়! কবে আমি শত্রু জয় করিয়া স্ফীতা রাজশ্রীর ন্যায় সেই পদ্মপলাশলোচনা জানকীকে দেখিতে পাইব? রোগী যেরূপ অমৃত পান করে, তদ্রূপ কবে আমি তাঁহার চারুদন্ত বিম্বোষ্ঠ মুখকমলখানি ঈষৎ উন্নত করিয়া

মুখের ন্যায় চুম্বন করিব? কবে তিনি তালফলের ন্যায় পীনোন্নত ও বর্ত্তুল স্তনযুগল হাস্যভরে ঈষৎ কম্পিত করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিবেন? হায়! আমি যাহার নাথ, তিনি এক্ষণে অনাথার ন্যায় কতই ক্রন্দন করিতেছেন। যিনি রাজর্ষি জনকের দুহিতা এবং মহারাজা দশরথের পুত্র-বধূ, তাঁহাকে এক্ষণে বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগের মধ্যে কাল যাপন করিতে হইতেছে!

বৎস! শরৎকালে চন্দ্রকলা যেমন নীল মেঘাবলী ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তদ্রূপ জানকী রাক্ষসদিগকে দূর করিয়া দৃষ্ট হইবেন। আহা! তিনি একে স্বভাবত তম্বঙ্গী, তাহাতে আবার দেশকালবিপর্য্যয়, শোক ও অনশনে যার পর নাই কৃশ হইয়াছেন। হায়! না জানি কবে আমি দুরাত্মা রাব-ণের বক্ষ শরবিদ্ধ করিয়া সরলা জানকীর শোক দূর করিব। সুরকন্যার ন্যায় সুন্দরী সাধ্বী সীতা কবে অবশদেহে আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া অবিরল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। লোকে যেরূপ মলিন বসন পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ কবে আমি এই বিরহশোক এককালে পরিত্যাগ করিব?”

রামচন্দ্র জানকীচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে সূর্য্যদেব অস্তশিখরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি ধীমান লক্ষ্মণের বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

রাক্ষসগণের সহিত রাবণের পরামর্শ।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত মহাবীর হনূমানের ভয়াবহ কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষসদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, এই লঙ্কাপুরী একান্ত দুষ্প্রবেশ্য; কিন্তু এই একমাত্র বানর ইহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া জানকীকে দেখিল, চৈত্য-প্রাসাদ চূর্ণ করিল এবং বীর রাক্ষসগণকে বিনষ্ট ও সমগ্র পুরী ছারখার করিয়া গেল। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় তাহা বল। যাহা আমার উপযুক্ত ও শ্লাঘনীয় এরূপ কোন পরামর্শ তোমরা স্থির কর। পণ্ডিতেরা বলেন, যুদ্ধে জয়লাভ মন্ত্রণাবলেই হইয়া থাকে; অতএব আইস, আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হই।

অমাত্যগণ! লোকে তিন প্রকার পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে; উত্তম, মধ্যম ও অধম। আমি ক্রমান্বয়ে এই তিন প্রকারের গুণদোষ উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি মিত্র, বন্ধু এবং এককার্য্যার্থী এই ত্রিবিধ লোকের সহিত মন্ত্রণা করেন এবং যাঁহার দৈবের প্রতি দৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। যিনি একাকী কার্য্যের বিচার করেন, একাকী দৈবের অপেক্ষা করেন এবং একাকী সন্ধিবিগ্রহাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই মধ্যম পুরুষ। আর যিনি কার্য্যের বিচার না

করিয়া দৈবকে উপেক্ষা পূর্ব্বক উদাসীন হইয়া থাকেন, তিনিই অধম পুরুষ। অমাত্যগণ! যেরূপ পুরুষ তিন প্রকার আছে, সেইরূপ মন্ত্রণাও তিন প্রকার হইয়া থাকে। সকলেই নীতিশাস্ত্রানুসারে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে মন্ত্রণায় ঐকমত্য অবলম্বন করেন, তাহা উত্তম মন্ত্র। যাহাতে সকলে প্রথমে মতদ্বৈধ অবলম্বন পূর্ব্বক পরে একমত হয়েন, তাহা মধ্যম মন্ত্র। আর যাহাতে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মন্ত্রণা করেন, অথবা নামে মাত্র ঐকমত্য অবলম্বন করেন, তাহাই অধম মন্ত্র। তোমরা বুদ্ধিমান, এক্ষণে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাহা শ্রেয় তাহাই নির্ণয় কর। রামচন্দ্র কোটী কোটী বানরে পরিবৃত হইয়া আমাদিগকে আক্রমণের জন্য লঙ্কাভিমুখে আসিতেছে। তপোবল, বাহুবল বা দিব্যাস্ত্রবল, যেরূপে হউক, সে সসৈন্যে সমুদ্র উত্তরণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলিতে কি সেতুবন্ধন বা সমুদ্রশোষণও তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। এক্ষণে এই বিপদে যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তোমরা তাহা স্থির কর।”

সপ্তম সর্গ।

রাক্ষসদিগের রাবণকে আশ্বাসপ্রদান।

রাবণ এই বলিয়া বিরত হইলে দুর্নীতিদর্শী ও নির্ব্বোধ রাক্ষসেরা শত্রুপক্ষের বলাবল কিছুই বিবেচনা না করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "রাজন্! আমাদের অস্ত্রবল ও সৈন্যবল যেরূপ, তাহাতে ত বিষাদের কোনই কারণ দেখিতেছি না। আরও, আপনার পরাক্রমে ত্রিলোক বিজিত হইয়াছে। আপনি ভোগবতীতে গমন করিয়া নাগগণকে পরাজয় করিয়াছেন। যে কৈলাসবাসী কুবের অসংখ্য যক্ষের অধিপতি, যিনি মহাদেবের সহিত সখ্যতানিবন্ধন অতিশয় গর্ব্ব করিয়া থাকেন, যিনি ত্রিলোকপাল, আপনি ক্রোধভরে তাঁহাকেও পরাজয় করিয়াছেন এবং বলপূর্ব্বক তাঁহার বিচিত্র পুষ্পক রথ আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছেন। দানবরাজ ময় আপনার পরাক্রমে ভীত হইয়া সন্ধিবন্ধনার্থ আপনাকে স্বীয় দুহিতা প্রদান করেন। আপনি স্বীয় ভগিনী কুম্ভীনসীর স্বামী, বলগর্ব্বিত দানব মধুকেও শাস্তি প্রদান করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। আপনি পাতালে বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ ও জটী নামক নাগদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। কালিকেয় নামক বরলাভগর্ব্বিত দুর্জ্জয় দানবগণ আপনার সহিত সংবৎসর যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়াছে এবং আপনি তাহাদেরই নিকট মায়াবিদ্যা লাভ করিয়াছেন। সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের মহা-

বল পুত্রগণ চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াও পরাজিত হইয়াছেন। মৃত্যুদণ্ড যাহার নক্রকুম্ভীর, কালপাশ যাহার উত্তাল তরঙ্গ, কিঙ্করসমূহ যাহার ভীষণ ভুজঙ্গ, মহাজ্বর যাহার আবর্ত্ত এবং শাল্মলী যাহার দ্বীপবৃক্ষ, আপনি সেই ভীষণ যমরাজের বলসমুদ্রে অবগাহন করিয়াও জয়শ্রীলাভ এবং মৃত্যুরোধ করিয়াছেন। আপনার যুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করিয়া সকল রাক্ষসই পরিতুষ্ট হয়।

রাজন্! এই বসুমতী এক্ষণে যেমন বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ আছে, সেইরূপ পূর্ব্বে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বীর-সমূহে পূর্ণ ছিল। আপনি সেই দুর্জয় ক্ষত্রিয়দিগকেও বাহু-বলে পরাস্ত করিয়াছেন। রামচন্দ্র বলবিক্রমে কখনই তাহাদের তুল্য হইতে পারিবে না; সুতরাং তাহাকে ভয়ের কারণ কি? আরও মহারাজ! আপনারই বা এই সামান্য বিষয়ের জন্য কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন কি? একমাত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎই বানরসৈন্য বিনষ্ট করিবেন। ইনি যজ্ঞে দেবদেব মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। শক্তি ও তোমর যাহার মৎস্য, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশি শৈবল, গজসমূহ কচ্ছপ, অশ্বগণ মণ্ডূক, রুদ্র ও আদিত্য নক্রকুম্ভীর, মরুৎ ও বসু ভীষণ সর্প এবং পদাতি-সমূহ জলরাশি, এই মহাবীর একদা সেই সুরসেনারূপ সমুদ্র-মন্থন পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দীভাবে লঙ্কায় আনয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর ইন্দ্রদেব সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার আদেশে মুক্তিলাভ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করেন। রাজন্! আপনি এক্ষণে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকেই শত্রুর নিগ্রহার্থ

নিয়োগ করুন। এই বিপদ ত সামান্য লোক হইতে উপস্থিত; ইহার জন্য আবার চিন্তা কি? রাম নিশ্চয়ই আপনার হস্তে যমালয়ে গমন করিবে।”

অষ্টম সর্গ।

প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসদিগের স্বীয় স্বীয় বিক্রম-প্রকাশ।

অনন্তর নীলমেঘাকার সেনাপতি মহাবীর প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, “মহারাজ! সামান্য মনুষ্যের কথা কি, আমি সমরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পক্ষী এবং উরগগণকেও পরাজয় করিতে পারি। আমরা যখন বিপদের আশঙ্কা না থাকায় বিশ্বস্তমনে আমোদ প্রমোদে রত ছিলাম, দুরাত্মা হনূমান সেই সময়ে পুরপ্রবেশ করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সেই চৌরের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। আপনি আজ্ঞা দিউন্, আমি সাগরবেষ্টিতা সশৈলকাননা পৃথিবীকে বানরশূন্য করিব। রাক্ষসরাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সীতাহরণদোষে আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হইবে না। আমিই আপনাকে বানরভয় হইতে রক্ষা করিব।”

অনন্তর দুর্মুখ নামক রাক্ষস শান্তভাবে কহিল, "লঙ্কেশ্বর! দুরাত্মা বানর এই নগরীর যেরূপ পরাভব করিয়াছে, তাহা সহ্য করা কোন মতেই উচিত নহে। আমি অদ্য একাকীই বানরগণের প্রাণসংহার করিয়া আপনার অপমানের প্রতিশোধ লইব। তাহারা ভীষণ সাগরগর্ভেই আশ্রয় লউক, কিম্বা আকাশ বা পাতালেই গমন করুক, অথবা দেবগণেরই শরণাপন্ন হউক, অদ্য আমার হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।"

পরে মহাবল বজ্রদংষ্ট্র ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মাংসশোণিত-দূষিত এক ভীষণ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিল, "রাক্ষসনাথ! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব জীবিত থাকিতে হতভাগ্য হনূমানকে বধ করিয়া আমাদের কি ফল হইবে? আজ আমি একমাত্র এই পরিঘের সাহায্যে বানরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঐ তিন জন দুরাত্মাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। রাজন্! আমার আরও একটী কথা আছে, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। যিনি উপায়কুশল ও উদ্যোগী তিনিই জয়শ্রী প্রাপ্ত হয়েন। আমি এক্ষণে বিনা আয়াসে শত্রুসংহারের এক উপায় বলিতেছি। রাক্ষসগণ কামরূপী ও মহাবীর; তাহারা মনুষ্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রামের নিকট গমন করুক এবং শান্তভাবে এই কথা বলুক যে, 'আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজকুমার ভরত আপনার সাহায্যার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন।' রাম অবশ্য এই কথায় উৎসাহিত হইয়া সসৈন্যে লঙ্কাভিমুখে আগমন করিবে। তখন আমরাও পথিমধ্যে শূল, শক্তি, গদা ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত সৈন্যকে আক্রমণ করিব

এবং দলে দলে আকাশমণ্ডলে থাকিয়া অস্ত্র ও প্রস্তর বৃষ্টি দ্বারা উহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।”

বজ্রদংষ্ট্র এই বলিয়া বিরত হইলে কুম্ভকর্ণতনয় মহাবল নিকুম্ভ আরক্তলোচনে কহিল, “তোমাদের কাহারও যাইবার আবশ্যক নাই; তোমরা মহারাজের সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। আমি একাকীই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনূমান প্রভৃতি সকলকেই বধ করিয়া আনিতেছি।”

অনন্তর পর্ব্বতাকার বজ্রহনু ক্রোধভরে সৃক্কণী পরিলেহন পূর্ব্বক কহিল, “তোমরা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র কার্য্য সাধনার্থ উদ্যোগী হও। অথবা তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মধুপান কর। আমি একাকীই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বানরদিগকে সংহার করিয়া মহানন্দে ভক্ষণ করিব।”

নবম সর্গ।

রাবণের প্রতি বিভীষণের সৎপরামর্শদান।

অনন্তর নিকুম্ভ, রভস, সূর্য্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ ও দুর্মুখ প্রভৃতি

ভীষণকায় মহাবল রাক্ষসগণ পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, ধনুর্ব্বাণ ও বিমলজলকান্তি খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিল এবং তেজে প্রদীপ্ত হইয়াই যেন রাবণকে কহিতে লাগিল, "রাজন্! আজ আমরা নিশ্চয়ই রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বধ করিব এবং যে দুরাত্মা হনুমান লঙ্কাপুরীর এইরূপ পরাভব করিয়াছে, তাহাকেও যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

তখন সুধীর বিভীষণ তাহাদিগকে নিবারণপূর্ব্বক প্রত্যুপবেশনে অনুরোধ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে স্থলে সাম, দান ও ভেদ এই সকল উপায় কার্য্যকারী হয় না, সেই স্থলেই দণ্ড অর্থাৎ যুদ্ধ প্রযোজ্য। আরও যে ব্যক্তি প্রমত্ত, অন্য শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ বা রোগাক্রান্ত, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, রাম এ সকলের কিছুই নহেন। তিনি দৈবদর্শী, সুধীর ও দুর্দ্ধর্ষ; আপনি কি বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, বুঝিতে পারি না। বীর হনুমান অনায়াসে শতযোজন বিস্তৃত ভীষণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আগমন করিবে, ইহা অগ্রে কে জানিত এবং কেই বা অনুমান করিয়াছিল? রাক্ষসগণ! শত্রুপক্ষের বল অপরিমেয়, সহসা তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আরও, বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এই যুদ্ধে আমরাই প্রকৃত দোষী। রাম কি রাক্ষসরাজের কোন অপকার করিয়াছিলেন? কিছুই না,

তথাচ ইনি জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন। নিশাচর খর আপনার সীমা অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, এই জন্য তিনি তাহাকে বধ করিয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। রাক্ষসরাজ বোধ হয় খরবধের জন্যই সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন; কিন্তু, বলিতে কি, ইহা হইতেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমার বিবেচনায় জানকীকে প্রত্যর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মাত্মা মহাবীর রামচন্দ্রের সহিত অকারণ বিবাদে যে সমস্ত বিষময় ফল ফলিবে, তাহা চিন্তা করিতেও অন্তঃকরণে ভয় উপস্থিত হয়। লঙ্কেশ্বর! আপনি এখনও বিশেষ বিবেচনা করুন্। যাবৎ মহাবীর রামচন্দ্র গজাশ্বরথবহুলা রত্নপূর্ণা লঙ্কানগরীকে শরাগ্নিতে ভস্ম না করেন, তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করুন্। যাবৎ মহতী বানরী সেনা আসিয়া লঙ্কানগরী অবরোধ না করে, তাবৎ সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন্। রাক্ষসরাজ! আমি আপনার ভ্রাতা, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন করিতেছি, আমার হিতবাক্যে কর্ণপাত করুন্। নতুবা লঙ্কাপুরী ছারখার হইবে; রাক্ষসবীরেরা প্রাণ হারাইবে; রাক্ষসকুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে। রাজন্! যাবৎ রামচন্দ্র আপনার বধার্থ শারদীয় সূর্য্যরশ্মিসন্নিভ দীপ্তাগ্র দীপ্তপুঙ্খ অমোঘ সুদৃঢ় শর সকল নিক্ষেপ না করেন, তাবৎ তাঁহার সীতা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করুন্। ক্রোধ, সুখ ও ধর্ম্মনাশের মূল; তাহা অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন্। ধর্ম্ম, লোকানুরাগ

ও কীর্ত্তিবর্দ্ধনের কারণ; তাহাই অবলম্বন করুন্। দেব! আপনাকে মিনতি করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন্; ইহাতে আমরা সকলে স্ত্রী পুত্র লইয়া নির্ব্বিঘ্নে থাকিব।"

রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশম সর্গ।

বিভীষণের বাক্যে রাবণের ক্রোধ।

ধার্ম্মিকপ্রবর বিভীষণ প্রত্যূষে রাক্ষসরাজ রাবণের আবাসভবনে উপস্থিত হইলেন। ঐ গৃহ ঘনসন্নিবিষ্ট বহু সংখ্যক অট্টালিকায় পরিপূর্ণ এবং শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত। উহার কক্ষ সকল সুবিভক্ত। তথায় অনুরক্ত ধীমান মহাপাত্রগণ যথা স্থানে উপবিষ্ট আছেন এবং পরিমিত ও বিশ্বস্ত প্রহরিগণ সাবধানে চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। মত্ত মাতঙ্গগণের নিশ্বাসবেগে ঐ গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ু চঞ্চল হইয়াছে। উহার কোথাও শঙ্খনাদ, কোথাও তূর্য্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে; ইতস্ততঃ প্রমদাগণ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ গৃহের দ্বার সকল কাঞ্চননির্ম্মিত; উহার পথসমূহে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া নানারূপ বাক্যালাপ করিতেছে। ঐ গৃহকে সহসা

দেখিলে গন্ধর্ব্বনিকেতন সুরালয় বা নাগগণের বাসভবন বলিয়া বোধ হয়। প্রচণ্ডতেজা সূর্য্যদেব যেরূপ মেঘমধ্যে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ তেজস্বী বিভীষণ অগ্রজের আবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, কোথাও বেদবিদ বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে রাবণের স্তুতিগান করিতেছেন, কোথাও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুষ্প, অক্ষত, ঘৃত ও দধিপাত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন।

বিভীষণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বতেজপ্রদীপ্ত সিংহাসনস্থ রাক্ষসরাজকে প্রণাম করিলেন এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজসঙ্কেতলব্ধ হেমভূষিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে কয়েকটী বিশ্বস্ত মন্ত্রী ব্যতীত উক্ত গৃহে আর কেহই ছিল না। ধীমান বহুদর্শী বিভীষণ অবসর বুঝিয়া রাবণকে দেশকালোচিত শান্ত ও হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! যে অবধি বৈদেহী লঙ্কায় পদার্পণ করিয়াছেন, সেই অবধি নানাবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইতেছে। অগ্নিদেব জ্বলিবার প্রারম্ভে ধূমাচ্ছন্ন, পরে স্ফুলিঙ্গযুক্ত ও ধূমজড়িত হয়েন। তিনি মন্ত্রসহিত আহুতি লাভ করিয়াও সম্যক বর্দ্ধিত হয়েন না। রন্ধনশালা, অগ্নিহোত্র গৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপগণ এবং হোমদ্রব্যে পিপিলীকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে গাভী সকল দুগ্ধহীন ও মাতঙ্গগণ মদস্রাবশূন্য হইয়াছে। অশ্বগণ অপর্য্যাপ্ত আহার করিয়াও যেন নিতান্ত বুভুক্ষিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীনভাবে হ্রেষারব করিতেছে। খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ কণ্টকিত দেহে অশ্রুমোচন করিতেছে এবং নানারূপ প্রতীকারেও প্রকৃতিস্থ

হইতেছে না। বায়সেরা দলে দলে প্রাসাদাগ্রে উপবেশন করিতেছে এবং কোথাও বা একত্রিত হইয়া রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতেছে। গৃধ্রগণ আর্ত্তভাবে নিরন্তর প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট আছে। এক্ষণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শিবাগণ নিকটে আসিয়া অশুভস্বরে চীৎকার করে এবং পুরদ্বারে মৃগ ও শ্বাপদগণের বজ্রধ্বনিসদৃশ ঘোর রব প্রায়ই শ্রুত হইয়া থাকে। মহারাজ! বলিতে কি, আপনার পাপ হইতেই এই সমস্ত সঙ্ঘটিত হইতেছে। এক্ষণে রামচন্দ্রকে জানকী প্রত্যর্পণ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। দেব! আমি যদি মোহবশতঃ আপনাকে কোন অন্যায় কথা বলি ত ক্ষমা করিবেন। এই সীতাহরণ রূপ অপরাধের ফল রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে অচিরাৎ ভোগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণ যদিও কেহ আপনার ভয়ে সৎপরামর্শ দিতে পারেন নাই, তথাপি আমি আপনার ভ্রাতা হইয়া এবং এই কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া শুনিয়াও কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব? এক্ষণে আপনার বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহাই করুন।”

বিভীষণ মন্ত্রিগণের মধ্যে অগ্রজকে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। কিন্তু আসন্নমৃত্যু রাবণ এই যুক্তিসঙ্গত হিতকর বাক্যেও যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “বীর! আমি ত কিছুই ভয়ের কারণ দেখিতেছি না। আমি প্রাণান্তেও রামচন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ করিব না। বিভীষণ! তুমি রাক্ষসবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সেই সামান্য নরের পরাক্রমে এত ভীত হইয়াছ কেন বুঝিতে পারি না। আমি প্রতিজ্ঞা

করিয়া বলিতেছি যে, যদি রাম সুরাসুরের সহিতও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না।”

তৎকালে রাবণ এই বলিয়া হিতবাদী বিভীষণকে বিদায় দিলেন।

একাদশ সর্গ।

রাবণকর্তৃক সভাস্থলে রাক্ষসদিগকে আহ্বান।

রাবণ পরস্ত্রীহরণরূপ পাপ, হনূমানকৃত পরাভব এবং মৈথিলীর চিন্তায় অনুদিন কৃশ হইতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তও ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিল। তৎকালে যুদ্ধপ্রসঙ্গ অবিহিত হইলেও, তিনি অমাত্য ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাই বিহিত স্থির করিলেন।

অনন্তর একখানি উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত ও আনীত হইল। উহা স্বর্ণজালজড়িত, মণিবিদ্রুমশোভিত এবং সুশিক্ষিত অশ্বে যোজিত; উহার স্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর। রাক্ষসরাজ ঐ রথে আরোহণ পূর্ব্বক সভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাক্ষস-যোধগণ নানাবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। কতকগুলি বিকৃতবেশ নানাবিধ ভূষণে ভূষিত রাক্ষস তাঁহার পার্শ্বদেশ ও পশ্চাৎভাগ আশ্রয় করিয়া

চলিল। অতিরথগণ গদা, পরিঘ, শক্তি ও তোমরাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সশস্ত্র রথে, ক্রীড়াপটু অশ্বে এবং মত্ত বারণে তাঁহার অনুসরণ করিল। তৎকালে শঙ্খ ও তূর্য্যধ্বনি, ভেরী-রব এবং রথনির্ঘোষ মিশ্রিত হইয়া সহসা এক দিগন্তবিসারী শব্দ উত্থিত হইল। রাবণের মস্তকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্বেত ছত্র; বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে স্ফটিকধবল হেমমঞ্জরিশোভিত চামরদ্বয় আন্দোলিত হইতেছে। পথপার্শ্বে বহুসংখ্যক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিল; তাহারা রথস্থ রাক্ষস-রাজকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্তুতিবাদ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সভামণ্ডপের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সযত্নে ঐ সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার কুট্টিমতল স্বর্ণ ও রজতে খচিত, মধ্যভাগে বিশুদ্ধ স্ফটিক এবং উত্তরচ্ছদ স্বর্ণখচিত। ছয় শত পিশাচ নিরন্তর উহার রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। তথায় রাবণের উপবেশ-নার্থ কোমল মৃগচর্ম্মমণ্ডিত উপাধানযুক্ত মরকতময় এক উৎকৃষ্ট আসন আস্তীর্ণ ছিল। তিনি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং দূতগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "দূতগণ! একণে যুদ্ধসংক্রান্ত কোন কার্য্য উপস্থিত; তোমরা অবিলম্বে রাক্ষসগণকে এই স্থানে আন-য়ন কর।"

রাক্ষসরাজের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র দূতগণ লঙ্কার গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বিহারশয্যা ও উদ্যানে ভোগাসক্ত রাক্ষসগণকে নির্ভয়চিত্তে আহ্বান

করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাক্ষসগণ কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা পাদচারে নির্গত হইল। আকাশমণ্ডল যেমন পক্ষিসমূহে পূর্ণ হয় সেইরূপ লঙ্কাপুরী ক্ষণকাল মধ্যেই রথ, অশ্ব ও হস্তীতে পূর্ণ হইয়া গেল।

সিংহগণ যেমন গুহামধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত রাক্ষস বিনীতবেশে সভামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজকে প্রণাম করিল। রাবণও উহাদের যথোচিত সমাদর করিলেন। উহারা কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে, কেহ বা ভূতলে উপবিষ্ট হইল। অর্থনিশ্চয় কার্য্যে সুপণ্ডিত মন্ত্রিগণ এবং সর্ব্বজ্ঞ মতিমান অমাত্যগণও মর্য্যাদানুসারে যথাস্থানে উপবেশন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বহুসংখ্যক বীর রাক্ষসও তথায় উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিল।

ইত্যবসরে ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এক হেমজড়িত উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত সুপ্রশস্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে অগ্রজের চরণবন্দনা করিলেন।

তৎকালে শুক ও প্রহস্ত সমাগত ব্যক্তি সকলকে যথাযোগ্য পৃথক পৃথক আসন প্রদান করিতে লাগিল। সভাস্থ সকলেই সুবর্ণ ও মণিভূষিত এবং দিব্যাম্বরধারী; তাহাদের গাত্রের উৎকৃষ্ট অগুরুচন্দন ও মাল্যের গন্ধে আমোদিত হইয়া বায়ু সর্ব্বত্র মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। উহারা সকলেই নীরব, কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। সকলেই উৎসুকচিত্তে পুনঃ পুনঃ রাবণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা সকলেই শস্ত্রধারী ও মহাবল;

রাবণ বসুগণের মধ্যস্থ বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় সভামধ্যে উহাদের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধে উৎসাহ।

অনন্তর রাবণ সমগ্র পারিষদ্‌গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেনাপতি প্রহস্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সেনাপতে! আমার চতুরঙ্গ সৈন্য যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত; এক্ষণে যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া নগর রক্ষা করে, এইরূপ আদেশ প্রদান কর।" রাক্ষসরাজের আদেশমাত্র সেনাপতি প্রহস্ত লঙ্কার অভ্যন্তর ও বাহিরে সৈন্য স্থাপন করিল। অনন্তর পুনরায় রাবণের নিকটে গিয়া কহিল, "লঙ্কেশ্বর! আমি আপনার আদেশমত লঙ্কার অভ্যন্তর ও বাহিরে সৈন্যরক্ষা করিতেছি। এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যেরূপ অভিপ্রায় কার্য্য করুন্।"

রাজহিতৈষী প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবণ সুহৃদ্‌গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমার প্রিয়াপ্রিয়, সুখদুঃখ, হিতাহিত বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই তোমাদের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। তোমরা পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা কদাচ নিষ্ফল হয়

নাই। বলিতে কি, ইন্দ্র যেমন সোম ও মরুতাদির সাহায্যে ইন্দ্রত্ব উপভোগ করিতেছেন, সেইরূপ আমিও তোমাদিগেরই সাহায্যে রাজশ্রী উপভোগ করিতেছি। বন্ধুগণ! তোমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবে যে, সর্ব্বশস্ত্রবিৎ মহাবীর কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রার পর অদ্য জাগরিত হইয়াছেন। যাহা হউক, আমার যাহা বক্তব্য তাহা এক্ষণে তোমাদের নিকট বলিতেছি। আমি জনস্থান হইতে রামচন্দ্রের প্রিয়া মহিষী জানকীকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। সেই গজেন্দ্রগামিনী কিছুতেই আমার প্রতি অনুরক্তা হইতেছেন না। এই ত্রিলোকে জানকার ন্যায় রূপবতী আর দ্বিতীয় কেহই নাই। তাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব স্থূল এবং আনন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় মনোহর। তিনি হেমনির্ম্মিতা প্রতিমার ন্যায়, অথবা ময়নির্ম্মিতা মায়ার ন্যায় মনোহারিণী। তাঁহার পদতল আরক্ত ও কোমল এবং নখর তাম্রবর্ণ। তিনি হুত অগ্নির শিখার ন্যায় এবং সৌরী প্রভার ন্যায় দীপ্তিমতী। তাঁহার নাসিকা উন্নত, নেত্রদ্বয় বিশাল এবং আনন সুচারু। সেই সুন্দরী যে দিন অবধি আমার নয়নপথের পথিক হইয়াছে, সেই দিন অবধি দুরন্ত কাম আমার ক্রোধ ও হর্ষ অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে; বর্ণ মলিন করিতেছে এবং শোক ও সন্তাপ বর্দ্ধিত করিতেছে। সীতা রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় আমাকে একবৎসর কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন; আমিও তাঁহার সেই প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছি। কিন্তু, বলিতে কি, আমি পথশ্রান্ত অশ্বের ন্যায় কামবশে যার পর নাই ক্লান্ত হইয়াছি।

বীরগণ! সমুদ্র নানাবিধ ভীষণ জলচর প্রাণী এবং নক্র-কুম্ভীরাদিতে পরিপূর্ণ; জানি না, রাম ও লক্ষ্মণ সসৈন্যে সুগ্রীব সমভিব্যাহারে এখানে আসিতে পারিবে কি না। কিন্তু যখন একটী মাত্র বানরে লঙ্কার তাদৃশ দুরবস্থা করিয়া গেল, তখন কি হয় বলাও যায় না। যাহা হউক, যদিও আমাদের মনুষ্য বা বানর হইতে কোন ভয়ের কারণ নাই, তথাপি তোমরা হিতাহিত বিচার পূর্ব্বক কার্য্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে আমি তোমাদিগেরই সাহায্যে জয়শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; এক্ষণেও তোমরাই আমার একমাত্র ভরসাস্থল। আমি শুনিলাম, রাম ও লক্ষ্মণ হনূমান মুখে সীতার উদ্দেশ পাইয়া এক্ষণে কপিরাজ সুগ্রীব এবং তাহার অসংখ্য সৈন্যের সহিত সমুদ্রের পরপারে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিতে হয় এবং তাহাদিগকেও বধ করা যায়, তোমরা এরূপ কোন সদুপায় স্থির কর। তোমরা থাকিতে একজন সামান্য মনুষ্য যে বানর সহিত সাগর পার হইয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে, এ চিন্তাকে আমি ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে স্থান দিই না। সামান্য রামের কথা দূরে থাকুক, এই ত্রিজগতে কেহই একার্য্যে সাহসী হয় না। আমি নিশ্চয়ই জয় লাভ করিব।”

কামার্ত্ত রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ ক্রোধ ভরে কহিলেন, “রাজন্! আপনি যখন দর্শনমাত্রে মোহিত হইয়া রামচন্দ্রের মহিষী সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, তখন ত বিচারের সময় অতীত হইয়াছে; সুতরাং

এক্ষণে সে কার্য্যের গুণদোষ বিচার করিয়া কোন্ ফল নাই। কিন্তু, বলিতে কি, আপনার এই কার্য্যটী অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। আপনি যদি পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে আমাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কখন এরূপ হইত না। রাক্ষসনাথ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে রাজা অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে কদাচ পরিতাপ করিতে হয় না। কিন্তু পরামর্শ ব্যতীত যে সকল অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, অভিচারাদি সম্বন্ধীয় অপবিত্র যজ্ঞে আহুত হবির ন্যায় তাহা কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়া উঠে। যে রাজা কার্য্যের পূর্ব্বাপর বুঝেন না তাঁহার নীতিজ্ঞান নাই। এইরূপ চপল রাজা অধিকবল হইলেও বিপক্ষেরা তাহার ছিদ্রান্বেষণে কৃতকার্য্য হয়। রাজন্! তুমি হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; মহাবীর রামচন্দ্র যে বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তোমাকে এতদিন বধ করেন নাই, ইহাই তোমার সৌভাগ্য। যাহা হউক, আমিই অতঃপর তোমার শত্রুর উচ্ছেদ করিয়া তোমার কার্য্য সম্পাদন করিব। তোমার জন্য আমি ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের বা বরুণ, সকলেরই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আমার শরীর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড এবং দন্ত তীক্ষ্ণ; আমি যখন প্রকাণ্ড পরিঘ হস্তে রণস্থলে গর্জ্জন করিতে থাকিব, তখন দেবরাজ পুরন্দরেরও অন্তঃকরণে ভয় উপস্থিত হইবে। বলিতে কি, রাম একটী শরের পর দ্বিতীয়টী না নিক্ষেপ করিতে করিতেই আমি তাহার রুধির পান করিব। রাজন্! আমি প্রথমে লক্ষ্মণের

সহিত রামকে বধ করিয়া জয়শ্রী তোমার হস্তে দিব ; অনন্তর মহাসুখে হৃষ্টপুষ্টকায় বানরবীরগণকে ভক্ষণ করিব। বীর ! তুমি নির্ভয়ে ক্রীড়া ও মদ্যপান কর,অথবা প্রজাগণের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। রাম আমার হস্তে যমালয়ে গমন করিলেই সীতা চিরদিনের জন্য তোমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে।"

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাবণ ও মহাপার্শ্বের কথোপকথন।

অনন্তর মহাবল মহাপার্শ্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে গমন করিয়াও অনায়াসসুলভ মধু পান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই। মহারাজ! প্রভুরও কি প্রভু থাকা সম্ভব? আপনি শত্রুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া কি জন্য জানকীর সহিত রমণ করিতেছেন না? আপনি কুক্কুটের ন্যায় বলপূর্ব্বক কিজন্য জানকীকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছেন না? কামনা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়? আরও, যদিও কখন কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় তাহার ত অনায়াসেই প্রতিবিধান হইবে। কুম্ভকর্ণ ও মহাবীর ইন্দ্রজিৎ বজ্রধারী

ইন্দ্রকেও অনায়াসে পরাভব করিতে পারেন। দেখুন, পণ্ডিতেরা সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, কার্য্য সিদ্ধির এই চারিটী উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে রাক্ষসেরা দণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ উপায় জ্ঞান করে এবং তাহাতেই সর্ব্বদা কৃতকার্য্য হয়। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, শত্রুরা আমাদের শস্ত্রপ্রতাপে পরাজিত হইবে।"

মহাপার্শ্ব এই বলিয়া বিরত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ তাহার বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "বীর! এ সম্বন্ধে একটী রহস্য আছে; তোমাদিগকে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। একদা আমি দেখিলাম, পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী কোন অপ্সরা আকাশপথে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিতেছে। সে অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। সে সহসা আমাকে সম্মুখে দেখিয়া যেন ভয়ে আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাহার রূপ দর্শনে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বিবসনা করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর ঐ অপ্সরা দলিতা নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার কুব্যবহারের কথা সমস্ত জ্ঞাপন করিল। পিতামহ তচ্ছ্রবণে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি এই অভি-শাপ দিলেন, 'দুরাচার! আজ অবধি যদি তুই কোন নারীর প্রতি বলপ্রকাশ করিতে যাস্, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তোর মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।' বীর! আমি সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া আছি এবং এইজন্যই কামাক্রান্ত হইয়াও উন্মাদিনী সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করি নাই।

বীর! আমার বেগ সমুদ্রের ন্যায় এবং গতি বায়ুর ন্যায়; রাম তাহা না জানিয়াই লঙ্কাভিমুখে আসিতেছে। যে সিংহ ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় গিরিগুহায় শয়ন করিয়া থাকে, কোন্ মূর্খ তাহাকে প্রবোধিত করিতে সাহসী হয়? মূঢ় রাম আমার শরাসননিক্ষিপ্ত দ্বিজিহ্ব সর্পের ন্যায় ভয়াবহ বাণসমূহ দেখে নাই, এইজন্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছে! যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমি শত শত বজ্রসদৃশ শরে সেই ক্ষুদ্র মনুষ্যকে দগ্ধ করিব। যেরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইয়া চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের প্রভা লোপ করেন, তদ্রূপ আমি সবলে গিয়া তাহাকে বলহীন করিব। বলিতে কি, সহস্রচক্ষু ইন্দ্র অথবা পাশধারী বরুণও আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। এই পুরী পূর্ব্বে কুবেরের ছিল, আমি বাহুবলে ইহা কাড়িয়া লইয়াছি।"

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাবণকে বিভীষণের সদুপদেশ দান।

ধর্ম্মাত্মা সুধীর বিভীষণ কুম্ভকর্ণের আস্ফালন শ্রবণান্তর হিত ও অর্থযুক্ত বাক্যে রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে

লাগিলেন, "রাক্ষসরাজ! সীতা একটী ভীষণ সর্প; তাহার বক্ষঃস্থল ঐ সর্পের শরীর, চিন্তা বিষ, হাস্য তীক্ষ্ণ দন্ত এবং পঞ্চ অঙ্গুলী পঞ্চ মস্তক; আপনি কেন সেই সর্পকে গলদেশে ধারণ করিয়াছেন? রাজন্! দন্ত ও নখায়ুধ পর্ব্বতাকার বানরেরা যে পর্য্যন্ত না লঙ্কা অবরোধ করিতেছে, আপনি তাবৎ রামচন্দ্রের সীতা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করুন্। যাবৎ রামচন্দ্রের শরনির্ম্মুক্ত বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট বজ্রসার শর সকল রাক্ষসদিগের শিরশ্ছেদন না করিতেছে, তাবৎ আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। আমি নিশ্চিত বলিতেছি, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহাবল, নিকুম্ভ, কুম্ভ বা অতিকায় ইহাঁরা কেহই রণস্থলে রামচন্দ্রের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। আপনি এক্ষণে সূর্য্য বা বায়ু দ্বারাই রক্ষিত হউন, ইন্দ্র বা যমের ক্রোড়েই আশ্রয় গ্রহণ করুন, অথবা আকাশ বা পাতালেই প্রবিষ্ট হউন, জীবিত থাকিতে কখনই রামচন্দ্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না।"

বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রহস্ত কহিল, "বীর! আমরা যুদ্ধে দেব কি দানব কাহাকেও ভয় করি না। আমরা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা উরগকেও ভয় করি না; এক্ষণে কি সামান্য মনুষ্য হইতে আমাদের ভয় হইবে?"

তখন ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ রাজার শুভোদ্দেশে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "প্রহস্ত! তুমি, মহোদর, কুম্ভকর্ণ এবং স্বয়ং মহারাজ, রামচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, অধার্ম্মিকের পক্ষে স্বর্গলাভের ন্যায় তাহা কখনই সফল হইবে না। রামচন্দ্রকে বধ করা কি তোমার, না আমার, না অন্য কোন

রাক্ষসের কার্য্য ? ভেলাযোগে সমুদ্র পার হওয়া যেরূপ অসম্ভব, ইহাও তদ্রূপ। রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত, ধর্ম্মশীল ও মহারথ; এরূপ ব্যক্তির সম্মুখে দেবতারাও হতবুদ্ধি হইয়া যান্। প্রহস্ত! রামচন্দ্রের কঙ্কপত্রশোভিত সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ এখনও তোমার অঙ্গ ভেদ করে নাই, এইজন্যই তুমি এরূপ বৃথা শ্লাঘা করিতেছ। তাঁহার সেই প্রাণান্তকর বজ্রের ন্যায় সারবিশিষ্ট শরসমূহ এখনও তোমার মর্ম্মস্থান ভেদ করে নাই, এইজন্যই তুমি এরূপ অহঙ্কার করিতেছ। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, কি রাবণ, কি মহাবল ত্রিশীর্ষ, কি নিকুম্ভ, কি ইন্দ্রজিৎ, কি তুমি, তোমরা কেহই রণস্থলে সেই মহাবীর দাশরথির পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায় বা অকম্পন ইহারাও কেহই রামচন্দ্রের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। বলিতে কি, তোমরা রাবণের মিত্ররূপী শত্রু; ইনি তোমাদের পরামর্শে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়াছেন। তোমরা রাক্ষসবংশের ধ্বংসের জন্য ইহাঁর পাপকার্য্যের অনুমোদন করিতেছ। ইনি স্বভাবতই অসমীক্ষ্যকারী ও উগ্রস্বভাব; তোমাদিগের কুমন্ত্রণায় ইহাঁর বিবেচনাশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইতেছে। প্রহস্ত! দেখিতেছ না, যাহার দেহবল অপরিচ্ছিন্ন এবং মস্তক সহস্র এরূপ ভয়াবহ ভুজঙ্গ রাক্ষসরাজকে সবলে বেষ্টন করিয়াছে; তোমরা ইহাঁকে বিমুক্ত কর। ইনি ভূতদ্বারা গৃহীত, ইনি রাঘবরূপ সমুদ্রজলে নিমগ্ন, ইনি পাতালমুখে নিপতিত; তোমরা সকলে সত্বর ইহাঁর কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাঁকে রক্ষা কর। আমি নির্ভয়ে স্বমত ব্যক্ত

করিতেছি; মহারাজ অবিলম্বে রামচন্দ্রকে সীতা অর্পণ করুন্; ইহাতে রাক্ষসপুরীরও মঙ্গল, সবান্ধব মহারাজেরও মঙ্গল। যিনি নিজ ও পরপক্ষের বলবীর্য্য ও লাভালাভ সবিশেষ বিচার করিয়া প্রভুকে হিতোপদেশ প্রদান করেন তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।"

পঞ্চদশ সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণের কথোপকথন।

রাবণপুত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অতি কষ্টে বৃহস্পতিপ্রতিম বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "কনিষ্ঠতাত! আপনি ভীরুর ন্যায় অনর্থক কি কহিতেছেন? যে ব্যক্তি রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই, এরূপ উপদেশ দিতে তাহারও অন্তঃকরণে লজ্জা হয়। বিশাল রাক্ষসকুলে বল-হীন, বীর্য্যহীন ও তেজোহীন একমাত্র আপনাকেই দেখি-তেছি। ভীরু! একজন সামান্য রাক্ষসও সেই দুই মনুষ্য রাজপুত্রকে বধ করিতে পারে; তত্রাচ আপনি কিজন্য আমাদিগকে এরূপ বৃথা ভয়প্রদর্শন করিতেছেন? আমি ত্রিলোকনাথ দেবরাজ ইন্দ্রকেও বন্দী করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছিলাম। তৎকালে দেবগণ আমার ঐ কার্য্যে ভীত

হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল। আমি গম্ভীর গর্জ্জনশীল ভীষণ ঐরাবতকে নিপাতিত করিয়া তাহার দুইটী দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি দেবগণের দর্পহন্তা এবং দানবগণেরও শোককর্ত্তা; আমাকেও কি দুইটী সামান্য মনুষ্যের পরাক্রম হইতে ভয় পাইতে হইবে?"

ধর্ম্মাত্মা বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণ মহাতেজা ইন্দ্রজিতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস ইন্দ্রজিৎ! তুমি আজিও বালক; তোমার এখনও বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, সেই জন্য তুমি আত্মনাশার্থ এই সমস্ত অসম্বদ্ধ বাক্য বলিলে। তুমি যখন তোমার পিতার ঈদৃশ ঘোর বিপদের কথা শুনিয়াও মোহবশতঃ ইহাঁকে নিবারণ করিতেছ না, তখন তুমি নামেই ইহাঁর পুত্র, কিন্তু কার্য্যে ভয়ানক শত্রু। ইন্দ্রজিৎ! তুমি সাহসী; কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় দুর্বুদ্ধি বালককে মন্ত্রণাগৃহে আনয়ন করিয়াছে, সে নিজেও রামচন্দ্রের শরে বিনষ্ট হইবে এবং তোমাকেও বিনষ্ট করিবে। দুরাত্মন্! তুমি অবিনয়ী, মূর্খ ও উগ্রপ্রকৃতি; তুমি বালস্বভাববশতই আমাদিগকে পরামর্শ দিতেছ। রামচন্দ্রের শর ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় দীপ্তিমান এবং কালাগ্নির ন্যায় ভয়াবহ। ইন্দ্রজিৎ! যুদ্ধে যমদণ্ডের ন্যায় সেই সমস্ত শর নির্ম্মুক্ত হইলে কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে?"

বিভীষণ এইরূপ বলিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে পুনরায় রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! আপনাকে পুনরায় বলিতেছি আপনি ধন, রত্ন, বসন, ভূষণ ও মণিমুক্তাদির সহিত অচিরেই রাম-

চন্দ্রের সীতা রামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করুন্; তাহা হইলেই আমরা নির্ভয়ে লঙ্কায় বাস করিতে পারিব।”

ষোড়শ সর্গ।

রাবণের বিভীষণকে পরুষবাক্য কথন।

রাবণের মৃত্যুকাল আসন্ন; তিনি বিভীষণের এই ধর্ম্ম-সঙ্গত ও হিতবাক্যেও যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “বিভীষণ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, বরং শত্রু ও ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত বাস করিবে, তথাপি মিত্ররূপী শত্রুর সহিত বাস করিবে না। জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নহে; আমি সবিশেষ জানি, এক জ্ঞাতির বিপদে অন্য জ্ঞাতি সততই হৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষাদির কারণ, জ্ঞানী ও ধর্ম্মশীল, অন্যান্য জ্ঞাতিরা তাহারই অবমাননা করে এবং সে যদি বীরপুরুষ হয়, তাহা হইলে, সুযোগ পাইলে তাহাকে সাধ্যমত পরাভব করিতে চেষ্টা করে। এই সমস্ত আততায়ীর হৃদয় কপট-তায় পরিপূর্ণ এবং উহারা অতিশয় ভয়াবহ। পূর্ব্বে পদ্ম-বনস্থ কয়েকটী হস্তী একটী পাশহস্ত মনুষ্যকে দেখিয়া যাহা বলিয়াছিল, আমি এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ

কর। হস্তীরা কহিল, দেখ, 'আমরা অগ্নিকে ভয় করি না, শক্রকে ভয় করি না, পাশকেও ভয় করি না; স্বার্থপর জ্ঞাতিরাই আমাদিগের ভয়ঙ্কর শত্রু। উহারাই মনুষ্যের নিকট আমাদের গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয়ই সকল ভয় অপেক্ষা কষ্টকর। ধেনুতে গব্য, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য, ব্রাহ্মণে তপ এবং জ্ঞাতিতে ভয় অবশ্যই থাকে।' বিভীষণ! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, আমি শত্রুদিগের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছি, আমি ত্রিলোকের সকলেরই পূজা প্রাপ্ত হই; কিন্তু এ সকল বোধ হয় তোমার সহ্য হয় না। বিভীষণ! যেরূপ পদ্মপত্রের সহিত জল-বিন্দুর মিলন হয় না, তদ্রূপ নীচ ব্যক্তির সহিত কদাচ যথার্থ সৌহার্দ্দ সংঘটিতে পারে না। উহা শারদীয় মেঘের ন্যায় কেবল গর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু বর্ষণ করিতে পারে না। মধুকরগণ যেমন যথাসুখে পুষ্পরস পান করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ নীচ ব্যক্তি সৌহার্দ্দ দ্বারা নিজের কার্য্য সিদ্ধ হইলেই পলায়ন করিয়া থাকে। মধুকরেরা কাশপুষ্পে উপবিষ্ট হইলে যেমন রসলাভে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ অনার্য্যের সহিত বন্ধুত্ব করিলে উপকার লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। হস্তী যেমন স্নানান্তে শুণ্ড দ্বারা কর্দ্দম লইয়া নিজ অঙ্গ দূষিত করে, সেইরূপ অনার্য্য ব্যক্তি বন্ধুর স্নেহ দূষিত করিয়া ফেলে। কুলপাংসন! তোকে আর অধিক কি বলিব; যদি আজ অন্য কেহ আমাকে তোর ন্যায় উপদেশ দিত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই তাহার শিরশ্ছেদ করিতাম।"

ন্যায়বাদী বিভীষণ জ্যেষ্ঠের এই পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া

তৎক্ষণাৎ গদাহস্তে চারিজন রাক্ষসের সহিত অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং তথা হইতে রাবণকে সম্বোধনপূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, "রাজন্! তুমি আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সুতরাং পিতৃতুল্য ও মাননীয়; তোমাকে কটু কথা বলা আমার উচিত নহে; কিন্তু বলিতে কি, তুমি অধার্ম্মিক ও ভ্রান্ত। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা আমাকে ভৎর্সনা কর, কিন্তু আমি ইহা সহ্য করিব না। দশানন! আমি তোমার হিতেচ্ছায় তোমাকে নীতিসঙ্গত উপদেশ প্রদান করিলাম, কিন্তু তুমি কালের বশীভূত হইয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে। রাজন্! প্রিয়বাদী বন্ধু সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় ও হিতবাদী বক্তা ও তাহার বাক্যের শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি সর্ব্বভূতাপহারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ, আমি অগ্নিপ্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তোমার বিনাশ কিরূপে উপেক্ষা করিব? রামচন্দ্রের শর স্বর্ণখচিত, সুতীক্ষ্ণ ও পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত; তুমি তাহাতে নিহত হইবে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াও কিরূপে স্থির হইয়া থাকিব? যে ব্যক্তি বীর, বলবান ও শস্ত্রবিৎ তাহারাও কালপাশে জড়িত হইয়া যুদ্ধে বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। তুমি আমার গুরু; আমি তোমাকে যে সমস্ত কটু কথা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর; কিন্তু এখনও আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনাকে, বন্ধুবান্ধবকে এবং এই পুরীকে রক্ষা কর। আমি এক্ষণে চলিলাম, আশা করি আমার অবর্ত্তমানে তুমি সুখী হইবে। আমি তোমার হিতেচ্ছাতেই তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বাক্য তোমার ভাল লাগিল না। পণ্ডিতেরা যে কহিয়া থাকেন যে, যাহাদের

মৃত্যু আসন্ন, তাহারা বন্ধুর হিতবাক্যেও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।"

সপ্তদশ সর্গ।

বিভীষণের রামসন্নিধানে গমন।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ অগ্রজকে এইরূপ কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তিনি মেরুশিখরের ন্যায় উন্নত এবং বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল; বানরেরা সহসা তাঁহাকে অন্তরীক্ষে দেখিতে পাইল। বিভীষণের সঙ্গে চারিটী অনুচর, উহারা মহাবল ও ভীমবিক্রম এবং বর্ম্ম, আয়ুধ ও নানাবিধ ভূষণে ভূষিত। মহাবীর সুগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচটী রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন; অনন্তর হনূমান প্রভৃতি বানরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, এই সর্ব্বাস্ত্র-ধারী রাক্ষস অপর চারিটী রাক্ষসের সহিত আমাদের বধার্থ আসিতেছে সন্দেহ নাই।"

বানরগণ সুগ্রীবের এই কথা শুনিবামাত্র অবিলম্বে শাল ও শিলা উৎপাটন পূর্ব্বক কহিল, "রাজন্! আপনি আদেশ দিউন্, আমরা দুরাত্মাদিগকে বধ করিয়া ফেলি। উহারা

ক্ষুদ্রপ্রাণ; এই সমস্ত শিলা ও শৈলের আঘাতে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।"

এদিকে বিভীষণ নির্ভয়চিত্তে ক্রমশ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে এক দুর্বৃত্ত রাক্ষস আছে; সে রাক্ষসদিগের রাজা। আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম বিভীষণ। রাবণ একদিন পক্ষি-রাজ জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অপহরণ করিয়া আনে। এক্ষণে সেই দীনা সাধ্বী তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা হইয়া আছেন এবং শত শত বিকটদর্শনা রাক্ষসী তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। আমি রাবণকে যুক্তিসঙ্গত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, 'রাজন্! তুমি রামচন্দ্রের সীতা রামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ কর।' কিন্তু সে কালপাশে জড়িত হইয়াছে; আসন্নমৃত্যুর পক্ষে ঔষধের ন্যায় আমার হিতবাক্য তাহার প্রীতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানাবিধ কটু কথা বলিয়াছে এবং অবশেষে দাসের ন্যায় অবমাননা করিয়াছে। তজ্জন্য আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের শরণাগত হইলাম। রামচন্দ্র শরণাগতবৎসল; আপনারা শীঘ্র তাঁহাকে গিয়া বলুন যে, বিভীষণ আসিয়াছে।"

বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীব দ্রুতপদে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া ক্রোধভরে কহি-লেন, "বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অদ্য সহসা আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। উলূক যেমন

সুযোগ পাইলে বায়সদিগকে বধ করে, সেইরূপ দুরাত্মা রাক্ষস আমাদিগকে বধ করিবার মনস্থ করিয়াছে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় কার্য্য, সেনানিবেশ, মন্ত্রণা ও দূত এই সকল বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। রাক্ষসেরা কামরূপী, বলবান ও প্রচ্ছন্নচারী; উহারা কূট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুর সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, অতএব উহাদিগকে কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অদ্য যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আসিয়াছে, সে নিশ্চয়ই রাক্ষসরাজ রাবণের চর। সে একবার বানরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ সাধনে যত্নবান হইবে। অথবা যখন আমরা বিশ্বাসবশত অসাবধান থাকিব, তখন স্বয়ংই আমাদিগকে বিনাশ করিবে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, মিত্রপ্রেরিতবল, আরণ্যকবল ও ভৃত্যবলই গ্রহণ করিবে, কিন্তু শত্রুপ্রেরিত বল কদাচ গ্রহণ করিবে না। আগন্তুক ব্যক্তির নাম বিভীষণ; সে জাতিতে রাক্ষস এবং আমাদের মহাশত্রু রাবণের ভ্রাতা; সুতরাং তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ঐ ব্যক্তি রাবণের নিয়োগে চারিজন রাক্ষসের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে; সুতরাং উহাকে বধ করাই কর্ত্তব্য। তুমি যখন বিশ্বাসবশত অসাবধান থাকিবে, তখন সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তোমাকে বিনাশ করিবে। অতএব ইহাকে তীব্রদণ্ডে বধ কর।” সেনাপতি বাক্যকুশল সুগ্রীব এইরূপে ক্রোধভরে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ধীমান রামচন্দ্র কপিরাজ সুগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ

করিয়া নিকটস্থ অন্যান্য বানরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "কপিগণ! বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া সখা সুগ্রীব যে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত বাক্য বলিলেন, তাহা তোমরা শ্রবণ করিলে। যিনি অবিনশ্বর ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করেন এবং যিনি সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান, সন্দেহস্থলে বন্ধুকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি তোমাদের সকলেরই এ বিষয়ে মত কি, জানিতে ইচ্ছা করি।"

রামচন্দ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী বানরগণ তৎকর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিল, "প্রভো! ত্রিলোকে আপনার অবিদিত কিছুই নাই; তথাপি যে আপনি বন্ধুভাবে আমাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা কেবল আমাদের সম্মানবর্দ্ধনের জন্য। আপনি সত্যব্রত, বীর, ধার্ম্মিক ও বিবেচক; বন্ধুগণের প্রতিও আপনার বিশ্বাস অটল। এক্ষণে মতিমান সচিবগণ একে একে আপনার নিকট তাহাদিগের মত প্রকাশ করুন্।"

অনন্তর অঙ্গদ সর্ব্বপ্রথমে কহিলেন, "বীর! বিভীষণ শত্রুপক্ষ হইতে আসিয়াছে, সুতরাং সে বিশেষ আশঙ্কার পাত্র। সহসা তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। দেখুন, শঠেরা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক প্রহার করিয়া থাকে। কিন্তু অর্থ ও অনর্থ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক; গুণদৃষ্টে গ্রহণ এবং দোষদৃষ্টে পরিত্যাগ করাই উচিত। অতএব আমার এই মত যে, যদি সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, বিভীষণের কোন মহৎ দোষ আছে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা

হউক এবং যদি দেখা যায়, তাহার কোন বিশেষ গুণ আছে, তাহা হইলে তাহাকে গ্রহণ করা হউক।”

অনন্তর সেনাপতি শরভ অর্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন, “বীর! তুমি শীঘ্র বিভীষণের পরীক্ষার্থ চর নিয়োগ কর। সূক্ষ্মবুদ্ধি-চর দ্বারা তাহার আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হইয়া, পরে তাহাকে গ্রহণ করিও।”

বিচক্ষণ জাম্ববান শাস্ত্রবুদ্ধির দ্বারা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, “রাবণ আমাদিগের পরম শত্রু। বিভীষণ সেই পাপিষ্ঠের নিকট হইতে অসময়ে ও অস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সে বিশেষ আশঙ্কার পাত্র।”

পরে নীতিজ্ঞ মৈন্দ যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, “প্রভো! বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বটে, কিন্তু অগ্রে ইহাকে শান্তবাক্যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করুন্। এ দুষ্টস্বভাব কি সৎস্বভাব জানিয়া, পরে বুদ্ধিবলে কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।”

অনন্তর শাস্ত্রবিৎ সচিবপ্রধান ধীমান হনূমান মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “দেব! আপনি মতিমান ও বক্তাদিগের অগ্রগণ্য। স্বয়ং বৃহস্পতিও আপনাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। অতএব আমি আপনাকে এক্ষণে যাহা বলিতেছি তাহা কেবল কার্য্যের গৌরবার্থে; নতুবা আমি ইহাতে বাক্‌পটুতা, পরস্পর স্পর্দ্ধা, অধিকবুদ্ধিমত্তা বা ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইতেছি না। আপনার সচিবগণ বিভীষণের গুণ-দোষ পরীক্ষার নিমিত্ত যাহা বলিলেন, তাহা আমার নিকটে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না; কারণ এস্থলে পরীক্ষা অসম্ভব। দীর্ঘকাল একত্রে বাস না করিলে কখন কাহারও

মনোগত ভাব অবগত হইতে পারা যায় না। দূত-প্রেরণের যে কথা হইল, তৎসম্বন্ধে আমার ব্যক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ বিষয়ে দূত প্রেরণ করিয়া আর কি ফল হইবে? বিভীষণের যাহা ব্যক্তব্য তাহা সে বলিয়াছে; দূতদ্বারা তদপেক্ষা আর কিছুই অধিক জানা যাইবে না। বিভীষণ অস্থানে ও অকালে উপস্থিত হইয়াছে, এই তর্ক সম্বন্ধেও আমার কিছু বলিবার আছে। আমার মতে বিভীষণ যথাস্থানে ও যথাকালেই উপস্থিত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, রাবণ পাপপরায়ণ, আপনি ধার্ম্মিক; রাবণ দোষী, আপনি নির্দ্দোষ; রাবণ দুরাত্মা, আপনি বিক্রান্ত। বিভীষণ এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া যে, আপনার নিকটে আসিবে, ইহা আর অসম্ভব কি? আর গুপ্ত চর দ্বারা বিভীষণের আন্তরিক ভাব পরীক্ষার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার ব্যক্তব্য এই যে, ইহাতে সুফল অপেক্ষা কুফল অধিক ফলিবে। দেখুন, কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনে নানারূপ সন্দেহ ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ইহাতে পরীক্ষিত ব্যক্তির আন্তরিক ভাব কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি মিত্র হয় এবং যদি সে সুখলাভের প্রত্যাশায় আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এই অকারণ প্রশ্নে তাহার হৃদয় কলুষিত হইতে পারে। আরও প্রশ্নমাত্রেই শক্রর মনোগত ভাব বুঝা দুষ্কর; বরং কণ্ঠস্বর ও অন্যান্য আকার-ইঙ্গিতে সে উদ্দেশ্য কতক সিদ্ধ হয়; অতএব আপনি স্বয়ং বিভীষণের সহিত কথা প্রসঙ্গ করুন। বলিতে কি, যখন বিভীষণ প্রথম আসিয়া আমাদিগকে আত্মপরিচয় দেয়, তখন

তাহার আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া আমার কোন সন্দেহ হয় নাই এবং তাহার মুখও প্রসন্ন ছিল। যে ব্যক্তির অন্তরে শঠতা আছে, সে কদাচ অশঙ্কিত চিত্তে আসিতে পারে না। মনোগত ভাব প্রচ্ছন্ন রাখা বড় সহজ নহে; ইহা অনেক সময়ে আপনা আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে। আরও দেখুন, বিভীষণের বাক্য কপট নহে বা কার্য্য দেশকালবিরোধী নহে; সুতরাং তাহাকে কিরূপে সন্দেহ করা যাইতে পারে? আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাহার যে যথেষ্ট উপকার হইবে তাহা বিভীষণ বুঝিতে পারিয়াছে। সে আপনার যুদ্ধোদ্যোগ, রাবণের বৃথা বলগর্ব্ব, বালীবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক ইত্যাদি ঘটনা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া রাজ্যকামনায় বুদ্ধিপূর্ব্বকই আপনার নিকট আসিয়াছে। আমার মতে, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বিভীষণকে গ্রহণ করাই উচিত। দেব! রাক্ষসের সরলতা সম্বন্ধে আমি এইরূপ বলিলাম; এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহাই করুন্।”

অষ্টাদশ সর্গ।

বিভীষণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা।

পবনকুমার হনূমানের এই মন্ত্রণা শ্রবণান্তর ধর্ম্মাত্মা শাস্ত্রজ্ঞ রামচন্দ্র প্রসন্নমনে কহিলেন, "বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী; অতএব আমি বিভীষণ সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। বিভীষণ মিত্রভাবে উপস্থিত হইয়াছে; তাহার দোষ থাকিলেও আমি তাহাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারি না। শরণাগত ব্যক্তি দোষী হইলেও সাধুগণ তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন।"

কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সখে! যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, দোষীই হউক বা নির্দ্দোষীই হউক, তাহাকে কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? সে যে অন্য এক সময়ে আমাদিগকেও পরিত্যাগ না করিবে, তাহার প্রমাণ কি?"

সুগ্রীবের বাক্য অবসান হইলে, রামচন্দ্র বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস! কপিরাজ যাহা বলিলেন, সবিশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বৃদ্ধদিগের নিকট উপদেশগ্রহণ ব্যতীত এরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু আমার মতে রাজগণের ভ্রাতৃবিরোধ বিষয়ে একটী সূক্ষ্ম কথা আছে। রাজাদিগের শত্রু দ্বিবিধ,

জ্ঞাতি ও আসন্নদেশবর্ত্তী। ইহারা সুযোগ পাইলে যথা সাধ্য অপকার করিয়া থাকে। বিভীষণ সেইরূপ আশঙ্কা করিয়াই আমার নিকটে আসিয়াছেন। সাধারণ জনগণের মধ্যে জ্ঞাতিরা পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে পারে এবং সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে; কিন্তু নৃপতিরা হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া থাকেন।

সখে! তুমি শত্রুপক্ষ হইতে বলসংগ্রহ সম্বন্ধে যে দোষ দেখাইয়াছ, তাহারও শাস্ত্রসঙ্গত উত্তর আছে। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি সুতরাং জ্ঞাতিত্ব হেতু তাঁহার সহিত আমাদের কোন শত্রুতা নাই। তিনি এক্ষণে রাজ্যলাভার্থী হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন; এরূপ স্থলে তাঁহাকে গ্রহণ করায় আমি কোন দোষ দেখি না। যেরূপ বোধ হয়, তাহাতে বিভীষণের সহিত তাহার ভ্রাতার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে; অনন্তর তিনি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিয়া, আমার আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর স্থির করিয়াছেন। তুমি মনে করিও না যে, রাক্ষস হইলেই কার্য্যাকার্য্য বিচারশক্তি থাকে না। আরও সখে! তুমি ইহা স্মরণ রাখিও যে সকলেই কিছু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা, আমার ন্যায় পুত্র, কি তোমার ন্যায় মিত্র হইতে পারে না।"

অনন্তর ধীমান কপিরাজ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "সখে! এই দুরাত্মা রাক্ষস রাবণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে; অতএব উহাকে বধ করাই উচিত। নতুবা তুমি, আমি ও লক্ষ্মণ যখন বিশ্বস্ত হইয়া থাকিব, তখন দুরাত্মা কূট উপায়ের দ্বারা আমাদিগকে

বিনাশ করিবে। তুমি ইহা স্মরণ রাখিও যে, তোমার পরম শত্রু ক্রূরপ্রকৃতি রাবণ এই উদ্দেশ্যেই উহাকে পাঠাইয়াছে।” রামচন্দ্রের প্রিয়াকাঙ্ক্ষী সেনাপতি সুগ্রীব এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রামচন্দ্র মধুরস্বরে কহিলেন, “সখে! বিভীষণ দোষীই হউক বা নির্দ্দোষীই হউক, সে আমার বিন্দুমাত্রও অপকার করিতে পারিবে না। আমি মনে করিলে পিশাচ, দানব, যক্ষ এবং পৃথিবীস্থ সমগ্র রাক্ষসকে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে বিনাশ করিতে পারি; সুতরাং তাহাকে আর ভয়ের কারণ কি? সখে! শুনিয়াছি এক ব্যাধ একটী কপোতের ভার্য্যাকে বিনাশ করিয়া, ঘটনাক্রমে একদা তাহারই আবাসবৃক্ষের তলে আশ্রয় লইয়াছিল। কপোত তাদৃশ শত্রুকেও শরণাগত দেখিয়া যথাযোগ্য অতিথি সৎকার করিয়াছিল এবং স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। কপিরাজ! যখন সামান্য পক্ষীও শরণাগতের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন আমি মনুষ্য হইয়া কিরূপে বিভীষণের প্রাণবধ করিব? পূর্ব্বে মহর্ষি কন্বের পুত্র সত্যবাদী ধর্ম্মপরায়ণ কণ্ডু যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি তাহারও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি বলেন যে, যদি শত্রুও কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে শরণাপন্ন হয়, তবে তাহাকেও রক্ষা করিবে। শত্রু ভীতই হউক বা গর্ব্বিতই হউক, যদি সে প্রাণভয়ে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে নিজের প্রাণ দিয়াও তাহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ ভয়, মোহ বা লোভবশত স্বশক্তি অনুসারে ঈদৃশ শত্রুর রক্ষার চেষ্টা

না করে, তাহা হইলে সে পাপভাগী এবং লোকের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি শরণাগত ব্যক্তি রক্ষকের সম্মুখে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পাপ রক্ষকে সংক্রান্ত এবং রক্ষকের সমস্ত পুণ্য তাহাতে সংক্রান্ত হয়। সখে! শরণাগতের রক্ষা না করিলে এই সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে; ইহা সদ্গতির বিঘ্নকারক অযশস্কর ও বলবীর্য্যনাশক। আমি মহর্ষি কণ্ডুর উদার মতানুসারে কার্য্য করিব। যে কেহ আমাকে একবার আসিয়া বলিবে, 'আমি তোমার, আমাকে রক্ষা কর', আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ অভয়দান করিব। সখে! এক্ষণে বিভীষণ বা স্বয়ং রাবণও যদি উপস্থিত হইয়া থাকে, তুমি তাহাকে অবিলম্বে আমার নিকটে আনয়ন কর।"

কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিলেন, "সখে! তুমি ধার্ম্মিক, তেজস্বী ও উন্নতচেতা; তুমি যে এই মহান্ বাক্য বলিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? পবনকুমার অনুমান দ্বারা বিভীষণকে নির্দ্দোষী বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং আমারও অন্তরাত্মা সেইরূপ বলিতেছে। অতএব সেই ধর্ম্মাত্মা অতঃপর আমাদের সহিত তুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন।"

রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণকে আনয়নার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

বিভীষণ কর্তৃক রাবণের বলাবল বর্ণনা।

রামচন্দ্র অভয় প্রদান করিলে, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মানুগত, যুক্তিযুক্ত প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন, "রামচন্দ্র! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম বিভীষণ। রাক্ষসরাজ আমায় যার পর নাই অবমাননা করিয়াছেন; সেইজন্য আমি সর্ব্বভূতের শরণ্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি গৃহ, ধন, মিত্র সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ আপনারই আয়ত্ত।"

রামচন্দ্র বিভীষণকে সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বিভীষণ! রাবণের বলাবল কিরূপ আমার নিকট যথার্থ বর্ণন কর।"

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাবণের বলাবল বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, "রাজকুমার! প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে রাক্ষসরাজ দশানন দেবাসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। মহাতেজা কুম্ভকর্ণ তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা।

আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণস্থলে ইন্দ্রেরও সমকক্ষ। রাবণের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির নাম প্রহস্ত; তিনি কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণের পুত্র। তিনি গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ও অচ্ছেদ্য কবচ ধারণ এবং শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে উপস্থিত হইয়াও সহসা অদৃশ্য হয়েন। তিনি সৈন্যসঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে ভগবান হুতাশনের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তদ্দত্ত বরপ্রভাবে অলক্ষিতভাবেই শত্রুকুল সংহার করিয়া থাকেন। মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন নামক রাক্ষসত্রয় রাবণের উপসেনাপতি। ইহারা বলবীর্য্যে লোকপালদিগের হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা দশ সহস্র কোটী হইবে; উহারা লঙ্কানিবাসী, রক্তমাংসাশী ও কামরূপী। রাবণ পূর্ব্বে এই সমস্ত সৈন্যের সাহায্যে দেব ও লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে পরাস্ত ও ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল এইরূপ অবগত হইয়া, কিয়ৎকাল তৎসমুদয় মনে মনে পর্য্যালোচন পূর্ব্বক কহিলেন, "বিভীষণ! তুমি রাবণের বলাবলের বিষয় যেরূপ বলিলে, তাহা আমি সমস্ত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, আমি রাবণকে সেনাপতি ও পুত্রের সহিত বধ করিয়া তোমাকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। এক্ষণে সে আকাশ বা পাতালেই গমন করুক, অথবা পিতামহ ব্রহ্মারই শরণাপন্ন হউক, জীবিত থাকিতে কিছুতেই আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। আমি আমার প্রাণাধিক

ভ্রাতৃত্রয়ের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, দুরাত্মা রাবণকে পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত বধ না করিয়া কখনই অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিব না।"

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ মহাতেজা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমার! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অতঃপর রাক্ষসবধে ও লঙ্কাপুরীর পরাভবে আমি আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করিব।"

বিভীষণ এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস! তুমি অবিলম্বে সমুদ্র হইতে জল আনয়ন কর। আমি ধর্ম্মাত্মা বিভীষণের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি ইহাঁকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।"

রামচন্দ্রের আদেশমাত্র লক্ষ্মণ সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন এবং প্রধান প্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি রামচন্দ্রের এই অসীম অনুগ্রহ দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান ও কিলকিলারব করিতে লাগিল। অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব ও হনূমান বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আমরা এই অগণ্য বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে কিরূপে দুস্তর মহাসমুদ্র পার হইতে সক্ষম হইব, তুমি তাহার উপায় আমাদিগকে বলিয়া দাও।"

ধর্ম্মশীল বিভীষণ এই বাক্যের উত্তরে কহিলেন, "রঘুবীর রামচন্দ্র সমুদ্রের শরণ লউন্। রঘুবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অসীম মহোদধি খনন করিয়া-

ছিলেন। সেই সম্পর্কে সমুদ্র রামচন্দ্রের জ্ঞাতি; সুতরাং তিনি অবশ্যই জ্ঞাতির কার্য্য করিবেন।”

পণ্ডিতবর বিভীষণ এইরূপ কহিলে সুগ্রীব, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট গিয়া কহিলেন, “সখে! বিভীষণ কহিলেন, আপনি সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য সমুদ্রেরই শরণাপন্ন হউন্।”

বিভীষণের এই উপদেশ ধর্ম্মশীল রামচন্দ্রেরও অভিমত হইল। তিনি কার্য্যনিপুণ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বিভীষণের সৎক্রিয়ার্থ আদেশ করিয়া কহিলেন, “লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই উপদেশ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছে। সুগ্রীব সুপণ্ডিত এবং তুমিও বিচক্ষণ; এক্ষণে তোমরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় তাহাই স্থির কর।”

অনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ বিনীতবাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন, “বীর! ধর্ম্মশীল বিভীষণ যে সুখকর কথা বলিয়াছেন, তাহা কেন না আমাদের অভিমত হইবে? সেতু বন্ধন ব্যতীত এই ভীষণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসাধ্য। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া বিভীষণের কথাপ্রমাণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে আপনি সাগরের শরণাপন্ন হউন্।”

অনন্তর রামচন্দ্র সমুদ্রতটে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া বেদিমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় উপবেশন করিলেন।

বিংশ সর্গ।

বানরসৈন্য পরিদর্শনার্থ রাবণ কর্ত্তৃক দূত প্রেরণ।

রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দ্দূল নামে এক বীর্য্যবান চর ছিল। সে সুগ্রীবের সৈন্য পরিদর্শনার্থ সমুদ্রের অপরপারে উপস্থিত হইল এবং পুনরায় বেগে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "রাজন্! বানর ও ভল্লূকসৈন্য লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। উহা দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয়। রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ অতিশয় সুরূপ। তাঁহারা সীতার উদ্ধারার্থ সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি দেখিলাম, বানরসৈন্য চতুর্দ্দিকে দশযোজন স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। উহাদের সংখ্যাদি কিরূপ, তাহা সত্বর অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব আপনি অবিলম্বে দূত নিয়োগ করুন এবং সাম, দান বা ভেদ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ কার্য্য সাধনে যত্নবান হউন্।"

শার্দ্দূলের নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ তৎকালোচিত কর্ত্তব্য নির্ণয় পূর্ব্বক শুককে ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "শুক! তুমি অবিলম্বে সুগ্রীবের নিকট যাও এবং তাহাকে আমার বাক্যে শান্ত ও মধুর স্বরে বল, 'সুগ্রীব! তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমি ঋক্ষরাজের পুত্র ও মহাবল। এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে আমার তোমার

প্রয়োজন কি? রামচন্দ্রের সহকারিতায় তোমার নিজের লাভ বা ক্ষতি কিছুই নাই। আর যদিও কিছু থাকে, তোমার কি ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য নহে যে, আমিও তোমার ভ্রাতৃ-তুল্য। আমি রামচন্দ্রের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে তোমার কি আইসে যায়? তুমি কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া যাও। আরও দেখ, নরবানরের কথা দূরে থাকুক, দেবগন্ধর্ব্বও লঙ্কানগরী আক্রমণ করিতে পারে না।'"

রাবণের আদেশে শুক অবিলম্বে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল এবং সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর অতিক্রম পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। পরে সে ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়াই, সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক রাবণের আদিষ্ট সমস্ত বাক্য কহিতে লাগিল। এদিকে বানরগণ তাহার ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার পক্ষচ্ছেদন বা মুষ্টিপ্রহারে প্রাণবধ করিবার মানসে অবিলম্বে তাহাকে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভূতলে আনয়ন করিল। শুক বানরগণের উৎপীড়নে যার পর নাই কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, "রামচন্দ্র! দূত অবধ্য; আপনার বানরেরা আমার প্রাণবধ করিল, আপনি ইহা-দিগকে নিবারণ করুন। যে দূত প্রভুর আদেশমত না বলিয়া অন্যরূপ বলে, তাহাকেই বধ করা কর্ত্তব্য।"

দয়াশীল রামচন্দ্র শুকের এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বানরদিগকে নিবারণ করিলেন। রাক্ষসও তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পক্ষবলে পুনরায় অন্তরীক্ষে আরো-হণ করিল এবং সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল,

"বীর! রাবণ অতিশয় ক্রূরস্বভাব; এক্ষণে তাঁহাকে গিয়া কি বলিব, বলুন।"

কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শুককে সম্বোধন পূর্ব্বক অদীনস্বরে কহিতে লাগিলেন, "দূত! তুমি রাবণকে আমার বাক্যে এইরূপ বলিও যে, তুই আমার মিত্র, প্রিয়পাত্র বা উপকারক নহিস্; সুতরাং তোকে দয়া করিবার কোন কারণ নাই। তুই রামচন্দ্রের শত্রু, সুতরাং সবান্ধবে বালীর ন্যায় প্রাণ হারাইবি। বলিতে কি, আমরা তোকে পুত্রপৌত্রাদির সহিত বিনাশ করিব এবং লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া ফেলিব। মূঢ়! এক্ষণে তুই দেবগণেরই আশ্রয় গ্রহণ কর্ বা ভগবান পিনাকপাণির শরণাপন্ন হ, অথবা আকাশ বা পাতালেই প্রবেশ কর্, জীবিত থাকিতে কিছুতেই রামচন্দ্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবি না। কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, তোর প্রাণরক্ষা করিতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। তুই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বধ করিয়া আবার কোন্ লজ্জায় আস্ফালন করিস্? তোর যদি যথার্থই বীর্য্য থাকিবে তাহা হইলে তুই কিজন্য কাপুরুষের ন্যায় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে সীতাকে হরণ করিলি? রামচন্দ্র মহাবল, মহাত্মা এবং দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ; তুই যে তাঁহার হস্তে প্রাণ হারাইবি, তাহা কি এখনও বুঝিতে পারিস্ নাই?"

এই বলিয়া সুগ্রীব বিরত হইলে বালিনন্দন সুধীর অঙ্গদ কহিলেন, বীর! আমার বোধ হয় এই দুরাত্মা দূত নহে; গুপ্ত চর হইবে। আমাদের সৈন্যসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার

জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি বলি, উহাকে ধরিয়া রাখা উচিত। ও যেন আর লঙ্কায় না ফিরিয়া যাইতে পারে।”

অঙ্গদ এই কথা বলিবামাত্র বানরগণ আকাশমার্গে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শুককে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল; কিন্তু বানরেরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষস প্রহারবেগে মৃতপ্রায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, “প্রভো! বানরেরা আমার পক্ষ ছিন্নভিন্ন ও চক্ষু উৎপাটিত করিতেছে। যদি উহাদের হস্তে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জন্মরাত্রি হইতে মৃত্যুরাত্রি পর্য্যন্ত আমি যত পাপ করিয়াছি, সমস্ত তোমার হইবে।”

রামচন্দ্র শুকের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, “দূত অবধ্য; অতএব উহাকে প্রহার করিও না। আপাতত বন্ধন করিয়া রাখিয়া দাও।”

একবিংশ সর্গ।

সমুদ্রের প্রতি রামচন্দ্রের ক্রোধ।

অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র মহাসমুদ্রের তটে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া পূর্ব্বমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে শয়ন করিলেন। তৎকালে ভুজঙ্গদেহের ন্যায় ভুজদণ্ডই তাঁহার উপাধান হইল। পূর্ব্বে রামচন্দ্রের ঐ হস্ত ধাত্রীগণের মণিমুক্তাদি ভূষিত করপল্লবে পুনঃ পুনঃ স্পৃষ্ট হইত, শ্বেত এবং বালারুণের ন্যায় রাগবিশিষ্ট রক্তচন্দনে চর্চ্চিত ও নানারূপ স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত থাকিত এবং শয়নকালে জানকীর মস্তকে যার পর নাই শোভা পাইত। ঐ হস্ত দেখিতে গঙ্গাজলস্থিত তক্ষকের ন্যায়। উহা মিত্রগণের আনন্দদায়ক, সংগ্রামে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধক ও সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র আশ্রয়। পুনঃ পুনঃ জ্যা-ঘর্ষণে উহার ত্বক অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। উহা অর্গলতুল্য এবং অসংখ্য ধেনুর দাতা। মহাবীর রামচন্দ্র এই দক্ষিণ বাহু উপাধান করিয়া সমুদ্রতটে শয়িত হইলেন এবং "অদ্য হয় কার্য্যসাধন না হয় সমুদ্রশোষণ করিব," মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিলেন। তিনি প্রযত্ত হইয়া এইরূপে তিন রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং একমনে সমুদ্রের ধ্যান করিতে লাগিলেন; কিন্তু মূঢ় সমুদ্র কিছুতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তখন তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার নেত্রপ্রান্ত আরক্ত

হইয়া উঠিল। তিনি সমীপস্থ ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই! দেখ, সমুদ্রের কি গর্ব্ব; সে আমার সহিত এখনও সাক্ষাৎ করিল না। গুণহীন ধৃষ্ট দাম্ভিকের নিকট ধৈর্য্য, ক্ষমা, সরলতা ও প্রিয়বাদিতা প্রভৃতি সাধুদিগের সদ্গুণ সকল অপদার্থতার পরিচায়ক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, এ পৃথিবীতে যে নিজের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে, যে গর্ব্বিত, অধার্ম্মিক ও দুষ্ট এবং যে দোষগুণ বিচার না করিয়া দণ্ড প্রদান করে, লোকে তাহারই শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ! শান্তভাবে কীর্ত্তি, শান্তভাবে যশ বা শান্ত-ভাবে জয়লাভ হয় না। অতএব অদ্য আমি সমুদ্রের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহার গর্ব্বের সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। অদ্য আমার ভীষণ শরজালে মৎস্যাদি জলজন্তুগণ বিনষ্ট হইবে এবং তাহাদের ভাসমান দেহে সমুদ্রের জল রুদ্ধ হইবে। অদ্য আমি সর্পগণকে ছিন্নভিন্ন করিব, জল-হস্তীগণের শুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব এবং শঙ্খ শুক্তি মকরাদির সহিত সমগ্র সমুদ্র শোষণ করিব। ভাই! ক্ষমাশীল বলিয়া সমুদ্র আমাকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিয়াছে; অতএব ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বৎস! আমি শান্তভাবে ইহাকে প্রার্থনা করিয়া সফল হই নাই, এক্ষণে একবার শীঘ্র আমার সর্পাকার শর ও শরাসন আনয়ন কর; আমি ইহাকে শোষণ করিয়া ফেলিব। অদ্য বানরসৈন্য পদব্রজে লঙ্কায় গমন করিবে। আমি অদ্য দানবদিগের আবাসস্থল অক্ষোভ্য

সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করিব। উহা বেলানিবদ্ধ ও তরঙ্গসঙ্কুল; আমি অদ্য উহাকে সীমা অতিক্রম করাইব।”

মহাবীর রামচন্দ্র এই বলিয়া ভীষণ ধনুক গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আরক্ত নেত্রদ্বয় ক্রোধে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রজ্বলিত যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইলেন এবং ভয়াবহ কার্ম্মুক আকর্ষণ পূর্ব্বক জ্যা-শব্দে জগৎ বিকম্পিত করিয়া বজ্রসদৃশ প্রচণ্ড শরসমূহ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত প্রদীপ্ত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল এবং তত্রস্থ জলচর প্রাণিসমূহকে আকুল করিয়া তুলিল। সহসা জলরাশির বেগ বর্দ্ধিত হইল; শরসঙ্ঘর্ষ-জনিত বায়ুর গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; উত্তাল তরঙ্গজাল শঙ্খ, মীন, মকর প্রভৃতি প্রাণিগণ সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল; ধূমরাশি দৃষ্ট হইল; দীপ্তমুখ ও দীপ্তলোচন ভুজঙ্গগণ ব্যথিত হইল এবং পাতালতলবাসী মহাবীর্য্য দানবেরা ভীত হইয়া উঠিল। তৎকালে ধনুষ্টঙ্কার শব্দে, নক্র ও মকরসহিত সহস্র সহস্র বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ সমূহের আস্ফালনে এবং আবর্ত্তপতিত প্রাণি-গণের চীৎকারে এক তুমুল রব উত্থিত হইল।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ ভয়াবহ ক্রোধ দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ সহসা উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিবারণ ও তাঁহার ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, “আর্য্য! ক্ষান্ত হউন্; বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমুদ্রকে এরূপ উৎপীড়ন না করিয়াও আপ-নার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। আপনার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তিগণ কদাচ ক্রোধের বশীভূত হন্ না। এক্ষণে ক্রোধ

সংবরণ করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করুন্।”

তৎকালে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, “প্রভো! ক্রোধ সংবরণ করুন্; সমুদ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন্।”

দ্বাবিংশ সর্গ।

সেতুবন্ধন।

অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র সমুদ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক ক্রোধকর্কশবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “অদ্য আমি পাতালের সহিত তোকে শোষণ করিয়া ফেলিব। অদ্য আমার ভীষণ শরজালে তোর অনন্ত জলরাশিও শুষ্ক হইবে, জলচর প্রাণি-সমূহ বিনষ্ট হইবে এবং গর্ত্ত হইতে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে থাকিবে। অদ্য বানরসৈন্য পদব্রজে তোর পরপারে উত্তীর্ণ হইবে। সমুদ্র! তুই অহঙ্কার বশত আমার পৌরুষ ও বিক্রম জানিতেছিস্ না, কিন্তু তোকে অতঃপর এই দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ একটী প্রদীপ্ত শর ব্রাহ্মমন্ত্রে পূত ও শরাসনে যোজিত করিলেন। ঐ শরাসন

আকৃষ্ট হইবামাত্র সহসা যেন আকাশ ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল; পর্ব্বত সকল কম্পিত হইয়া উঠিল; গাঢ় অন্ধকারে দিক্ সকল আচ্ছন্ন হইল; নদী, সরোবর প্রভৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডল বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল। তৎকালে গগনতল সূর্য্য-রশ্মিতে প্রদীপ্ত হইলেও নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; ঘন ঘন উল্কাপাত ও তুমুল গর্জ্জনের সহিত বজ্রাঘাত হইতে লাগিল; প্রবল প্রভঞ্জন পর্ব্বতশিখর ও বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন ও মেঘজাল উড্ডীন করিয়া বেগে প্রবাহিত এবং ভূতলে ভীমরবে ঘনীভূত হইতে লাগিল। বজ্র হইতে বৈদ্যুতাগ্নি নির্গত হইতে লাগিল; দৃশ্য প্রাণিগণ বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, অদৃশ্য প্রাণিগণ ভৈরবরবে দশদিক প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিল। অনেকে ভয়ে অভিভূত হইয়া শয়ন করিল, কেহ কম্পিত হইতে লাগিল, কেহ বা যে অবস্থাতে ছিল, সেই অবস্থাতেই নিষ্পন্দ হইয়া রহিল। প্রলয় উপস্থিত না হইলেও মহাসমুদ্র জলজন্তুগণের সহিত বেলা লঙ্ঘন করিয়া ভীমবেগে যোজন অতিক্রম করিল। শত্রুহন্তা রামচন্দ্র তৎকালে সমুদ্রের এই উদ্ধত ভাব অব-লোকন করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অনন্তর উদয়াদ্রি হইতে যেরূপ দিবাকর উত্থিত হয়েন, সেইরূপ সেই জলরাশির মধ্য হইতে মূর্ত্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণা-লঙ্কার, কণ্ঠে রক্তমাল্য ও পরিধান রক্তবসন। তাঁহার নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত এবং মস্তকে দিব্য পুষ্পময়

মাল্য। তিনি ধাতুমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় আত্মজাত বিবিধ রত্নে ভূষিত আছেন। তাঁহার তরঙ্গ নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে এবং তিনি মেঘবায়ুতে আকুল হইয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদ নদী এবং বহুসংখ্যক দীপ্তাস্য ভুজঙ্গ।

সমুদ্র ধনুর্ধারী মহাবীর রামচন্দ্রের সন্নিহিত হইয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "রামচন্দ্র! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ্‌ ও জ্যোতি এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মসৃষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব-ভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমারও স্বভাব অগাধতা ও দুস্তরতা; ইহার বিপরীতই বিকার। আমি কাম, লোভ, ভয় বা অনুরাগে এই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল জলরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। এইজন্য আমি এতক্ষণ তোমাকে দর্শন দিই নাই। যাহা হউক, অতঃপর তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে, আমি তাহা কহিব এবং বানরসেনা কর্ত্তৃক আমার উত্তরণও সহ্য করিয়া থাকিব। আমার গর্ভস্থ জলজন্তুগণ তাহাদের প্রতি কোন উপদ্রব করিবে না এবং আমিও স্বয়ং সকলের সুখসঞ্চারের জন্য স্থলের ন্যায় হইয়া থাকিব।"

রামচন্দ্র সমুদ্রের এই বাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "সমুদ্র! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ; এক্ষণে ইহা তোমার কোন্‌ স্থানে নিক্ষেপ করিব, আমাকে বল।"

সমুদ্র সেই প্রদীপ্ত দিব্যাস্ত্র দর্শন করিয়া কহিলেন, "বীর! আমার উত্তর প্রদেশে দ্রুমকুল্য নামক একটী স্থান

আছে; উহা তোমারই ন্যায় প্রসিদ্ধ ও পবিত্র। তথায় আভীর প্রভৃতি পাপস্বভাব উগ্রদর্শন দস্যুগণ জলপান করিয়া থাকে। উহারা যে পাপ অঙ্গে আমাকে স্পর্শ করে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না। তুমি এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র তাহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ কর।”

সাগরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র মহাতেজে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বজ্রতুল্য শর যে স্থানে গিয়া পতিত হইল, তাহা উত্তরকালে মরুকান্তার নামে বিখ্যাত হইল। শর পতিত হইবামাত্র বসুমতী যার পর নাই পীড়িতা হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিলেন এবং অস্ত্রকৃত দ্বার দিয়া পাতাল হইতে সলিল উত্থিত হইতে লাগিল। ঐ দ্বার এখনও ব্রণকূপ নামে প্রসিদ্ধ; উহা হইতে সমুদ্রের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জল নির্গত হইতেছে। রামচন্দ্রের শরপতনকালে একটী ভয়ঙ্কর ভূমিবিদারণ শব্দ শ্রুত হইল। ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ এবং শরপতন এই উভয় কারণে মরুকান্তারে পূর্ব্বসঞ্চিত যে জল ছিল তাহা সমস্তই শুষ্ক হইয়া গেল। তখন রামচন্দ্র উক্ত স্থানকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন যে, “অতঃপর এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও পশুগণের উপযোগী হইবে। এই স্থানে সুরস ফলমূল প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে এবং তৈল ক্ষীর, সুগন্ধি দ্রব্য ও ওষধি যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।” মরুকান্তার তদবধি রামচন্দ্রের বরপ্রভাবে এক উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

অনন্তর নদনদীপতি সমুদ্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ রামচন্দ্রকে সম্বো-

ধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সৌম্য! এক্ষণে তুমি যেরূপে আমাকে অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় গমন করিতে পারিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। এই শ্রীমান নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র; ইনি পিতৃদত্ত বরে নির্ম্মাণদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইহাঁর যথেষ্ট প্রীতিও আছে। অতঃপর ইনি উৎসাহভরে আমার উপরি সেতু নির্ম্মাণ করুন্। আমি স্থলের ন্যায় হইয়া অক্লেশে সেই সেতু ধারণ করিব।" এই বলিয়া সমুদ্র অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর নল গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "প্রভো! সমুদ্র যথার্থই বলিয়াছেন। আমি পিতৃদত্তবরপ্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করিব। পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা মন্দর পর্ব্বতে আমার মাতাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'দেবি! তোমার এই পুত্র সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ হইবে।' আমি সেই বিশ্বকর্ম্মার পুত্র এবং গুণে তাঁহার সদৃশ। আমি জিজ্ঞাসিত না হওয়াতেই এতক্ষণ নিজ গুণের কথা বলি নাই। অতঃপর আমি অদ্য হইতেই সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিব; বানরেরা এই কার্য্যে আমার সহায়তা করুক্।

দেব! আমি আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয়, কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে দণ্ড প্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অকৃতজ্ঞের পক্ষে ক্ষমা, সাম বা দান কার্য্যকারী হয় না। দেখুন, এই ভীষণ সমুদ্র কেবল দণ্ডভয়েই আপনার কার্য্যের উপায় বলিয়া দিল।"

অনন্তর রামচন্দ্র বানরগণকে নলের সাহায্যার্থ নিয়োগ

করিলেন। আদেশমাত্র বানরেরা যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া দলে দলে মহারণ্যে প্রবেশ করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ভঞ্জন ও উৎপাটন পূর্ব্বক সাগরতীরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জ্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, পুষ্পিত কর্ণিকার, চূত ও অশোকবৃক্ষে সমুদ্রের তীরদেশ পূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা বৃক্ষসকলকে সমূলে বা নির্ম্মূলে উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্তোলন পূর্ব্বক আনয়ন করিতে লাগিল। তাল, দাড়িমগুল্ম, নারিকেল, বিভীতক, করীর, বকুল, নিম্ব প্রভৃতি বৃক্ষও প্রচুর পরিমাণে আনীত হইল। মহাকায় ও মহাবল বানরগণ হস্তিপ্রমাণ প্রস্তর ও পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক যন্ত্রের সাহায্যে বহন করিতে লাগিল। এই সমস্ত প্রস্তর ও পর্ব্বত যেমন বেগে সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, অমনি উহার জল উচ্ছসিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল এবং পরক্ষণেই আবার নিম্নদিকে পতিত হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও প্রস্তরাদিতে সমুদ্র যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে সমুদ্রমধ্যে শতযোজন দীর্ঘ সেতুনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য কোন বানর সূত্র, কেহ বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল। কোন কোন বানর আবশ্যকীয় বৃক্ষ ও শিলাদির নির্ব্বাচন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্রের আদেশে শত শত মেঘাকার ও পর্ব্বতাকার বানর তৃণ, কাষ্ঠ ও পুষ্পিত তরু দ্বারা সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত

হইল। সকলেই যার পর নাই ব্যগ্র। দানবাকার বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ও গিরিশৃঙ্গ লইয়া ধাবমান হইতেছে, ইতস্ততঃ কেবল ইহাই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমুদ্রে নিরন্তর শৈল ও শিলাপাতের তুমুল শব্দ। বানরেরা অসাধারণ ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন এবং পঞ্চমদিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু প্রস্তুত করিল। মহাবীর নল পিতা বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত সমুদ্রের পরপার পর্য্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সমুদ্রবক্ষে ঐ দীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

সেতু নির্ম্মিত হইলে বানরেরা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া কেহ গর্জ্জন করিতে লাগিল, কেহ বা লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ নল-নির্ম্মিত ঐ অদ্ভুত সেতু দর্শন করিবার জন্য অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। উহা দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন দীর্ঘ। উহা অচিন্ত্যনীয় সুদুষ্কর, লোমহর্ষণ ও অদ্ভুত। তৎকালে উহা সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণ শত্রুপক্ষের আক্রমণ নিবারণের জন্য গদাহস্তে চারিজন সচিবের সহিত পরপারে গমন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব রামচন্দ্রকে কহিলেন, "সখে! তুমি হনূমানের স্কন্ধে আরোহণ কর এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে উত্থিত হউন্। সমুদ্র অতি

বিস্তীর্ণ; এই দুই গগনচর বানর তোমাদিগকে বহন করিয়া পরপারে লইয়া যাইবে।”

সেই বিপুল বানরসৈন্যের অগ্রে অগ্রে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব যাইতে লাগিলেন। বানরেরা কেহ নলনির্ম্মিত সেতুর মধ্যে মধ্যে, কেহ বা পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে কেহ সমুদ্রজলে পতিত হইতেছে, কেহ সেতুপথে যাইতেছে, কেহ লম্ফপ্রদান করিতেছে, কেহ বা গগনচর পক্ষির ন্যায় উড্ডীন হইতেছে। তৎকালে বানরসৈন্যের তুমুল কলরবে সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনও আচ্ছন্ন হইল।

ক্রমশ সকলে পরপারে গমন করিল। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ ফলমূল ও উদকবহুল তীরদেশে সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। অনন্তর দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ রামচন্দ্রের এই অদ্ভুত ও দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন এবং মহর্ষিগণের সহিত পবিত্র জলে তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন, “নরদেব! তুমি শত্রু জয় করিয়া চিরকাল এই সসাগরা পৃথিবী পালন কর।” এই বলিয়া তাঁহারা শুভবাক্যে রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের লঙ্কাপ্রবেশ।

অনন্তর শাস্ত্রবিৎ রামচন্দ্র চতুর্দ্দিকে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! আইস, আমরা এক্ষণে এই সুমিষ্ট ফল ও সুশীতল উদকবহুল প্রদেশে সৈন্যবিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। দেখ, চতুর্দ্দিকে লোকক্ষয়কর ভয়ের ভীষণ কারণ উপস্থিত। বায়ু ধূলিজালে দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; বসুন্ধরা ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছেন; পর্ব্বতশিখর ও বৃক্ষ সকল বিশীর্ণ ও পতিত হইতেছে। মেঘসকল ধূসরবর্ণ ও দৃষ্টিপ্রতিঘাতক; উহারা ঘোর ও কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনের ন্যায় অরুণবর্ণ ও ভয়ঙ্কর। জ্বলন্ত আদিত্যমণ্ডল হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে; ক্রূর মৃগপক্ষিগণ অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদৃশ প্রকাশ নাই। উহার কিরণ তাপপ্রদ এবং পরিবেষ কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ; উহা যেন লোকক্ষয় করিবার জন্যই উদিত হইয়াছে। সূর্য্যের পরিবেষ সূক্ষ্ম, রুক্ষ্ম ও লোহিত; উহার গাত্রে একটী নীল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষত্রমণ্ডল ধূলিজালে আচ্ছন্ন। এক্ষণে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। কাক, শ্যেন ও নিকৃষ্ট গৃধ্রগণ চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইতেছে;

শৃগালেরা ঘোর অশুভসূচক চীৎকার করিতেছে। বৎস! অচিরেই বানর ও রাক্ষসদিগের শৈল, শূল, খড়্গ ও বৃক্ষপ্রস্তরাদিতে পৃথিবী মাংসশোণিতকর্দ্দমে পূর্ণ হইবে। এক্ষণে আইস, আমরা বানরসৈন্যের সহিত মহাবেগে রাবণপালিত দুরাক্রম্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করি।"

এই বলিয়া ধনুর্ধারী মহাবীর রামচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে লঙ্কাভিমুখে চলিলেন। বিভীষণ,সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরবীরেরাও সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তৎকালে রামচন্দ্র বানরদিগের ধৈর্য্য ও কার্য্যে যার পর নাই তুষ্ট হইয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

রাবণের নিকট শুকের প্রত্যাগমন ও রাবণের ক্রোধ।

অনন্তর রামচন্দ্র ব্যূহ রচনা করিলেন। শারদীয়া পৌর্ণমাসী রজনীতে নক্ষত্রখচিত আকাশ যেরূপ চন্দ্রে শোভিত হয়, তদ্রূপ ঐ ব্যূহ রামচন্দ্রের অধিষ্ঠানে যার পর নাই শোভিত হইয়াছিল। তৎকালে সমুদ্রবৎ বিস্তৃত বানরসৈন্যে বসুন্ধরা যার পর নাই পীড়িতা ও কম্পিতা হইতে লাগিলেন। দূরে লঙ্কায় ভেরী ও মৃদঙ্গরব এবং তুমুল জন-

কোলাহল শ্রুত হইতেছিল; বানরেরা উহা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই উৎসাহিত ও হৃষ্ট হইল এবং অসহ্যবোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহাদিগের গর্জ্জন আকাশে মেঘ-নির্ঘোষের ন্যায় ঘোর ও গম্ভীর; রাক্ষসেরা দূর হইতে উহা শুনিতে পাইল।

অনন্তর দশরথতনয় রামচন্দ্র দূরে ধ্বজপতাকাশোভিতা লঙ্কাপুরী দর্শন পূর্ব্বক কাতরচিত্তে সীতাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "হায়! এই স্থানে সেই মৃগশাবাক্ষী গ্রহাভিভূতা রোহিণীর ন্যায় রাবণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইয়া আছেন।" পরে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, গগনস্পর্শী লঙ্কাপুরী; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা পর্ব্বতাগ্রে যেন উহা কল্পনায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ পুরী বহুসংখ্যক সপ্ততল গৃহে পূর্ণ থাকাতে শুভ্রমেঘাচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার ইতস্ততঃ চৈত্ররথ কাননের ন্যায় ফল-পুষ্পশোভিত রমণীয় উপবন; তন্মধ্যে নানাবিধ মধুমত্ত বিহঙ্গ কলরব করিতেছে। বৃক্ষের শাখা ও পল্লবসমূহ বায়ুভরে মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইতেছে। পুষ্পসমূহে ভ্রমর বিলীন এবং কোকিলেরা কুহুরবে বনবিভাগ প্রতিধ্বনিত করিতেছে।"

অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র শাস্ত্রদৃষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্য-বিভাগ পূর্ব্বক এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিলেন, "সেনাপতি অঙ্গদ ও নীল নিজ নিজ সৈন্য সহিত ব্যূহের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবেন। মহাবীর ঋষভ অজেয় বানরসৈন্যে

পরিবৃত হইয়া ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন বামপার্শ্ব আশ্রয় করিয়া থাকিবেন। আমি ও লক্ষ্মণ সবিশেষ সাবধান হইয়া সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী, ইহাঁরা তিনজন সৈন্যের কুক্ষি-দেশ রক্ষা করিবেন এবং সূর্য্য যেমন পৃথিবীর পশ্চিমদেশ রক্ষা করেন, তদ্রূপ কপিরাজ এই ব্যূহের পশ্চাদ্দেশ রক্ষা করিবেন।" তৎকালে রামচন্দ্রের আদেশে বানরসৈন্য এইরূপ সুবিভক্ত ও সুরক্ষিত হইল এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ করিবার সংকল্পে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে গমন করিতে লাগিল। ফলত তৎকালে তাহাদিগের উৎসাহের সীমা ছিল না।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! আমাদের সৈন্য সকল সুবিভক্ত হই-য়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি রাবণদূত শুককে ছাড়িয়া দাও।"

রামচন্দ্রের আদেশমাত্র কপিরাজ সুগ্রীব শুককে মুক্ত করিয়া দিলেন। শুক তৎক্ষণাৎ যার পর নাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রাবণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "শুক! তোমার এ দুর্দ্দশা কেন? তোমার পক্ষ দুইটী বিদ্ধ ও বোধ হয় যেন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি কি চঞ্চলচিত্ত বানর-দিগের হস্তে পড়িয়াছিলে?"

ভয়াভিভূত শুক রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া কাতরবাক্যে কহিতে লাগিল, "রাক্ষসরাজ! আপনি আমাকে

যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি সমুদ্রের উত্তরতীরে গিয়া সুগ্রীবকে অবিকল সেইরূপ কহিয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে বানরগণ উক্ত বাক্য শ্রবণে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল এবং আমার পক্ষচ্ছেদন ও আমাকে মুষ্টিপ্রহারে বধ করিবার মানসে এক লম্ফে আসিয়া আমাকে ধরিল। রাক্ষসরাজ! বানরেরা স্বভাবত উগ্র ও কোপনস্বভাব; পরাজয় করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সহিত আলাপ করাই দুষ্কর।

লঙ্কেশ্বর! যিনি বিরাধ, কবন্ধ ও খরকে বধ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই জগদেকবীর রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণ প্রসঙ্গে সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দুস্তর লবণ সমুদ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসদিগকে অবজ্ঞা করিয়া নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে বসুন্ধরা কোটি কোটি পর্ব্বতাকার ভল্লুক ও মেঘবর্ণ বানর-সৈন্যে আচ্ছন্ন হইয়াছেন। যেরূপ দেব ও দানবদিগের সন্ধি অসম্ভব, বানর ও রাক্ষসদিগেরও তদ্রূপ। রাক্ষসরাজ! বানরকর্ত্তৃক লঙ্কা আক্রমণের আর বিলম্ব নাই। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রায় প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর আপনি হয় যুদ্ধ, না হয় রামচন্দ্রকে সীতা সমর্পণ করুন্।”

শুক এই বলিয়া বিরত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ আরক্ত-লোচনে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “শুক! দেখ, যদি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরাও আমার প্রতিপক্ষ হন্, যদি লঙ্কানিবাসী রাক্ষসেরাও আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি আমি প্রাণ থাকিতে রামকে সীতা প্রত্যর্পণ

করিব না। হায়! উন্মত্ত ভ্রমরেরা যেমন বসন্তকালে পুষ্পিত বৃক্ষের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কবে আমার শরজাল ক্ষুদ্রপ্রাণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইবে! কবে উল্কা দ্বারা কুঞ্জরের ন্যায় আমি শোণিতলিপ্ত শরাসনচ্যুত প্রদীপ্ত শরে রামচন্দ্রকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। যেরূপ দিবাকর উদিত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রভা অভিভূত করেন, তদ্রূপ কবে আমি যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া মহৎ-সৈন্য-পরিবৃত রামকেও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিব! আমার বেগ সাগরের ন্যায় ও বল মারুতের ন্যায়; রাম তাহা জানে না, তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছে। রাম আমার তূণীরস্থ আশীবিষ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর শরসমূহ এখনও দেখে নাই, তজ্জন্যই প্রাণ হারাইতে আসিয়াছে। আমি রণস্থলরূপ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া শরাসনরূপ বীণা বাদন করিব। শরের অগ্রভাগ ইহার বাদন দণ্ড, টঙ্কার ইহার তুমুল শব্দ, নারাচ ও তলশব্দ ইহার অনুরণন এবং হাহাকার ইহার গীতি। আমার বিক্রমের কথা আর অধিক কি বলিব; ইন্দ্র, যম, বরুণ বা কুবেরও আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না।"

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রাবণ কর্ত্তৃক বানরসৈন্য পরিদর্শনার্থ শুক ও সারণকে প্রেরণ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ শুক ও সারণ নামক দুইজন অমাত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, সমুদ্রে সেতু-বন্ধন এবং বানরসেনা কর্ত্তৃক দুস্তর সাগরলঙ্ঘন উভয়ই অসম্ভব। আমি এই দুই বাক্যে কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক; শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা দুইজন প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুদলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সংখ্যা ও বল অবগত হইয়া আইস। বানরগণের মধ্যে কে কে প্রধান, রাম ও সুগ্রীবের কে কে মন্ত্রী, কোন্ কোন্ সেনাপতি অগ্রসর হইয়াছে, শত্রুদিগের সেনানিবেশ কি প্রকার, রাম ও লক্ষ্মণের বীর্য্য, পরাক্রম ও অস্ত্র শস্ত্র কি প্রকার, তাহাদের প্রধান সেনাপতিই বা কে, তোমরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া আসিবে।"

শুক ও সারণ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণ করিয়া শত্রুদলে প্রবেশ করিল। বানরসৈন্য অসংখ্য, অচিন্ত্য ও লোমহর্ষণ; রাক্ষসদূতদ্বয় কিছুতেই তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। তাহারা দেখিল, চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি যাইতে পারে, ততদূর বানরেরা পর্ব্বতাগ্র, নির্ঝর ও গুহা আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া আছে।

তাহাদের অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে, অনেক আসিবে। অনেকে বসিয়াছে, অনেকে বসিতেছে, অনেকে বসিবে। নিরন্তর সাগরগর্জ্জনের ন্যায় ভয়াবহ কোলাহল উত্থিত হইতেছে। শুক ও সারণ প্রচ্ছন্নভাবে এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহাতেজা বিভীষণ সহসা ঐ প্রচ্ছন্নচারী দূতদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধরিয়া রামচন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া কহিলেন, "প্রভো! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্য; নাম শুক ও সারণ। ইহারা লঙ্কা হইতে গুপ্ত চর স্বরূপ হইয়া আসিয়াছে।"

শুক ও সারণ রামচন্দ্রকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত এবং প্রাণরক্ষা বিষয়ে একবারে হতাশ্বাস হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিল, "প্রভো! আমরা রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক আপনার সৈন্যসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।"

কৃপাবান্ রামচন্দ্র তাহাদিগের এই কাতরবাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "যদি তোমরা আমার সমস্ত সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাক, যদি আমাদিগের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া থাক এবং যদি তোমাদের প্রভুর আদেশ সম্যক রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে স্বচ্ছন্দে প্রত্যাগমন করিতে পার। আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। অথবা যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিভীষণই

তোমাদিগকে সমস্ত দেখাইতে পারেন। তোমরা ধৃত হইয়াছ বলিয়া কিছুমাত্র প্রাণের আশঙ্কা করিও না। তোমরা একে অস্ত্রহীন, তাহাতে দূত; সুতরাং আমি তোমাদিগকে কদাচ বধ করিব না। বিভীষণ! এই দুই রাক্ষস যদিও গুপ্ত চর এবং যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ সাধন করিতে আসিয়াছে, তথাপি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। দূতদ্বয়! তোমরা লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া আমার বাক্যে রাবণকে কহিও, 'তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া জানকীকে অপহরণ করিয়াছ, অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও সবান্ধবে যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কল্য প্রাতেই প্রাকার ও তোরণ সহিত লঙ্কাপুরী এবং সমগ্র রাক্ষসসৈন্য শরজালে ছিন্নভিন্ন করিব। ইন্দ্র যেরূপ দানবদিগের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ আমি কল্য তোমার প্রতি আমার ভীষণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।'"

শুক ও সারণ মহাহ্লাদে ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্রকে জয়রবে সম্বর্দ্ধিত করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিল এবং রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "রাক্ষসেশ্বর! বিভীষণ আমাদিগকে বধার্থ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অমিততেজা ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রভো! শত্রুপক্ষের বলের কথা আর অধিক কি বলিব, যখন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং মহাতেজা ইন্দ্রপরাক্রম সুগ্রীব, এই চারিজন লোকপাল সদৃশ অস্ত্রবিৎ বীর একত্র মিলিত হইয়াছেন, তখন অন্য বানর সকলের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারাই প্রাকার ও তোরণ সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরী

উৎপাটন করিয়া আবার যথাস্থানে স্থাপন করিতে পারেন। অথবা রাজন্! স্বয়ং রামচন্দ্রের যে প্রকার রূপ ও পরাক্রম দেখিলাম, তাহাতে তিনি একাকীই লঙ্কা ছারখার করিতে পারেন। যে সৈন্য রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুরেরাও তাহা পরাজয় করিতে পারেন না। লঙ্কেশ্বর! যুদ্ধার্থী শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; অতএব তাহাদিগের সহিত বিরোধ করা কোনমতেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। আপনি রামচন্দ্রের হস্তে জানকী সমর্পণ পূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপন করুন্।"

ষড়বিংশ সর্গ।

রাবণকর্ত্তৃক প্রাসাদ হইতে বানরসৈন্য পর্য্যবেক্ষণ।

সারণ এই বলিয়া বিরত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধ-ভরে কহিতে লাগিলেন, "দেখ, যদি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরা মিলিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আইসে, যদি চরাচর জগৎ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি আমি, প্রাণ থাকিতে সীতাকে ফিরিয়া দিব না। তুমি বানরদিগের উৎপীড়নে যার পর নাই ভয় পাইয়াছ; তজ্জন্য আমাকে কাপুরুষের ন্যায় এই পরামর্শ দিতেছ। কিন্তু বল দেখি,

এ জগতে এমন বলবান শত্রু কে আছে, যে আমাকে রণে পরাজয় করিতে পারে?”

রাক্ষসরাজ রাবণ কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, বানর-সৈন্য পরিদর্শন করিবার জন্য শুক ও সারণের সহিত এক তুষারধবল রমণীয় প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। ঐ প্রাসাদ বহুসংখ্যক তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ। রাবণ দেখিলেন, সম্মুখে সমুদ্র, পর্ব্বত ও নিবিড় বন এবং দূরে দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত বানরসৈন্য। তিনি ঐ অচিন্ত্য ও দুর্ব্বিষহ সৈন্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সারণকে কহিলেন, “সারণ! এই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কোন্ কোন্ বানর প্রধান, কে কে বীর এবং কে কে মহাবল? উহাদের কে কে কার্য্যে উৎসাহী ও অগ্রসর? যূথপতিদিগের মধ্যে কে কে শ্রেষ্ঠ? সুগ্রীব কোন্ কোন্ বীরের বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করেন এবং তাহাদিগের প্রভাবই বা কিরূপ? এই সমস্ত আমার নিকটে সবিশেষ বল।”

সারণ রাক্ষসরাজ কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল, “রাজন্! যে বীর লঙ্কাভিমুখে অবস্থান করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন, শত সহস্র যূথপতি যাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, যাঁহার ভীষণ গর্জ্জনে প্রাকার, তোরণ এবং শৈল ও কাননের সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতেছে, উনি কপিরাজ সুগ্রীবের সেনাপতি; নাম নীল। যিনি বাহুদ্বয় লম্বিত করিয়া নরের ন্যায় পদদ্বয়ে পর্য্যটন করিতেছেন, যিনি ক্রোধভরে লঙ্কাভিমুখে ঘন ঘন জৃম্ভাত্যাগ করিতেছেন, যিনি গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ এবং পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় পিঙ্গল, যাঁহার লাঙ্গল

আস্ফোটনের শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উনি অঙ্গদ। কপিরাজ সুগ্রীব উহাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি মহাবীর বালীর অনুরূপ পুত্র এবং সুগ্রীবের অতিশয় প্রিয়। দেখুন, উনি আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। রাজন্! যেরূপ বরুণ ইন্দ্রের জন্য বলপ্রদর্শন করিয়াছিল, সেইরূপ এই মহাবীর অঙ্গদ রামচন্দ্রের জন্য বলপ্রদর্শন করিবেন। প্রভো! রামচন্দ্রের হিতৈষী হনুমান যে লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা কেবল ইহাঁরই বুদ্ধিবলে। ইনি আপনাকে বিমর্দ্দন করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজন্! যিনি মহাবীর অঙ্গদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, উনি বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নীল। ঐ মহাবীরই পিতৃদত্তবরপ্রভাবে সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়াছেন।

লঙ্কেশ্বর! ঐ যে রজতবর্ণ চঞ্চলস্বভাব মহাবীরকে দেখিতেছেন, উনিই শ্বেত। উহাঁর বুদ্ধি ও পরাক্রম ত্রিজগতে বিখ্যাত। উহাঁর এইরূপ আন্তরিক ইচ্ছা যে, একাকীই স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কা উৎসন্ন করেন। যে সমস্ত চন্দনবাসী বীর সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভিত করিয়া ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে, উহারা শ্বেতের অনুচর। ঐ দেখুন, মহাবীর শ্বেত শাস্ত্রদৃষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে হৃষ্ট করিয়া পুনঃ পুনঃ দ্রুতপদে সুগ্রীবের নিকট গমনাগমন করিতেছেন।

রাক্ষসরাজ! ঐ দেখুন, যূথপতি কুমুদ। গোমতীতীরে সংরোচন নামে যে নানাবিধ বৃক্ষশোভিত এক পর্ব্বত আছে, উনি তথায় রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। এদিকে ঐ যে বীরকে দেখিতেছেন, যাহাঁর সুদীর্ঘ লাঙ্গুলে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণাদি নানা বর্ণের কেশ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং শত সহস্র মহাবল বানর যাহাঁকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, উনিই চণ্ড। উহাঁর ইচ্ছা একাকীই সৈন্যগণের সহিত লঙ্কা ছারখার করেন।

রাক্ষসরাজ! এদিকে দেখুন, যিনি সিংহপ্রতাপ, কপিলবর্ণ ও দীর্ঘকেসর, যিনি নিভৃতে জ্বলন্ত চক্ষে লঙ্কাকে দহন করিবার ইচ্ছায়ই নিরীক্ষণ করিতেছেন, যিনি সতত বিন্ধ্য, কৃষ্ণ, সহ্য ও সুদর্শন পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকেন, উনিই যূথপতি রম্ভ। ত্রিংশংকোটী চণ্ডবিক্রম ভীষণ বানর তেজোবলে লঙ্কা দগ্ধ করিবার জন্য উহাঁর অনুসরণ করিতেছে। আর ঐ যিনি কর্ণদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক ঘন ঘন জৃম্ভাত্যাগ করিতেছেন, যাহাঁর মৃত্যুতে কিছুমাত্র ভয় নাই, যিনি স্বীয় পরাক্রমে বিশ্বাসবশতঃ অনুগামী সৈন্যের প্রতি দৃকপাতও করিতেছেন না, যিনি ক্রোধভরে কম্পিত হইতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ বক্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন, উনিই বীর শরভ। রাক্ষসরাজ! দেখুন, উনি কেমন লাঙ্গুল আস্ফালন করিতেছেন। উনি তেজস্বী ও নির্ভয় এবং সুরম্য সালেয় পর্ব্বতে রাজত্ব করিয়া থাকেন। বিহার নামক চত্বারিংশৎ সহস্র মহাবল যূথপতি ইহাঁর আজ্ঞাধীন।

লঙ্কেশ্বর! মেঘ যেমন আকাশ আবৃত করে, তদ্রূপ ঐ

যে বীর দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া, দেবগণমধ্যস্থ দেবরাজের ন্যায় বানরগণের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, যাহাঁর সিংহনাদ ভেরীরবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, উনিই পনস। উনি পারিযাত্র পর্ব্বতে বাস করেন। পঞ্চাশৎ লক্ষ অজেয় যূথপতি স্ব স্ব যূথ লইয়া উহাঁকে বেষ্টন করিয়া আছে। আর ঐ যিনি সমুদ্রতীরে দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় কলরবপূর্ণ ভীষণ বানরসৈন্য শোভিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, উনি দর্দ্দুরপর্ব্বতাকার যূথপতি বিনত। ইনি নদীশ্রেষ্ঠা বেণার জল পান করিয়া বিচরণ করেন। ইহাঁর সৈন্যসংখ্যা ষষ্টি লক্ষ।

রাক্ষসনাথ! এদিকে দেখুন, মহাবীর ক্রথন। উনি আপনাকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। উহাঁর চতুর্দ্দিকে বিক্রান্ত ও বলবান যূথপতিগণ স্ব স্ব যূথ লইয়া উপবিষ্ট আছেন। আর এদিকে ঐ যে গৈরিকবর্ণ বীরকে দেখিতেছেন, যিনি বলগর্ব্বে অন্যান্য বানরদিগের প্রতি লক্ষ্যই করিতেছেন না, উনিই মহাবীর গবয়। উনি ক্রোধভরে আপনার অভিমুখে আসিতেছেন। সপ্ততি লক্ষ যূথপতি উহাঁর অনুসরণ করিতেছে। উহাঁর ইচ্ছা এই যে, একাকীই লঙ্কানগরীকে উৎসন্ন করেন। রাক্ষসনাথ! বানরসৈন্য অসংখ্য, অচিন্ত্য ও দুষ্প্রমেয়।”

সপ্তবিংশ সর্গ।

সারণকর্তৃক বানরসৈন্যের সংখ্যা ও বল বর্ণন।

সারণ পুনরায় কহিতে লাগিল, "রাজন্! যে সমস্ত বানরবীর রামচন্দ্রের প্রিয়সাধনার্থ বিক্রম প্রকাশ করিতে এবং অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আমি ক্রমশ তাহাদের সকলেরই বিষয় উল্লেখ করিব। ঐ যে ঘোরদর্শন মহাবীরের সুদীর্ঘ লাঙ্গূলে শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের সুচিক্কণ লোমসমূহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাহা এক একবার ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, উহাঁর নাম হর। লক্ষ যূথপতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া লঙ্কার প্রাকারে আরোহণার্থ উহাঁর অনুসরণ করিয়াছে। আর এদিকে নীল মেঘের ন্যায় বিস্তৃত যাহাদিগকে দেখিতেছেন, উহারা ভীষণ ভল্লূক। উহারা কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সমরে দুর্ব্বিষহ এবং সমুদ্রের রেণুকণার ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দ্দেশ্য। উহারা পর্ব্বত, জনপদ ও নদীতে বাস করিয়া থাকে। রাজন্! এই সমস্ত ভল্লূক ক্রোধভরে আপনার অভিমুখে আগমন করিতেছে। মহাবীর জাম্ববান উহাদিগের নেতা; উনি ভীমচক্ষু ও ভীম-দর্শন। পর্জ্জন্য যেমন মেঘে, তদ্রূপ উনি চতুর্দ্দিকে ভল্লূক-সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া আছেন। উনি ঋক্ষবান পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া নর্ম্মদার জল পান করেন। উহাঁর জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার নাম ধূম্র ; উনি রূপে তাঁহার সদৃশ, কিন্তু পরাক্রমে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উনি শান্তস্বভাব, গুরুসেবাতৎপর ও সমরে অজেয়। জাম্ববান দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজের সহায়তা করিয়া তাঁহার নিকটে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছেন। উহঁার সৈন্য বহুসংখ্য। তাহারা পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ পূর্ব্বক মহামেঘাকার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করে। তাহারা মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করে না। তাহারা নিষ্ঠুরতায় রাক্ষস ও পিশাচদিগের ন্যায় এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ রোমে আবৃত। রাক্ষসেশ্বর! ঐ যে বীর লীলাচ্ছলে কখন লম্ফপ্রদান করিতেছেন, কখন বা উপবিষ্ট হইতেছেন, বানরেরা যাহঁাকে পুনঃ পুনঃ সাদরে নিরীক্ষণ করিতেছে, উহঁার নাম রম্ভ। উনি সর্ব্বদা দেবরাজ ইন্দ্রের সন্নিহিত থাকেন। রাজন্! এদিকে যে ঐ মহাবীরকে দেখিতেছেন, উহঁার নাম সন্নাদন। উনি বানরগণের পিতামহ ; উনি গমনকালে যোজন পরিমাণ দূরে স্থিত পর্ব্বতকেও দেহপার্শ্বে স্পর্শ করেন এবং দণ্ডায়মান হইলে যোজন প্রমাণ দীর্ঘ হয়েন। চতুষ্পদের মধ্যে উহঁার তুল্য উৎকৃষ্ট রূপ আর কাহারও নাই। পূর্ব্বে একবার এই মহাবীরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ইনি পরাজিত হয়েন্ নাই।

ঐ মহাবীর ক্রথন। দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের সাহায্যার্থ উনি অগ্নির ঔরসে কোন এক গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে জন্মলাভ করেন। ইহঁার পরাক্রম ইন্দ্রের ন্যায় ; যথায় বৈশ্রবণ কুবের জম্বু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যে পর্ব্বত কিন্নরসেবিত পর্ব্বতগণের শ্রেষ্ঠ, উনি সেই কৈলাসে বাস করেন।

রাক্ষসরাজ! উনি আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রিয় পরিচারক। উনি যুদ্ধে কার্য্যদ্বারাই স্বীয় বলের পরিচয় দেন; অন্য সকলের ন্যায় বৃথা গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। উনি কোটী সহস্র বানরের নেতা। উহাঁর আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন।

এদিকে ঐ দেখুন, মহাবীর প্রমাথী। উনি গঙ্গাতীরে গজযূথপতিগণকে হস্তী ও বানরগণের পূর্ব্ব বৈর উল্লেখ করত ভয়প্রদর্শন করিয়া, নির্ভয়ে পর্য্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও যূথপতিগণের প্রভু। উনি বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন করিয়া বন্যহস্তিগণকে অবরোধ করিয়া থাকেন। উনি গঙ্গাতীরস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্ব্বতের এক শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করেন। সহস্র লক্ষ বলবিক্রমে দৃপ্ত গর্জ্জনশীল বানর উহাঁর অধীন। উনি সমরে শত্রুর অজেয়। দেখুন, উনি বাতাহত মেঘের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছেন। উহাঁর সৈন্যগণ ক্রোধাবিষ্ট এবং উহাঁর চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ ধূলিজাল বায়ুবেগে উড্ডীন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

লঙ্কেশ্বর! এদিকে দেখুন, গোলাঙ্গূলের রাজা মহাবীর গবাক্ষ। ইনি সেতুবন্ধনে নলের বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন। এই সমস্ত কৃষ্ণমুখ ভীষণ মহাবল গোলাঙ্গূলগণ ক্রোধাগ্নিতে লঙ্কা ভস্মীভূত করিবার জন্য উহাঁকে বেষ্টন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতেছে।

ঐ বানরশ্রেষ্ঠ কেসরী। যে পর্ব্বতে বৃক্ষসমূহ সকল ঋতুতেই ফলপুষ্পে শোভিত আছে, ভ্রমরেরা নিরন্তর গুঞ্জন

করিতেছে, যাহাকে সূর্য্য নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছেন, মৃগপক্ষিগণ যাহার অরুণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক যাহার উচ্চ শিখর নিরন্তর সেবিত হইতেছে, যাহার গুহাসমূহে উৎকৃষ্ট মধু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইনি সেই রমণীয় সুমেরুশৈলে বাস করেন।

রাক্ষসেশ্বর! ঐ দেখুন, মহাবল শতবলী। ষষ্টিসহস্র কাঞ্চন পর্ব্বতের মধ্যে সাবর্ণিমেরু নামে যে প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে, উনি তথায় বাস করেন। বহুসংখ্যক শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণ বানর উহাঁর অনুচর। উহাদের মুখ তাম্রবর্ণ এবং নখ ও দন্ত তীক্ষ্ণ। সিংহের ন্যায় উহাদের চারিটী দন্ত এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় উহারা দুরাক্রম্য। উহারা অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ। উহাদের লাঙ্গুল অতিশয় দীর্ঘ ও বক্র। উহারা মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে। উহাদের আকার পর্ব্বতের ন্যায়, কণ্ঠস্বর মহামেঘের ন্যায়, নেত্র পিঙ্গল ও বর্ত্তুলাকার। উহাদের গতি ভয়ঙ্কর এবং উহারা দৃষ্টিপাতে যেন লঙ্কা ছারখার করিতেছে। লঙ্কেশ্বর! শতবলী ঐ সমস্ত বানরের অধিপতি। উনি জয়লাভার্থ নিত্য সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া থাকেন। উহাঁর ইচ্ছা একাকীই লঙ্কা ছারখার করেন। উনি বিক্রান্ত, বলবান ও শূর এবং স্বীয় পৌরুষে বিশ্বস্ত। উনি রামচন্দ্রের প্রিয়সাধনার্থ প্রাণত্যাগ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন।

এই সমস্ত বানর ভিন্ন গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল

প্রভৃতি অনেক বানর আছে। তাহারা প্রত্যেকেই দশকোটি সৈন্যে পরিবৃত্ত। এতদ্ব্যতীত বিন্ধ্যপর্ব্বতনিবাসী অনেকানেক বিক্রমশালী বানর উপস্থিত হইয়াছে। বহুত্ব নিবন্ধন তাহাদের সংখ্যা করা দুষ্কর। মহারাজ! ঐ সমস্ত বানর পর্ব্বতাকার ও মহাপ্রভাব। উহারা নিমেষের মধ্যে পৃথিবীস্থ পর্ব্বতসমূহকে বিপর্য্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে।”

অষ্টাবিংশ সর্গ।

শুককর্ত্তৃক বানরসৈন্যের সংখ্যা ও বল বর্ণন।

সারণ এই বলিয়া বিরত হইলে শুক কহিতে লাগিলেন, “রাজন্। আপনি ঐ যাহাঁদিগকে মত্ত হস্তীর ন্যায়, গঙ্গাতটস্থ বটের ন্যায় এবং হিমাচলস্থ শালবৃক্ষের ন্যায় উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উহাঁরা কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। উহাঁদিগের নিবাস কিষ্কিন্ধা। উহাঁরা দুর্দ্ধর্ষ, মহাবল, কামরূপী ও দৈত্যদানবতুল্য। উহাঁরা যুদ্ধে দেবপরাক্রম। উহাঁদের সংখ্যা একবিংশতি সহস্র কোটী, সহস্র শঙ্কু ও শত বৃন্দ। উহাঁরা দেবতা ও গন্ধর্ব্বের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন। আর ঐ যে দেবরূপী দুইটী বানরকে দেখিতেছেন,

উহাঁদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ্। যুদ্ধে উহাঁদের প্রতিপক্ষ কেহই নাই। উহাঁরা ব্রহ্মার আদেশে অমৃত ভোজন করিয়াছিলেন। উহাঁদের এইরূপ ইচ্ছা যে, অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীত লঙ্কা ছারখার করেন। আর ঐ যিনি মদ-স্রাবী হস্তীর ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, উনিই আপনার পূর্ব্বদৃষ্ট হনূমান। উনি ক্রুদ্ধ হইলে সমুদ্রকেও বিচলিত করিতে পারেন। উনি জানকীর উদ্দেশ লইবার জন্য পূর্ব্বে লঙ্কায় আসিয়াছিলেন এবং আপনার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। উনি কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, মহাবল, কামরূপী ও সুরূপ। উনিই শতযোজন বিস্তৃত লবণসমুদ্র এক লম্ফে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। উহাঁর গতি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। উনি যখন বালক ছিলেন, তখন একদা ক্ষুধা বোধ হওয়াতে উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিয়া ভক্ষণার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন। 'পৃথিবীর ফলে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না। অতএব আমি তিনসহস্র যোজন অতিক্রম পূর্ব্বক সূর্য্যকে গ্রহণ করিব' মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া, উনি তৎকালে বলদর্পে লম্ফপ্রদান করেন। সূর্য্যদেব দেবর্ষি ও রাক্ষস-গণেরও অধৃষ্য; সুতরাং হনূমান তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া উদয়পর্ব্বতে পতিত হন্। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়াতে উহাঁর একটী সুদৃঢ় হনু ভগ্ন হইয়া যায়; তদবধি উহাঁর নাম হনূমান হইয়াছে। আমি উহাঁকে বিশেষরূপ জানি এবং উহাঁর পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত আছি। উহাঁর বল-রূপ ও প্রভাব সম্যকরূপে কীর্ত্তন করা যায় না। উহাঁর ইচ্ছা একাকীই লঙ্কা ছারখার করেন। যিনি পূর্ব্বে একবার

এই নগরীকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ অহঙ্কার নিতান্ত অন্যায় নহে।

রাজন্! হনুমানের পরেই যে পদ্মপলাশলোচন শ্যাম-কান্তি বীর উপবিষ্ট আছেন; উনিই রামচন্দ্র। উনি ইক্ষ্বাকুদিগের মধ্যে অতিরথ এবং উহাঁর পৌরুষ ত্রিজগতে বিখ্যাত। ধর্ম্ম উহাঁতে স্খলিত হয় না এবং উনিও ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন না। উনি বেদ্‌বিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্ম অস্ত্রে অধিকারী। উনি বাণ দ্বারা স্বর্গকেও ভেদ করিতে পারেন এবং পৃথিবীকেও বিদীর্ণ করিতে পারেন। মৃত্যুর ন্যায় উহাঁর ক্রোধ এবং ইন্দ্রের ন্যায় উহাঁর পরাক্রম। রাজন্! আপনি জনস্থান হইতে যাহাঁর ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাম যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন।

রামচন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় যে বীর-পুরুষ উপবিষ্ট আছেন, যাহাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল, নেত্রদ্বয় তাম্রবর্ণ এবং কেশজাল ঘন, কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত, উনিই লক্ষ্মণ। উনি জ্যেষ্ঠের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই রত। উনি নীতি ও যুদ্ধশাস্ত্র উভয়েই নিপুণ। উনি শস্ত্র-ধারিগণের শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত, অসহিষ্ণু, দুর্জ্জয় ও জয়শীল। উনি রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনার্থ অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। উনি একাকীই যুদ্ধে সকল রাক্ষসকে বধ করিতে পারেন। রাজন্! আর ঐ যিনি রামচন্দ্রের বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন, কয়েকটী রাক্ষস যাহাঁকে বেষ্টন করিয়া আছে, উনিই আপনার ভ্রাতা বিভীষণ।

রামচন্দ্র উহঁাকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন এবং এক্ষণে উনি ক্রোধবশতঃ আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন।

রাক্ষসনাথ! ঐ যে মহাবীরকে মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উনি পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব। উনি তেজ, যশ, বুদ্ধি, বল এবং আভিজাত্যে, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের ন্যায় সমস্ত বানরের অপেক্ষা উচ্চ। দুর্গম ও গহন কিষ্কিন্ধা উহঁার বাসস্থান; উনি তত্রস্থ গিরিদুর্গে যূথপতিগণের সহিত বাস করেন। উহঁার গলে শতপদ্মশোভিত স্বর্ণহার শোভা পাইতেছে। উহা দেব ও মনুষ্যগণের স্পৃহনীয় এবং উহাতে সাক্ষাৎ শ্রী প্রতিষ্ঠিত আছে। রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে ঐ হার, তারা এবং সমগ্র কপিরাজ্য প্রদান করিয়াছেন।

রাজন্! এক্ষণে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সংখ্যা আপনাকে বলিতেছি। শত লক্ষে এক কোটি হইয়া থাকে, লক্ষ কোটিতে এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কুতে এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কুতে এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দে এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দে এক পদ্ম, লক্ষ পদ্মে এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্মে এক খর্ব্ব, লক্ষ খর্ব্বে এক সমুদ্র এবং লক্ষ সমুদ্রে এক মহৌঘ। কপিরাজ সুগ্রীব সহস্র কোটি, শতশঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব্ব, শত সমুদ্র এবং শত মহৌঘ বানর, বীর বিভীষণ এবং সচিবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রাক্ষসরাজ! এই বানরসৈন্য জ্বলন্ত গ্রহতুল্য। আপনি উহা দেখিয়া

তাহারাও সত্বর উপস্থিত হইয়া জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইল। ঐ সমস্ত চর বিশ্বস্ত, বীর, সুধীর ও ভয়শূন্য। রাবণ তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা সত্বর রামচন্দ্রের কার্য্য পরীক্ষার্থ গমন কর। যাহারা রামের অন্তরঙ্গ মন্ত্রী, তোমরা প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদের সহিত মিলিত হও। রাম কি প্রকারে নিদ্রা যায়, কি প্রকারে জাগরিত থাকে, অদ্য কি কার্য্য করিবে, তোমরা নিপুণতার সহিত এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আসিবে। যে পণ্ডিত নরপতি চার দ্বারা শক্রর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়েন, তিনি যুদ্ধে অল্প আয়াসেই শক্রকে পরাস্ত করিতে পারেন।"

রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে চরগণ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল এবং শার্দ্দূলকে অগ্রে লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। অনন্তর তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে শক্রশিবিরে গিয়া দেখিল, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত সুবেল পর্ব্বতের পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বানরসৈন্য দেখিয়া তাহারা ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইল। ইত্যবসরে বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে গিয়া ধরিলেন। শার্দ্দূল অত্যন্ত পাপস্বভাব; এই জন্য বিভীষণ স্বয়ং তাহাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া গেলেন। তৎকালে বানরেরা তাহাকে যার পর নাই প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর দয়াময় রামচন্দ্র তাহাকে মুক্ত করিলেন। অপর কয়েকজনও মুক্ত হইল। চরেরা প্রহারে মৃতপ্রায় ও হৃতজ্ঞান হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুনর্ব্বার লঙ্কায় প্রবেশ

করিল এবং রাবণের নিকটে গিয়া সুবেল পর্ব্বতের সমীপস্থ রামচন্দ্র ও তাঁহার অসংখ্য সৈন্যের কথা কহিল।

ত্রিংশ সর্গ।

রাবণ ও শার্দ্দূলের কথোপকথন।

রামচন্দ্র অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সুবেল পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছেন, শুনিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং শার্দ্দূলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দূত! তোমাকে বিবর্ণ ও দীন বোধ হইতেছে। বল, তুমি কি ক্রুদ্ধ শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছিলে?"

রাক্ষসরাজ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভয়বিহ্বল শার্দ্দূল মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিল, "রাজন্! বানরগণ বলবান ও পরাক্রান্ত এবং স্বয়ং রামচন্দ্র তাহাদিগের রক্ষক; সুতরাং চরদ্বারা তাহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া অতি কঠিন। প্রশ্ন করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিবারও যো নাই। পর্ব্বতাকার বানরগণ সর্ব্বদা ঐ ব্যূহের চতুর্দ্দিকে পথ রক্ষা করিতেছে। আমি অনেক কষ্টে প্রবেশ করিয়া শত্রুপক্ষের গূঢ় বৃত্তান্ত জানিবার উপক্রম করিতেছি, ইত্যবসরে বিভীষণ ও তাহার অনুচর রাক্ষসগণ আমাকে

চিনিতে পারিল এবং বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া ইতস্তত আকর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে বানরগণ আসিয়া কেহ আমাকে পদাঘাত, কেহ চপেটাঘাত, কেহ বা মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা আমাকে পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষমা কাহাকে বলে, উহাদের কেহই জানে না। উহারা আমার অপরাধ ঘোষণা করিতে করিতে সদর্পে সৈন্যমধ্য দিয়া আমাকে লইয়া চলিল এবং এবং অবশেষে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। তৎকালে আমার সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরিতেছে; আমি ভয়ে বিহ্বল ও হতজ্ঞান হইয়াছি। বানরেরা নির্দ্দয়ভাবে আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতেছে এবং আমিও কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে মিনতি করিতেছি। দয়াময় রামচন্দ্র আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বানরদিগকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন এবং আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজন্! সেই মহাবীরই এক্ষণে সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বাররোধ করিয়াছেন। তিনি গরুড়ব্যূহ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছেন এবং সত্বর প্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইবেন। এক্ষণে আপনি তাঁহাকে হয় সীতা না হয় যুদ্ধ প্রদান করুন্।"

রাক্ষসরাজ রাবণ কিয়ৎকাল শার্দ্দূলের এই সমস্ত বাক্য মনে মনে আলোচনা করিয়া কহিলেন, "দূত! যদি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণও আমার বিপক্ষে উপস্থিত হয়, তথাপি আমি সীতাকে প্রদান করিব না। যাহা হউক তুমি স্বচক্ষে বানরসৈন্য দেখিয়া আসিয়াছ; এক্ষণে বল, তাহাদের বল-

বিক্রম কিরূপ? তাহাদের মধ্যে কে কে বীর এবং তাহারা কাহার পুত্র পৌত্র? আমি তাহাদের বলাবল বুঝিয়া কার্য্য স্থির করিব। যাহারা যুদ্ধার্থী, তাহাদিগের এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

তখন শার্দ্দূল কহিতে লাগিল, "রাজন্! অজেয় কপিরাজ সুগ্রীব ঋক্ষরাজের পুত্র। জাম্ববান গদ্গদের পুত্র; গদ্গদের অপর পুত্রের নাম ধূম্র। কেসরী বৃহস্পতির পুত্র। কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং পবনদেবের ঔরসপুত্রের নাম হনূমান; ইনি একাকীই লঙ্কানগরী ছারখার করিয়া গিয়াছিলেন। বীর্য্যবান সুষেণ ধর্ম্মের পুত্র, দধিমুখ সোমের পুত্র এবং সুমুখ, দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী ব্রহ্মার পুত্র। শেষোক্ত বীর বানররূপী স্বয়ং কৃতান্ত। সেনাপতি নীল স্বয়ং অগ্নির পুত্র; মহাবল দুর্দ্ধর্ষ যুবা অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র, মৈন্দ ও দ্বিবিদ অশ্বিপুত্র এবং গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন সাক্ষাৎ যমের পুত্র। এতদ্ভিন্ন দশকোটি যুদ্ধার্থী বানর দেবগণের পুত্র; অন্যান্য বানরদিগের পরিচয় দেওয়া কঠিন। রাজন্! যিনি জনস্থানে খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছেন, সেই রামচন্দ্র মহারাজা দশরথের পুত্র। ভূতলে ইহাঁর তুল্য বীর আর নাই। ইনিই কৃতান্ততুল্য কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর গুণ এক মুখে কীর্ত্তন করা যায় না। ইনি বাহুবলে জনস্থানস্থ সমস্ত রাক্ষসকেই যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজন্! আমি হস্তিযূথমধ্যে যূথপতির ন্যায় তথায় লক্ষ্মণকেও দেখিলাম। ইহাঁর শরে ইন্দ্রেরও নিস্তার নাই। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ সূর্য্যদেবের পুত্র,

হেমকূট বরুণের পুত্র, নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র এবং বেগবান দুর্দ্ধর বসুর পুত্র। আপনার ভ্রাতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণও শত্রুদলে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি রামচন্দ্রের হিতার্থে লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিবেন। রাজন্! আমি আপনাকে সুবেলপর্ব্বতস্থ বানরসৈন্যের কথা সমস্তই বলিলাম। অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনিই স্থির করুন”

একত্রিংশ সর্গ।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে রামচন্দ্রের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন।

শার্দ্দুল এই বলিয়া বিরত হইলে রাক্ষসরাজ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সচিবগণকে কহিলেন, “সচিবগণ! অতঃপর আমাদের মন্ত্রণাকাল উপস্থিত; অতএব মন্ত্রিগণকে শীঘ্র আহ্বান করুন।” আদেশমাত্র মন্ত্রিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসরাজ কিয়ৎকাল তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। পরে তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক একজন মহাবল মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “আমি অদ্য জানকীকে রাক্ষসী মায়ায় মোহিত করিব। অতএব তুমি মায়াবলে রামচন্দ্রের মস্তক ও বৃহৎ ধনু প্রস্তুত করিয়া আন।”

বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র মায়াবলে একটী মুণ্ড ও ধনুক প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ উহা দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্বকে বহুমূল্য ভূষণ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সীতার দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া অশোকবনে গমন করিলেন। রাক্ষসরাজ দেখিলেন, সীতা দীনা ও শোকবিহ্বলা ; তিনি অধোমুখে ভূতলে উপবেশন করিয়া নিরন্তর রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন। অদূরে ভীষণা রাক্ষসীগণ তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিতেছে ; কিন্তু তিনি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাতও করিতেছেন না। রাবণ ক্রমশ সীতার সন্নিহিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "সীতে! তুমি যাহার বলে আমাকে মিষ্ট বাক্যের উত্তরে অবমাননা করিয়াছ, তোমার সেই খরহন্তা বীর স্বামী অদ্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আজ তোমার আশালতা ছিন্ন হইল, তোমার দর্প চূর্ণ হইল ; আজ তোমাকে উপায়ান্তর অভাবে আমার ভার্য্যা হইতে হইবে। মূঢ়ে! এখন বালিকা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি আসক্ত হও। রাম ত মরিয়াছে ; তাহার জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া আর কি হইবে? তুমি আজ অবধি আমার মহিষীগণের প্রধানা ঈশ্বরী হও! সীতে! তুমি নিতান্ত অল্পপুণ্য ; নতুবা সাধ করিয়া নিজের সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিবে কেন? তুমি এতদিন আপনাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বিবেচনা করিতে ; কিন্তু এক্ষণে ত হতাশ হইতে হইল। যাহা হউক অতঃপর ঘোর বৃত্রাসুরবধের ন্যায় তোমার ভর্তৃবধের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

রাম আমাকে বধ করিবার জন্য কপিরাজ সুগ্রীবসংগৃহীত অগণ্য বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্রপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর সূর্য্যাস্তের পর সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে সেনানিবেশ স্থাপন করে। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে, যখন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ সকলেই পথশ্রান্ত ও সুখে নিদ্রিত ছিল, তখন আমার কতকগুলি চর উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। পরে উহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অধগত হইয়া প্রহস্ত-রক্ষিত রাক্ষসসৈন্য সহসা গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সৈন্যগণকে আক্রমণ করে। উহারা পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, শূল, কূটমুদ্গর, যষ্টি, তোমর, প্রাস, চক্র, মুষল প্রভৃতি উদ্যত করিয়া বানরসৈন্যগণকে বধ করিয়াছে। তৎকালে রাম প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল, ইত্যবসরে মহাবল প্রহস্ত ক্ষিপ্রহস্তে অসিপ্রহার পূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিল, এমত সময়ে ধৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্যের সহিত কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। রামের সখা কপিরাজ সুগ্রীবের সুন্দর গ্রীবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হনূমানের হনু ছিন্ন এবং সে রাক্ষসকর্তৃক যুদ্ধে হত হই-য়াছে। বৃদ্ধ জাম্ববান জানুদ্বয়ের উপর ভর দিয়া উত্থিত হইতেছিল, এমত সময়ে পট্টিশদ্বারা বৃক্ষের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। মৈন্দ ও দ্বিবিদ রুধিরাক্ত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও রোদন করিতেছিল, এমত সময়ে অসি দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে। পনস পনসের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। দরীমুখ নারাচাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া গুহায় শয়ন

করিয়াছে। কুমুদ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং অঙ্গদ শরজালে শতধা ছিন্ন হইয়া রুধিরাক্ত দেহে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। বানরগণ, কেহ হস্তিপদে কেহ রথচক্রে দলিত হইয়া, বায়ুবেগে ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ পলায়িত, কেহ ভীত, কেহ বা হত হইয়াছে। সিংহগণ যেমন গজযূথের অনুসরণ করে, তদ্রূপ রাক্ষসেরা তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল। বানরেরা কেহ সাগরে পতিত, কেহ বা গগনে লুক্কায়িত হইল। ঋক্ষগণ বানরগণের সহিত বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু সমুদ্রতীর, পর্ব্বত ও কাননে যত বানর ছিল বিরূপাক্ষ রাক্ষসেরা তাহাদের সকলকেই বধ করিয়াছে। সীতে! এইরূপে তোমার বীর স্বামী সসৈন্যে আমার সৈন্য দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। এই দেখ, তাহার শোণিতাক্ত ধূলিধূসরিত মস্তক আনাইতেছি।"

এই বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাবণ সীতাকে শুনাইয়া এক রাক্ষসীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "চেটি! তুমি শীঘ্র ক্রূরকর্ম্মা বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষসকে আহ্বান কর। সেই বীরই স্বয়ং রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনিয়াছে।"

আদেশমাত্র বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়াবলে প্রস্তুত রামচন্দ্রের মুণ্ড ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাক্ষসরাজকে প্রণাম পূর্ব্বক অদূরে দাঁড়াইল। তখন রাবণ ভীষণজিহ্ব রাক্ষসকে কহিলেন, "বিদ্যুজ্জিহ্ব! তুমি রামের মুণ্ড সীতার সম্মুখে স্থাপন কর। ইনি ইহাঁর বীর স্বামীর দীনদশা একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন্।"

বিদ্যুজ্জিহ্ব উক্ত প্রিয়দর্শন মায়ামুণ্ড সীতাদেবীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। রাবণও ঐ সময়ে "এই ত্রিলোকপ্রথিত ভাস্বর শরাসন রামের" এই বলিয়া মায়াবলে প্রস্তুত ধনুক নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর কহিলেন, "মহাবীর প্রহস্ত রাত্রিকালে মনুষ্য রামকে বিনাশ করিয়া এই ধনুক আনয়ন করিয়াছেন। সীতে! তোমার স্বামীর এই দশা হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার ভার্য্যা হও।"

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

সীতার বিলাপ।

পতিপ্রাণা সীতা রামচন্দ্রের মুণ্ড ও শরাসন স্বচক্ষে দেখিলেন। হনূমান যে সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের সখ্যতার কথা বলিয়াছিলেন তৎকালে তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি উক্ত মায়ামুণ্ডে রামচন্দ্রের সেই কেশ, সেই মুখ, সেই বর্ণ, সেই ললাট ও সেই চূড়ামণি সমস্তই দেখিলেন। অনন্তর এই সমস্ত অভিজ্ঞানে উহাকে যথার্থই রামচন্দ্রের মস্তক স্থির করিয়া কাতরা কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিতে করিতে কহিলেন, "কৈকেয়ী!

এতদিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তুমি কলহপ্রিয়; এক্ষণে তৎপ্রভাবে কুলপ্রদীপ রামচন্দ্র বিনষ্ট হইলেন—রঘুকুল উৎসন্ন হইল। নৃশংসে! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তুমি তাঁহাকে চীরবসন পরাইয়া আমার সহিত বনে পাঠাইলে?”

এই কথা বলিতে বলিতে শোকবিহ্বলা জানকী কম্পিত-দেহে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া মায়ামুণ্ড সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে কহিলেন, “হায়! আমি মরিলাম। বীর! তোমার বিনাশে অবশেষে আমার এই দশা হইল? আমি বিধবা হইলাম। নাথ! বৈধব্য অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দুরদৃষ্টের বিষয় আর কি আছে? আমার তাহাই ঘটিল! তুমি সুশীল, আমিও পতিপরায়ণা; তথাপি আমার অগ্রে তোমার মৃত্যু হইল? আমি দুঃখে পতিত এবং দুস্তর শোকসাগরে নিমগ্ন; যিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন, আমার ভাগ্যদোষে অদ্য তিনি বিনষ্ট হইলেন! হায়! আর্য্যা কৌশল্যা একান্ত পুত্রবৎসলা; আজ বৎসলা ধেনুর ন্যায় কে তাঁহাকে বিবৎসা করিল? নাথ! দৈবজ্ঞেরা যে বলিতেন, তোমার পরমায়ু অধিক; এক্ষণে বুঝিলাম তাহা সমস্তই মিথ্যা; তুমি যার পর নাই অল্পায়ু। বীর! তুমি বুদ্ধিমান; তথাপি তোমারও কি বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল? অথবা কর্ম্মফলদাতা কালের বশে গত হইলে সকলেরই বুদ্ধি নষ্ট হয়। প্রাণনাথ! তুমি নীতিশাস্ত্রজ্ঞ এবং বিপদ্ নিবারণের উপায় অবগত ছিলে;

তথাপি কিজন্য সহসা এই বিপদ ঘটিল? হায়! আমিই তোমার ঘোর কালরাত্রিস্বরূপ; আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলাম, তাই তোমার এই দশা হইল। প্রাণনাথ! আমিত একান্ত নিরপরাধিনী; তথাপি তুমি কি দোষে এই অধিনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তমার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান আছ? বীর! আমি তোমার এই কাঞ্চনভূষিত ধনুক চিরকাল গন্ধমাল্য দ্বারা ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াছি; আজ কি তাহার এই ফল ফলিল?

প্রাণনাথ! তুমি এতক্ষণ নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন পূর্ব্বক পিতা দশরথ এবং অন্যান্য পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়াছ। পিতৃসত্যপালনরূপ মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই গগনে কোন নক্ষত্র হইয়াছ। কিন্তু এই পবিত্র রাজর্ষিবংশ উপেক্ষা করিয়া যাওয়া কি তোমার উচিত হইয়াছে? আমি তোমার একান্ত অনুগতা ভার্য্যা; বনে পর্য্যন্ত তোমার অনুগমন করিয়াছি; আমাকে অনাথিনী করিয়া যাওয়া কি তোমার পুণ্য কার্য্য হইয়াছে? নাথ! তুমি কিজন্য আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না? কিজন্যই বা আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি পাণিগ্রহণ-কালে অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, চিরকাল আমার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে; এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং এই দুঃখি-নীকে তোমার সঙ্গে লও। জানি না, তুমি কি অপরাধে এই অধিনীকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছ? হায়! আমি তোমার যে মঙ্গলদ্রব্যচর্চ্চিত অঙ্গ আলিঙ্গন

করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম এক্ষণে মাংসপ্রিয় শৃগাল কুক্কুরেরা তাহা ছিন্নভিন্ন করিতেছে। নাথ! তুমি ত অগ্নিষ্টোমাদি নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদন ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলে, তথাপি কিজন্য মৃত্যুকালে যজ্ঞীয় অগ্নিতে তোমার সংস্কার হইল না। হায়! এক্ষণে শোকাতুরা কৌশল্যা বনপ্রস্থিত আমাদের তিনজনের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণকে প্রত্যাগত দেখিবেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদিগের হস্তে তোমার এবং বানরসৈন্যের রাত্রিকালে নিধনের কথা সমস্তই বলিবেন। তখন আর্য্যা কৌশল্যার কি দশা হইবে! তোমার মৃত্যু এবং আমার রাক্ষসগৃহবাসের সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবে। হায়! আমি অতি হতভাগিনী; আমারই জন্য রামচন্দ্র দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইয়াও গোষ্পদে প্রাণ হারাইলেন। তিনি মোহবশেই আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কুলের কুলঙ্ক—তাঁহার ভার্য্যারূপী মৃত্যু। হায়! বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে কাহাকেও দান করি নাই; তাই আজ অতিথিপ্রিয় রামচন্দ্রের পত্নী হইয়াও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। রাবণ! তুমি শীঘ্র আমাকে রামচন্দ্রের মৃতদেহের উপর স্থাপন করিয়া বধ কর; পতির সহিত পত্নীর মিলন সম্পাদন করিয়া কল্যাণের কার্য্য কর। রাক্ষস! অদ্য তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক, তাঁহার দেহের সহিত আমার দেহ মিলিত হউক; আমি তাঁহার অনুগমন করিব।”

আয়তলোচনা জানকী মায়াবলে নির্ম্মিত রামচন্দ্রের মুণ্ড ও শরাসন দর্শন করিয়া এইরূপে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ

করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্বাররক্ষক এক রাক্ষস সহসা রাক্ষসরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ও অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, "রাক্ষসনাথ! সেনাপতি প্রহস্ত অমাত্যগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনিই আমাকে প্রেরণ করিলেন। দেব! আমি যদিও সহসা উপস্থিত হইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি; তথাপি রাজভাবে আমাকে ক্ষমা করুন্। এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য আপনাকে একবার তাঁহাদের সহিত দর্শন করিতে হইতেছে।"

দ্বাররক্ষক এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ অশোকবন পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিগণের উদ্দেশে গমন করিলেন এবং সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণের অশোকবন হইতে নির্গমনের পরই মায়ানির্ম্মিত মুণ্ড ও শরাসন অন্তর্হিত হইল।

রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া অদূরস্থ হিতৈষী সেনাপতিদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা সত্বর ভেরীরবে সৈন্যগণকে আহ্বান কর। কিন্তু উহাদিগের নিকট আহ্বানের কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করিও না।"

আদেশমাত্র সেনাপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যদলকে আহ্বান করিল এবং যুদ্ধার্থী রাবণের নিকট গিয়া উহাদের আগমনসংবাদ প্রদান করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

সরমার সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান।

বিভীষণ-ভার্য্যা স্নেহময়ী সরমা জানকীর প্রিয়সখী ছিলেন; তিনি রাক্ষসরাজ রাবণেরই আদেশে সীতাকে রক্ষা করিতেন। সীতা ভর্ত্তৃশোকে বিহ্বলা; পথশ্রান্তা বড়বা যেমন ধূলিতে লুণ্ঠিত হয়, সরমা সীতাকে তদ্রূপ দেখিলেন। জানকী রাক্ষসী মায়ায় মোহিত ও যার পর নাই দুঃখিত; মৃদুভাষিণী সরমা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সখীস্নেহে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "জানকি! অদ্য রাবণ তোমাকে যাহা বলিতেছিল এবং তুমি তাহাতে যেরূপ বিলাপ করিলে, আমি গহন কাননে থাকিয়া তাহা সমস্তই শুনিয়াছি। আমি রাবণকে ভয় করি না। রাবণ যে কারণে শশব্যস্ত হইয়া নিক্রান্ত হইল, আমি বাহিরে গিয়া তাহাও জানিয়া আসিলাম। রামচন্দ্র সর্ব্বদা সাবধান; সুতরাং রাবণ সৌপ্তিক যুদ্ধের কথা যাহা বলিল, তাহা সমস্তই মিথ্যা; বলিতে কি, রাক্ষসগণ হইতে রামচন্দ্রের ভয় কিছুতেই সম্ভবপর নহে। দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক দেবগণের ন্যায় বানরগণ রামচন্দ্রের বাহুবলে রক্ষিত এবং বৃক্ষ ও প্রস্তর তাহাদিগের অস্ত্র; সুতরাং তাহাদিগকেও বধ করা সুকঠিন। মহাবীর রামচন্দ্রের ভুজযুগল দীর্ঘ ও সুবৃত্ত, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে ধনু এবং অঙ্গে দুর্ভেদ্য কবচ;

তিনি শ্রীমান, আত্ম ও পর সকলেরই রক্ষক, সদ্বংশোদ্ভব, নয়জ্ঞ, ধর্ম্মশীল ও সুবিখ্যাত। তাঁহার বলবীর্য্য অচিন্ত্য এবং তিনি শত্রুগণের হন্তা। সীতে! সেই ত্রিলোকবিজয়ী বীর কখনই বিনষ্ট হন্ নাই। উগ্রস্বভাব রাবণ নির্ব্বোধ, কুকার্য্যকারী ও সর্ব্বভূতবিরোধী। ঐ মায়াবী তোমাকে মায়ায় মোহিত করিয়াছে। দেবি! অতঃপর তোমার সমস্ত শোক বিদূরিত এবং শুভ উপস্থিত হইয়াছে; ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। আমি এক্ষণে তোমাকে একটী শুভ সংবাদ দিতেছি শ্রবণ কর। দেখিলাম, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সমগ্র বানরসেনার সহিত সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কার দক্ষিণতীরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সিদ্ধকাম এবং স্বমহিমায় রক্ষিত; বানরগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। রাবণ এই বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কয়েকজন দূত প্রেরণ করিয়াছিল; তাহারাও আসিয়া ঐ কথা বলিয়াছে। দুরাত্মা ঐ সংবাদ শুনিয়াই মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিবার জন্য ব্যস্তভাবে অশোকবন হইতে প্রস্থান করিল।"

সরমা সীতার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভেরীরবের সহিত সৈন্যগণের ভৈরব সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন মধুরভাষিণী সরমা পুনরায় সীতাকে কহিতে লাগিলেন, "সখি! ঐ শুন, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জ্জনসদৃশ গম্ভীর রবে সৈন্যগণকে রণসজ্জায় সঙ্কেত করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই আসন্নপ্রায় যুদ্ধের উদ্যোগ। মত্ত-মাতঙ্গ, তুরগ ও রথ সকল সজ্জিত হইতেছে। বীরগণ

অশ্বারূঢ় ও রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রাশহস্তে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়াছে। বেগবান জলপ্রবাহ যেরূপ ভীমরবে সাগর পূর্ণ করে, তদ্রূপ অদ্ভুতদর্শন রাক্ষসসৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে রাজপথ পূর্ণ করিতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে যেরূপ দাবানলের নানাবিধ রূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সুশাণিত অস্ত্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম এবং সৈন্যগণের পরিচ্ছদের নানাবর্ণসমুত্থিত প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। ঐ শুন, ঘণ্টারব, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, তূর্য্যনিনাদ এবং হৃষ্ট ও ব্যস্তসমস্ত অস্ত্রধারী সৈন্যগণের তুমুল কলরব মিশ্রিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে শোকনাশিনী ভাগ্যশ্রী তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন এবং রাক্ষসদিগের ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কমললোচন জিতক্রোধ রামচন্দ্রের পরাক্রম অচিন্ত্য; ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি সমরে রাবণকে বধ করিয়া তোমার নিকটে আসিবেন। বিজয়ী ইন্দ্র যেরূপ উপেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া রাক্ষসদিগের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিবেন। তিনি যখন শত্রুবিনাশ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইবেন, তখন আমি দেখিব তুমি পূর্ণমনস্কাম হইয়া তাঁহার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়াছ এবং তাঁহার বিশাল বক্ষে মস্তক রাখিয়া অবিরল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ। তুমি যে এই জঘনস্পর্শী একবেণী বহুদিন ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল তাহা অচিরেই মোচন করিবেন। তুমি তাঁহার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত মনোহর মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া

সর্প যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবে। সখি! রাম শীঘ্রই তোমাকে পাইয়া আনন্দিত হইবেন এবং তুমি তাঁহাকে পাইয়া বৃষ্টিপ্রভাবে শস্যপূর্ণা পৃথিবীর ন্যায় যার পর নাই সুখী হইবে। দেবি! যিনি অশ্বের ন্যায় গিরিবর সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই দিবাকরের শরণাপন্ন হও। তিনিই প্রজাগণের দুঃখনাশের কারণ।"

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

সরমা ও সীতার কথোপকথন।

নববারিধারা যেরূপ উত্তাপদগ্ধা পৃথিবীকে পুলকিত করে, তদ্রূপ স্নেহময়ী সরমা এইরূপ মধুরবাক্যে জানকীকে পুলকিত করিলেন। অনন্তর প্রকৃত সময়ে সীতার প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সখি! আমি প্রচ্ছন্নভাবে রামচন্দ্রের নিকট গিয়া, তোমার কুশলবাক্য তাঁহাকে নিবেদন পূর্ব্বক পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারি। আমি যখন নিরালম্ব আকাশ অতিক্রম করিব, তখন কি পবনদেব, কি পক্ষিরাজ গরুড় কেহই আমার অনুসরণ করিতে পারিবেন না।"

সরমা এইরূপ বলিলে, জানকী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "সখি! তুমি যে আকাশ বা পাতালে অনায়াসে গমন করিতে পার, তাহা আমি জানি। কিন্তু এক্ষণে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি তুমি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর এবং তোমার বুদ্ধির চাঞ্চল্য না থাকে তাহা হইলে, রাবণ এক্ষণে কি করিতেছে, তুমি তাহা জানিয়া আইস। সেই দুরাত্মা অতিশয় ক্রূর ও মায়াবী। তাহার মায়া, পীত মদিরার ন্যায়, ক্ষণমাত্রেই আমাকে মোহিত করিয়াছে। সেই এই সমস্ত ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভৎর্সনা করিতেছে। আমি যার পর নাই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়াছি এবং আমার মন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে। এক্ষণে রাবণ আমার মুক্তি-সম্বন্ধে কোন কথা বলে কি না—তুমি তাহা জানিয়া আইস। সখি! এই কার্য্যটি করিলেই আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে।" এই বলিয়া সীতা স্থূল অশ্রুবিন্দুসমূহ মোচন করিতে লাগিলেন।

স্নেহময়ী মৃদুভাষিণী সরমা বস্ত্রাঞ্চলে জানকীর অশ্রুজল মুছাইয়া কহিলেন, "জানকি! যদি তোমার এইরূপই অভিপ্রায় হয়,তাহা হইলে আমি শীঘ্রই যাইতেছি এবং রাবণের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুনরায় আসিতেছি।"

এই বলিয়া সরমা প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গমন করিলেন এবং ঐ দুরাত্মা অমাত্যগণের সহিত যেরূপ মন্ত্রণা করিতেছিল, সমস্তই শুনিলেন। অনন্তর সরমা

রাবণের নিশ্চিত অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি অশোকবনে আসিয়া দেখিলেন, জনকাত্মজা ভ্রষ্টপদ্মা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহারই অপেক্ষায় উপবিষ্টা আছেন।

জানকী প্রিয়ভাষিণী সরমাকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্বয়ং বসিবার আসন প্রদান করিয়া কম্পিতদেহে কহিলেন, "সখি! এই স্থানে বসিয়া আমাকে ক্রূর রাবণের সংকল্প সমস্ত বল।"

সরমা কহিতে লাগিলেন, "সখি! আমি দেখিলাম, রাজমাতা ও স্নেহবান মন্ত্রিবৃদ্ধ তোমাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য রাবণকে নানা মতে বুঝাইতেছেন। তাঁহারা কহিলেন, 'বৎস! তুমি নররাজ রামচন্দ্রকে বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক সীতা প্রত্যর্পণ কর। তিনি জনস্থানে যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার পরাক্রমের পরিচয় পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আরও দেখ, হনূমান কর্ত্তৃক সমুদ্রলঙ্ঘন, সীতাদর্শন এবং রাক্ষসবধ প্রভৃতিও অল্প বিস্ময়কর নহে। নরই হউক বা বানরই হউক, কে এরূপ কার্য্য করিতে পারে?' সখি! রাজমাতা ও বৃদ্ধ মন্ত্রী এইরূপ নানাপ্রকারে রাবণকে বুঝাইতেছেন বটে, কিন্তু কৃপণ যেরূপ অর্থত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ সে কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইতেছে না। সে নিজের অনুরূপ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থিরসংকল্প করিয়াছে যে, বিনা যুদ্ধে তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবে না। বলিতে কি, কেবল মৃত্যুমোহেই তাহার এই প্রকার কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে। সে কেবল ভয়ে তোমাকে ছাড়িবে না, সুতরাং বন্ধুবান্ধবের সহিত সবংশে নিধন হইবে।

সীতে! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। এক্ষণে মহাবীর রামচন্দ্র নিশিত শরে রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।"

সরমা সীতাকে এইরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে ধরাতল কম্পিত করিয়া ভেরীশঙ্খ-সমাকুল সৈন্যগণের তুমুল কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। রাবণের সৈন্যগণ বানরসৈন্যের এই ভয়াবহ সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত নির্বীর্য্য ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। ফলত তৎকালে একমাত্র রাজার দোষেই তাহারা কোনদিকে শ্রেয় দেখিতে পাইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

মাল্যবানের রাবণকে উপদেশ প্রদান।

মহাবীর রামচন্দ্র শঙ্খমিশ্রিত ভেরীরবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া লঙ্কানগরীর অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই দিগন্তবিসারী ভৈরব রব শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত সচিবগণকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক সুগম্ভীর রবে সভাগৃহ নিনাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ,

তোমরা রামচন্দ্রের সমুদ্রলঙ্ঘন ও লঙ্কাপ্রবেশ এবং তাহার অনুগামী অগণ্য বলের বিষয় যাহা বলিলে, তাহা আমি সমস্তই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু আমি জানি, তোমরাও মহাবীর। অতএব তোমরা যে কিজন্য সেই মনুষ্যের বলবীর্য্যের কথা শুনিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছ, তাহা বুঝিতে পারি না।”

অনন্তর রাবণের মাতামহ মাল্যবান নামক সুবিজ্ঞ রাক্ষস কহিলেন, “রাজন্! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী এবং যিনি নীতিসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি চিরকাল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন এবং শত্রুদিগকেও বশীভূত করিতে পারেন। যিনি যথাকালে শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করেন এবং স্বপক্ষের বৃদ্ধির দিকে যাহাঁর দৃষ্টি, তিনি মহৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়েন। যে রাজা শত্রু অপেক্ষা হীনবল বা তাহার সমবল, তাঁহার সন্ধি করাই কর্ত্তব্য; আর যিনি শত্রু অপেক্ষা অধিকবল, তাঁহারই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; ফলতঃ শত্রুকে উপেক্ষা করা কোনমতেই উচিত নহে। অতএব রাবণ! আমার বিবেচনায়, রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়। তিনি যাহাঁর জন্য তোমাকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছেন, তুমি সেই সীতাদেবীকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ কর। দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বেরাও রামচন্দ্রের জয়শ্রী আকাঙ্ক্ষা করেন; তুমি তাঁহার সহিত কখন বিরোধ করিও না। আরও দেখ, ভগবান সর্ব্বলোকপিতামহ দেব ও অসুরের প্রভেদ জন্য দুইটি পক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; উহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ধর্ম্ম মহাত্মা অমরগণের পক্ষ এবং অধর্ম্ম অসুর ও রাক্ষসগণের

পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয় তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে এবং যখন কলিযুগ উপস্থিত হয় তখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করে। রাবণ! তোমাকে আর অধিক কি বলিব; এ জগতে ধর্ম্মই বল এবং অধর্ম্মই দুর্ব্বলতা। তুমি ত্রিলোক পর্য্যটন কালে ধর্ম্মকে বিনাশ এবং অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ; তজ্জন্যই এক্ষণে আমাদের শত্রুপক্ষ প্রবল। এক্ষণে অধর্ম্ম-রূপ ভীষণ সর্প তোমার প্রমাদে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং ধর্ম্ম শত্রুপক্ষের বলবৃদ্ধি করিতেছে। তুমি ঘোর বিষয়াসক্ত ও যথেচ্ছাচারী। তুমি এক সময়ে অগ্নিকল্প ঋষিদিগকে যার পর নাই উদ্বিগ্ন করিয়া-ছিলে। তাঁহারা ধর্ম্মশীল ও তপোনিষ্ঠ; প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তাঁহাদের প্রভাব যার পর নাই দুঃসহ। তাঁহারা যে উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ, বিধিবৎ অগ্নিতে হোম এবং ধ্যান করিবেন, রাক্ষসেরা তদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ঐ সমস্ত অগ্নিকল্প ঋষিগণের অগ্নিহোত্রসমুত্থিত ধূমরাশি রাক্ষসদিগের তেজ আচ্ছন্ন করিয়া দশদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। তাঁহারা ব্রতনিষ্ঠ হইয়া পুণ্যভূমিতে যে সমস্ত তপশ্চরণ করিবেন তাহাই রাক্ষসদিগকে সন্তপ্ত করিবে।

রাবণ! আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব যাহা বলিতেছি তাহা অপ্রিয় হইলেও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। তুমি বরপ্রভাবে দেব, দানব ও যক্ষের অবধ্য হইয়াছ সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া আপনাকে অমর জ্ঞান করিও না। মনে রাখিও যে, মনুষ্য, বানর ও গোলাঙ্গুলগণ উহাদের

হইতে স্বতন্ত্রজাতীয়। এক্ষণে তাহারাই লঙ্কার দ্বারে আসিয়া গর্জ্জন করিতেছে। দেখ, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ভয়াবহ উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে। অচিরেই যে রাক্ষসকুল সমূলে উৎসন্ন হইবে, এ সমস্ত তাহারই লক্ষণ। ঘোরদর্শন ভয়াবহ মেঘজাল কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক উষ্ণ রক্তবৃষ্টি করিতেছে। দশদিক ধূলিজালে আচ্ছন্ন; আকাশ মণ্ডলের আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই। বাহনগণ অকারণে নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত করিতেছে। শ্বাপদ, শৃগাল ও গৃধ্রগণ ভৈরবরবে চীৎকার করিতেছে এবং লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক উদ্যানসমূহে দলবদ্ধ হইতেছে। স্বপ্নযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে; উহারা গৃহের দ্রব্যসমূহ অপহরণ পূর্ব্বক প্রতিকূল বাক্য কহিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্তশ্রেণী বিবৃত করিয়া বিকট হাস্য করিতেছে। কুক্কুরেরা পূজার উপকরণ স্পর্শ করিতেছে। গোগর্ভে গর্দ্দভ এবং নকুলের গর্ভে মূষিক জন্মিতেছে। ব্যাঘ্রের সহিত মার্জ্জারে, শূকরের সহিত কুক্কুরে এবং রাক্ষস ও মনুষ্যের সহিত কিন্নরে প্রসক্ত হইতেছে। পাণ্ডুরবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ কালের আদেশে রাক্ষসগণের বিনাশার্থ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। গৃহশারিকা সকল অন্যজাতীয় কলহপ্রিয় পক্ষীকর্ত্তৃক পরাজিত ও বিদ্ধ হইয়া অব্যক্তস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পতিত হইতেছে। মৃগ ও পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া কঠোর স্বরে চীৎকার করিতেছে। সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিতশীর্ষ বিকটাকার কালপুরুষ আমাদের গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। রাজন্! এক্ষণে এই সমস্ত এবং আরও অন্যান্য অনেক

উৎপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, রামচন্দ্র সামান্য লোক নহেন; তিনি মনুষ্যরূপধারী স্বয়ং বিষ্ণু। যিনি মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন, তাঁহার পরাক্রম অচিন্ত্য। রাবণ! তুমি নররাজ রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি কর এবং তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যসমূহ আলোচনা করিয়া তোমার পক্ষে যাহা পরিণামে শ্রেয়স্কর, তাহাই অবলম্বন কর।"

নীতিজ্ঞ মাল্যবান্ এই বলিয়া রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মাল্যবানের প্রতি রাবণের ক্রোধ।

মাল্যবানের এই হিতবাক্য আসন্নমৃত্যু দশাননের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে ভীষণ ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্ব্বক বিঘূর্ণিতনেত্রে কহিতে লাগিলেন, "মাতামহ! তুমি শত্রুপক্ষকে অধিকবল স্বীকার করিয়া লইয়া, অদ্য আমার হিতেচ্ছায় যে সকল রূঢ় কথা বলিলে, বলিতে কি, এরূপ আর কখনও কেহ আমাকে বলিতে সাহস পায় নাই। যে ব্যক্তি মনুষ্য, দীন, পিতার ত্যজ্যপুত্র, বনবাসী এবং অসহায় বা বানরমাত্রসহায়,

তুমি তাহাকে কিজন্য এত বলবান জ্ঞান করিতেছ? আর যে ব্যক্তি সমগ্র রাক্ষসের অধীশ্বর ও দেবগণেরও ভয়কারণ তাহাকেই বা কিজন্য এত দুর্ব্বল জ্ঞান করিতেছ? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি আমার বীরত্বের প্রতি বিদ্বেষ বা শত্রুর প্রতি পক্ষপাতিতা বশত এইরূপ বলিলে। অথবা আমার যুদ্ধোৎসাহ বৃদ্ধি করাও তোমার উদ্দেশ্য হইতে পারে। ফলত এইরূপ কোন নিগূঢ় কারণ ব্যতীত কেহই সুযোগ্য ও পদস্থ প্রভুকে কঠোর কথা বলিতে পারে না। যাহাই হউক আমার যাহা মনোগত অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। জানকী সাক্ষাৎ পদ্মহীনা লক্ষ্মী। আমি তাঁহাকে বন হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনিয়াছি; এক্ষণে কিজন্য রামের ভয়ে প্রত্যর্পণ করিব? সেই মনুষ্যবীর দিন কয়েকের মধ্যেই সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্যের সহিত নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইবে। হায়! যে ব্যক্তির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে দেবগণও তিষ্ঠিতে পারে না, আজ কি সে একজন সামান্য নর বা বানরকে দেখিয়া ভীত হইবে? মাতামহ! তুমি আমার সমক্ষে শত্রুর নিকট বশ্যতা স্বীকারের কথা বলিও না। তুমি আমাকে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছ, সুতরাং জান যে, আমি বরং দ্বিখণ্ড হইব তথাপি নত হইব না। এই আমার স্বাভাবিক দোষ; স্বভাব অতিক্রম করাও অতি কঠিন। যদি রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া থাকে, তাহাতেই বা এত বিস্মিত ও ভীত হইবার কারণ কি? এরূপ দৈবাধীন কার্য্য প্রত্যহ শত সহস্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এই শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদিও রাম সসৈন্যে লঙ্কায়

উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি আমি প্রাণসত্ত্বে এ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।"

মাল্যবান রাবণকে যার পর নাই ক্রুদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং কোনই উত্তর করিলেন না। অনন্তর অল্পক্ষণ পরেই তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মাল্যবান গমন করিলে রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিয়া নগর রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহস্তকে লঙ্কার পূর্ব্ব দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণ দ্বারে এবং নিজ পুত্র মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিম দ্বারে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর শুক ও সারণকে উত্তর দ্বার রক্ষার আদেশ দিয়া তিনি পরক্ষণেই কহিলেন, "না আমিই উত্তর দ্বার রক্ষা করিব।" পরে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নামক মহাবীর্য্য পরাক্রান্ত এক রাক্ষসকে কহিলেন, "তুমি বহুসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পুরীর মধ্যগুল্ম রক্ষা কর।" তৎকালে কালপ্রেরিত রাবণ এইরূপে লঙ্কার রক্ষাবিধান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রাবণও সুসমৃদ্ধ বিস্তৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকট লঙ্কার রক্ষাবিধান বর্ণন।

এদিকে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, বিভীষণ, বালিকুমার অঙ্গদ, শরভ, সবন্ধু সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল, পনস প্রভৃতি বীরগণ শত্রুর অধিকার-মধ্যে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "ঐ অদূরে রাবণপালিতা লঙ্কা দৃষ্ট হইতেছে। অসুর, নাগ এবং গন্ধর্ব্বেরাও উহা পরাজয় করিতে পারে না। স্বয়ং রাক্ষসরাজও নিরন্তর ঐস্থানে বাস করেন। এক্ষণে আইস, আমরা কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পর মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হই।"

বীরগণ এইরূপ বলিলে রাবণকনিষ্ঠ বিভীষণ অগ্রাম্য সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "ইতিপূর্ব্বে আমি অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি নামক চারিজন রাক্ষসদূতকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলাম। উহারা পক্ষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং রাক্ষসরাজ নগর রক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে। রামচন্দ্র! আমি ঐ দূতগণের মুখে দুরাত্মা রাবণের যে প্রকার উদ্যোগের কথা শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা যথার্থত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রহস্ত সসৈন্যে পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেছে; মহাপার্শ্ব ও মহো-

দর দক্ষিণ দ্বারে এবং ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বারে সাবধানে অবস্থিতি করিতেছে। ইন্দ্রজিতের সহিত বহুসংখ্যক রাক্ষসবীর পট্টিশ, অসি, ধনু, শূল ও মুদ্গর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আছে। স্বয়ং রাবণ উদ্বিগ্নচিত্তে উত্তর দ্বার রক্ষা করিতেছেন। বিরূপাক্ষ নামক মহাবল রাক্ষস শূল, মুদ্গর ও ধনুক ধারণপূর্ব্বক লঙ্কাপুরীর মধ্যম গুল্ম রক্ষা করিতেছে। আমার প্রেরিত দূতগণ স্বচক্ষে এই সমস্ত দেখিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছে। দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত-রথারোহী, দুই অযুত অশ্বারোহী এবং কোটি অপেক্ষাও অধিক পদাতি শত্রুপক্ষের সেনাপতি। তাহারা অতিশয় বিক্রান্ত, বলবান, শস্ত্রবিৎ ও রাক্ষসরাজ রাবণের যার পর নাই প্রিয়। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে এই সমস্ত রাক্ষসবীর প্রত্যেকে লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে বেষ্টিত হয়েন।" এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ যে সমস্ত রাক্ষসকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে উপস্থিত করিলেন। তাহারাও রামচন্দ্রের নিকট বিস্তৃতরূপে লঙ্কার রক্ষাবিধান বর্ণন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণ রামচন্দ্রের হিতেচ্ছায় পুনরায় কহিলেন, "রামচন্দ্র! যখন কুবেরের সহিত রাবণের যুদ্ধ হয়, তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। উহারা প্রত্যেকে পরাক্রম, বীর্য্য, তেজ ও দর্পে রাবণেরই অনুরূপ। যাহা হউক, আপনি ইহা শুনিয়া বিষণ্ণ হইবেন না। আমি এতদ্দ্বারা আপনাকে কুপিত করিতেছি, ভয়প্রদর্শন করিতেছি না। আপনি ইচ্ছা করিলে পরাক্রমে সুরগণকেও নিগ্রহ করিতে পারেন। এক্ষণে এই বিস্তৃত বানর-

সৈন্য লইয়া ব্যূহ রচনা করুন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিতে পারিবেন।"

বিভীষণ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন, "মহাবীর নীল বহুসংখ্যক বানরে পরিবৃত হইয়া লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন; বালিকুমার অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে গমন করিয়া, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন এবং অমিততেজা হনূমান পশ্চিম দ্বার নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। আর যে দুরাত্মা দৈত্য, দানব ও ঋষিদিগকে উৎপীড়ন করিয়া থাকে, যে অপকারপ্রিয়, নীচাশয় ও বলগর্ব্বে গর্ব্বিত, যে সর্ব্বত্র প্রজাগণের অনিষ্টাচরণ পূর্ব্বক পর্য্যটন করে, আমি স্বয়ং সেই রাবণকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; অতএব যথায় সে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছে, আমি লক্ষ্মণের সহিত সেই উত্তর দ্বার অবরোধ করিব। কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ মধ্যম গুল্ম আক্রমণ করুন। এক্ষণে যুদ্ধকালে আমাদের এই সঙ্কেত রহিল যে, বানরগণ কদাপি মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিবে না; স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়াই থাকিবে। কেবল আমরা দুই ভ্রাতা, বিভীষণ ও তাঁহার চারিজন অমাত্য এই সাতজন মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া থাকিব।"

রামচন্দ্র জয়লাভার্থ এইরূপ আদেশ করিয়া সুবেল পর্ব্বতের রমণীয় শিখরদেশে আরোহণ করিতে উৎসুক হইলেন এবং বিস্তৃত বানরসৈন্যে পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া হৃষ্টমনে লঙ্কার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের সুবেলপর্ব্বতে আরোহণ।

অনন্তর রামচন্দ্র কপিরাজ সুগ্রীব এবং কার্য্যজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা অনুরাগী বিভীষণকে মধুর বাক্যে কহিলেন, "আইস, আমরা এই বিবিধ ধাতুশোভিত সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করি। অদ্য এই স্থানে আমাদিগকে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। যে দুরাত্মা রাক্ষস মরিবার জন্য আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করে, যে ধর্ম্ম, সদাচার ও কুলের গৌরব রক্ষা করে না, যে নীচ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এক্ষণে আমরা এই স্থান হইতে তাহার বাসভূমি লঙ্কা নিরীক্ষণ করিব।"

রামচন্দ্র রাবণকে উদ্দেশ করিয়া ক্রোধভরে এইরূপ বলিতে বলিতে রমণীয় সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব এবং অমাত্যসহ বিভীষণ শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাবধানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনন্তর ঐ সমস্ত গিরিচারী বীর বায়ুবেগে অল্পকাল মধ্যেই পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রমণীয় লঙ্কাপুরী যেন গগনমণ্ডলে নির্ম্মিত। উহা চতুর্দ্দিকে প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং উহার দ্বার সকল অতিশয় প্রকাণ্ড। লঙ্কার প্রাচীর সমূহে কৃষ্ণকায় রক্ষক

রাক্ষসগণ পরিভ্রমণ করিতেছে, সহসা বোধ হয় যেন প্রাচীরের উপরি অপর একটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎকালে বানরগণ যুদ্ধার্থী রাক্ষসগণকে দেখিয়া বিবিধস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল।

ইত্যবসরে ভগবান সূর্য্যদেব সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। পূর্ণচন্দ্রশোভিতা রজনী উপস্থিত হইল। তখন বিভীষণ রামচন্দ্রকে সাদরে অভিনন্দন করিলেন। রামচন্দ্রও লক্ষ্মণের সহিত যুথপতিগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সুখে সুবেল পর্ব্বতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

লঙ্কা বর্ণন।

পরদিন প্রাতে যুথপতিগণ লঙ্কার বন ও উপবন সকল দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত স্থান সমতল, উপদ্রবশূন্য, বিস্তৃত ও যার পর নাই রমণীয়; বানরেরা তদ্দৃষ্টে অতিশয় বিস্মিত হইল। ঐ পুরী কোথাও চম্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষে সমাকুল; কোথাও পনস, নাগবীথি, হিন্তাল, অর্জ্জুন, নীপ, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পাটলে আচ্ছন্ন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ পুষ্পিত, লতাজালে জড়িত এবং রক্ত ও কোমল পল্লবে শোভিত হইয়াছিল।

লঙ্কাপুরী যেন সাক্ষাৎ অমরাবতীর ন্যায়; উহার বনশ্রেণী সুনীল এবং বৃক্ষ সকল সুগন্ধি ও সুদৃশ্য পুষ্প ও ফলে পরিশোভিত হইয়া যেন ভূষণধারী মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। উহার উপবন সমূহ চৈত্ররথ ও নন্দনকাননের ন্যায় যার পর নাই রমণীয়; তাহাতে সর্ব্ব ঋতুশ্রী বিরাজমান্! নির্ঝর সমূহে দাত্যূহ, কোযষ্টি, নৃত্যমান ময়ূর ও কোকিলগণের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে। বিহঙ্গেরা উন্মত্ত; ভ্রমরেরা গুণ গুণ রবে গান করিতেছে। সমস্ত বৃক্ষশাখা কোকিলে আকুল; মধ্যে মধ্যে কুররীগণের উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে। কামরূপী বানরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ সমস্ত উপবনে প্রবেশ করিল। ঐ সময়ে পুষ্পসুরভি শীতল বায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বহুসংখ্যক যূথপতি স্ব স্ব যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া পতাকামণ্ডিত লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। উহাদের সিংহনাদে লঙ্কা কম্পিত হইয়া উঠিল। মৃগ ও পক্ষিগণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। বেগবান বানরবীরগণের গতিপ্রভাবে পৃথ্বী যার পর নাই পীড়িতা এবং নভোমণ্ডল ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইল। ভল্লুক, সিংহ মহিষ, হস্তী ও মৃগগণ উহাদিগের পদশব্দে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ত্রিকূটশিখর অত্যুচ্চ, অবিভক্ত ও গগনস্পর্শী; উহা স্বর্ণবর্ণ কুসুমসমূহে আচ্ছন্ন, শত যোজন বিস্তৃত ও চারুদর্শন। পক্ষিরাও উহার শিখরদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। উহা কার্য্যত দূরে থাকুক মনেরও দুরারোহ। রাবণপালিতা

লঙ্কাপুরী উহার উপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা দশ যোজন বিস্তৃত ও বিংশ যোজন দীর্ঘ। উহা শ্বেত অভ্রসন্নিভ উচ্চ পুরদ্বার এবং স্বর্ণ ও রজতশোভিত সুরচিত প্রাচীরে শোভিত। গ্রীষ্মাবসানে নভোমণ্ডল যেমন মেঘে শোভিত হয় তদ্রূপ ঐ পুরী প্রাসাদ ও বিমান সমূহে যার পর নাই রমণীয় হইয়াছে। উহার মধ্যে যে প্রাসাদ কৈলাসশিখরাকার ও অভ্রংলিহ এবং যাহাতে সহস্র সহস্র স্তম্ভ বিরাজিত আছে, তাহার নাম চৈত্য। উহা পুরীর ভূষণ স্বরূপ; শত শত রাক্ষস নিরন্তর উহার রক্ষার্থ নিযুক্ত আছে। লঙ্কা স্বর্ণখচিত, পর্ব্বতশোভিত, নানা-ধাতুভূষিত ও যার পর নাই রমণীয়। যূথপতিগণ এই সুসমৃদ্ধ স্বর্গোপম পুরী সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

সুগ্রীব ও রাবণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

এদিকে রামচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর পুনরায় যোজন-দ্বয় বিস্তৃত সুবেল পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন এবং তথা হইতে ত্রিকূটশিখরস্থিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রমণীয় লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন লঙ্কার পুরদ্বারে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহার

উভয়পার্শ্বে শ্বেত চামর ও মস্তকে শ্বেত ছত্র। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত ও রক্ত আভরণে ভূষিত এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দন্তাঘাতে অঙ্কিত। তাঁহার বর্ণ নীল নীরদের ন্যায়, পরিধেয় বস্ত্র স্বর্ণখচিত এবং উত্তরীয় শোণিতের ন্যায় রাগবিশিষ্ট;-সুতরাং তৎকালে তিনি সান্ধ্যরাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন।

কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাবণকে দেখিতে পাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহার বল ও উৎসাহ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি সুবেলশিখর হইতে এক লম্ফে লঙ্কার উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত কাল অবস্থান ও রাক্ষসরাজকে অবজ্ঞার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কঠোর বাক্যে কহিলেন, "রাক্ষস! আমি লোকাধিপতি রামচন্দ্রের সখা ও দাস এবং তাঁহার তেজে অনুগৃহীত; আজ আর আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই।"

এই বলিয়া সুগ্রীব লম্ফদিয়া রাবণের উপরি পতিত হইলেন এবং তাঁহার মস্তকস্থিত বিচিত্র কিরীট আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর নিজেও ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। তদ্দর্শনে রাবণ আরক্ত নেত্রে কহিলেন, "দেখ, বানর! তুই এতদিন সুগ্রীব ছিলি, কিন্তু আজ আমার হস্তে ছিন্নগ্রীব হইলি।"

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ সহসা বলপূর্ব্বক সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীবও ক্রীড়াকন্দুকবৎ

নিমেষমধ্যে উত্থিত হইয়া রাবণকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই ঘর্ম্মাক্তকলেবর, উভয়েরই অঙ্গে শোণিতধারা প্রবাহিত, উভয়েই পরস্পরের আলিঙ্গনে নিশ্চেষ্ট—এবং উভয়েই পুষ্পিত শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইয়াছিলেন। অনবরত মুষ্টিপ্রহার ও তলপ্রহারে বীরদ্বয়ের দুর্বিষহ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা উভয়েই উগ্রবেগ; উভয়েরই দেহ পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও অবনত হইতেছিল। পদবিক্ষেপ ক্রমে তাঁহারা একবার ভূতলে পতিত হইলেন, আবার উত্থিত হইলেন, আবার পরস্পরকে পীড়ন পূর্ব্বক প্রাকার ও পরিখার মধ্যে গিয়া পতিত হইলেন। শ্রান্তিবশত তাঁহাদের ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছিল, তথাপি তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াই আবার উঠিলেন। উহাঁরা কখন পরস্পরকে বাহুপাশে পীড়ন করিতে লাগিলেন, কখন বা ক্রোধ, শিক্ষাগুণ ও বলদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা নবোদ্গতদন্ত শার্দ্দূল, সিংহ, বা করিশাবকের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও নিক্ষেপ পূর্ব্বক এককালেই ভূতলে পতিত হইলেন। আবার পরক্ষণেই উত্থিত হইয়া পরস্পরকে কটু বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক ব্যায়ামশিক্ষা ও বলের উৎসাহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও যে তাঁহাদের বিশেষ ক্লান্তি হইয়াছে, এরূপ বোধ হইল না। মত্তগজ সদৃশ বীরদ্বয় শুণ্ডের ন্যায় বাহুদণ্ডের দ্বারা পরস্পরকে নিবারণ করিয়া বেগে মণ্ডল গতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পরস্পরের প্রাণবধই উহঁাদিগের লক্ষ্য। দুইটী মার্জ্জার যেরূপ ভক্ষ্য দ্রব্য লাভার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে স্থির ভাবে অবস্থিতি করে,উহঁারাও মধ্যে মধ্যে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন। বীরদ্বয় কখন বিচিত্র মণ্ডল্ (১) কখন বিবিধ স্থান (২) কখন গোমূত্রকগতি (৩) কখন গতিপ্রত্যাগত, কখন তির্য্যকগতি, কখন বক্রগতি, কখন প্রহারের পরিমোক্ষ (৪) কখন বর্জন, কখন পরিধাবন, কখন অভিদ্রবণ (৫) কখন আপ্লাবন (৬), কখন সবিগ্রহ অবস্থান্ (৭), কখন পরাবৃত্ত (৮), কখন অপাবৃত্ত, (৯), কখন অপদ্রুত (১০), কখন অবপ্লুত (১১), কখন উপন্যস্ত (১২), কখন অপন্যস্ত (১৩) প্রভৃতি বিবিধ যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

---

(১) মণ্ডল চতুর্ব্বিধ ; যথা চারি, করণ, খণ্ড ও মহামণ্ডল। একপদে গমনের নাম চারি মণ্ডল, দ্বিপদে গমনের নাম করণ মণ্ডল ; করণ মণ্ডলের সহযোগে খণ্ড মণ্ডল এবং তিন বা চারি খণ্ডে মহামণ্ডল হইয়া থাকে।

(২) পদদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসকে স্থান কহে, উহা ছয় প্রকার ? বৈষ্ণব সমপদ, বিশাখ, মণ্ডল, প্রত্যালীঢ় ও অনালীঢ়।

(৩) গোমূত্ররেখাকার বক্রগতি।

(৪) নিষ্ফল করণ।

(৫) বেগে অভিমুখে গমন।

(৬) অল্পে অল্পে গমন।

(৭) যুদ্ধ বাধাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা।

(৮) পরাঙ্মুখ গমন।

(৯) পার্শ্ব হইতে অপসরণ করা।

(১০) প্রতিযোদ্ধার জানুগ্রহণ করিবার নিমিত্ত অবনত দেহে গমন।

(১১) প্রতিযোদ্ধাকে পাদপ্রহার করিবার নিমিত্ত গমন।

(১২) প্রতিযোদ্ধা যাহাতে আসিয়া বাহুগ্রহণ করিতে না পারে তজ্জন্য বক্ষস্থল প্রসারণ করিয়া থাকা।

(১৩) প্রতি যোদ্ধার বাহু গ্রহণ করিবার জন্য স্ববাহু প্রসারণ।

অবশেষে রাক্ষসরাজ রাবণ কোনরূপেই সুগ্রীবকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম করিলেন। জিতক্লম সুচতুর সুগ্রীব শক্রর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন। রাবণ, সহসা সুগ্রীব কোথায় গমন করিলেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, পুরদ্বারেই দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপে সুগ্রীবই সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন। তিনি রাবণকে যুদ্ধে ক্লান্ত করিয়া আকাশে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাবেগে বানরসৈন্য-বেষ্টিত রামচন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রামচন্দ্রেরও যুদ্ধোৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। তৎকালে বৃক্ষ ও মৃগপক্ষিগণও বিজয়ী সুগ্রীবকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

বানরগণের লঙ্কাবরোধ ও রাবণসন্নিধানে অঙ্গদের গমন।

অনন্তর রামচন্দ্র কপিরাজ সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গে যুদ্ধচিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কেন এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে? রাজাদিগের এরূপ করা

উচিত নহে। তুমি এই কার্য্যের দ্বারা এই সমস্ত বানরসৈন্য, বিভীষণ ও আমাকে যার পর নাই আকুল করিয়াছিলে। যাহা হউক অতঃপর আর এরূপ করিওনা। দেখ, যদি তোমার কোনরূপ ভাল মন্দ হয় তাহা হইলে আমি সীতাকে লইয়া কি করিব? ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন বা নিজের শরীর লইয়াই বা কি করিব? বলিতে কি, আমি যদি ও তোমার বলবীর্য্য সম্যক অবগত ছিলাম, তথাপি তোমার অনুপস্থিতি-কালে নিজের মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি রাবণকে পুত্র ও বন্ধুবান্ধব সহিত বিনাশ, বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্যে অভিষেক এবং ভরতকে পিতৃরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিব।"

অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে অভিনন্দন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, "ভাই! আইস আমরা ফলমূলবহুল বন ও সুশীতল জল আশ্রয় পূর্ব্বক ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। এক্ষণে চতুর্দ্দিকে লোকক্ষয়কর ভয়ের ভীষণ কারণ উপস্থিত দেখিতেছি। অচিরেই বহুসংখ্যক বানর, ভল্লূক ও রাক্ষস বিনষ্ট হইবে। দেখ, বায়ু ধূলিজাল লইয়া উগ্র-ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। পর্ব্বতাদির সহিত বসুন্ধরা ক্ষণে ক্ষণে সশব্দে কম্পিত হইতেছেন। করাল মেঘজাল কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তবর্ণ ও যার পর নাই ভীষণ হইয়াছে। আদিত্যমণ্ডল হইতে জ্বলন্ত অগ্নি পতিত হইতেছে। অমঙ্গলসূচক মৃগপক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া দারুণ ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদৃশ প্রভা

নাই ; প্রলয় কালের ন্যায় এক্ষণে উহার একটি কৃষ্ণ ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলেরও পরিবেষ হ্রস্ব, রুক্ষ, প্রশস্ত ও রক্তবর্ণ; এক্ষণে উহার গাত্রে একটী নীল চিহ্নও দৃষ্ট হয়। নক্ষত্রগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় গতি নাই। দেখ, লক্ষ্মণ! এ সমস্ত যেন লোকক্ষয়কর ঘোর প্রলয়ের সূচনা করিতেছে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ নিম্নে পতিত হইতেছে এবং শৃগালগণ অশুভসূচক তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। অচিরেই রাক্ষস ও বানরদিগের শূল, খড়্গ ও শেল প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবী মাংসশোণিতময় কর্দ্দমে পূর্ণ হইবে। এক্ষণে চল, আমরা বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্র রাবণপালিতা দুরাক্রম্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করি।" কালজ্ঞ রামচন্দ্র লক্ষণকে এইরূপ বলিয়া, সত্বর সুবেল পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ বানর-সৈন্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধযাত্রার্থ আদেশ প্রদান করিলেন এবং স্বয়ংও শর এবং শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কার দিকে চলিলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, নল, নীল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পশ্চাতে বানর ও ভল্লূকদিগের মহতী সেনা চতুর্দ্দিকে ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। ঐ সমস্ত মত্তদ্বীপসদৃশ বীর গমন কালে কেহ পর্ব্বত শৃঙ্গ, কেহ বা প্রকাণ্ড বৃক্ষ হস্তে লইল এবং অচিরকাল মধ্যেই লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইল। উক্ত পুরী পতাকামণ্ডিত এবং রমণীয় উদ্যান ও কাননে শোভিত; উহার চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রাকার এবং তাহার মধ্যে মধ্যে সুগঠিত তোরণ। উহা অত্যুচ্চ, দুরারোহ

এবং সুরগণের ও অধৃষ্য। বানরগণ রামচন্দ্রের আদেশমত উহা অবরোধ করিল।

জলাধিপতি বরুণ যেরূপ সমুদ্রে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপ রাবণ লঙ্কার উত্তর দ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র স্বয়ং ধনুর্ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ উক্ত দ্বার অবরোধ করিলেন। রাম ব্যতীত উহা আক্রমণ করা আর কাহারও সাধ্য ছিলনা। দানবগণ যেরূপ পাতালপুরী রক্ষা করে, তদ্রূপ অস্ত্রধারী ভীষণ রাক্ষসেরা সতত উহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছিল। উহার ইতস্তত নানাবিধ বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। উহা বীরের অন্তঃকরণেও ভয় উৎপাদন করিত।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্বদ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাবল বালিনন্দন অঙ্গদ ঋষভ, গবাক্ষ, গজ ও গবয়ের সহিত দক্ষিণ দ্বারে গমন করিলেন। মহাবল হনুমান পশ্চিম দ্বার এবং কপিরাজ সুগ্রীব জজ্ঞ তরসাদি বীরগণের সহিত মধ্যম গুল্ম আক্রমণ করিলেন। কপিরাজের নিকট ষট্‌ত্রিংশ কোটি বানর সমবেত হইল। উহাদের অনেকের গতিবেগ গরুড় ও পবনের ন্যায়। লক্ষণ ও বিভীষণ রামচন্দ্রের আদেশে প্রত্যেক দ্বারে কোটি কোটি বানরকে নিয়োগ করিলেন। সুষেণ ও জাম্ববান উত্তর ও পশ্চিম দ্বারস্থ সৈন্যদিগের সহায়তা করিয়া মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দংষ্ট্রায়ুধ ও শার্দ্দুলের ন্যায় ভয়ঙ্কর বানরগণ পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল। নখ ও

দন্তই উহাদিগের অস্ত্র; উহাদের মুখ বিকৃত এবং লাঙ্গুল ক্রোধবশে স্ফীত। উহাদের বর্ণও নানাবিধ। ঐ সমস্ত বানরের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর তুল্য, কাহারও শত হস্তীর তুল্য, কাহারও সহস্র হস্তীর তুল্য, কাহারও অসংখ্য হস্তীর তুল্য, কাহারও বা একবারে অপ্রমেয়। উহাদের সমাগম বিচিত্র ও অদ্ভুত। উহারা যেন উৎপাতকালীন পঙ্গপালের ন্যায় দশদিক আচ্ছন্ন করিল। অনেক বানর আসিতেছে, অনেক বানর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অনেক বানর আসিবে। তৎকালে বোধ হইল যেন বানরসৈন্যে পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ত্রিকূট পর্ব্বত সমাগত সমস্ত বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণময় বোধ হইতে লাগিল। কোটি কোটি বানর লঙ্কার চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে লাগিল। উক্ত পুরী বায়ুরও দুষ্প্রবেশ্য, কিন্তু তথাপি বানরেরা বৃক্ষ ও শিলা হস্তে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রাক্ষসগণ সহসা ঐ সমস্ত ইন্দ্রপরাক্রম মেঘসঙ্কাশ বানর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে যারপর নাই ভীত ও বিস্মিত হইল। সমুদ্রের সেতু ভগ্ন হইলে যেমন জলরাশির ভয়াবহ কল্লোল শ্রুত হয়, তদ্রূপ তৎকালে ঐ বলসমুদ্রের এক তুমুল কলরব শ্রুত হইল। শৈল ও কাননের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হইয়া উঠিল। বানরসেনা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত; উহা সুরাসুরেরও দুর্দ্ধর্ষ।

মহাবীর রামচন্দ্র যথারীতি সৈন্যসন্নিবেশ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ কার্য্য নির্ণয় করিতে লাগিলেন। সামাদি উপায়ের ক্রম প্রয়োগ,

তৎসাধ্য অর্থ ও তৎপ্রয়োজন তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি ভাবিলেন যে, যদি দণ্ড ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে তাহা অবলম্বন করাই রাজধর্ম্ম। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বিভীষণের মতানুসারে অঙ্গদকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তুমি রাবণের নিকটে গিয়া আমার বাক্যে বল, রাক্ষস! আমরা নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুই শ্রীভ্রষ্ট, হতৈশ্বর্য্য ও মৃত্যুমোহে পতিত হইয়াছিস্। পাপাত্মন্! তুই এতকাল মোহ ও গর্ব্বপ্রভাবে, ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ ও রাজগণকে যে উৎপীড়ন করিয়াছিস্, অদ্য আমার হস্তে তাহার সমুচিত শাস্তি পাইবি। অদ্য তোর পিতামহদত্ত বরদর্প নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে। এই আমি ভার্য্যাপহরণ দুঃখে মর্ম্মপীড়িত হইয়া তোর প্রাণবধার্থ দ্বাররোধ করিয়া রহিলাম। এক্ষণে যদি তুই পলায়ন না করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের গতি প্রাপ্ত হইবি। রাক্ষসাধম! তুই যে মায়াবলে আমার বলবীর্য্য অতিক্রম করিয়া সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলি, এক্ষণে তাহা প্রদর্শন কর্। পাপিষ্ঠ! যদি তুই সীতাকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক অদ্য আমার শরণাপন্ন না হইস্, তাহা হইলে আমি ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব। ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ তোর অধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অতঃপর তিনিই নিষ্কণ্টকে লঙ্কার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবেন। তুই পাপী ও অজ্ঞ এবং মূর্খেরাই তোর পরামর্শদাতা; অতএব তুই

অধর্ম্মবলে ক্ষণমাত্র রাজ্য ভোগ করিতে পারিবি না। রাবণ! এক্ষণে যদি তুই নিজের মঙ্গল চাহিস্ তাহা হইলে ধৈর্য্য ও শৌর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ কর্। আমার শরে বিনষ্ট হইলে তোর পাপ ক্ষালিত হইবে এবং তুই উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবি। আর তোর অন্য কোনরূপে পরিত্রাণের উপায়ও নাই। বলিতে কি, যদি তুই পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া ত্রিলোকে পর্য্যটন করিস্, তাহা হইলেও প্রাণ বাঁচাইতে পারিবি না। আমি তোকে সদুপদেশই দিতেছি; তুই পরলোকের হিতকর দানাদি কার্য্য অনুষ্ঠান কর্। তোর জীবন এক্ষণে আমার আয়ত্ত। তুই আর অধিক দিন বাঁচিবি না; এক্ষণে লঙ্কাপুরীকে ভাল করিয়া দেখিয়া ল।'"

রামচন্দ্র এইরূপ আদেশ করিবামাত্র অঙ্গদ মূর্ত্তিমান হুতাশনের ন্যায় গগনমার্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত-মধ্যে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাক্ষসরাজ অমাত্যগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। অঙ্গদ তাঁহার অদূরে আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অমাত্যসমক্ষে রামচন্দ্রের কথা আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আমি কোশলাধিপতি রামচন্দ্রের দূত এবং কপিরাজ বালীর পুত্র; আমার নাম অঙ্গদ। বোধ হয় তুমি আমার কথা পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবে। এক্ষণে মহাবীর রামচন্দ্র তোমাকে কি বলিয়াছেন, শুন। তিনি বলিয়াছেন, 'রাক্ষসাধম! তুই যদি আপনাকে পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতে চাস্, তাহা

হইলে বহির্গত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর্। আমি তোকে পুত্র, অমাত্য ও জ্ঞাতিবান্ধবের সহিত বধ করিব। তুই মরিলে ত্রিলোক নিরুদ্বিগ্ন হইবে। তুই ঋষিগণের কণ্টক এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ ও রক্ষগণের চিরশত্রু। আজি আমি তোকে উৎসন্ন করিব। যদি তুই সত্বর প্রণিপাত পূর্ব্বক সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ না করিস্, তাহা হইলে তোর রাজলক্ষ্মী অতঃপর বিভীষণকে আলিঙ্গন করিবে।'"

অঙ্গদ এইরূপ পরুষবাক্য বলিয়া বিরত হইলে রাবণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্যগণকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন, "তোমরা এখনি এই দুরাত্মাকে ধর, উহাকে বধ কর।"

রাবণের আদেশমাত্র চারিজন ঘোরদর্শন রাক্ষস জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য মহাকায় অঙ্গদকে গ্রহণ করিল। বালিকুমারও রাক্ষসগণকে স্বীয় বলবীর্য্য প্রদর্শনের জন্য তৎকালে কোনই আপত্তি করিলেন না। অনন্তর তাহাদের বন্ধনকার্য্য সমাধা হইলে তিনি বাহুদ্বয়ে ঐ চারিটী রাক্ষসকে লইয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বতাকার প্রাসাদোপরি লম্ফপ্রদান করিলেন। উৎপতন-বেগে রাক্ষসেরা তাঁহার হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া রাবণের সম্মুখে পড়িয়া গেল।

অনন্তর অঙ্গদ ঐ উন্নত প্রাসাদশিখর ভগ্ন করিবার ইচ্ছায় উহাতে পদাঘাত করিলেন। পূর্ব্বে হিমালয়শিখর যেরূপ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল তদ্রূপ ঐ সুরম্য প্রাসাদশিখর অঙ্গদের পদভরে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রাসাদশিখর ভগ্ন করিয়া অঙ্গদ পুনঃ পুনঃ স্বনামকীর্ত্তন ও

সিংহনাদ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং রাক্ষসগণকে ভীত ও বানরগণকে পুলকিত করিয়া মুহূর্ত্ত-কালমধ্যেই রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রাসাদশিখর চূর্ণ হওয়াতে রাক্ষসরাজ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিজয়ৈষী মহাবীর রামচন্দ্র যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই-লেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বানরেরা হর্ষভরে নানাবিধ স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। গিরিশৃঙ্গপ্রমাণ মহাবীর সুষেণ বহুসংখ্যক কামরূপী বানরে বেষ্টিত হইয়া, চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সুগ্রীবের আদেশে বৃত্তান্তসংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বানরসৈন্য লঙ্কায় পরিপূর্ণ এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাক্ষসেরা এই শত শত অক্ষৌহিনী সৈন্য নিরী-ক্ষণ করিয়া কেহ বিস্মিত, কেহ ভীত, কেহ বা যুদ্ধজনিত হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। লঙ্কার প্রাকারোপরি অসংখ্য বানর উত্থিত হওয়াতে তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা বানরময় উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। লঙ্কার স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালকগণ এই ভয়াবহ দৃশ্য দর্শন করিয়া হাহা-কার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। রাক্ষসবীরগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুগান্তবায়ুর ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বানর ও রাক্ষসগণের যুদ্ধারম্ভ।

অনন্তর রাক্ষসগণ লঙ্কাধিপতি রাবণের গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক কহিল, "রাক্ষসনাথ! রাম সসৈন্যে আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে।" রাবণ এই সংবাদে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর রক্ষাবিধান দ্বিগুণীকৃত হইয়াছে শুনিয়া তিনি শক্রসৈন্যের পরিদর্শনার্থ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন। রাবণ দেখিলেন, যুদ্ধার্থী অসংখ্য বানর চতুর্দ্দিকে লঙ্কাকে বেষ্টন করিয়াছে। বানরগণের ঘনসন্নিবেশে পৃথিবী যেন পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ যার পর নাই চিন্তিত হইলেন এবং কিরূপে শক্রবিনাশ করিবেন মনে মনে তাহাই স্থির করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া একদৃষ্টে রামচন্দ্র ও বানরগণকে দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র সসৈন্যে প্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তৎকালে রাক্ষসপরিবৃত সুরক্ষিত ও ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার তন্মধ্যে অবরুদ্ধা সীতার কথা মনে পড়িল। তিনি কাতরচিত্তে কহিলেন, "হায়! সেই মৃগনয়না এক্ষণে বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগের মধ্যে থাকিয়া আমারই জন্য অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিতেছেন। তিনি শোকে যার পর নাই সন্তপ্তা এবং অনাহারে কৃশা হইয়া-

ছেন। তিনি একবেণী ধারণ পূর্ব্বক ভূমিশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন।” রামচন্দ্র এইরূপে সীতাদুঃখে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া অবিলম্বে বানরগণকে শত্রুবধার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র বানরগণ সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তাহারা সকলেই মনে করিতে লাগিল, “আমিই অগ্রে যুদ্ধ করিব, আমিই গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ্ পূর্ব্বক লঙ্কা চূর্ণ করিব এবং মুষ্টিপ্রহারে রাক্ষসদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।” বানরেরা এই ভাবিয়া প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উত্তোলন ও বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তৎকালে রাক্ষসরাজ প্রাসাদ হইতে শত্রুসৈন্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; বানরেরা তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়া রামচন্দ্রের প্রিয়সাধনার্থ দলে দলে লঙ্কার প্রাকারে আরোহণ করিল। উহাদের মুখ তাম্রবর্ণ; উহারা রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত। উহারা শালবৃক্ষ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ মুষ্টিপ্রহার ও শিলাঘাতে প্রাকার ও তোরণ চূর্ণ করিল এবং ধূলি, কাষ্ঠ, তৃণ ও শিলা দ্বারা প্রসন্নসলিলা পরিখা পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ঐ সমস্ত বানরের মধ্যে কেহ সহস্র যূথ, কেহ কোটি যূথ, কেহ বা শতকোটি যূথের অধিপতি। উহারা মত্তমাতঙ্গাকার ও মহাবল। উহাদের কেহ কাঞ্চনময় তোরণ ও কৈলাসশৃঙ্গতুল্য অত্যুচ্চ পুরদ্বার ভগ্ন করিতে লাগিল, কেহ প্রাকারোপরি লম্ফপ্রদান করিল, কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, কেহ বা ভীমনাদে

দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। "জয় জগদেকবীর রামচন্দ্রের জয়," "জয় মহাবল লক্ষ্মণের জয়," "জয় কপি-রাজ সুগ্রীবের জয়" এই বলিতে বলিতে কামরূপী বানরেরা প্রাচীরের দিকে চলিল। বীরবাহু, সুবাহু, অনল ও পনস বহিঃপ্রাকার ভগ্ন করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্রের আদেশমত বীরগণ লঙ্কাপুরী অবরোধ করিলেন। মহাবল কুমুদ দশকোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং প্রসভ ও পনস বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত তাহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত রহি-লেন। বীর শতবলি বিংশতি কোটি সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দ্বার, তারাপিতা সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য লইয়া পশ্চিম দ্বার এবং রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও কপিরাজ সুগ্রীব উত্তর দ্বার অবরোধ করিলেন। মহাকায় গোলাঙ্গুল ও ভীমদর্শন গবাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামচন্দ্রের পার্শ্বে রহিলেন। শত্রুঘাতী ধূম্র ভীমকোপ কোটি ভল্লুকে পরিবৃত হইয়া রামচন্দ্রের অপর পার্শ্বে রহিলেন। বিভীষণ গদাহস্তে সচিবগণের সহিত রামচন্দ্রের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন সমগ্র বানরসৈন্যের রক্ষণের জন্য ইতস্তত ধাবমান হইলেন।

মহাবীর রাক্ষসরাজ রাবণ শত্রুপক্ষের আক্রমণে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সত্বর সৈন্যগণকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশমাত্র রাক্ষসেরা তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল। চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুরমুখ শত শত ভেরী স্বর্ণদণ্ডযোগে আহত হইল। এককালে

শত সহস্র শঙ্খ রাক্ষসদিগের মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া ঘোররবে দশদিক পূর্ণ করিল। রাক্ষসেরা শুকের ন্যায় নীলবর্ণ; তৎকালে মুখসংলগ্ন শুভ্র শঙ্খশ্রেণীতে উহারা বকপংক্তি-শোভিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহারা রাবণের আদেশক্রমে প্রলয়কালে উচ্ছলিত সমুদ্রের ন্যায় হৃষ্টমনে মহাবেগে নির্গত হইল।

রাক্ষসগণকে আসিতে দেখিয়া বানরেরাও আনন্দে সিংহ-নাদ পরিত্যাগ করিল। উহাদের ভীমরবে সানু, প্রস্থ ও কন্দরের সহিত মলয়পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল। শঙ্খ-ধ্বনি, দুন্দুভিনির্ঘোষ ও বীরগণের সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র নিনাদিত হইয়া উঠিল। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ এবং রাক্ষসগণের পদধ্বনি মিশ্রিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে।

ইত্যবসরে দেব ও অসুরের ন্যায় রাক্ষস ও বানরদিগের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাক্ষসগণ নিজ নিজ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত গদা এবং শক্তি, শূল ও পরশু দ্বারা বানরগণকে প্রহার করিতে লাগিল। মহাকায় বানরেরাও পর্ব্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ, নখ ও দন্তের দ্বারা বেগে রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার বানরগণ "জয় কপিরাজ সুগ্রীবের জয়" এই শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিল, আবার রাক্ষসগণের মধ্য হইতে "জয় রাবণের জয়" এই শব্দ উত্থিত হইল। উভয়পক্ষের যোদ্ধারা স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক বীরগর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন কোন

ভীম রাক্ষস প্রাকারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভূতলস্থ বানরদিগকে ভিন্দিপাল ও শূল প্রহার করিতে লাগিল; বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বাহুবলে উহাদিগকে প্রাকার হইতে ভূতলে আকর্ষণ করিল। উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং মাংস ও শোণিতের কর্দ্দমে রণস্থল পূর্ণ হইয়া গেল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

রাক্ষস ও বানরদিগের যুদ্ধ।

ক্রমশ যুদ্ধোন্মত্ত বীরদিগের বিপক্ষসৈন্যদর্শনজনিত দারুণ ক্রোধ জন্মিল। রাক্ষসেরা স্বর্ণভূষিত অশ্ব, অগ্নিশিখার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য গজ ও সূর্য্যতুল্য তেজোময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক বীরনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া নির্গত হইল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গে মনোরম কবচ, উহারা রাবণের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং উহাদের কর্ম্মও ভয়াবহ। মহাবীর বানরেরাও এই সমস্ত রাক্ষসকে দেখিয়া জয়লাভার্থ মহাহ্লাদে উহাদের অভিমুখে ধাবমান হইল। উভয়পক্ষের প্রধান প্রধান বীরদিগের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। অন্ধকাসুর যেরূপ ভগবান ত্র্যম্বকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ মহাবীর

ইন্দ্রজিৎ বালিকুমার অঙ্গদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত এবং হনুমান জম্বুমালীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমকোপ রাবণানুজ বিভীষণ শক্রঘ্নের সহিত, মহাবল গজ তপনের সহিত, মহাতেজা নীল নিকুম্ভের সহিত এবং কপিরাজ সুগ্রীব প্রঘসের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ নামক রাক্ষসচতুষ্টয় স্বয়ং রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, ঘোরদর্শন প্রতপন নলের সহিত এবং বিদ্যুন্মালী ধর্ম্মপুত্র বলবান সুষেণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যান্য বানর ও রাক্ষসবীরেরাও পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধে রাক্ষস ও বানরদিগের দেহ হইতে শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশজাল ঐ নদীর শাদ্বল এবং দেহসমূহ কাষ্ঠরাশি। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র যেরূপ বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া এক ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। বেগবান অঙ্গদও তৎক্ষণাৎ উক্ত গদা ধারণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি সহিত স্বর্ণখচিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রজঙ্ঘ তিনটি শাণিত শরে সম্পাতিকে বিদ্ধ করিল; অনন্তর অশ্বকর্ণ প্রজঙ্ঘকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। রথারূঢ় মহাবল জম্বুমালী ক্রোধভরে শাণিত শক্তি দ্বারা হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। পবনকুমার হনুমানও একলম্ফে তাহার রথে আরোহণ করিয়া চপেটাঘাতে তাহাকে রথসহিত চূর্ণ করিলেন। প্রতপন সিংহনাদ

পরিত্যাগ করিতে করিতে নলের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিল। সুচতুর নলও ক্ষিপ্র-হস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতপনের চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া দিলেন। প্রঘস যেন বানরসৈন্যকে গ্রাস করিতেছিল; কপিরাজ সুগ্রীব মহাবেগে এক প্রকাণ্ড সপ্তপর্ণবৃক্ষ প্রহার পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ভীম-দর্শন বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসকে শরজালে নিপীড়িত করিয়া অবশেষে একমাত্র শরে বধ করিলেন। দুৰ্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ রামচন্দ্রের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু রামচন্দ্র চারিটিমাত্র অগ্নিশিখোপম ভীষণ শরে ঐ চারিজন রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিলেন। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের মুষ্টিপ্রহারেই নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুর-বিমান সদৃশ রথ ও অশ্বের সহিত ভূতলে পতিত হইল। সূর্য্য যেমন তাঁহার সুতীক্ষ্ণ কিরণজালে মেঘসমূহ ভেদ করেন, তদ্রূপ রাক্ষস নিকুম্ভ নীলমেঘাকার মহাবীর নীলকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধ করিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে শত শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর নীল ক্রোধভরে সুদর্শন চক্রধারী বিষ্ণুর ন্যায় রথচক্র গ্রহণ করিয়া নিকুম্ভ ও তাহার সারথিকে বধ করিলেন। বজ্রমুষ্টি দ্বিবিদ রাক্ষসগণের সমক্ষে অশনিপ্রভকে লক্ষ্য করিয়া একটী প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। অশনিপ্রভও দ্বিবিদকে বজ্র-তুল্য শরে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিতে লাগিল। দ্বিবিদ শরবিদ্ধ হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা রাক্ষসকে রথ ও অশ্বের সহিত

চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। রথারূঢ় বিদ্যুন্মালী কাঞ্চনভূষিত শরদ্বারা সুষেণকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার রথ চূর্ণ করিলেন। বিদ্যুন্মালী ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রথ পরিত্যাগ করিয়া গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তদ্দৃষ্টে সুষেণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। বিদ্যুন্মালীও সুষেণকে বেগে আসিতে দেখিয়া তাহার বক্ষে গদাঘাত করিল। সুষেণ সেই ভীষণ গদাঘাত কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া নীরবে বিদ্যুন্মালীর বক্ষঃস্থলে শিলাপ্রহার করিলেন। রাক্ষস সেই বিষম আঘাতেই নিষ্পিষ্ট ও গতপ্রাণ হইয়া রণস্থলে শয়ন করিল।

এইরূপে দেবগণের হস্তে দৈত্যের ন্যায় উক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরগণের হস্তে রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইতে লাগিল। রণভূমি ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, বাণ, ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত রথ, সাংগ্রামিক অশ্ব, নিহত মত্তহস্তী, ভগ্ন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চক্র, অক্ষ, যুগ ও দণ্ড এবং বানর ও রাক্ষসদিগের মৃতদেহে ভীষণ আকার ধারণ করিল। শৃগাল ও কুক্কুরগণ উহার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কবন্ধ সকল উত্থিত হইল।

রাক্ষসগণ ক্রমশ শোণিতগন্ধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তৎকালে কেবল রাত্রির অপেক্ষা করিতে লাগিল। *

* রাত্রিকালে রাক্ষসদিগের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অঙ্গদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইন্দ্রজিতের পরাজয়।

অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে গমন করিলেন এবং প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত হইল। পরস্পর জাতবৈর ও জয়ার্থী বানর ও রাক্ষসদিগের যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে প্রগাঢ় অন্ধকার; "তুই বানর," "তুই রাক্ষস" এই বলিয়া উভয়পক্ষ পরস্পরকে বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। "মার," "বিদীর্ণ কর," "আয়," "পলাস্ কেন?" রণস্থলে কেবল এই চীৎকার শ্রুত হইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকারে কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ স্বর্ণকবচ ধারণ করিয়া প্রদীপ্ত ওষধিযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

ক্রমশ রাক্ষসগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে মহাবেগে অগ্রসর হইল। বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখদ্বারা স্বর্ণভূষিত অশ্ব এবং ভুজঙ্গাকার ধ্বজদণ্ড সকল ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। তাহারা হস্তী, হস্ত্যারোহী এবং ধ্বজপতাকাশোভিত রথসমূহ আকর্ষণ ও দন্তদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া অল্পকালমধ্যেই রাক্ষসসৈন্যকে ক্ষুভিত করিয়া তুলিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আশীবিষোপম শরে দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তুরঙ্গখুর ও রথনেমিসমুত্থিত ধূলিজাল যোধদিগের নেত্র ও কর্ণ রোধ করিয়া ফেলিল।

তৎকালে মৃত বানর ও রাক্ষসদিগের শোণিতে রণস্থলে নদী প্রবাহিত হইল। ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ও শঙ্খের ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, রাক্ষস ও বানরদিগের গর্জ্জন, হস্তীর বৃংহিত ও অস্ত্রের শন্ শন্ শব্দ মিশ্রিত হইয়া এক ভয়াবহ তুমুল কলরব উত্থিত হইল। রণস্থলে কোথাও নিহত প্রকাণ্ডকায় বানর, কোথাও পর্ব্বতাকার রাক্ষস, কোথাও শক্তি, শূল ও পরশু। উহার সর্ব্বত্র শোণিতস্রাবজনিত কর্দ্দম, উহা নিতান্ত দুর্জ্জেয় ও দুর্নিবেশ। ফলত ঐ বানর ও রাক্ষসঘাতিনী ঘোরা রজনী কালরাত্রির ন্যায় যার পর নাই দুরতিক্রম হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাক্ষসগণ সেই ঘোর অন্ধকারে হৃষ্টমনে শরবর্ষণ করিতে করিতে রামচন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। উহারা যখন ক্রোধভরে সিংহনাদ করিতে লাগিল তখন বোধ হইল যেন প্রলয়কালীন সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে। মহাবীর রামচন্দ্র যজ্ঞশক্র, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ নামক ছয়জন প্রধান রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষমধ্যে ছয়টী অগ্নিশিখোপম প্রদীপ্ত শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা রামচন্দ্রের শরাঘাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। উহাদের কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনন্তর মহারথ রামচন্দ্র প্রদীপ্ত শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক্‌বিদিক্ অন্ধকারশূন্য ও নির্ম্মল করিলেন। তৎকালে যে সমস্ত রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে ছিল তাহারা বহ্নিমুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের প্রক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ জ্বলন্ত শরজালে রজনী খদ্যোত-

চিত্রিতা শারদীয়া নিশার ন্যায় যার পর নাই শোভা ধারণ করিল।

রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও ভেরীরবে সেই ঘোর রাত্রি অধিকতর ঘোরতর হইয়া উঠিল। কন্দরাকীর্ণ ত্রিকূট পর্ব্বত প্রবৃদ্ধ যুদ্ধকোলাহলে ধ্বনিত হইয়া যেন বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ গোলাঙ্গুলগণ রাক্ষসগণকে বাহু বেষ্টনে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে বালিনন্দন মহাবীর অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি অসীম বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রাক্ষসবীরের অশ্ব ও সারথি বিনাশ করিলে, ইন্দ্রজিৎ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাকষ্টে অন্তর্হিত হইলেন। দেব ও মহর্ষিগণ অঙ্গদের এই অদ্ভুত বীরত্ব দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণও যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধপ্রভাব সকলেই অবগত ছিলেন, এইজন্য তাহার পরাজয়ে সকলেই হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। বিভীষণ সুগ্রীব এবং বানরবীরগণ অঙ্গদকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পাপস্বভাব ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল। সে ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে অদৃশ্য হইয়া বজ্রতুল্য নিশিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ নাগাস্ত্রে বিদ্ধ করিল। সম্মুখ-যুদ্ধে উহাদিগকে পরাভূত করা নিতান্ত দুষ্কর; এইজন্য কূটযোধী ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া বানরগণের সমক্ষে ভ্রাতৃদ্বয়কে বিমোহিত ও অবসন্ন করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন।

মহাবীর রামচন্দ্র মায়াপ্রভাবে অদৃশ্য ইন্দ্রজিতকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সুষেণের দুই দায়াদ, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ, হনূমান, সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভস্কন্ধ এই কয়জন যূথপতিকে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র বানরবীরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধানার্থ হর্ষভরে আকাশের দশদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীরও দিব্যাস্ত্রজালে ঐ সমস্ত বেগবান বানরের গতিবেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। যূথপতিগণ তাঁহার নিক্ষিপ্ত নারাচে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাকে সেই গাঢ় তিমিরে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অনবরত নাগাস্ত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল এবং ব্রণমুখ হইতে অবিরত রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কজ্জলকায় রক্তনেত্র ইন্দ্রজিৎ আকাশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক হর্ষভরে কহিলেন, "দেখ, তোমাদের কথা দূরে থাক্‌, আমি যখন যুদ্ধকালে মায়াবলে অদৃশ্য হই তখন সুররাজ ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে পান না; আক্রমণের

কথা ত স্বতন্ত্র। আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রশোভিত শরজালে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিয়াছি, অতঃপর তোমাদিগকে রোষভরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।”

এই বলিয়া রাক্ষসবীর ভ্রাতৃদ্বয়কে নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিয়া মহাহর্ষে সিংহনাদ করিলেন। পরে বিপুল ধনুক আকর্ষণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভীষণ শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উহাঁদের মর্ম্ম ভেদ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া নিমেষমধ্যে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। তাঁহারা মর্ম্ম-স্থানে বিদ্ধ হইয়া রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় কম্পিতকলেবরে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ শরে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, এক অঙ্গুলি স্থানও অবশিষ্ট ছিল না এবং প্রস্রবণ হইতে যেরূপ জল নির্গত হয়, তদ্রূপ ক্ষতমুখ হইতে অনবরত রুধির উদ্গত হইতেছিল। সর্ব্বপ্রথমে রামচন্দ্র রাক্ষসবীরের শরে বিদ্ধমর্ম্ম হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের শরসমূহ বেগবান্, স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত ও স্বচ্ছমুখ; নভোমণ্ডলে গমনকালে উহা উড্ডীন ধূলিজালবৎ যেন সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া যায়। রামচন্দ্র নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া জ্যাশূন্য কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। তৎকালে তাঁহার আর মুষ্টিগ্রহণেরও সামর্থ্য ছিল না। রামচন্দ্রকে পতিত হইতে দেখিয়া লক্ষ্মণ জীবনধারণে হতাশ হইলেন। তিনি যার পর নাই ভ্রাতৃ-

বৎসল; সুতরাং কমললোচন জগতের শরণ্য রণদক্ষ অগ্রজকে শয়ান দেখিয়া শোকে যার পর নাই আকুল হইলেন। বানরেরাও যার পর নাই শোকাকুল হইল এবং পতিত রামচন্দ্রকে বেষ্টন পূর্ব্বক জলধারাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

বানরগণের বিলাপ।

বানরগণ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক ভয়ে আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সুগ্রীব ও বিভীষণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঙ্গদ এবং হনূমানও সত্বর আগমন করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ শরজালে বিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট; তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে লিপ্ত; তাঁহারা শরশয্যায় স্তব্ধভাবে শয়ান হইয়া হীনবিক্রম ভুজঙ্গের ন্যায় মৃদু মৃদু নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তৎকালে সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হওয়াতে ভ্রাতৃদ্বয় হেমময় ধ্বজদণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যূথপতিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বাষ্পাকুললোচনে বহুবিধ বিলাপ করিতেছিল। এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শন করিয়া

সুগ্রীব ও বিভীষণ প্রভৃতি বীরগণও যার পর নাই ব্যথিত হইলেন।

অনন্তর বানরগণ ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধানার্থ মুহুর্মুহু আকাশ ও দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু রাক্ষস-বীর মায়াবলে প্রচ্ছন্ন; সুতরাং তাহারা কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। একমাত্র বিভীষণ পিতামহদত্ত বরপ্রভাবে মায়াবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল তিনিই ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। বিভীষণ দেখিলেন, ইন্দ্র-জিতের পরাক্রম তুলনারহিত এবং যুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই।

অনন্তর তেজস্বী মহাপরাক্রম ইন্দ্রজিৎ ভ্রাতৃদ্বয়কে শয়ান দেখিয়া স্বীয় বীরকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিলেন এবং প্রীতমনে রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রাক্ষসগণ! খর ও দূষণের হন্তা মহাবল ভ্রাতৃদ্বয় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ অদ্য আমার শরে বিনষ্ট হইল। এই নাগপাশ বন্ধন যে ছেদ করিবে, এমত সাধ্য ইহাদিগের নাই। অধিক কি, সমস্ত ঋষি ও সুরাসুরগণ একত্র হইলেও ইহাদিগকে মুক্ত করিতে পারিবে না। যাহার ভয়ে পিতা শোক ও চিন্তায় কাতর ছিলেন এবং শয্যাস্পর্শ না করিয়াই রাত্রি যাপন করিতেন, লঙ্কানিবাসিগণও যাহার ভয়ে বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় যার পর নাই আকুল হইয়াছিল, আমি সেই মূলহর অনর্থকে অদ্য দূর করিলাম। এক্ষণে কপিরাজ সুগ্রীব এবং তাঁহার অনুচর অসংখ্য বানরগণের পরাক্রম শরৎকালীন মেঘের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইবে।"

এই বলিয়া রাবণকুমার যূথপতি বানরগণের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি নীলের প্রতি নয় এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতি তিন তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর জাম্ববানকে একটী শরদ্বারা বক্ষে বিদ্ধ করিয়া হনূমানের প্রতি দশটী বেগবান শর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অমিত-বিক্রম গবাক্ষ ও শরভের প্রতি দুই দুই শর প্রয়োগ করিয়া ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত গোলাঙ্গুলেশ্বর ও বালিনন্দন অঙ্গদকে অগণ্য শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাপরাক্রম ইন্দ্রজিৎ অগ্নিশিখোপম শরজালে বানরগণকে ভেদ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহা-দিগের ভীতিবিধায়ক অট্টহাস্যে রাক্ষসগণকে কহিলেন, "ঐ দেখ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ঘোর নাগপাশবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে উহারা হতচেতন ও নিশ্চেষ্ট।"

কূটযোধী রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের এই বাক্যে হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া মেঘগম্ভীর রবে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাহারা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে রণস্থলে নিস্পন্দভাবে শয়ান দেখিয়া মৃত জ্ঞান করিল এবং ইন্দ্র-জিৎকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। রাবণনন্দনও রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া মহাহর্ষে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরজালে বিদ্ধ দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইলেন। তাহার মুখমণ্ডল অশ্রুজলে সিক্ত এবং নেত্রদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হইল। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, "সখে!

সুগ্রীব! ভীত হইও না; বাষ্পবেগ সংবরণ কর। যুদ্ধের ফল প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। উহাতে জয়লাভ কদাচ নিত্য ও নিয়ত হয় না। এক্ষণে যদি আমাদের ভাগ্যবল থাকে, তাহা হইলে অচিরেই এই দুই মহাবল বীর মোহমুক্ত হইবেন। এক্ষণে শোক দূর কর এবং আমিও অনাথ, আমাকে আশ্বাস প্রদান কর।”

এই বলিয়া বিভীষণ জলার্দ্রহস্তে কপিরাজ সুগ্রীবের নেত্রদ্বয় মার্জ্জিত করিয়া দিলেন। অনন্তর এক গণ্ডূষ বারি গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যাবলে মন্ত্রপূত করিয়া ধীরে ধীরে কালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “কপিরাজ! শান্ত হও, এখন শোকের সময় নয়। বিপদের সময় অতিস্নেহও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। অতএব এই কার্য্যনাশক চিত্তবৈক্লব্য দূর কর। রামচন্দ্রের সম্মুখস্থ এই সমস্ত সৈন্য ভয়ে যার পর নাই আকুল হইয়াছে, এক্ষণে ইহাদের শুভচিন্তা তোমাকেই করিতে হইবে। অথবা সে কার্য্যের ভার আমিই গ্রহণ করিতেছি,তুমি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে রক্ষা কর। যতক্ষণ ইহাঁদের মোহ থাকিবে, ততক্ষণ তুমি ইহাঁদিগকে কদাচ পরিত্যাগ করিও না। ইহাঁরা সংজ্ঞালাভ করিলেই আমাদের সমস্ত ভয় দূর হইবে।তুমি ইহাঁদের আরোগ্য পক্ষে হতাশ হইও না। বিবেচনা করিয়া দেখ,এই বিপদ রামচন্দ্রের পক্ষে অতি সামান্য; ইনি কখনই ইহাতে মরিবেন না। চাহিয়া দেখ, যে শ্রী মৃতলোকের পক্ষে দুর্লভ তাহা এখনও ইহাঁকে পরিত্যাগ করে নাই। অতএব আশ্বস্ত হও এবং স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বস্ত কর। আমিও উহাদিগকে যথাসাধ্য আশ্বাস প্রদান

করিতেছি। ঐ দেখ, বানরগণ ভয়বিস্ফারিতনেত্রে পরস্পরের কর্ণে কি বলিতেছে। উহারা এক্ষণে আমাদের বাক্যে ভুক্ত পূর্ব্বিমালোর ন্যায় ভয় দূর করুক।” রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ এইরূপে সুগ্রীবকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পলায়নপর সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিলেন।

এদিকে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সসৈন্যে লঙ্কা প্রবেশ করিয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “পিতঃ! রাম ও লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে।”

রাক্ষসরাজ রাবণ সহসা এই আশাতীত প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হর্ষভরে ইন্দ্রজিৎকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ যেরূপে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া নিষ্প্রভ ও নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত পিতাকে বলিলেন। তচ্ছ্রবণে রাবণ যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন। রামচন্দ্র হইতে তাঁহার যে বিষম ভয় ছিল, তাহা দূর হইল। তিনি হৃষ্টবাক্যে ইন্দ্রজিতকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণকর্তৃক সীতার নিকটে রামচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ।

বানরগণ বিষণ্ণবদনে রামচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিল। মহাবীর হনূমান, অঙ্গদ, নীল, সুষেণ, কুমুদ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্বরান, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি, পৃথু প্রভৃতি যূথপতিগণ সযত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ ব্যূহরচনা পূর্ব্বক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ হস্তে দণ্ডায়মান রহিল। উহারা পুনঃ পুনঃ দশদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং একটী তৃণ নড়িলেও রাক্ষস আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিল।

এদিকে রাবণ হৃষ্টমনে পুত্র ইন্দ্রজিতকে বিদায় দিয়া সীতারক্ষক রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। আদেশমাত্র ত্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসরাজ হর্ষভরে তাহাদিগকে কহিলেন, "রাক্ষসীগণ! তোমরা অবিলম্বে সীতাকে গিয়া বল যে, 'রাম ও লক্ষ্মণ মহাবীর ইন্দ্রজিতের হস্তে নিহত হইয়াছে।' আর তোমরা একবার সীতাকে পুষ্পকরথে লইয়া রণস্থলে ঐ দুইজনের মৃতদেহ দেখাইয়া আন। জানকী যাহার আশ্রয়গর্ব্বে এতদিন আমার অবমাননা করিয়াছিল, অদ্য তাহার সেই ভর্ত্তা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত রণস্থলে শয়ন করিয়াছে। অতঃপর সীতার আর রামের আশাও নাই, রামের শঙ্কাও নাই। এক্ষণে

সে সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া নিরুদ্বেগে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবে। এক্ষণে সীতার আর অন্য উপায় নাই; তাহাকে অগত্যা আমার হইতে হইবে।”

দুরাত্মা রাবণের এই আদেশ শ্রবণান্তর, রাক্ষসীগণ পুষ্পকরথ লইয়া অশোকবনস্থা সীতাদেবীর নিকটে গমন করিল এবং তাঁহাকে রামচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনাইল। পতিপ্রাণা সীতাদেবী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন। রাক্ষসীগণ তাঁহাকে তদবস্থায় লইয়া পুষ্পকরথে আরোহণ করিল এবং ধ্বজপতাকাশোভিতা লঙ্কার রাজপথ দিয়া রণস্থলাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এদিকে রাক্ষসরাজের আদেশক্রমে ক্ষণকালমধ্যেই রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইল।

অনন্তর জানকী ত্রিজটার সহিত রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য বিনষ্ট এবং রাক্ষসগণ হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া শরশয্যায় শয়ান আছেন এবং বানরবীরগণ দুঃখিতান্তঃকরণে ভ্রাতৃদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছেন। সীতা দেখিলেন, ভ্রাতৃদ্বয়ের কবচ ছিন্নভিন্ন, শরাসন বিক্ষিপ্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ; তৎকালে তাঁহারা যেন শরময় হইয়া আছেন।

পবিত্রচরিত্রা সীতাদেবী কমললোচন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বালকের ন্যায় অবশদেহে শরশয্যায় শয়ান ও ধূলিতে লুণ্ঠিত দেখিয়া শোকে যার পর নাই অবসন্ন হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতার বিলাপ।

অনন্তর জানকী শোকভরে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! লক্ষণজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যে আমায় বলিতেন, তুমি পুত্রবতী ও অবিধবা হইবে; অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা যে আমায় বলিতেন, তুমি যজ্ঞশীল রাজার মহিষী হইবে এবং বীর রাজগণের পত্নীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে; অদ্য রামচন্দ্র বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের সেই সমস্ত কথা মিথ্যা হইল। যে লক্ষণ থাকিলে কুলস্ত্রীরা রাজ্যেশ্বর স্বামীর সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হন, আমার কর ও চরণে সেই পদ্মচিহ্ন বিদ্যমান। হতভাগিনী স্ত্রী যে সমস্ত দুর্লক্ষণে বৈধব্য প্রাপ্ত হয়, আমার তাহা কিছুই নাই। কিন্তু হায়! অদ্য আমার সমস্ত সুলক্ষণই বৃথা হইল। আজি জানিলাম, সামুদ্রিক শাস্ত্র সমস্তই মিথ্যা; নতুবা এরূপ সুলক্ষণা হইয়াও আমার এই নিদারুণ দুরদৃষ্ট হইবে কেন? আমার কেশজাল সূক্ষ্ম, সম ও নীল; ভ্রূদ্বয় পরস্পর বিশ্লিষ্ট; জঙ্ঘা সুবৃত্ত ও গোলাকার; দন্তপংক্তি ঘনসন্নিবিষ্ট; ললাটদেশ ঈষৎ উন্নত; নেত্র, হস্ত, পদ, গুল্ফ ও উরু সমপ্রমাণ; অঙ্গুলি-সমূহ স্নিগ্ধ, সমমধ্য ও যবরেখায় অঙ্কিত; নখর গোলাকার; স্তনযুগল নিবিড় ও কঠিন; চুচুক নিমগ্ন; নাভিমধ্যদেশে

নিম্ন ও পার্শ্বে উন্নত, বক্ষদেশ উচ্চ; বর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল; গাত্রলোম কোমল এবং হাস্য মৃদু। এই সমস্ত কারণে লাক্ষণিকেরা আমায় সুলক্ষণা বলিতেন। জ্যোতিঃ-শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণেরাও বলিতেন আমি স্বামীর সহিত অধি-রাজ্যে অভিষিক্ত হইব; কিন্তু আজ সমস্তই বৃথা হইল। হায়! এই দুই ভ্রাতা জনস্থানের উপদ্রব দূর করিলেন, আমার উদ্দেশ লইলেন এবং শতযোজন বিস্তৃত দুস্তর সমুদ্রও পার হইলেন। কিন্তু অবশেষে কি ইহাঁদিগকে গোষ্পদে বিনষ্ট হইতে হইল। এই বীর ভ্রাতৃদ্বয় বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য ও ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র সকল অধিকার করিয়াছিলেন; ইহাঁরা বিপদকালে কেন সেই সমস্ত স্মরণ করিলেন না? অনাথা সীতার রক্ষক এই দুই বীর জগতে অজেয়; পাপিষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ কেবল মায়াবলে অদৃশ্য হইয়াই ইহাঁদিগকে বধ করিয়াছে। মনের ন্যায় বেগগামী শক্রও রামচন্দ্রের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে না। কিন্তু কালের অসাধ্য কিছুই নাই; উহা একান্ত দুর্নিবার; নচেৎ ইহাঁরা কদাচ নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিতেন না। এক্ষণে আমি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের জন্য তত দূর শোকাকুল নহি; আমার জননীর জন্যও শোক করি না। কিন্তু আমার চিরদুঃখিনী শ্বশ্রুর জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! তিনি দিবানিশি কেবল ইহাই ভাবিতেছেন, কবে আমি সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখিতে পাইব।”

পতিপ্রাণা জানকীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া

রাক্ষসী ত্রিজটা কহিল, "দেবি! বিষণ্ণ হইও না; তোমার ভর্ত্তা জীবিত আছেন। আমি যে জন্য এরূপ কহিতেছি, তাহার সঙ্গত কারণ আছে, শুন। রামচন্দ্র বিনষ্ট হইলে এই দিব্য পুষ্পকরথ তোমাকে কখনই ধারণ করিত না। আরও দেখ, বানরযোদ্ধাদিগের মুখ কোপাকুলিত ও হর্ষে একান্ত উৎসুক। অধিনায়কের বিনাশে কি কখন এরূপ সম্ভবিতে পারে? তাহা হইলে এই বিশাল সেনা এরূপ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত না থাকিয়া কর্ণধারশূন্য স্রোতঃপতিত নৌকার ন্যায় নিরুৎসাহে ভ্রমণ করিত। অতএব তুমি শোক দূর কর; আমি অনুমানে নিঃসংশয় বুঝিতেছি ভ্রাতৃদ্বয় জীবিত আছেন। সরলে! তুমি চরিত্রগুণে আমার প্রীতি-কর এবং স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। আমি পূর্ব্বে তোমাকে কখন মিথ্যা প্রবোধ দিই নাই এবং এখনও দিতেছি না। সুরাসুর ইন্দ্রও যুদ্ধে এই দুই বীরকে বিনাশ করিতে পারেন না। আমি তাঁহাদের আকার দেখিয়াই তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। সীতে! আর এক আশ্চ-র্য্যের বিষয় দেখ যে, যদিও ইহাঁরা নাগপাশে সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত আছেন, তথাপি ইহাঁদের শ্রী নষ্ট হয় নাই। যাহার প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করে তাহার মুখ নিশ্চয়ই বিকৃত হয়। অতএব তুমি আর ইহাঁদের জন্য শোক করিও না; অতঃপর দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ কর।"

সুরসুতোপমা সীতা ত্রিজটার এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "সখি! তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাই সত্য হউক।"

অনন্তর রাক্ষসী ত্রিজটা সীতাদেবীকে লইয়া মনোবৎ বেগগামী বিমান প্রতিনিবৃত্ত করত লঙ্কায় প্রবেশ করিল। পরে রথ হইতে অবতরণ করিলে রাক্ষসীরা সীতাকে অশোক-বনে লইয়া গেল। পতিপ্রাণা জানকী বৃক্ষবহুল রাক্ষস-রাজের বিহারভূমিতে প্রবেশ করিয়া, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের চিন্তায় যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্রের বিলাপ।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ঘোর নাগপাশে বদ্ধ; উহাঁরা শোণিতলিপ্তদেহে শয়ন করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতেছেন। সুগ্রীব প্রভৃতি মহাবল বানরগণ শোকার্ত্ত-চিত্তে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন। কিয়ৎকাল পরে মহাবীর রামচন্দ্র দুশ্ছেদ্য শরবন্ধনে বদ্ধ হইয়াও গাত্রের দৃঢ়তা ও বলের আতিশয্য বশত সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ ও রক্তাক্তদেহে দীনবদনে পার্শ্বে শয়ান দেখিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, "হায়! আজ যখন আমার অজেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পরাজিত ও রণস্থলে শয়ান দেখিলাম, তখন আর আমার জানকীতে প্রয়োজন কি?

জীবনধারণেই আবশ্যক কি? আমি এই পৃথিবীতে অনুসন্ধান করিলে জানকীর মত স্ত্রী পাইতে পারি; কিন্তু লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আর কোথাও পাইব না। যখন প্রাণাধিক লক্ষ্মণই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমি অদ্য সর্ব্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব। হায়! আমি কৌশল্যা ও কেকয়ীকে গিয়া কি বলিব? পুত্রদর্শনার্থিনী বৎসলা মাতা সুমিত্রার নিকটেই বা কি বলিয়া মুখ দেখাইব? আমাকে একাকী দেখিয়া যখন সেই বিবৎসা শোকে কুররীবৎ কম্পমানা হইবে তখন আমি তাঁহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা কোন্‌মুখে এই নিদারুণ কথা বলিব যে, 'লক্ষ্মণ আমার সহিত বনে গিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি একাকী ফিরিয়া আসিলাম।' বলিতে কি, যখন মাতা সুমিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন, 'বৎস রাম! আমার লক্ষ্মণকে কোথায় রাখিয়া আসিলি?' তখন আমি কিছুতেই এ ঘৃণিত প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। হায়! অদ্য কেবল আমারই জন্য বীর লক্ষ্মণ শরশয্যায় মৃতবৎ পতিত আছেন। আমি যার পর নাই নীচ ও দুষ্কৃতকর্ম্মা; আমাকে ধিক্! বৎস! তুমি শোক ও দুঃখের সময় আমাকে আশ্বাস প্রদান করিতে; কিন্তু আজ আমি কাতর হইয়াছি, তুমি কিজন্য আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? কিজন্যই বা মৃতকল্প হইয়া পতিত আছ? ভাই! তুমি যেস্থানে স্বহস্তে বহুসংখ্যক রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়াছ, আজ স্বয়ং সেই স্থানে কিজন্য শয়ন করিয়া আছ? তুমি শরবিদ্ধ ও শরশয্যায় শয়ান এবং তোমার

সর্ব্বাঙ্গ রক্তে পরিপ্লুত ; এইজন্য তুমি অস্তগমনোন্মুখ দীপ্তি-মান ভানুর ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। তুমি মর্ম্মস্থানে আহত হইয়া বাকশক্তি হারাইয়াছ ; কিন্তু তোমার দৃষ্টি ও মুখরাগে দারুণ প্রহারপীড়া স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। ভাই! তুমি বনগমনকালে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে, অদ্য আমিও যমালয়ে তোমার অনুসরণ করিব। হায়! তুমি নীচ রামেরই দুর্নীতিবন্ধন এই দশা প্রাপ্ত হইলে।' বৎস! তুমি অতি-ক্রোধেও যে কখন আমাকে কটুবাক্য বলিয়াছ, ইহা আমার স্মরণ হয় না। লক্ষ্মণ! ধনুর্ব্বিদ্যায় তোমার ন্যায় পারদর্শী কেহই নাই। তুমি একবেগে পাঁচশত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক ; সুতরাং তোমার পরাক্রম কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও অধিক। হায়! যিনি স্বীয় শরজালে দেবরাজ ইন্দ্রেরও শরবেগ নিবারণ করিতে পারেন, সেই মহার্হশয্যাশায়ী মহা-বীরকে কি আজি মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে হইল। আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্য প্রদান করিতে পারিলাম না, অতঃপর এই মিথ্যা প্রলাপ আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিবে। সখে! সুগ্রীব! আমি শোকে আক্রান্ত হওয়াতে তুমি দুর্ব্বলপক্ষ হইয়াছ, সুতরাং রাবণ তোমাকে অনায়াসে পরাভব করিবে ; অতএব এই সময়ে কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া যাও। তুমি অঙ্গদ, নল, নীল এবং সপরিচ্ছদ সমস্ত সৈন্য লইয়া অচিরেই সাগর পার হইয়া যাও। সখে! তুমি আমার জন্য অতীব দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়াছ। ঋক্ষ-রাজ, গোলাঙ্গূলেশ্বর, অঙ্গদ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইহাঁরাও স্বীয় স্বীয় অদ্ভুত কার্য্যের দ্বারা আমাকে যার পর নাই সন্তুষ্ট

করিয়াছেন। মহাবীর কেশরী, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ এবং অন্যান্য বানরগণও প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। ইহাঁদের সাহায্যে কার্য্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে, আমি এরূপ আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু মনুষ্য কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। সখে! তুমি ধর্ম্মাত্মা; বন্ধুর যাহা কর্ত্তব্য ও সাধ্য, তাহা তুমি করিয়াছ। বানরগণ! তোমরাও প্রাণপণে মিত্রকার্য্য করিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি তোমরা যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।"

তৎকালে পিঙ্গলনেত্র বানরগণ রামচন্দ্রের এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। ঐ সময়ে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া গদাহস্তে দ্রুতপদে রামচন্দ্রের নিকটে আসিতেছিলেন। বানরেরা ঐ নীলমেঘাকার বীরকে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ বোধে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ সর্গ।

গরুড়কর্ত্তৃক নাগপাশ হইতে রামলক্ষ্মণের বিমোচন।

অনন্তর মহাতেজা কপিরাজ সুগ্রীব কহিলেন, "দেখ, যেরূপ প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে সমুদ্রমধ্যস্থা নৌকা অস্থির হইয়া উঠে, সেইরূপ এই বিশাল সৈন্য কিজন্য সহসা এত আকুল হইয়া উঠিল?"

অঙ্গদ কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন না, দশরথাত্মজ মহারথ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ শরজালে বিদ্ধ হইয়া শোণিতলিপ্ত-দেহে শরশয্যায় শয়ান আছেন।"

সুগ্রীব কহিলেন, "না, ইহার অপর কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। আমার বোধ হয় সৈন্যগণ ভীত হইয়াছে। ঐ দেখ; উহারা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়বিস্ফারিতলোচনে বিষণ্ণবদনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। এই কাপুরুষের কার্য্যে উহাদের এক্ষণে আর কিছুমাত্র লজ্জা নাই। উহারা কেহই পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না; পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সকলেই পতিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।"

ইত্যবসরে বিভীষণ গদাহস্তে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীব ও রামচন্দ্রকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব বিভীষণকেই বানরগণের ভয়ের কারণ জানিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে কহিলেন, "দেখ, বানরেরা বিভীষণকে গদাহস্তে

আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ বোধে সভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে তুমি উহাদিগকে যথার্থ ঘটনা বলিয়া সুস্থির কর।"

তখন জাম্ববান পলায়মান বানরগণকে আশ্বাসবাক্যে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তাহারাও বিভীষণকে দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ করিল। বিভীষণ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন এবং জলার্দ্রহস্তে ভ্রাতৃদ্বয়ের নেত্র মার্জ্জনা করিয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! এই দুই বীর তেজস্বী, বিক্রান্ত ও যুদ্ধপ্রিয়। কেবল মায়াবী রাক্ষসেরা কূটযুদ্ধে ইহাঁদের এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। ইহাঁরা সরলস্বভাব ও ধর্ম্মযুদ্ধে রত; কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ অতি কুসন্তান। সে কুটিল রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ইহাঁদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। ইহাঁরা শরবিদ্ধ ও শোণিতাক্তদেহে ধরাতলে শয়ন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্যকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। হায়! আমি যাহাঁদের বাহুবলের আশ্রয়ে ঐশ্বর্য্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহারা মৃত্যুশয্যায় শয়ান। বলিতে কি, আজ আমি বাঁচিয়া থাকিয়াও ইহাঁদের মৃত্যুতে মরিলাম; অদ্য আমার রাজ্যকামনা দূর হইল এবং শত্রু রাবণেরও সীতার অপরিত্যাগ রূপ পাপ মনস্কাম পূর্ণ হইল।"

বিভীষণকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া সুগ্রীব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! আশ্বস্ত হও; তুমি নিশ্চয়ই লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিবে।

রাবণের মনস্কাম কদাচ পূর্ণ হইবে না। এই দুই ভ্রাতা গরুড়ের উপাসক। ইহাঁরা তাঁহার অনুগ্রহে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবেন এবং রাবণকে সবান্ধবে যুদ্ধে সংহার করিবেন।"

বিভীষণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া সুগ্রীব পার্শ্বস্থ শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, "দেখ, যেপর্য্যন্ত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ অচেতন থাকেন, সেপর্য্যন্ত তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া সৈন্যগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর। আমি একাকীই রাবণকে পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত বধ করিব এবং ইন্দ্র যেরূপ অপহৃতা দেবশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মৈথিলীকে উদ্ধার করিব।"

সুষেণ কহিলেন, "বৎস! আমি পূর্ব্বকালে দেবাসুরদিগের মহাযুদ্ধ দেখিয়াছি। ঐ যুদ্ধে দানবেরা শস্ত্রবিশারদ সুরগণকেও মায়ায় মোহিত করিয়া বিনাশ করে। সুরগুরু বৃহস্পতি মন্ত্রাত্মক বিদ্যা ও ঔষধি প্রভাবে ঐ সমস্ত পীড়িত হতজ্ঞান ও নিহত দেবতার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরগণ সেই ঔষধ আনয়নার্থ মহাবেগে ক্ষীরোদ সাগরে গমন করুন। বানরদিগের নিকট উক্ত ঔষধদ্বয় অপরিচিত নহে; উহাদের নাম বিশল্যকরণী ও সঞ্জীবনী; উহারা দেবনির্ম্মিত ও পার্ব্বত্য। পূর্ব্বে যে স্থানে অমৃতমন্থন হইয়াছিল, ক্ষীরোদ সমুদ্রের সেই স্থানে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুইটী দেবনির্ম্মিত পর্ব্বত আছে। তথায় উক্ত ঔষধদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা সকলের যাইবার আবশ্যক নাই; একাকী পবননন্দন হনূমানই সেইস্থানে যাত্রা করুন।"

সুষেণ এইরূপ বলিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা আকাশে মেঘ উত্থিত হইল ; ঘন ঘন বিদ্যুতের স্ফুরণ হইতে লাগিল ; প্রবল প্রভঞ্জন সাগরকে ক্ষুভিত ও পর্ব্বত সকল কম্পিত করিল। দ্বীপসমূহের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ভগ্নশাখ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইল। মলয়বাসী অজগর সর্প সকল যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত জলজন্তু প্রাণভয়ে সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে বানরগণ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কে দেখিতে পাইল। গরুড় আসিবামাত্র, যে সমস্ত ভীষণ সর্প শররূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিল। অনন্তর গরুড় ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিনন্দন পূর্ব্বক উহাঁদের অঙ্গস্পর্শ করিলেন এবং করতলে উহাঁদেব মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শমাত্রে ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল ; দেহ কান্তিযুক্ত ও স্নিগ্ধ হইল এবং তেজ, বলবীর্য্য, কান্তি, উৎসাহ, বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাতেজা গরুড় ঐ ইন্দ্রতুল্য বীরদ্বয়কে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। পরে রামচন্দ্র হৃষ্টমনে তাঁহাকে কহিলেন, "বীর! আমবা তোমার প্রসাদে ইন্দ্রজিৎকৃত ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং অচিরেই পূর্ব্ববৎ বল পাইলাম। পিতা দশরথ এবং পিতামহ অজকে দেখিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তোমাকে দেখিয়া আমাদের হৃদয় যার পর নাই প্রসন্ন হইতেছে। তুমি সুরূপ, তোমার অঙ্গে

দিব্য মাল্য এবং সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন; তুমি নির্ম্মল বস্ত্র ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া যার পর নাই শোভা পাইতেছ। এক্ষণে বল, তুমি কে? তোমার পরিচয় জানিবার জন্য আমরা যার পর নাই উৎসুক হইয়াছি।”

মহাতেজা পক্ষিরাজ গরুড় হর্ষোৎফুল্লনেত্রে প্রীতমনে রামচন্দ্রকে কহিলেন, “রামচন্দ্র! আমি তোমার সখা ও বহিশ্চর প্রিয় প্রাণ; আমার নাম গরুড়। আমি তোমাদিগের সাহায্যার্থ এই স্থানে আসিয়াছি। ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে তোমাদিগকে যে দারুণ শরবন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে, কি মহাবীর্য্য অসুর, কি বানর, কি ইন্দ্রাদি দেবগণ, ইহা হইতে মুক্ত হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। এই সমস্ত নাগ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও মহাবিষ। ইহারা ইন্দ্রজিতের আশ্রিত এবং তাহারই মায়াপ্রভাবে শররূপ ধারণ করিয়া আছে। রামচন্দ্র! তোমারও শত্রুনাশন লক্ষ্মণের অদৃষ্ট যার পর নাই সুপ্রসন্ন। আমি এই বন্ধন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র শীঘ্রই তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং স্নেহবশত তোমাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমরা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। সরলতাই তোমাদিগের বল এবং তোমরা যার পর নাই শুদ্ধস্বভাব; কিন্তু রাক্ষসেরা স্বভাবতই কূটযোদ্ধা। অতএব রণস্থলে রাক্ষসগণকে কোনমতেই বিশ্বাস করিবে না। উহাদের কুটিলতা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা একমাত্র ইন্দ্রজিতের দৃষ্টান্তে বুঝিয়া লও।”

মহাবল গরুড় এই বলিয়া রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহে পুনরায় কহিলেন, “সখে! তুমি ধর্ম্মবৎসল; এক্ষণে

অনুমতি কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমার সহিত তোমার যে কি সূত্রে বন্ধুতা, তাহা জানিবার জন্য তুমি এক্ষণে কিছুমাত্র উৎসুক হইও না। যখন তুমি রাবণ-বধে কৃতকার্য্য হইয়া প্রতিগমন করিবে, তখন ইহা সম্যক জানিতে পারিবে। বীর! অতঃপর তোমার শরজালে লঙ্কার বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং তুমি অচিরেই সীতার উদ্ধার সাধন করিবে।"

বিনতানন্দন মহাবল গরুড় এই বলিয়া রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক পবনবৎ বেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। যূথপতি বানরগণ সহসা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া ঘন ঘন লাঙ্গূল কম্পন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শত শত ভেরী ও মৃদঙ্গ বাদিত হইল; কেহ কেহ আনন্দভরে শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরগণ নানাপ্রকারে তাহাদের হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কেহ বাহ্বাস্ফোটন ও নানাবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক দলে দলে দাঁড়াইল এবং ভয়াবহ গর্জ্জনে রাক্ষসগণকে ভীত করিয়া যুদ্ধার্থ লঙ্কার দ্বারাভিমুখে চলিল। তৎকালে হর্ষোন্মত্ত বানরদিগের সিংহনাদ বর্ষারজনীর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর ও ভয়াবহ হইয়াছিল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

ধূম্রাক্ষের যুদ্ধযাত্রা।

বানরদিগের ভয়াবহ সিংহনাদ রাক্ষসরাজ রাবণের কর্ণগোচর হইল। তিনি সহসা এই স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণের সমক্ষে কহিলেন, "দেখ, যখন বানরদিগের মেঘগর্জ্জনবৎ সুমহান্ সিংহনাদ শ্রুত হইতেছে, তখন ইহাদের নিশ্চয়ই হর্ষ উপস্থিত। ঐ দেখ, উহাদের গর্জ্জনে সমুদ্র অতিমাত্র ক্ষুভিত হইয়াছে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ঘোরতর নাগপাশবন্ধনে বদ্ধ; তথাপি উহাদের এরূপ হর্ষের কারণ কি? বাস্তবিক ইহাতে আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা জন্মিতেছে।"

রাক্ষসরাজ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া সমীপবর্ত্তী রাক্ষসগণকে কহিলেন, "তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, বিপদকালেও বানরদিগের এরূপ ঘন ঘন সিংহনাদ করিবার কারণ কি?"

আদেশমাত্র রাক্ষসেরা শশব্যস্তে নির্গত হইল এবং প্রাকারে আরোহণ করিয়া দেখিল, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ভীষণ নাগপাশ হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত এবং সুগ্রীবপালিতা বানরসেনা আহ্লাদে উন্মত্ত। তদ্দর্শনে রাক্ষসদিগের অন্তঃকরণ বিষণ্ণ এবং মুখকান্তি মলিন হইয়া গেল। উহারা সভয়ে প্রাকার হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দীনমুখে রাবণের নিকটে গিয়া কহিল, "রাজন্! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও

লক্ষ্মণ নামক যে দুই ভ্রাতাকে ঘোর নাগপাশবন্ধনে হতজ্ঞান ও নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন, মহাবল হস্তী যেরূপ পাশ ছেদ করে, তদ্রূপ তাহারা এক্ষণে সেই বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়াছে।”

রাক্ষসরাজ রাবণ এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই চিন্তিত ও ক্রোধাকুল হইলেন। তাঁহার মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, মহাবল ইন্দ্রজিৎ দুষ্কর তপশ্চরণের দ্বারা যে শর অধিকার করিয়াছিলেন তাহা আশীবিষ সদৃশ, সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ও অমোঘ। শত্রুদ্বয় যদি সেই ঘোর শরে বদ্ধ হইয়াও মুক্ত হইয়া থাকে তবে ত দেখিতেছি আমার সমস্ত সৈন্যেরই সংশয়দশা উপস্থিত। ভগবান পাবকের ন্যায় তেজোময় যে অমোঘ শর সমরে শত শত শত্রুর প্রাণহরণ করিয়াছে, অদ্য কি তাহাও নিষ্ফল হইল ?”

রাক্ষসরাজ এই বলিয়া ক্রোধভরে উরগের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। অনন্তর ধূম্রাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “বীর! তুমি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া রামকে বানরগণের সহিত বধার্থ শীঘ্র নির্গত হও।”

আদেশমাত্র মহাবীর ধূম্রাক্ষ রাক্ষসরাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুদ্ধার্থ সভাস্থল হইতে নির্গত হইলেন এবং প্রাসাদের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, “আমি যুদ্ধযাত্রা করিব; অতএব তুমি সত্বর সৈন্যগণকে সজ্জিত কর। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।”

মহাবীর ধূম্রাক্ষ ও রাবণের আদেশে, সেনাপতি অচিরেই

সৈন্যগণকে সজ্জিত করিয়া আনিল। দেখিতে দেখিতে ঘোরদর্শন নিশাচরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে করিতে আসিয়া ধূম্রাক্ষকে বেষ্টন করিল। উহারা মহাবল; উহাদের হস্তে বিবিধ আয়ুধ এবং কটিতটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে। ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর শূল, মুদ্গার, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড মুসল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশু ধারণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে নির্গত হইল। কেহ কবচধারণ পূর্ব্বক ধ্বজদণ্ড-শোভিত মণিমুক্তাদিভূষিত রথে, কেহ সুবর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দ্দভে আরোহণ করিল; কেহ বা বেগগামী অশ্ব ও মদমত্ত হস্তিপৃষ্ঠে চলিল। ঐ সমস্ত রাক্ষস দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের ন্যায় দলে দলে নির্গত হইতে লাগিল। মহাবীর ধূম্রাক্ষ কনকভূষিত এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দ্দভে যোজিত এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঘর্ঘররবে নির্গত হইলেন এবং যে স্থানে হনুমান হাস্যমুখে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই পশ্চিমদ্বারাভিমুখে চলিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষচর ক্রূর পক্ষিসমূহ ঐ ভীমদর্শন রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ নির্গত দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিল এবং উহাঁর রথের অগ্রভাগে একটী ভীষণ গৃধ্র নিপতিত হইল। ক্রমে অন্যান্য শবভোজী পক্ষীও রাক্ষসবীরের ধ্বজাগ্রে পতিত ও গ্রথিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড কবন্ধ শোণিতে লিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মেঘসমূহ রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল, পৃথিবী কম্পিত হইল, বায়ু বজ্রবেগে প্রতিকূলে প্রবাহিত হইল এবং ঘোর অন্ধকার দশদিক আচ্ছন্ন করিল। ধূম্রাক্ষ এই সমস্ত অমঙ্গল-

সূচক উৎপাত দর্শন করিয়া যার পর নাই ব্যথিত ও চিন্তিত হইলেন; তাঁহার অগ্রবর্ত্তী বীরেরাও ভগ্নোৎসাহ হইল।

অনন্তর ঐ ভীমদর্শন মহাবল রাক্ষসবীর বহুসংখ্যক নিশাচর সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় নির্গত হইয়া দেখিলেন বানর-সৈন্য রামচন্দ্রের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া প্রলয়কালীন কল্লোলময় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমানের সহিত ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন।

এদিকে বানরগণ ভীমবিক্রম ধূম্রাক্ষকে নির্গত দেখিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়পক্ষের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। রাক্ষস ও বানরেরা পরস্পর পরস্পরকে বৃক্ষ, প্রস্তর এবং শূল ও মুদ্গর প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরদিগকে চতুর্দ্দিকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। বানরেরাও রাক্ষসদিগকে বৃক্ষাঘাতে ভূমিশায়ী করিল। তখন রাক্ষসেরা যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্কপত্রশোভিত সরলগামী নিশিত শরে বানর-দিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ ভীষণ গদা, কেহ পট্টিশ, কেহ কূটমুদ্গর, কেহ পরিঘ এবং কেহ বা

বিচিত্র ত্রিশূল প্রহার করিতে লাগিল। মহাবল বানরেরাও ক্রোধভরে উৎসাহিত হইয়া নির্ভয়ে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ শূল ও শরে ছিন্ন ভিন্ন; উহারা বৃক্ষ ও শিলাগ্রহণ পূর্ব্বক ভীমবেগে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। জিতভয় বানরেরা প্রকাণ্ড প্রস্তর ও বহুশাখ বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। কোন কোন রাক্ষস অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিল। উহাদের কাহারও পার্শ্ব ছিন্ন, কেহ শিলাপ্রহারে চূর্ণ, কেহ দন্তাঘাতে বিদারিত, কেহ বা বৃক্ষপ্রহারে একবারে পিণ্ডীকৃত হইল। কেহ ভগ্ন ধ্বজদণ্ড, কেহ হস্তস্খলিত খড়্গ, কেহ বা রথচক্রেই বিনষ্ট হইল। ক্রমশ রণভূমি পর্ব্বতাকার মৃত হস্তী, বানর-নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতশিখর এবং অশ্বারোহী সহিত মথিত অশ্বে পূর্ণ হইয়া গেল। ভীমবিক্রম বানরেরা বেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের মুখ ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ নখে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আক্রান্ত রাক্ষসেরা শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া বিষণ্ণবদনে ও আকুল কেশে ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে অন্য কতকগুলি রাক্ষস ক্রোধভরে বানরগণকে বজ্রবৎ বেগে চপেটাঘাত করিবার জন্য তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরেরাও উহাদিগকে বেগে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিল এবং মুষ্টিপ্রহার, পদাঘাত, দংশন ও বৃক্ষাঘাতে উহাদিগকে বিনাশ করিল।

অনন্তর মহাবীর ধূম্রাক্ষ রাক্ষসগণকে পলায়ন করিতে

দেখিয়া রোষভরে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর প্রাসদ্বারা আহত ও শোণিতে সিক্ত হইল। কেহ মুদ্গরপ্রহারে ভূতলে শয়ন করিল। কেহ পরিঘ ও পট্টিশ দ্বারা প্রমথিত, কেহ বা ভিন্দিপাল দ্বারা বিদারিত হইয়া হতজ্ঞান ও বিনষ্ট হইল। বহুসংখ্যক বানর ধাবমান রাক্ষসদিগের ভয়ে দ্রুতপদে পলায়ন করিল। উহাদের কাহারও হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন, কেহ অবশদেহে এক পার্শ্বে শয়ান, কেহ ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ, কাহারও বা অন্ত্রনাড়ী নির্গত। ক্রমে ঐ বানররাক্ষসসঙ্কুল রণস্থল যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল। তৎকালে তথায় যুদ্ধরূপ ঘোর সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন হইতে লাগিল। ধনুকের জ্যা ঐ সঙ্গীতের মধুর বীণা, অশ্বের হ্রেষা তাল এবং মন্দ নামক হস্তিগণের বৃংহিতই সঙ্গীত। মহাবীর ধূম্রাক্ষ অনবরত শরবৃষ্টি দ্বারা অবলীলাক্রমে বানরগণকে দশদিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর পবনকুমার ধূম্রাক্ষের প্রতাপে বানরসৈন্যকে একান্ত পীড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলাগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার বিক্রম পবনের ন্যায়; তৎকালে তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে অরুণবর্ণ হইয়াছিল। তিনি ধূম্রাক্ষের রথ লক্ষ্য করিয়া ঐ প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীরও শিলাখণ্ডকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, অবিলম্বে রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গদা উদ্যত করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড চক্র, কূবর, ধ্বজ ও শরাসনের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর হনূমান শাখাবহুল বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা রক্তাক্তদেহে ও চূর্ণমস্তকে ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর পবনকুমার এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ধূম্রাক্ষও সহসা সিংহনাদ পূর্ব্বক গদা উদ্যত করিয়া হনূমানের অভিমুখে গমন করিলেন এবং রোষভরে ঐ সকণ্টক গদা তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। পিতৃতুল্য বলবান পবনকুমার উক্ত গদার দ্বারা তাড়িত হইয়া ক্রোধে ধূম্রাক্ষের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর সর্ব্বাঙ্গ প্রসারিত করিয়া বজ্রাহত পর্ব্বতবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা প্রাণভয়ে লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল। বানরেরাও অনুসরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল।

এইরূপে পবনকুমার রাক্ষসদিগকে বধ এবং তাহাদের শোণিতে নদী প্রবাহিত করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং যুদ্ধশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বানরেরাও ভূয়োভূয় তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধযাত্রা।

রাক্ষসরাজ রাবণ ধূম্রাক্ষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভীষণ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি নিকটস্থ ক্রূরদর্শন মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নামক রাক্ষসকে কহিলেন, "বীর! তুমি অবিলম্বে বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত দশরথকুমার রামচন্দ্রের বিনাশার্থ যাত্রা কর।"

মায়াবী রাক্ষসবীর বজ্রদংষ্ট্র আদেশমাত্র বহুসংখ্যক সৈন্যসহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উহাঁর সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকাশোভিত বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ এবং উষ্ট্রও চলিল। বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ূর ও মুকুটে ভূষিত; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট বর্ম্ম এবং হস্তে শরাসন। রাক্ষসবীর পতাকাশোভিত তপ্তকাঞ্চনভূষিত উজ্জ্বল রথ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিলেন। পদাতিগণ ঋষ্টি, তোমর, তীক্ষ্ণ মুসল, ভিন্দিপাল, চাপ, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা ও শাণিত পরশু প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিল। রাক্ষসগণ সকলেই বিচিত্র বস্ত্রধারী এবং সকলেরই বেশ উজ্জ্বল। মদমত্ত হস্তিগণ গমনকালে সচল পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সমস্ত হস্তীর

পৃষ্ঠে যুদ্ধকুশল তোমর ও অঙ্কুশধারী মহাবীর। কতকগুলি পরাক্রান্ত রাক্ষস সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিল। তৎকালে ঐ বিশাল রাক্ষসসৈন্য প্রাবৃট্‌কালীন সবিদ্যুৎ গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায় শোভিত হইল।

অনন্তর যে স্থানে মহাবীর অঙ্গদ দণ্ডায়মান, রাক্ষসেরা সেই দক্ষিণ দ্বারে যাইতে লাগিল। উহাদের যাত্রাকালে নানারূপ অমঙ্গল দৃষ্ট হইল। মেঘশূন্য রুক্ষ আকাশ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। ঘোরদর্শন শৃগালগণ অগ্নিশিখা উদ্গার পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর মৃগগণ রাক্ষসদিগের নিধন সূচিত করিতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ সহসা স্খলিতপদে নিদারুণরূপে পতিত হইল। তেজস্বী রণোৎসুক বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত উৎপাতচিহ্ন দর্শন করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। নির্ভীক বানরেরাও রাক্ষসদিগকে আসিতে দেখিয়া সুগভীর সিংহনাদে দশদিক পরিপূরিত করিল।

অনন্তর পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী বানর ও রাক্ষসদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উৎসাহশীল বীরেরা রুধিরসিক্ত হইয়া ছিন্নদেহে ও ছিন্নমস্তকে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ কোন কোন অর্গলবাহু বীর শত্রুর প্রতি নানাবিধ প্রহরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রণস্থলে কেবল নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ, শিলা, প্রস্তর ও শস্ত্রসমূহের হৃদয়বিদারক ভীষণ শব্দ, রথের ঘর্ঘর রব, ধনুকের টঙ্কার এবং শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কেহ কেহ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে চপেটা-

ঘাত, পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, বৃক্ষপ্রহার ও জানুপ্রহারে বিনষ্ট হইল। বহুসংখ্যক রাক্ষস যুদ্ধমত্ত বানরদিগের শিলাপ্রহারে চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর ভীমদর্শন বজ্রদংষ্ট্র বানরদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার পূর্ব্বক লোকসংহারপ্রবৃত্ত পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরাও ক্রোধে অধীর হইয়া নানাবিধ অস্ত্রে বানরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে গর্ব্বিত হনূমান সংবর্ত্তক অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদও ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বৃক্ষ উদ্যত করত, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে বিনাশ করে, তদ্রূপ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রপরাক্রম অঙ্গদের আঘাতে ভীমবল রাক্ষসগণও চূর্ণমস্তক হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তৎকালে রণভূমি বিচিত্র রথ, ধ্বজ, অশ্ব এবং বানর ও রাক্ষসদিগের মৃতদেহে অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। উহার ইতস্তত হার, কেয়ূর, বস্ত্র ও ছত্র নিপতিত থাকাতে উহা শারদীয়া নিশার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমশ রাক্ষসসৈন্য অঙ্গদের বাহুবলে পবনকম্পিত মেঘের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বজ্রদংষ্ট্রের নিধন।

স্বপক্ষীয় সৈন্যনাশ এবং অঙ্গদের বলপ্রকাশ দর্শনে মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বজ্রকল্প ঘোর ধনুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক বানরদিগকে শরবৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করিলেন। রথারূঢ় প্রধান প্রধান রাক্ষসেরাও নানাবিধ শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। বানরবীরেরাও চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইয়া শিলাহস্তে উহাদিগকে আক্রমণ করিল। রাক্ষসেরা বানরদিগকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। মত্তহস্তিতুল্য বানরেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষ রাক্ষসদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়পক্ষে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত। তৎকালে কাহারও মস্তক অভগ্ন কিন্তু হস্তপদ ছিন্নছিন্ন; কাহারও সর্ব্বাঙ্গ শস্ত্রক্ষত ও রুধিরে সিক্ত। প্রতিমুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক বানর ও রাক্ষস ধরাশায়ী হইতে লাগিল। কঙ্ক, গৃধ্র, কাক ও শৃগালেরা আসিয়া উহাদিগের মৃতদেহ ভক্ষণার্থ কলহে প্রবৃত্ত হইল এবং ভীরুজনের ভয়জনক কবন্ধ সকলও দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর বজ্রদংষ্ট্রের সৈন্যগণ বানরদিগের বৃক্ষ ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে মহাপ্রতাপ বজ্রদংষ্ট্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বানর-

সৈন্যের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন এবং কঙ্কপত্রশোভিত সরলগামী এক একটী মাত্র শরে পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট বা নব বানরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বজ্রদংষ্ট্রের শরে ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যেমন প্রজাগণ ধাবমান হয়, তদ্রূপ অঙ্গদের নিকট সভয়ে ধাবমান হইল। বানরসৈন্যকে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া মহাবীর অঙ্গদ আরক্তনেত্রে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি চাহিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও অঙ্গদের প্রতি রুক্ষনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই দুই বীরের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহাঁরা রণাঙ্গনে দুইটি মত্ত গজের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বজ্রদংষ্ট্র শত সহস্র অগ্নিশিখাকার শরে অঙ্গদের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম অঙ্গদের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে সিক্ত হইয়া গেল। তিনি ক্রোধভরে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর অর্দ্ধপথেই ঐ বৃক্ষকে শরজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের এই অদ্ভুত বীরত্ব অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে উহাঁর প্রতি এক বিপুল শিলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ঐ শিলাখণ্ডকে বেগে আসিতে দেখিয়া অবলীলাক্রমে রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং গদাহস্তে ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই অঙ্গদনিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড অশ্ব, চক্র ও কূবর সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে অঙ্গদ অন্য এক শাখাবহুল বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর ঐ বিষম আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। তিনি

কিয়ৎকাল গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংজ্ঞাহীন হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে এক গদা প্রহার করিলেন।

অনন্তর উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরদ্বয় পরস্পরের প্রহারে অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই প্রহারজনিত শ্রান্তি উপস্থিত হইল। তৎকালে অঙ্গদ ও বজ্রদংষ্ট্র রণস্থলে শুক্র ও বুধের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর অঙ্গদ পুষ্পফলসহিত এক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসবীরকে প্রহার করিলেন। কিন্তু বজ্রদংষ্ট্রের শস্ত্রজালে উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তখন উভয়ে ঋষভচর্ম্মনির্ম্মিত ফলক এবং কিঙ্কিনীজালাচ্ছন্ন নিষ্কোষিত অসিগ্রহণ পূর্ব্বক নানাবিধ গতিতে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই ব্রণমুখসমুত্থ শোণিতধারায় পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং উভয়েই যুদ্ধশ্রান্তিবশত জানুদ্বয়ে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অঙ্গদ নিমেষের মধ্যে দণ্ডাহত উরগের ন্যায় প্রদীপ্ত চক্ষে উত্থিত হইলেন এবং সুশাণিত নির্ম্মল খড়্গের দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন করিলেন। রাক্ষসের সর্ব্বাঙ্গ রক্তে স্নাত হইল, মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং নেত্র উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল।

বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশে তাঁহার অনুচর রাক্ষসেরা যার পর

নাই ভীত হইল এবং লজ্জায় অধোবদন হইয়া বিষণ্ণ ও দীনভাবে লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে বধ করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

মহাপ্রতাপ বালিকুমার অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রকে বিনাশ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং দেবরাজ যেরূপ দেবগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও পূজিত হয়েন, তদ্রূপ বানরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও পূজিত হইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অকম্পনের যুদ্ধযাত্রা।

রাক্ষসরাজ রাবণ অঙ্গদের হস্তে বজ্রদংষ্ট্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন, "বীর! এক্ষণে ভীমবিক্রম দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ সর্ব্বশস্ত্রবিৎ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্র যুদ্ধার্থ যাত্রা করুক। ঐ মহাবীর সমরে শত্রু-গণের হন্তা এবং স্বপক্ষের রক্ষয়িতা ও নেতা। আমার হিতকামনায় উনি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। উনি একান্ত সমরপ্রিয়; এক্ষণে উনি

নিশ্চয়ই সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আসিবেন।

লঘুপরাক্রম মহাবল প্রহস্ত রাক্ষসরাজের আদেশমাত্র সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিলেন। ভীমদর্শন ও ভীমলোচন রাক্ষসগণ তাহার আদেশে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া নির্গত হইল। মহাবীর অকম্পন মেঘাকার ও মেঘবর্ণ; তাঁহার কণ্ঠস্বরও মেঘের ন্যায়। দেবগণও তাঁহাকে সমরে বিচলিত করিতে পারেন না। ঐ মহাবীর তপ্তকাঞ্চনভূষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঘোরদর্শন অগণ্য রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তৎকালে সহসা নানাবিধ দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাক্ষসবীরের বামনেত্র মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল। তাঁহার রথযোজিত অশ্বগণ সহসা হীনবল হইয়া পড়িল এবং দৈন্য অবলম্বন করিল। সুদিনে দুর্দ্দিন উপস্থিত; বায়ু রুক্ষভাবে প্রবাহিত হইল; ভয়াবহ মৃগ-পক্ষিগণ ক্রূরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সিংহস্কন্ধ শার্দ্দূলবিক্রম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাক্ষসবীর এই সমস্ত দুর্লক্ষণ গ্রাহ্য না করিয়াই নির্গত হইলেন। তৎকালে রাক্ষসেরা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। বানরসৈন্য সহসা রাক্ষসদিগের সেই উৎসাহসূচক সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ভীত হইল এবং বৃক্ষশিলাদি গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

অনন্তর উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বানর-গণ রামচন্দ্রের জন্য এবং রাক্ষসগণ রাবণের জন্য প্রাণপণে

যুদ্ধ করিতে লাগিল। উহাদের সকলেই পর্ব্বতাকার ও মহাবল। উহারা পরস্পরের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ ও ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে কেবলই সিংহনাদের সুমহান্ শব্দ। বানর ও রাক্ষসগণের চরণসমুত্থিত ধূম্রবর্ণ ধূলিজাল দশদিক আচ্ছন্ন করিল। রণস্থলে সমস্তই অন্ধকারময়; কেহই আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। ধ্বজদণ্ড, পতাকা, চর্ম্ম, আয়ুধ, অশ্ব, রথ, সমস্তই অদৃশ্য। কেবল পরস্পরের প্রতি ধাবমান বীরগণের পদশব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। গাঢ় অন্ধকারে স্বপক্ষ, পরপক্ষ বিচার করিবার উপায় নাই। বানরেরা বানরগণকে এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসগণকে ক্রোধভরে বিনাশ করিতে লাগিল। ক্রমশ রুধিরপ্রবাহে রণস্থল পঙ্কিল হইয়া উঠিল, ধূলিজাল অপনীত হইল এবং বীরগণের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তথাপি উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরকে শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ, তোমর এবং বৃক্ষ দ্বারা বেগে প্রহার করিতে লাগিল। বানরেরা পরিঘাকার বাহুদ্বারা পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। রাক্ষসেরাও ক্রোধভরে বানরগণকে ভীষণ প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে লাগিল। সেনাপতি অকম্পন যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমবিক্রম রাক্ষসদিগকে সমরে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বানরগণ বলপূর্ব্বক রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইল এবং বৃক্ষ ও প্রস্তর দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুমুদ, নল ও মৈন্দ ভীষণ ক্রোধভরে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৃক্ষ, শিলা ও নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বহুসংখ্য রাক্ষসকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অকম্পনের নিধন।

বানরগণের এই অদ্ভুত বীরকর্ম্ম অবলোকন করিয়া অকম্পন ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন এবং ভয়াবহ ধনুকে টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, "দেখ, ঐ যে অদূরে কতকগুলি মহাবল বানর বৃক্ষ ও শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ ক্রোধভরে বহুসংখ্যক রাক্ষসকে বিনাশ করিতেছে, তুমি ঐ স্থানে শীঘ্র আমার রথ লইয়া চল। উহারা সমরস্পর্দ্ধী; আমি উহাদিগকে বধ করিব। দেখিতেছি, উহারা সমগ্র রাক্ষসসৈন্যকেই সংহার করিল।"

আদেশমাত্র সারথি নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে রথ চালনা করিল। অকম্পন দূর হইতে শরবর্ষণ করিতে করিতে বানরগণের নিকটস্থ হইলেন। তৎকালে তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে অভিভূত হইয়া, যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, ভয়াকুল বানরেরা

তিষ্ঠিতেও পারিল না ; রণভূমির চতুর্দ্দিকে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময়ে মহাবীর হনূমান স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে পতিত ও ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া সত্বর উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই বানরেরা সাহস প্রাপ্ত হইয়া উহাঁকে আসিয়া বেষ্টন করিল এবং ঐ বলবান বীরের আশ্রয়ে অধিকতর সবল হইয়া উঠিল।

অকম্পন হনূমানকে আসিতে দেখিয়া পর্ব্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় তাঁহার উপরি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাতেজা পবনকুমার রাক্ষসবীরের শরজালের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার বধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং যেন মেদিনীকে কম্পিত করিয়াই অট্টহাস্যে তাঁহার অভিমুখে চলিলেন। তৎকালে তিনি স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ; তাঁহার মূর্ত্তি প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। বানরবীর আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে এক পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া লইলেন। অনন্তর তিনি একমাত্র হস্তে ঐ পর্ব্বত গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোর সিংহনাদ সহকারে বেগে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বে দেবরাজ পুরন্দর যেরূপ বজ্রহস্তে নমুচির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। শস্ত্রবিৎ অকম্পন ঐ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উদ্যত দেখিয়া দূর হইতেই উহাকে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর হনূমান তাঁহার পর্ব্বত নিষ্ফল দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। অনন্তর অবিলম্বে শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত এক প্রকাণ্ড অশ্বকর্ণ বৃক্ষ সগর্ব্বে

উৎপাটন পূর্ব্বক আহ্লাদভরে ঘূর্ণিত করিতে করিতে রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তাঁহার পদক্ষেপে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল, গতিবেগে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি হস্তী, হস্ত্যারোহী, রথ, রথী এবং পদাতি রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও সেই কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট প্রাণহারী বীরকে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অকম্পন দূর হইতে রাক্ষসগণের ভয়কারণ হনূমানকে দর্শন করিয়া ক্রোধ ও উৎসাহভরে সিংহনাদ করিলেন এবং চতুর্দ্দশটি সুশাণিত দেহবিদারক শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর হনূমান তন্নিক্ষিপ্ত নারাচ ও শাণিত শক্তিতে বিদ্ধ হইয়া সঞ্জাতবৃক্ষ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হওয়াতে তিনি বিধূম পাবক এবং পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর অপর একটী বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক ক্রোধভরে সবেগে অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসবীর তৎক্ষণাৎ মৃতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন।

অকম্পনের পতনদৃষ্টে রাক্ষসেরা ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভয়ে লঙ্কার অভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। বানরগণও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তৎকালে রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত এবং অতিমাত্র ভীত ও লজ্জিত; উহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভয়জনিত স্বেদে সিক্ত এবং কেশপাশ উন্মুক্ত। উহারা

পুনঃ পুনঃ পশ্চাৎভাগে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে মথিত করিয়া লঙ্কার দ্বারদেশে প্রবেশ করিল।

এদিকে অকম্পন নিহত হইলে বানরেরা একত্র সমবেত হইয়া মহাবীর হনূমানকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পবনকুমারও প্রীতিভরে সমুচিত বিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রণস্থলে পতিত জীবিত রাক্ষসগণকে বধ করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পুরাকালে বিষ্ণু যেরূপ মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তৎকালে হনূমানও সেইরূপ রাক্ষসগণকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষে দেবগণ এবং রণক্ষেত্রে স্বয়ং রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবাদি বানর ও বিভীষণ পুনঃ পুনঃ মহাবীর হনূমানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা।

অকম্পনের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ মনে মনে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দীনমুখে সচিবগণের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা ও মন্ত্রিগণের সহিত কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক তিনি ব্যূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে নগরমধ্যে নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন, পতাকাধ্বজশোভিতা লঙ্কানগরী বহুসংখ্যক ব্যূহে বেষ্টিত আছে এবং রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। রাবণ লঙ্কাপুরীকে বানরসৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ দেখিয়া যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি প্রহস্তকে আহ্বান করিলেন এবং কহিলেন, "বীর! এই দুরাক্রম্য পুরী এক্ষণে শত্রুসৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বলপূর্ব্বক নিপীড়িত হইতেছে; এক্ষণে যুদ্ধ ব্যতীত ইহার উদ্ধারের আর অন্য উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি, ইন্দ্রজিৎ বা নিকুম্ভ ব্যতীত কে এই কার্য্যভার বহন করিবে? অদ্য তুমিই জয়লাভার্থ শীঘ্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাত্রা কর। বানরসৈন্য তোমাকে দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। তাহারা তোমার অনুচর রাক্ষসবীরগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে পারিবে না। বানরেরা দুর্বিনীত ও চঞ্চলচিত্ত; হস্তী যেরূপ সিংহের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ উহারা কিছুতেই তোমার বীরনাদ সহ্য করিতে পারিবে না। বানরসৈন্য পলায়ন করিলে রাম ও লক্ষ্মণ অসহায় ও বিবশ হইয়া অনায়াসেই তোমার অস্তগত হইবে। বীর! এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু জয়লাভ নিশ্চিত; অতএব আমার মতে যুদ্ধযাত্রাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। অথবা তুমিই বল, আমি যাহা বলিলাম, তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন পক্ষ যুক্তিসঙ্গত?"

রাক্ষসরাজ এই বলিয়া বিরত হইলে, শুক্রাচার্য্য যেরূপ অসুররাজকে কহিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেনাপতি প্রহস্ত তাঁহাকে কহিলেন, "রাজন্! পূর্ব্বে এই বিষয় লইয়া সুনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত আমাদের ঘোর বাদানুবাদ হইয়াছিল। সীতার প্রত্যর্পণে শ্রেয় এবং অপ্রদানে যে যুদ্ধ ঘটিবে, তাহা তৎকালেই নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে সেই যুদ্ধ উপস্থিত। আপনি চিরকাল দান, মান ও সান্ত্ববাদে আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন; এক্ষণে আমি বিপদের সময় কোন্ মুখে আপনার হিতেচ্ছা না করিব? আমি জীবন চাহি না এবং স্ত্রী, পুত্র এবং অর্থও চাহি না। আপনি দেখুন, অদ্য এই জীবন আপনার উপকারার্থ যুদ্ধানলে আহুতি প্রদান করিব।"

অনন্তর প্রহস্ত সম্মুখস্থ সেনাপতিগণকে কহিলেন, "তোমরা সত্বর সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আন। আজ রণস্থলে আমার শরবেগবিনষ্ট বানরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসভুক্ পক্ষিগণ তৃপ্তিলাভ করুক্।"

প্রহস্তের আদেশমাত্র সেনাপতিগণ সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব, হস্তী এবং নানাবিধ অস্ত্রধারী ভীষণ বীরগণে লঙ্কাপুরী আকুল হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল; কেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে, কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে। তৎকালে বায়ু আজ্যগন্ধে সুরভি হইয়া প্রবাহিত হইল; সৈন্যগণ মাল্যে সুশোভিত হইল এবং হৃষ্টমনে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিল।

অনন্তর উঁহারা বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া মহাবীর প্রহস্তকে গিয়া বেষ্টন করিল। প্রহস্তও রাবণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক ভৈরব ভেরী বাদন করিয়া দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ, বেগবান্ অশ্বে যোজিত এবং সুপটু সারথি কর্ত্তৃক চালিত। উহার শব্দ মেঘের ন্যায় গম্ভীর এবং প্রভা সাক্ষাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। উহা বরূথ ও উপস্করে শোভিত। ঐ সর্পধ্বজশোভিত রথ সুবর্ণজালে জড়িত হইয়া যেন শ্রীসমৃদ্ধিতে হাস্য করিতে লাগিল। মহাবীর প্রহস্ত রাক্ষসরাজের আদেশে ঐ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিশালসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তৎকালে মেঘগর্জ্জনবৎ সুগম্ভীর দুন্দুভিরব উত্থিত হইল, অনবরত শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বাদ্যের তুমুল শব্দেও পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা ঘোররবে সিংহনাদ করিতে করিতে প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে চলিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামক চারিজন ভীমকায় ও ভীমরূপ রাক্ষস প্রহস্তের সচিব; উহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মহাবীর প্রহস্ত সাগরের ন্যায় বিস্তৃত ও গজযূথের ন্যায় ভীষণ সৈন্য সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রোধভরে চলিলেন। তাঁহার নির্গমনশব্দ ও রাক্ষসগণের গর্জ্জনে লঙ্কা-নিবাসী প্রাণিগণ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

প্রহস্তের গমনকালে নানাবিধ দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইল। রক্ত ও মাংসভোজী পক্ষিগণ মেঘশূন্য আকাশে উত্থিত হইয়া

রথধ্বজের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঘোরদর্শন শৃগালগণ পাবকশিখা উদ্গারপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং বায়ু রুক্ষভাবে প্রবাহিত হইল। গ্রহগণ পরস্পরের প্রতি কুপিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল। প্রহস্তের রথ ও সৈন্যের উপরি মেঘ সকল কঠোরস্বরে গর্জ্জন করিয়া রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। ধ্বজদণ্ডোপরি গৃধ্র উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চীৎকার ও উভয়পার্শ্ব কণ্ডূয়ন পূর্ব্বক প্রহস্তের মুখ নিষ্প্রভ করিয়া দিল। সমরে অপরাঙ্মুখ সারথি ও অশ্বশিক্ষকের হস্ত হইতে সহসা অশ্বতাড়নী প্রতোদ স্খলিত হইয়া পড়িল। যে নির্গমনশ্রী ভাস্বর ও দুর্লভ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা নষ্ট হইল এবং অবন্ধুর স্থলেও অশ্বগণের পদ স্খলিত হইতে লাগিল।

তৎকালে বানরসেনা প্রখ্যাতপৌরুষ প্রহস্তকে নির্গত দেখিয়া নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উহাঁর সম্মুখীন হইল। কেহ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন, কেহ বা বিপুল শিলা গ্রহণ করিল। সহসা এই যুদ্ধসম্ভ্রমে তাহাদের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় বীরেরা যুদ্ধহর্ষে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং পরস্পরের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে মুমূর্ষু পতঙ্গ যেমন অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কালপ্রেরিত প্রহস্ত মহাবেগে বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

প্রহস্তের মৃত্যু।

অনন্তর রামচন্দ্র প্রহস্তকে রণস্থলে উপস্থিত দেখিয়া হাস্যমুখে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে! ঐ যে মহাকায় ও মহাবল রাক্ষসবীর বহুসংখ্যক সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া বেগে আসিতেছেন, উনি কে?"

বিভীষণ কহিলেন, "রামচন্দ্র! উনি রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি; নাম প্রহস্ত। লঙ্কায় যে পরিমাণ সৈন্য আছে, তাহার তৃতীয়ভাগ ইহাঁর সহিত আসিয়াছে। ইনি অস্ত্রবিৎ ও বীর; ইহাঁর পরাক্রম সর্ব্বত্রই প্রথিত আছে।"

অনন্তর মহাকায় প্রহস্ত বানরগণের সম্মুখীন হইলেন। তিনি ভীমবল ও ভীমমূর্ত্তি এবং রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার দর্শনে বানরগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল; উহারা যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, বাণ, মুশল, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু ও ধনু প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বানরগণের অভিমুখে মহাবেগে চলিল। বানরেরাও পুষ্পিত বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ লইয়া তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইল। ক্রমে উভয়পক্ষের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। বানরেরা বৃক্ষ ও শিলা নিক্ষেপ দ্বারা বহুসংখ্যক রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরা

শরক্ষেপ দ্বারা বহুসংখ্যক বানরকে বিনাশ করিতে লাগিল। উহারা শূল, চক্র, পরিঘ ও পরশু দ্বারা পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। কোন কোন বীর প্রহারবেগে নিরুচ্ছাস, কেহ শরবেগে খণ্ডিতহৃদয়, কেহ বা খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। বীর রাক্ষসেরা বানরগণকে পার্শ্বদেশ হইতে বিদীর্ণ করিতে লাগিল; বানরেরাও ক্রোধভরে বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক রাক্ষসকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ বজ্রতুল্য চপেটাঘাত ও মুষ্টিপ্রহারে রক্ত বমন করিতে লাগিল, কাহারও মুখ এবং চক্ষু বিশীর্ণ হইয়া গেল। রণস্থলে কাহারও বিকট আর্ত্তনাদ কাহারও বা তুমুল গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধারাই বীরাচরিত পথের অনুবর্ত্তী; সুতরাং রণে অপরাঙ্মুখ। উহারা নির্ভয় হইয়া ক্রোধভরে বক্রগ্রীবায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত প্রহস্তের এই চারিজন সচিব বহুসংখ্যক বানরকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

প্রহস্তের সচিবগণের বীরকার্য্যে বানরযোদ্ধাগণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর বীর দ্বিবিদ গিরিশৃঙ্গের আঘাতে নরান্তককে, দুর্ম্মুখ উত্থিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষাঘাতে ক্ষিপ্রহস্ত সমুন্নতকে, জাম্ববান ক্রোধভরে বক্ষঃস্থলে শিলাপাতের দ্বারা মহানাদকে এবং বীর্য্যবান তার বৃক্ষাঘাতে কুম্ভহনুকে বধ করিলেন। তখন রাক্ষসবীর প্রহস্ত বানরদিগের এই বীরকর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া ধনুর্হস্তে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের অনবরত

পরিভ্রমণ হেতু রণস্থলে যেন একটী ভীষণ আবর্ত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্ষুব্ধ অনন্ত সাগরের ন্যায় তথা হইতে ভয়াবহ কল্লোল উত্থিত হইল। রণমত্ত প্রহস্ত ক্রোধভরে শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক বানরগণকে অতিমাত্র পীড়িত করিয়া তুলিল। ক্রমশ মৃত বানর ও রাক্ষসদিগের পর্ব্বতাকার মৃতদেহে রণভূমি পূর্ণ হইয়া উঠিল। বসন্তকালে পুষ্পিতবৃক্ষের দ্বারা বনস্থলী যেরূপ শোভিত হয়, তদ্রূপ উহা রক্তে প্লাবিত হইয়া অতিমাত্র শোভা ধারণ করিল। তৎকালে রণস্থলী যেন এক দুস্তরা নদীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হত বীরগণ উহার তট, ভগ্ন অস্ত্র শস্ত্র সকল বৃক্ষ, শোণিতপ্রবাহ জলরাশি, যকৃৎ ও প্লীহা পঙ্ক, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অন্ত্ররাশি শৈবল, ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মস্তক সকল মৎস্য, অঙ্গবিশেষ শাদ্বলপ্রদেশ, গৃধ্রগণ হংস, কঙ্কগণ সারস, মেদরাশি ফেন এবং বীরদিগের গর্জ্জন আবর্ত্তশব্দ। ঐ ভয়ঙ্করা নদী যম-সাগরে পতিত হইতেছে। উহা কাপুরুষের পক্ষে একান্ত দুস্তর। গজযূথ যেমন পদ্মরেণুপূর্ণ সরোবর পার হয়, তদ্রূপ বীর রাক্ষস ও বানরগণ এই দুস্তর নদী অনায়াসে পার হইতে লাগিল।

অনন্তর বায়ু যেমন ধারাবর্ষণকারী প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ বানরশ্রেষ্ঠ নীল মহাবেগে শরবর্ষণকারী প্রহস্তের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রহস্তও আদিত্যবর্ণ রথ নীলের অভিমুখে চালনা করিলেন এবং তাঁহার প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীরের শরজাল নীলের দেহ ভেদ করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়

বেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর নীল জ্বলন্ত অগ্নিকল্প নিশিত শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। রাক্ষস-বীরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক নীলের উপরি পুনরায় শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বানরবীর দুর্দ্ধর্ষ প্রহস্তকে কিছুতেই নিবারণ করিতে না পারিয়া কিয়ৎকাল, বৃষ যেমন নিমীলিতনেত্রে শরৎকালের ধারাপাত সহ্য করে, তদ্রূপ নিমীলিতনেত্রে উহাঁর শরপাত সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক তাহার আঘাতে প্রহস্তের অশ্ব সকল বিনষ্ট করিলেন এবং বলপূর্ব্বক তাঁহার শরাসন ভগ্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অশ্বসমূহ বিনষ্ট হওয়াতে মহাবীর প্রহস্ত রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক এক ভীষণ মুষল হস্তে নীলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে ঐ দুই জাতবৈর বেগবান বীর রক্তাক্তদেহে পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের শোভা ধারণ করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ দন্তে পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা উভয়েই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ ও সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র। উভয়েই বীর ও সমরে অপরাঙ্মুখ। উভয়েই প্রায় জয়শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বৃত্র ও বাসবের ন্যায় যশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ইত্যবসরে প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে একমুষল আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ বানরবীরের ললাটপট্ট ভেদ করিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইল। তিনি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হই-

লেন এবং এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও সেই প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া বিশাল মুষল হস্তে নীলের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রহস্তকে আসিতে দেখিয়া নীল এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস-বীরের মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি হতশ্রী, হতপ্রাণ, হতবল ও হতেন্দ্রিয় হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে প্রস্রবণের ন্যায় অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

প্রহস্ত নিহত হইবামাত্র রাক্ষসসৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল। সেতু ভগ্ন হইলে যেরূপ জল রুদ্ধ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সেনাপতির বিনাশে উহারা ক্ষণকালও রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না। উহারা নিরুদ্যম হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল এবং ভয়, লজ্জা ও দুঃখে বিহ্বল এবং বাক্‌শক্তি হীন হইয়া পড়িল।

এদিকে মহাবীর নীল জয়লাভ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন, তৎকালে সকলেই তাঁহার বীরকার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

রাবণের যুদ্ধযাত্রা ও পরাজয়।

অনন্তর সৈন্যগণ কম্পিতকলেবরে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাবীর নীলের হস্তে প্রহস্তের বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাক্ষসরাজ এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভীষণ ক্রোধ ও শোকভরে সৈন্যগণকে কহিলেন, "বীরগণ! যাহারা অদ্য সুরসৈন্যহন্তা সেনাপতি প্রহস্তকে চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত বিনাশ করিয়াছে, সামান্য নর বা বানর বলিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। আমি অদ্য স্বয়ং শত্রুবধ ও জয়লাভার্থ সেই অদ্ভুত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব। প্রদীপ্ত দাবানল যেরূপ বনকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমি অগ্নিতুল্য শরজালে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সমগ্র বানরসৈন্যকে দগ্ধ করিব। বলিতে কি, আমি তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করি।"

এই বলিয়া ইন্দ্রশত্রু মহাবীর রাবণ জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য উজ্জ্বল এক রথে আরোহণ করিলেন। বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট অশ্ব ঐ রথে যোজিত ছিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, ভেরী ও পণবের শব্দ উত্থিত হইল। বীরগণ বাহ্বাস্ফোটন, আস্ফালন ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। বন্দিগণ রাক্ষসরাজের জয়গান ও স্তবে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর রাবণ ভূতগণবেষ্টিত রুদ্রদেবের ন্যায়, পর্ব্বত ও মেঘাকার জ্বলন্তনেত্র রক্ত-

মাংসাশী রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ঐ মহাতেজা বীর নগরের বহির্ভাগে গমন করিবামাত্র দেখিলেন, ভীষণ বানরসৈন্য বৃক্ষ ও প্রস্তর উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং মহামেঘ বা মহাসমুদ্রের ন্যায় ঘোররবে গর্জ্জন করিতেছে।

এদিকে শ্রীমান মহাবাহু রামচন্দ্র সহসা প্রচণ্ড রাক্ষস-সৈন্য নির্গত হইতে দেখিয়া সমীপস্থ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণকে কহিলেন, "বীর! ঐ যে সমস্ত অক্ষোভ্য সৈন্য বহুসংখ্যক ধ্বজ, পতাকা ও ছত্রে শোভিত হইতেছে; যাহাদের হস্ত-স্থিত প্রাস, অসি, শূল প্রভৃতি সুশাণিত আয়ুধ সকলের প্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত হইতেছে, মহেন্দ্রপর্ব্বতাকার হস্তি সকল যাহাদের অনুগমন করিতেছে, যাহারা অতিমাত্র সাহসী ও পর্ব্বতের ন্যায় অটল; উহারা কাহার অনুচর?"

পরাক্রান্ত বিভীষণ রামচন্দ্র কর্তৃক রাক্ষসসৈন্যসম্বন্ধে এইরূপে পৃষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রামচন্দ্র! ঐ যে বীর গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার মুখ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তাম্রবর্ণ, যিনি দেহভারে স্ববাহন হস্তীর মস্তক কম্পিত করিতেছেন, উহাঁর নাম অকম্পন। আর ঐ যিনি মৃগরাজচিহ্নিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রধনু-তুল্য বৃহৎ শরাসন পুনঃ পুনঃ আস্ফালন করিতেছেন, যিনি বিকট দন্তরাজি বিবৃত করিয়া মত্তহস্তীর ন্যায় শোভা পাই-তেছেন, উনিই বরগর্ব্বিত রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিৎ। আর ঐ যিনি বিন্ধ্য, অস্ত বা মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, যিনি অতিরথ ও মহাবীর, যিনি প্রকাণ্ড ধনু মুহুর্মুহু আস্ফালন

করিতেছেন, উনি মহাকায় অতিকায়। আর ঐ যে রাক্ষস-বীরের চক্ষু নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তাম্রবর্ণ, যিনি ঘণ্টানিনাদি প্রকাণ্ড হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কঠোর গর্জ্জন করিতেছেন, উহার নাম মহোদর। আর ঐ যিনি স্বর্ণখচিত আভরণাচ্ছাদিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সান্ধ্য মেঘ বা গৈরিকবহুল পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি দীপ্তিমান প্রাস উদ্যত করিয়া সগর্ব্বে আগমন করিতেছেন, উনি বজ্রবেগ পিশাচ। আর ঐ যিনি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট প্রচণ্ড ও সুতীক্ষ্ণ শূল গ্রহণ করিয়া চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি মহাকায় বৃষে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন, উনি যশস্বী ত্রিশিরা। ঐ যে বীর মেঘের ন্যায় কৃষ্ণকায়, যাহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিশাল এবং সর্প যাঁহার কেতু, উনিই কুম্ভ। দেখুন, উনি হর্ষভরে প্রকাণ্ড ধনু কিরূপ আস্ফালন করিতেছেন! আর ঐ যিনি স্বর্ণ ও হীরকখচিত প্রদীপ্ত পরিঘ গ্রহণ করিয়া বানরসৈন্যের অভিমুখে বেগে আগমন করিতেছেন, উনিই অদ্ভুতকর্ম্মা বীর নিকুম্ভ। আর এদিকে দেখুন, ঐ যে বীর চাপ, অসি ও শরসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত পতাকাবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া পাতালতলস্থ নাগের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উনি বৃক্ষ ও পর্ব্বতযোধী নরান্তক। আর ঐ যিনি ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, হস্তী, অশ্ব ও সর্পের ন্যায় মুখবিশিষ্ট ও বিবৃত্তচক্ষু বহুসংখ্যক ঘোরদর্শন ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া স্বয়ং ভগবান রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি দেবগণেরও দর্পহন্তা, যাঁহার মস্তকোপরি সূক্ষ্মশলাকাবিশিষ্ট, চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, উৎ-

কৃষ্ট শ্বেত ছত্র শোভা পাইতেছে, উনিই স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ। দেখুন, উহাঁর মস্তকে রত্নকিরীট শোভা পাইতেছে এবং কর্ণে কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। উহাঁর দেহ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় বা বিন্ধ্যের ন্যায় ভীষণ। উনি ইন্দ্র এবং যমেরও দর্পনাশ করিয়াছেন। উনি সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য।”

তখন রামচন্দ্র রাবণকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়া উঠিলেন, “অহো! রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী! আদিত্যমণ্ডলের ন্যায় প্রভাজালে উহার দেহ একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। বলিতে কি, আমি উহার তেজঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন রূপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। রাক্ষসরাজের যেরূপ শরীর দেখিতেছি, দেব বা দানবদিগেরও শরীর এরূপ নহে। উহার অনুচর বীরগণও মহাকায়, পর্ব্বতযোধী ও দীপ্তাস্ত্রধারী। রাবণ ঐ সমস্ত যোদ্ধৃগণে পরিবৃত হইয়া, দীর্ঘাকার ভীমদর্শন ভূতগণে বেষ্টিত স্বয়ং কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যাহা হউক অদ্য সৌভাগ্যক্রমেই এই দুরাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। অদ্য আমি উহার উপরি সীতাহরণজনিত ক্রোধের নিবৃত্তি করিব।” এই বলিয়া মহাবীর রামচন্দ্র প্রকাণ্ড শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে শর উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও যুদ্ধার্থ উদ্যত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে রহিলেন।

অনন্তর নয়জ্ঞ রাক্ষসাধিপতি অনুগামী মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন, “দেখ, তোমরা এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া লঙ্কার চারিটি পুরদ্বার, রাজপথ ও গৃহে নির্ভয়ে

অবস্থিতি করিতে থাক। তোমরা আমার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ, ইহা জানিতে পারিলে বানরেরা ছিদ্র পাইয়া সহসা শূন্য পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক নানা উপদ্রব করিবে।”

রাবণ এই বলিয়া সচিবগণকে বিসর্জ্জন করিলে তাঁহারা স্ব স্ব নিয়োগ পালন করিতে গমন করিলেন। অনন্তর মহামৎস্য যেরূপ পূর্ণ মহাসাগরের প্রবাহ ভেদ করে, রাক্ষসরাজ রাবণ বেগে বানরসাগরমধ্যে তদ্রূপ প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাবণকে প্রদীপ্ত চাপহস্তে সহসা বেগে আগমন করিতে দেখিয়া বৃক্ষবহুল এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রাবণ ঐ শৃঙ্গ বেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শরের দ্বারা পথিমধ্যেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ সর্পাকার কৃতান্ততুল্য এক শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বিস্ফুলিঙ্গময়, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং পবন ও বজ্রের ন্যায় বেগবিশিষ্ট। তিনি সুগ্রীবকে বধার্থ ঐ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে গুহনিক্ষিপ্ত শক্তি যেরূপ ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে ভেদ করিয়াছিল, তদ্রূপ ইন্দ্রের অশনিতুল্য তেজোময় ঐ বাণ রাবণ কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র সুগ্রীবের গাত্র ভেদ করিল। বীর কপিরাজ আর্ত্তরবে ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্ম্মুখ ও নল ক্রোধভরে বিবৃদ্ধকায় হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রাবণের অভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। কিন্তু রাক্ষসরাজ নিশিত বাণদ্বারা তাহাদের প্রহার ব্যর্থ করিয়া দিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন ও মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরবীরেরা কেহ পতিত, কেহ মৃত, কেহ বা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া অভয়দাতা রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিল।

বানরগণের এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া দয়াশীল মহাবীর রামচন্দ্র বৃহৎ ধনুর্হস্তে যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "প্রভো! এই দুরাত্মার বধার্থ একমাত্র আমিই পর্য্যাপ্ত। অতএব আমাকে আজ্ঞা দিউন, আমি উহাকে সংহার করি।"

তখন মহাতেজা সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র কহিলেন, "বৎস! তবে যাও। কিন্তু দেখিও, অতি সাবধানে যুদ্ধ করিও। রাবণ মহাবীর্য্য এবং যুদ্ধস্থলে উহার পরাক্রমও অতিশয় অদ্ভুত। অধিক কি দুরাত্মা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোকেরও দুঃসহ হইয়া উঠে। তুমি তাহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিবে এবং নিজের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা সাবধানে চক্ষু ও ধনুক দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিবে।"

মহাবীর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত

হইলেন। অদূরে মহাকায় রাক্ষসরাজ করিশুণ্ডাকার হস্তে ভীষণ চাপ উদ্যত করিয়া অবিরল শরবর্ষণে দশদিক্ আচ্ছন্ন ও বানরগণকে ছিন্নভিন্ন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে মহাতেজা পবনকুমার হনূমান শরজাল অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অভিমুখে বেগে ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার রথের নিকটস্থ হইয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করত কহিলেন, "দুরাত্মন্! তুই ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রক্ষের অবধ্য হইয়াছিস্। কিন্তু বানর হইতেই তোর ভয়। এই আমি বৃক্ষের শাখার ন্যায় অঙ্গুলি-বিশিষ্ট দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছি। ইহা তোর বহু দিনের প্রাণটি কাড়িয়া লইবে।"

ভীমবিক্রম রাক্ষসরাজ, হনূমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্খলিতবাক্যে কহিলেন, "বানর! তুই যথাশক্তি আমাকে নির্ভয়ে প্রহার কর্। রাবণের অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিলেও তোর অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইবে। আমি অগ্রে তোর বল পরীক্ষা করিয়া পরে তোকে বধ করিব।"

হনূমান কহিলেন, "রাবণ! মনে করিয়া দেখ, আমি ইতিপূর্ব্বে তোর পুত্র অক্ষকে বধ করিয়াছি।"

পবনকুমারের এই বাক্য আর রাক্ষসরাজের সহ্য হইল না। তিনি ভীষণ ক্রোধভরে হনূমানকে এক চপেটাঘাত করিলেন। মহাবীর পবনকুমার সেই বিষম আঘাতে প্রায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ধৈর্য্যবলে মুহূর্ত্তকালমধ্যেই

সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধভরে রাবণকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাক্ষসরাজ সেই প্রহারে ভূমিকম্পকালীন পর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে রণস্থলে বানরগণ এবং অন্তরীক্ষে ঋষি, সিদ্ধ ও সুরাসুরগণ হনূমানের সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাতেজা রাবণ কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বানর! সাধু! সাধু! তুই বীর্য্যে আমার শ্লাঘনীয় শত্রু।"

হনূমান কহিলেন, "রাক্ষস! আমার বীর্য্যকে ধিক্! যে তুই আমার প্রহার সহ্য করিয়াও এখনও জীবিত আছিস্। যাহা হউক নির্ব্বোধ! আর বৃথা আস্ফালন করিস্ না। আর একবার আমাকে প্রহার করিয়া ল; অনন্তর মদীয় মুষ্টি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।"

হনূমানের এই গর্ব্বিতবাক্যে রাক্ষসরাজের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্তলোচনে দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া উহা বেগে হনূমানের বিশাল বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। পবনকুমার সেই বিষম আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন।

অনন্তর অতিরথ দশগ্রীব রাক্ষসরাজ হনূমানকে পরিত্যাগ করিয়া সেনাপতি নীলের অভিমুখে গমন করিলেন এবং মর্ম্মবিদারণ সর্পের ন্যায় ভীষণ শরজালে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নীল শরজালে বিদ্ধ হইয়া একমাত্র হস্তদ্বারাই রাক্ষসরাজের প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন।

এদিকে তেজস্বী হনূমান আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ ইতস্তত

দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, "রাক্ষস! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, অতএব এক্ষণে তোমাকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে।"

এদিকে মহাতেজা রাক্ষসরাজ নীলনিক্ষিপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের প্রতি সাতটি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত শৃঙ্গ ক্ষণকালমধ্যেই খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সেনাপতি নীল সেই নিক্ষিপ্ত পর্ব্বত ব্যর্থ হইল দেখিয়া ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং রাবণের প্রতি অশ্বকর্ণ, শাল, পুষ্পিত চূত ও অন্যান্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রবিৎ রাক্ষসরাজও সেই সমস্ত বৃক্ষ ছিন্নভিন্ন করিয়া নীলের প্রতি ঘোর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বানরবীর আপনাকে মেঘজালের ন্যায় শরজালে আচ্ছন্ন দেখিয়া সহসা স্বীয় আকার খর্ব্ব করিলেন এবং লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাবণের ধ্বজাগ্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ নীলের এই কার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নীল কখন তাঁহার ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগ, কখন কিরীটের অগ্রভাগ, কখন বা ধনুকের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও হনূমান সেনাপতি নীলের এই দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। রাক্ষসরাজও বানরবীরের ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে যার পর নাই স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহারার্থ এক প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ

করিলেন। তৎকালে বানরেরা নীলের পরাক্রমে রাবণকে ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া হর্ষভরে কোলাহল ও কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাতে রাবণ আরও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্যস্ততাবশত কি করিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আগ্নেয়াস্ত্র হস্তে করিয়া ধ্বজ-শীর্ষস্থিত নীলকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, "বানর! তুই মায়াবলে যার পর নাই ক্ষিপ্রকারী হইয়াছিস্; যাহা হউক যদি পারিস্ ত এক্ষণে আপনার প্রাণ রক্ষা কর্। তুই ক্ষণে ক্ষণে নানা প্রকার রূপ ধারণ করিতেছিস্ এবং প্রাণরক্ষার্থ যার পর নাই যত্নবান হইয়াছিস্। কিন্তু আর তোর পরিত্রাণ নাই। মন্নিক্ষিপ্ত এই ভয়ঙ্কর শর নিশ্চয়ই তোর প্রাণহরণ করিবে।"

এই বলিয়া রাবণ সেনাপতি নীলকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নীল সহসা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি পিতা অগ্নিদেবের মাহাত্ম্য এবং স্বতেজে প্রাণে বিনষ্ট হইলেন না; জানুর উপরি ভর দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাক্ষসরাজ তৎকালে নীলকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় মেঘগম্ভীর নির্ঘোষ রথ লক্ষ্মণের দিকে চালনা করিলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বানরগণকে নিবারণ ও স্বতেজে অবস্থান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

তখন তেজস্বী লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! তুমি অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ কর। বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করা তোমার ন্যায় বীরের

কর্ত্তব্য নহে।” এই বলিয়া বীর লক্ষ্মণ ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাবণ মহাবীর লক্ষ্মণের এই বাক্য ও ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, “লক্ষ্মণ! তুই কালবশে বুদ্ধি হারাইয়া আজ সৌভাগ্যবশতই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্। আজ আর তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। তুই এখনই আমার শরে যমালয়ে গমন করিবি।”

মহাকায় রাবণ এই বলিয়া ভয়ঙ্কর দশনশ্রেণী বিবৃত করত ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তেজস্বী লক্ষ্মণ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “রাবণ! যাঁহারা যথার্থ বীর, তাঁহারা কদাচ আস্ফালন করেন না। পাপিষ্ঠ! তুই কেন বৃথা গর্ব্ব করিতেছিস্। তোর বলবিক্রম বা প্রতাপ আমার নিকট অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি এই ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলাম; যদি সাহস থাকে, আয়; বৃথা আস্ফালন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর্।”

রাক্ষসরাজ রাবণ লক্ষ্মণের এই বাক্যে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি সাতটি সুশাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শস্ত্রবিৎ সৌমিত্রি স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরজালে উহাদিগকে পথিমধ্যেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। স্বনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ উরগের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইতে দেখিয়া রাক্ষসবীরের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি পুনরায় লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগি-

লেন। কিন্তু লক্ষ্মণ ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ণ ও ভল্লাস্ত্রের দ্বারা তৎসমুদায় ব্যর্থ করিয়া স্বস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাক্ষসরাজ বীর লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রহস্ততায় নিজের উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহও ব্যর্থ হইতে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং পুনরায় তাঁহার উপরি শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রপরাক্রম লক্ষ্মণও রাক্ষসরাজকে বধ করিবার জন্য বজ্রের ন্যায় ভীমবেগে অগ্নিতুল্য বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং পিতামহপ্রদত্ত কালাগ্নিতুল্য এক ভয়ঙ্কর শরে লক্ষ্মণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সৌমিত্রি যার পর নাই ব্যথিত হইয়া বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল। পরে পুনর্ব্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক তিনি ইন্দ্রশত্রু রাবণের শরাসন ছিন্ন করিয়া তিনটি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসরাজও সেই বিষম প্রহারে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অতিকষ্টে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার সর্ব্বশরীর শোণিতে সিক্ত ও মেদে আর্দ্র হইয়াছিল। উগ্রশক্তি রাবণ ছিন্নচাপ ও শরতাড়িত হইয়া ক্রোধভরে ব্রহ্মদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি দেখিতে সধূম অগ্নির ন্যায় এবং উহা বানরগণের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর। রাক্ষসরাজ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া উহা সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ঐ শক্তিকে আসিতে দেখিয়া হুতাগ্নি সদৃশ শরদ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তথাপি উহা মহাবেগে আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। তিনি

শক্তিমান; কিন্তু ঐ শক্তির তেজে দগ্ধপ্রায় হইয়া মুর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে বিহ্বলাবস্থায় গ্রহণ করিবার জন্য শশব্যস্তে গিয়া ভুজদ্বয়ে ধারণ করিলেন। কিন্তু হায়! যে বাহু হিমালয়, মন্দর ও সুমেরু পর্ব্বত এবং দেবগণের সহিত ত্রিলোককেও অবহেলে উৎপাটন করিয়াছিল, লক্ষ্মণকে উত্তোলন করিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অশক্ত হইল! তৎকালে সৌমিত্রি আপনাকে জগদাদি বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া স্মরণ করিলেন। ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসরাজ মোহবশত তাঁহাকে ভুজদ্বয়ে ধারণ করিয়া উত্তোলনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা দূরে থাকুক, বিন্দুমাত্রও সঞ্চালন করিতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে মহাবীর পবনকুমার রাক্ষসরাজের চেষ্টা দর্শনে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে আগমন করত তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাবণ ঐ বিষম আঘাতে বিচেতন হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার মুখ, নেত্র ও কর্ণসমূহ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলেও তিনি কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিহ্বল। তিনি যে তখন কোথায় আছেন; কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে দেব, অসুর, ঋষি ও বানরেরা রাবণের দুরবস্থা দেখিয়া আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল।

অনন্তর তেজস্বী হনূমান রাবণের বাণবিদ্ধ লক্ষ্মণকে

দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। লক্ষ্মণ শক্রর অকম্প্য হইলেও সখিত্ব ও ভক্তিনিবন্ধন হনূমানের পক্ষে অত্যন্ত লঘুভার হইলেন। তৎকালে রাবণের শক্তি মহাবীর সৌমিত্রিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় স্বস্থানে উপস্থিত হইল। রাবণ সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। এদিকে লক্ষ্মণও আপনাকে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত ও নীরোগ হইলেন।

ইত্যবসরে রামচন্দ্র, রাবণের হস্তে বহুসংখ্যক বানর নিহত ও প্রধান প্রধান বীরগণকে পরাস্ত দেখিয়া, বেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে মহাত্মা হনূমান তাঁহার সমীপে গিয়া কহিলেন, "দেব! বিষ্ণু যেমন বিহগরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেববৈরী অসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাবণকে বধ করুন্।"

অনন্তর জগদেকবীর রামচন্দ্র মহাকায় হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রথস্থ রাবণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন ক্রোধাবিষ্ট বিষ্ণু ভীষণ আয়ুধ উদ্যত করিয়া দানবরাজ বলির অভিমুখে চলিয়াছেন। রামচন্দ্র ধনুকে বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীষণ টঙ্কার প্রদান করিয়া গম্ভীরবাক্যে রাবণকে কহিলেন, "দুর্ব্বৃত্ত! থাম্, থাম্; তুই আমার এইরূপ অপমান করিয়া আর কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবি? যদি তুই আজ ইন্দ্র, যম, অগ্নি, সূর্য্য, ব্রহ্মা বা রুদ্রের শরণাপন্ন হইস্; যদি তুই অনন্ত দিগন্তেও গমন করিস্ তথাপি আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই। আজ

তুই রণস্থলে লক্ষ্মণকে শক্তিপ্রহার করিয়াছিস্, তাহাতে তিনি যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়াছেন; আমি সেই দুঃখ-শান্তির জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য তোকে রণস্থলে পুত্রপৌত্রের সহিত সংহার করিব। চাহিয়া দেখ্, আমিই নিশিত শরজালে জনস্থাননিবাসী অদ্ভুত দর্শন চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।”

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণে রাক্ষসরাজ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হনুমানের প্রতি পূর্ব্ব বৈর স্মরণ হওয়াতে জাতক্রোধ হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নিজ্বালার ন্যায় করাল শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। হনূমান স্বভাবত তেজস্বী; শরতাড়িত হওয়াতে তাঁহার তেজ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। মহাতেজা রামচন্দ্রও হনূমানকে শরবিদ্ধ দেখিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাণিত শরজালে অশ্ব, চক্র, ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, সারথি, বজ্র, শূল ও খড়্গের সহিত রাবণের রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র যেরূপ সুমেরুর প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে এক বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু যে রাবণ পূর্ব্বে ইন্দ্রের বজ্রও অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি রামচন্দ্রের শরাঘাতে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইলেন; তাঁহার হস্ত হইতে শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। মহাবীর রামচন্দ্র অবিলম্বে এক প্রদীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া তদ্দ্বারা রাবণের সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল কিরীট খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিরীট ছিন্ন হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণ নির্ব্বিষ সর্প ও প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায় যার

পর নাই হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে মহাত্মা রামচন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষস! তুমি অদ্য ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছ; তোমার হস্তে আমাদিগের অনেক বীর নষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া থাকিবে বিবেচনা করিয়া আমি অদ্য আর তোমাকে বধ করিলাম না। অতএব তুমি এক্ষণে রণস্থল হইতে অনুযায়ী বীরগণের সহিত প্রস্থান পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া শ্রান্তি দূর কর; পরে পুনরায় রথারোহণে আসিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ করিও।"

রাক্ষসরাজ বিষণ্ণ ও হতদর্প এবং লজ্জায় অধোবদন হইয়া হতাবশিষ্ট ছিন্নভিন্ন সৈন্যগণের সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সহিত বানরগণকে সুস্থ করিয়া দিলেন। তৎকালে সুরাসুর, ভূত, উরগ, ভূচর ও খেচর প্রভৃতি প্রাণিগণ এবং মহাসাগর ও দিক্‌সকল রাবণের পরাজয় দর্শনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিল।

ষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

মাতঙ্গ যেরূপ সিংহের নিকট এবং সর্প যেরূপ গরুড়ের নিকট পরাস্ত হয়, রাক্ষসরাজ সেইরূপ রামচন্দ্রের নিকট পরাস্ত ও ভগ্নদর্প হইয়া বিষণ্নবদনে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। প্রলয়কালীন ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণ এবং বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্টিপ্রতিঘাতক জ্যোতির্বিশিষ্ট রঘুবীরের শরজালের কথা যতই তাঁহার স্মরণপথে পতিত হইতে লাগিল, তিনি ততই ব্যথিত হইলেন। অনন্তর তিনি কাঞ্চনময় দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষসগণ! আমি পূর্ব্বে যে সমস্ত উৎকট তপস্যা করিয়াছি, তাহা সমস্তই বৃথা হইয়াছে, যেহেতু আমি পরাক্রমে ইন্দ্রের তুল্য হইয়াও অদ্য একজন মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইয়াছি। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার এক্ষণে মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'রাবণ! মনুষ্য হইতেই তোমার ভয় জানিও।' আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ হইতে অভয়ত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু অগ্রাহ্য করিয়া মনুষ্যকে লক্ষ্যই করি নাই। এক্ষণে বোধ হইতেছে দশরথাত্মজ রামচন্দ্রই সেই মনুষ্য। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব অনরণ্যও আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, 'রাক্ষসাধম!

আমার বংশে একজন বীর পুরুষ উৎপন্ন হইবেন, যিনি তোকে পুত্র, অমাত্য, সৈন্য, অশ্ব ও সারথির সহিত বধ করিবেন।” পূর্ব্বে আমি যখন বেদবতীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়াছিলাম, তখন তিনিও কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে বেদবতীই জনক-নন্দিনীরূপে অবমাননার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছেন। আরও উমাদেবী, নন্দীশ্বর, বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলা এবং রম্ভাও আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বলিতে কি, ঋষিবাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। যাহা হউক রাক্ষসবীরগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এই উপস্থিত বিপদ দূর করিতে যত্নবান হও। সৈন্যগণ রাজপথ, পুরদ্বার ও প্রাকারে সাবধানে অবস্থিতি করুক। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন; তাঁহাকেও জাগরিত করিতে হইবে। ঐ বীরের গাম্ভীর্য্যের তুলনা নাই; তিনি দেব এবং দানবগণেরও দর্প-হারী। কেবল ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হইয়াই তিনি দীর্ঘকাল নিদ্রিত আছেন। রাক্ষসগণ! তোমরা সত্বর গিয়া তাঁহাকে জাগরিত কর। ঐ বীর সমস্ত রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ; তিনি অচিরেই রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত বানরদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের বলবিক্রম অসীম; কিন্তু তিনি সুখাসক্ত হইয়া অধিকাংশ সময়ই নিদ্রিত থাকেন। যাহা হউক আমি যে ঘোর সংগ্রামে রামচন্দ্রের হস্তে পরাস্ত ও অবমানিত হইয়াছি, তাঁহাকে জাগরিত করিলে আমার সে দুঃখ নিশ্চয়ই দূর হইবে। আরও যদি ঈদৃশ সময়ে

তিনি আমার সাহায্য না করেন, তবে মহাবল হইলেও তাঁহাকে লইয়া কি ফল ?”

রক্তমাংসাশী রাক্ষসেরা রাবণের এই আদেশ পাইবামাত্র নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য এবং গন্ধমাল্য লইয়া শশব্যস্তে কুম্ভকর্ণের গৃহে প্রবেশ করিল। ঐ গুহা অতিশয় রমণীয় এবং উহা চতুর্দ্দিকে একযোজন বিস্তৃত। উহার দ্বার অতিশয় বৃহৎ, অভ্যন্তর পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ এবং কুট্টিমতল কাঞ্চনময়। মহাবল রাক্ষসেরা প্রথম ঐ গুহামধ্যে প্রবেশকালে কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসবায়ুবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল; অনন্তর অতিকষ্টে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা দেখিল ভীমদর্শন কুম্ভকর্ণ বিকৃতভাবে প্রসারিত পর্ব্বতের ন্যায় শয়ান ও ঘোরনিদ্রায় অভিভূত আছেন।

অনন্তর রাক্ষসেরা সকলে মিলিয়া কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে লাগিল। তাঁহার শরীরলোম ঊর্দ্ধে উত্থিত; তিনি সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। তৎকালে ঐ নিশ্বাসবায়ুতে সকলে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের নাসাপুট ভয়ঙ্কর, আস্যকুহর পাতালের ন্যায় বিস্তৃত। তিনি অবশদেহে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে মেদ ও রুধিরের তীব্রগন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি স্বর্ণাঙ্গদ ও উজ্জ্বল কিরীট ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়রূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছেন।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ নিদ্রিত মহাবীরের নিকট তৃপ্তিকর জীবজন্তু সকল পর্ব্বতপ্রমাণ সঞ্চয় করিতে লাগিল। মৃগ, মহিষ ও বরাহ সকল স্তূপাকারে রক্ষিত হইল। রাশীকৃত

অন্ন, শত শত শোণিতকুম্ভ এবং প্রচুর মাংসও আহৃত হইল। পরে রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের অঙ্গে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে মাল্যাদির সুগন্ধ আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ধূপ প্রজ্বালিত হইল। কোন কোন রাক্ষস কুম্ভকর্ণের স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, কেহ মেঘগম্ভীরস্বরে গর্জ্জন এবং কেহ বা চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র শঙ্খনিনাদিত করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন ও তাঁহার অঙ্গ চালনা করিতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডলে উড্ডীন বিহঙ্গগণ, শঙ্খ, ভেরী ও পণবনিনাদ এবং রাক্ষসদিগের বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদের তুমুল শব্দে ব্যথিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের গভীর নিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। অনন্তর রাক্ষসেরা অন্য উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা গিরিশৃঙ্গ, ভুশুণ্ডী, মুসল ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সবেগে কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ মুষ্টিপ্রহারেও প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু নিদ্রিত বীরের নিশ্বাসবেগে কেহই অধিককাল তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না।

অনন্তর দশ সহস্র রাক্ষস দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিয়া অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় কৃষ্ণকায় কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন পূর্ব্বক মৃদঙ্গ, পণব, শঙ্খ, ভেরী ও কুম্ভের শব্দ এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুতর যত্ন ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বহুসংখ্যক অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীকে কুম্ভকর্ণের গাত্রোপরি বিচরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশাঘাত করিতে

লাগিল। কেহ কেহ সবলে শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ বাদন, কেহ বা মুদ্গার, মুসল ও মহাকাষ্ঠ লইয়া প্রাণপণে প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে ঐ তুমুল শব্দে বন ও পর্ব্বতের সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরী পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না।

অনন্তর রাক্ষসেরা কাঞ্চননির্ম্মিত বাদনদণ্ড লইয়া এককালে সহস্র সহস্র ভেরী প্রাণপণে বাজাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও যখন শাপাভিভূত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তখন আর তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহারা কেহ বল প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ ভেরী বাজাইতে লাগিল, কেহ বা গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন রাক্ষস ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণের কেশচ্ছেদন, কেহ কর্ণদংশন, কেহ বা জলক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক শরীরের স্পন্দন পর্য্যন্তও দৃষ্ট হইল না। পরে অনেক রাক্ষস তাঁহার মস্তক, বক্ষ ও গাত্রে কূটমুদ্গার প্রহার এবং রজ্জুবদ্ধ শতঘ্নী আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না।

অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের গাত্রোপরি এককালে সহস্র সহস্র হস্তী বেগে প্রচালিত করিল। এইবার রাক্ষসবীর হস্তিগণের সঞ্চারে স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া নেত্র উন্মীলন করিলেন এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জৃম্ভাত্যাগ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। নিদ্রাকালীন বিষম প্রহারের কথা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল নাগদেহ-তুল্য পর্ব্বতশৃঙ্গাকার বজ্রসার বাহুদ্বয় প্রসারণ এবং বড়বামুখ-

সদৃশ ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান পূর্ব্বক বিকৃতভাবে জৃম্ভাত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার আস্যকুহর পাতালের ন্যায় গভীর এবং মুখমণ্ডল সুমেরুশৃঙ্গে উদিত দিবাকরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল; নিশ্বাস পর্ব্বতগহ্বরনিঃসৃত বায়ুর ন্যায় বেগে বহিতে লাগিল; রূপ যুগান্তকালে বিশ্ব-দাহোদ্যত কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল। কুম্ভকর্ণের দুই চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য; তাহা হইতে বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি নির্গত হইতেছে। তৎকালে ঐ দুই নেত্র প্রজ্জ্বলিত মহা-গ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্মুখস্থ বহুবিধ ভক্ষ্য দেখাইয়া দিল। তিনি বরাহ ও মহিষ আহার করিতে লাগিলেন এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শোণিত, বহু কলস বসা ও মদ্য পান করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত জানিয়া নিকটস্থ হইতে লাগিল এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক উহাঁকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। তৎকালে রাক্ষসবীরের নেত্রদ্বয় নিদ্রাবেশে ঈষৎ উন্মীলিত ও কলুষিত। তিনি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে দেখিলেন এবং অসময়ে জাগরণে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া শান্তবাক্যে কহিলেন, "রাক্ষসগণ! তোমরা কিজন্য অদ্য আমাকে এই-রূপ আদরপূর্ব্বক প্রবোধিত করিলে? রাক্ষসরাজ ত কুশলে আছেন? না তাঁহার কোন ভয় উপস্থিত হইয়াছে? অথবা নিশ্চয়ই রাক্ষসরাজের কোন শত্রুভয় উপস্থিত, নতুবা তোমরা এরূপ ব্যগ্রভাবে আসিয়া আমাকে জাগরিত করিবে

কেন? যাহা হউক অতঃপর আর আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমি অদ্য রাক্ষসরাজের শত্রুভয় দূর করিব। তজ্জন্য আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিব, অগ্নিকেও শীতল করিয়া ফেলিব। কিন্তু রাক্ষসগণ! আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম; রাক্ষসরাজ কখনই আমাকে সামান্য কারণে জাগরিত করেন নাই। অতএব যথার্থ করিয়া বল কি হইয়াছে।"

কুম্ভকর্ণ এইরূপ কহিলে সচিব যূপাক্ষ তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিল। "বীর! দেবগণ হইতে আমাদের কখনই ভয় নাই; কিন্তু ঘোর মনুষ্যভয় এক্ষণে আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। দৈত্য বা দানবভয় এই মনুষ্য-ভয়ের নিকট কিছুই নহে। এক্ষণে পর্ব্বতাকার বানরেরা আসিয়া লঙ্কার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়াছে। রামচন্দ্রও সীতাহরণে যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া অসহ্য প্রতাপে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা একমাত্র তাঁহারই পরাক্রমে যার পর নাই ভীত হইয়াছি। বীর! ইতিপূর্ব্বে একটীমাত্র বানর আসিয়া সমগ্রা লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া যায়। কুমার অক্ষও সসৈন্যে ঐ বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। অনন্তর যুদ্ধে কত রাক্ষসবীর যে প্রত্যহ প্রাণ হারাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। আদিত্যের ন্যায় প্রচণ্ডতেজা মহাবীর রামচন্দ্র দেবকুলদর্পহারী স্বয়ং রাবণকেও যুদ্ধে পরাজয়করণান্তর অবহেলা করিয়া পরিত্রাণ দিয়াছেন। দেব, দৈত্য ও দানব হইতেও যাহা কখন [illegible] নাই, অবশেষে মনুষ্য রামের হস্তে রাক্ষসরাজের তাহাই হইয়াছে। রাম তাঁহাকে প্রাণসঙ্কটে ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

কুম্ভকর্ণ, যুদ্ধে ভ্রাতার পরাভবের সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ঘূর্ণিতনেত্রে সচিব যূপাক্ষকে কহিলেন, "যূপাক্ষ! আমি অদ্য অগ্রে বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া পরে রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য আমি বানরগণের মাংস ও শোণিতে রাক্ষসদিগের তৃপ্তিসাধন করিব এবং স্বয়ংও রাম ও লক্ষ্মণের রুধির পান করিব।"

কুম্ভকর্ণের এই গর্ব্বিত ও সরোষ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহোদর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "বীর! আপনি অগ্রে রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণান্তর গুণদোষ বিচার করিয়া পরে যুদ্ধে শত্রুজয় করিবেন।"

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে কতকগুলি রাক্ষস রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। তৎকালে রাক্ষসরাজ উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন; রাক্ষসেরা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "লঙ্কেশ্বর! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কি তথা হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন, না প্রথমে এই স্থানে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?"

রাক্ষসরাজ এই সংবাদ শ্রবণে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "রাক্ষসগণ! আমি ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের সহিত এই স্থানেই সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি। অতএব তোমরা তাঁহাকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন কর।"

রাবণের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিল, "বীর! আপনার ভ্রাতা রাক্ষসরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব চলুন; তাঁহাকে গিয়া আনন্দিত করুন্।"

কুম্ভকর্ণও ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং হর্ষভরে মুখপ্রক্ষালন ও স্নান পূর্ব্বক মদ্যপানে অভিলাষী হইয়া ভৃত্যগণকে বলবৃদ্ধিকর মদ্য আনিতে আদেশ করিলেন। রাক্ষসেরা শীঘ্র মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। কুম্ভকর্ণ অল্প-কালমধ্যেই দুই সহস্র কলস মদ্য পান করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। তৎকালে পানপ্রভাবে তিনি ঈষৎ উষ্ণ ও মত্ত; তাঁহার তেজ ও বল বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতা রাবণের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল। সূর্য্য যেরূপ রশ্মিজালে পৃথিবী উদ্ভাসিত করেন, তদ্রূপ তিনি দেহজ্যোতিতে রাজমার্গ উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন। তাঁহার উভয়পার্শ্বে রাক্ষসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন সুররাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আবাসে গমন করিতেছেন। ঐ সময়ে লঙ্কার বহিস্থ বানরেরা সহসা রাজ-পথে এই গিরিশৃঙ্গাকার ভীমদর্শন বীরকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ দ্রুতপদে গিয়া জগতের শরণ্য রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল, কেহ দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিল, কেহ বা ভয়ে অবশ হইয়া ভূতলে শয়ন

করিল। কুম্ভকর্ণ পর্ব্বতশিখরের ন্যায় উচ্চ; তাহার মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট শোভা পাইতেছে। তিনি স্বতেজে যেন সূর্য্যমণ্ডলকেও স্পর্শ করিতেছেন। বানরেরা ঐ প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতদর্শন বীরকে দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইল।

একষষ্টিতম সর্গ।

বিভীষণ ও রামচন্দ্রের কথোপকথন।

তেজস্বী রামচন্দ্র ধনুর্হস্তে মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে লাগিলেন ঐ পর্ব্বতাকার রাক্ষসবীর যেন ত্রিপাদক্ষেপে প্রবৃত্ত নারায়ণের ন্যায় আকাশমার্গে চলিয়াছেন। তিনি সজল মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ। তাঁহার বাহুদ্বয়ে উজ্জ্বল স্বর্ণাঙ্গদ শোভা পাইতেছে। বানরসৈন্য তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র এই অদ্ভুত ঘোরদর্শন মূর্ত্তি দর্শনে যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে কহিলেন, "সখে! এই পিঙ্গলনেত্র মহাবীর কে? ইনি উজ্জ্বল স্বর্ণকিরীট ধারণ করিয়া লঙ্কামধ্যে সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ইনি বিশাল পৃথিবীর একমাত্র কেতুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। ইনি কি কোন রাক্ষস না অসুর? বলিতে কি, আমি এরূপ প্রাণী পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।"

ধীমান বিভীষণ এইরূপে পৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "বীর! ইনি বিশ্বশ্রবার পুত্র মহাপ্রতাপ কুম্ভকর্ণ। দেহপ্রমাণে অন্য কোন রাক্ষস ইহাঁর তুল্য নাই। ইনি যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকেও পরাজয় করিয়াছেন। বহুসংখ্যক দেব, দানব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব এবং বিদ্যাধরও ইহাঁর হস্তে পরাজিত হইয়াছে। দেবগণ এই শূলপাণি বিরূপাক্ষ মহাবল বীরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তজ্ঞানে মোহিত হইয়া বধ করিতে পারে নাই। কুম্ভকর্ণ স্বভাবতই তেজস্বী; অন্যান্য রাক্ষসের ন্যায় ইহাঁর বল বরলব্ধ নহে। ইনি জাতমাত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বহুসংখ্যক প্রজা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন্। তদ্দর্শনে প্রজাগণ প্রাণভয়ে সুররাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল এবং কুম্ভকর্ণের উপদ্রবের কথা নিবেদন করিল। দেবরাজ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে বজ্রাঘাত করেন। ইনি প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর রবে আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক ইন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। সেই দারুণ প্রহারে দেবরাজ যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে প্লাবিত হইয়া গেল। দেব, দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ এই ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র তাঁহাদের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কুম্ভকর্ণকৃত প্রজাভক্ষণ, আশ্রমধ্বংসন, পরস্ত্রী হরণ প্রভৃতি সমস্তই জ্ঞাপন করিলেন এবং কহিলেন, 'দেব! যদি এই মহারাক্ষস প্রত্যহ প্রজাভক্ষণ

করিতে থাকে, তাহা হইলে অচিরেই ত্রিলোক লোকশূন্য হইবে।'

পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে কুম্ভকর্ণের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে আহ্বান করিলেন এবং তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। ঐ রাক্ষসের ভীমমূর্ত্তি দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের অত্যন্ত ত্রাস উপস্থিত হইল। অনন্তর কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তিনি কহিলেন, 'রাক্ষস! পৌলস্ত্য নিশ্চয় লোকবিনাশার্থই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তুমি অদ্য অবধি মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবে।' কুম্ভকর্ণ শাপে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ পিতামহের সম্মুখে পতিত হইল।

তদ্দর্শনে রাবণ যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, 'প্রভো! আপনি কাঞ্চনবৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত করিয়া কিজন্য ফলকালে তাহা ছেদন করিলেন? কুম্ভকর্ণ আপনার পৌত্র; ইহাঁকে অভিশাপ প্রদান করা আপনার উচিত নহে। যাহা হউক আপনার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবে না। কুম্ভকর্ণ অবশ্যই মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবেন। কিন্তু ইহাঁর নিদ্রা ও জাগরণের একটী কাল অবধারণ করিয়া দিউন্।'

রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ম্ভু কহিলেন, 'বৎস! এই কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাকিবে এবং একদিন মাত্র জাগরিত হইবে। ঐ একদিন সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন এবং প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় করাল মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক লোক সকল ভক্ষণ করিবে।'

রামচন্দ্র! এক্ষণে রাবণ তোমার বিক্রমে ভীত ও বিপদস্থ

হইয়া কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়াছেন। ইনি স্বীয় শিবির হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইয়াছেন। বানরেরা উহাঁকে দেখিয়াই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। ফলত কুম্ভকর্ণকে নিবারণ করা উহাদিগের দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এক্ষণে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যদিগের ভয় দূর করা আবশ্যক হইয়াছে। অতএব উহাদের মধ্যে এই কথা প্রচার করা হউক যে, এই অদ্ভুতদর্শন ভয়ঙ্কর বস্তুটি কোন প্রাণী নহে। রাক্ষসেরা ভয়দর্শনার্থ একটী যন্ত্র উত্থিত করিয়াছে। বানরেরা এইরূপ বুঝিলে নিশ্চয়ই নির্ভয় হইবে।"

বিভীষণের এই হেতুগর্ভ বাক্য রামচন্দ্রের অভিমত হওয়াতে তিনি সেনাপতি নীলকে আহ্বান পূর্ব্বক সৈন্যগণেরমধ্যে ঐরূপ প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর কহিলেন, "তুমি বানরগণকে লইয়া ব্যূহরচনা পূর্ব্বক অবস্থান কর এবং বৃক্ষ, পর্ব্বত ও শিলাসংগ্রহ পূর্ব্বক লঙ্কার পুরদ্বার, রাজপথ ও সংক্রম অবরোধ করিয়া থাক।"

রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নীল বানরগণকে কহিলেন, "সৈন্যগণ! রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভয়প্রদর্শনার্থ ঐ একটী যন্ত্র উত্থিত করিয়াছে, অতএব তোমরা কেহ পলায়ন করিও না।"

অনন্তর গবাক্ষ, শরভ, হনূমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইল। বানরসৈন্যগণও সেনাপতি নীলের বাক্যে নির্ভয় হইয়া বৃক্ষহস্তে পুরীর বহিস্থ রাক্ষসগণকে আক্রমণ করিল। উহারা যখন

বৃক্ষ ও শিলা হস্তে লঙ্কার নিকটস্থ হইল, তখন উহাদিগকে পর্ব্বতের সানুপ্রদেশস্থিত জলদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের কথোপকথন।

নিদ্রামদবিহ্বল বিপুলবিক্রম কুম্ভকর্ণ সুশোভিত রাজপথে যাইতেছেন, সহস্র সহস্র রাক্ষস তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। গমনকালে রাক্ষসকামিনীগণ বাতায়ন হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। অদূরেই রাক্ষস-রাজের আবাসগৃহ; উহা হেমজালজড়িত, আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল, বিস্তীর্ণ ও রমণীয়। তিনি ঐ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সূর্য্য যেরূপ মেঘমধ্যে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ গৃহদ্বার অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, রাক্ষসরাজ উদ্বিগ্নচিত্তে পুষ্পকবিমানে উপবিষ্ট আছেন।

কুম্ভকর্ণকে দেখিবামাত্র রাক্ষসরাজ শশব্যস্তে আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে আনয়ন

করিলেন। পরে রাবণ উপবিষ্ট হইলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজন্! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন্।" অনন্তর রাবণ পুনরায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণ অগ্রজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিনন্দিত হইয়া দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। পরে ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কহিলেন, "রাজন্! আপনি কিজন্য অদ্য আমাকে আদরপূর্ব্বক প্রবোধিত করিলেন? বলুন্, কোন্ শত্রু হইতে আপনার ভয় উপস্থিত হইয়াছে? আজ কে প্রেতলোকে গমন করিবে?"

রাবণ কহিলেন, "বীর! তুমি বহুকাল হইল নিদ্রিত আছ, এইজন্য উপস্থিত ভয়ের বিষয় কিছুই জান না। এক্ষণে দশরথাত্মজ মহাবল রামচন্দ্র, কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে। সে সেতুযোগে সুখে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বন ও উপবন সকল বানরের একার্ণব করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরেরা রণস্থলে প্রতিপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শত্রুপক্ষের যে বিশেষ বলক্ষয় হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। ক্ষয়ের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষসেরা উহাদিগকে একবার পরাজয়ও করিতে পারিল না। বীর! এই সকল কারণে আমাদের অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমি এই ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, তুমি অদ্য শত্রুবধ করিয়া আইস। আমি এইজন্যই তোমাকে প্রবোধিত করিয়াছি। এক্ষণে লঙ্কার কোষাগার শূন্য হইয়াছে; ইহার অধিবাসিদিগের মধ্যে কেবল বালক ও বৃদ্ধ অবশিষ্ট আছে;

তুমি এই বিপন্না পুরীকে পরিত্রাণ কর। তুমি ভ্রাতার মঙ্গলের জন্য এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমি পূর্ব্বে কখন তোমাকে এরূপ অনুরোধ করি নাই। বীর! তোমাতেই আমার স্নেহ ও তোমাতেই আমার জয়সিদ্ধির আশা। বীর! তুমিই পূর্ব্বে সুরাসুরযুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা হইয়া অমরগণকে পরাজয় করিয়াছিলে। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! জীবগণের মধ্যে তোমার ন্যায় বলবান আর কেহই নাই। তুমি সমস্ত বল অবলম্বন পূর্ব্বক আমার কার্য্যসাধনার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। রণ-প্রিয়! উত্থিত বায়ু যেরূপ শারদীয় মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ তুমি অদ্য স্বতেজে শত্রুসৈন্যকে ছিন্নভিন্ন কর। এক্ষণে এই কার্য্যই আমার প্রীতিকর, এই কার্য্যই আমার হিতজনক।”

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণ ও রাবণের কথোপকথন।

রাক্ষসরাজের এই কাতরোক্তি শ্রবণে কুম্ভকর্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, “রাজন্! পূর্ব্বে মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, হিতবাক্যে অনাদর করিয়া আপনি তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলত দুষ্কৃতকারী যেরূপ

শীঘ্রই নিরয়গামী হয়, তদ্রূপ আপনাকে পরদার হরণরূপ পাপের ফল শীঘ্রই ভোগ করিতে হইয়াছে। মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া এই কার্য্য এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল লক্ষ্য করেন নাই, তাহাতেই এই বিপদ ঘটিয়াছে। দেখুন, যে রাজা ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পূর্ব্বকার্য্য পশ্চাতে এবং পশ্চাতের কার্য্য পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করেন, তিনি নয়জ্ঞ নহেন। যিনি দেশকালের বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চেষ্টা অসংস্কৃত অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় সমস্ত নিষ্ফল হয়। কিন্তু যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পাঁচটি অবস্থার * সম্যক বিচার করিয়া সাম, দান বা ভেদ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ নয়জ্ঞ। যিনি নীতিশাস্ত্রোল্লিখিত নিয়মানুসারে সচিবগণের সাহায্য ও নিজ বুদ্ধিবলে সমস্ত কার্য্য বুঝিতে পারেন, যিনি শত্রু বা মিত্র সম্যক পরীক্ষা করেন, যিনি যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করেন তাঁহার ঐশ্বর্য্য কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যে রাজা বা যুবরাজ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা হিতৈষী বন্ধুর মুখে শুনিয়াও বুঝিতে পারেন না, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই বৃথা। যিনি সাম, দান, ভেদ ও বিক্রম, ইহাদের পাঁচ প্রকার প্রয়োগসাধন, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন এবং যিনি জিতেন্দ্রিয় তাঁহাকে কদাচ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। যে

* (১) কর্ম্মের আরম্ভোপায়, (২) পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, (৩) দেশকাল-বিভাগ, (৪) বিপত্তিপ্রতীকার ও (৫) কার্য্যসিদ্ধি এই পাঁচটি অবস্থা।

রাজা আপনার মঙ্গল কামনা করেন, অর্থজ্ঞ বুদ্ধিজীবি মন্ত্রিগণের সহিত ভাবী শুভফল সম্যক আলোচনা করিয়া কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজন্! বিবেচনা করিয়া দেখুন, মন্ত্রিগণের মধ্যেও সকলের পরামর্শ গ্রাহ্য নহে। সময়ে সময়ে শাস্ত্রার্থের অনভিজ্ঞ অনেক পশুবুদ্ধি পুরুষও মন্ত্রিদলের অন্তর্নির্বিষ্ট হইয়া প্রগল্‌ভতা বশত উপদেশ প্রদানার্থ দণ্ডায়মান হয়। ফলত যাহারা অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ স্বীয় স্বীয় ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির জন্য যার পর নাই উৎসুক, যাহারা হিতকল্প অহিত উপদেশ প্রদান এবং ধৃষ্টতাবশত বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করে, এইরূপ কার্য্যদূষক ব্যক্তিগণকে কদাচ মন্ত্রিদলমধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আবার কোন কোন মন্ত্রী প্রভুর সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই তাঁহাকে বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে; কেহ বা প্রভুর পতন আশঙ্কা করিয়া শত্রুর সহিত মিলিত হয়। বুদ্ধিমান রাজা এই সমস্ত শত্রুর বশীভূত বিষকুম্ভ পয়োমুখ মন্ত্রীকে মন্ত্রনির্ণয়কালে ব্যবহারে বুঝিয়া লয়েন। যে রাজা চপলস্বভাব এবং সহসা যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, পক্ষী যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের রন্ধ্র পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণ অনায়াসেই তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মরক্ষার্থ সাবধান না হয়েন, তাঁহার নিশ্চয়ই অশুভ ঘটিয়া থাকে এবং তিনি অচিরাৎ সিংহাসনচ্যুত হয়েন। রাজন্! আমি দেখিতেছি, পূর্ব্বে মহিষী মন্দোদরী এবং ভ্রাতা বিভীষণ আপনাকে যে উপদেশ

দিয়াছিলেন, তাহাই হিত ও শ্রেয়স্কর। তবে আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করুন্।"

কুম্ভকর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি ভীষণ ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "কুম্ভকর্ণ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ এবং গুরুর ন্যায় পূজ্য; তুমি কিরূপে আমাকে উপদেশ দিতেছ? তোমার এরূপ বৃথা বাক্যব্যয়ের আবশ্যক কি? আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিলাম, ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আমি বীর্য্যগর্ব্ব, অজ্ঞান বা মোহবশত পূর্ব্বে তোমাদের যে কথায় সম্মত হই নাই, এক্ষণে আর তাহার উল্লেখ করা নিরর্থক। অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তুমি তাহারই উপায় চিন্তা কর। আমার নীতিদোষে যদি কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীয় বিক্রমে দূর করিতে চেষ্টা কর। কুম্ভকর্ণ! যদি ভ্রাতার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, যদি তোমার দেহে বল থাকে, যদি এই কার্য্যটিকে তুমি একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে এই ঘোর শত্রুবধে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না। মনে রাখিও যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন, তিনিই যথার্থ সুহৃদ; যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন তিনিই যথার্থ বন্ধু।"

তখন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে ক্ষুব্ধ জানিয়া মৃদুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনি একবার আমার বাক্য মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন এবং দুঃখ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হউন।

যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন আপনার কোন' ভয় নাই—ততদিন আপনি এরূপ দীনতাকে মনেও স্থান দিবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে শত্রু আপনাকে এরূপ ক্লেশ দিতেছে, তাহাকে অদ্য নিশ্চয়ই বধ করিব। কিন্তু, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি সুখেই থাকুন বা দুঃখেই থাকুন, আপনাকে হিতবাক্য বলা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য আপনার কনিষ্ঠ হইয়াও আমি স্নেহ ও বন্ধুভাবে আপনাকে এরূপ পরামর্শ দিতে সাহসী হইয়াছিলাম। কিন্তু বিপদের সময় পরামর্শ দান ব্যতীত প্রকৃত বন্ধুর যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। বীর! অদ্য রণস্থলে আমি যে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিব, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিবেন। অদ্য বানরগণ রাম ও লক্ষ্মণকে আমার হস্তে বিনষ্ট দেখিয়া প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিবে। অদ্য আমার হস্তে রামের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া আপনি অতুল সুখলাভ করিবেন এবং জানকী যার পর নাই দুঃখিতা হইবেন। লঙ্কার যে সমস্ত রাক্ষস যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধুকে হারাইয়া শোকার্ত্ত হইয়াছে, তাহারা অদ্য স্বচক্ষে প্রীতিকর রামবধ দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হউক। অদ্য আমি যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া আসিয়া স্বয়ং তাহাদিগের শোকাশ্রু মুছাইয়া দিব। অদ্য কপিরাজ সুগ্রীবের পর্ব্বতাকার দেহ রণস্থলে সসূর্য্য মেঘের ন্যায় প্রসারিত হইবে। রাজন্! আমি ও আমার অনুচর এই সমস্ত রাক্ষস রামকে বধ করিব বলিতেছি, তথাপি কিজন্য আপনার বিষাদ দূর হইতেছে না? রামত অগ্রে আমাকে বধ করিতে পারিলে তবে আপনাকে আক্রমণ

করিবে? কিন্তু তাহা সে স্বপ্নেও পারিবে না। বীর! এক্ষণে আজ্ঞা দিউন্, আমি যুদ্ধযাত্রা করিতেছি। আপনার রণস্থলে যাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। শত্রু মহাবল হইলেও আমিই তাহাকে বধ করিব। যদি সাক্ষাৎ ইন্দ্র, যম, অগ্নি, পবন, কুবের বা বরুণও যুদ্ধ করিতে আইসেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে বধ করিব। রাজন্! যখন এই তীক্ষ্নদংষ্ট্র পর্ব্বতাকার ঘোরদর্শন বীর শাণিত ত্রিশূল হস্তে রণস্থলে গর্জ্জন করিতে থাকিবে, তখন স্বয়ং পুরন্দরের মনেও ভয় উপস্থিত হইবে। অথবা কোন অস্ত্রে প্রয়োজন কি? আমি যখন কেবল ভুজবলে শত্রুকে মর্দ্দন করিতে থাকিব, তখন জানিনা কে বাঁচিবার সাধ রাখিয়াও আমার সম্মুখে আসিতে সাহসী হইবে? আমি অদ্য শক্তি, গদা, খড়্গ বা শাণিত শর কিছুই লইব না; একমাত্র ভুজবলে ইন্দ্রেরও প্রাণসংহার করিব। রাম যদি আমার একটী মুষ্টি-প্রহার সহ্য করিয়া জীবিত থাকে,তবেত তাহাকে অস্ত্রপ্রহারের আবশ্যক হইবে। রাজন্! আমি জীবিত থাকিতে আপনি কিজন্য এরূপ চিন্তিত হইতেছেন? আমি এই শত্রুবধ করিতে চলিলাম। আপনি অলীক মনুষ্যভয় দূর করুন। আমি অদ্য যুদ্ধে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং লঙ্কাদাহী রাক্ষস-হন্তা হনূমানকে নিশ্চয়ই বধ করিব। আমি অদ্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোটি কোটি বানরকে এককালে ভক্ষণ করিব। রাজন্! যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকে, তথাপি আমি তাহাদিগকে বধ করিয়া আপনাকে অসাধারণ যশ প্রদান করিব। আমি ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণকেও

ধরাশায়ী হইতে হইবে। আমি অদ্য যমকেও বধ করিব, অগ্নিকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলিব, নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত আদিত্যকেও ধরাতলে পাতিত করিব, ইন্দ্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিব, সমুদ্রকেও শোষণ করিব, পর্ব্বতসমূহকেও চূর্ণ করিব এবং পৃথিবীকেও বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব। অদ্য জীবগণ দীর্ঘকালপ্রসুপ্ত কুম্ভকর্ণের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিবে। ত্রিদিবও যাহার আহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না অদ্য তাহারা সেই কুম্ভকর্ণের ভক্ষণক্রিয়াও স্বচক্ষে দর্শন করিবে। রাজন্! আপনার সুখবৃদ্ধি করিবার জন্য শত্রুবধ করিতে চলিলাম। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি অদ্য রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণকে বধ ও ভক্ষণ করিব। বীর! আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যপান করুন এবং দুঃখ দূর করিয়া রাজকার্য্যে দৃষ্টি রাখুন। অদ্য আমার হস্তে রাম বিনষ্ট হইলেই সীতা চিরদিনের জন্য আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন।"

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

মহোদরের উপদেশ প্রদান।

মহাকায় বীর কুম্ভকর্ণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাক্ষস মহোদর তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "কুম্ভকর্ণ! তুমি মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সত্য; কিন্তু তুমি যার পর নাই গর্ব্বিত এবং সকল স্থলে সকল কথা ভালরূপ বুঝিতে পার না। রাক্ষসরাজ যে নীতিশাস্ত্র বুঝেন না, ইহা আমরা এই নূতন শুনিলাম; তবে তুমি বাল্যাবধি প্রগল্‌ভ, তাই এইরূপ বৃথা বাক্যব্যয় করিলে। মহারাজ দেশকালের ব্যবস্থা উত্তমরূপ জানেন; ইনি স্বপক্ষের বৃদ্ধি এবং পরপক্ষের হ্রাস বুঝিতে পারেন এবং সেই হ্রাস বৃদ্ধির অন্যথা হইলে যে কিরূপ অবস্থান করিতে হয় তাহাও সম্যক অবগত আছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞ বৃদ্ধের উপাসক নহে, যাহার বুদ্ধি সামান্য এবং বলই যাহার সর্ব্বস্ব, সেও যে কার্য্যে ইতস্তত করে, মহারাজের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন? আর তুমি যে ধর্ম্ম ও অর্থকে কামের বিরোধী বলিয়া উল্লেখ করিলে, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তোমার এই সমস্ত তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি নাই। দেখ, কর্ম্মই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের কারণ, এবং অনুষ্ঠাতা সেই সমস্ত কর্ম্মেরই শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহারা বিরুদ্ধ হইলেও যে কেন একই পুরুষে

থাকিবে না, তাহা ত বুঝিতে পারি না। আর যদি কার্য্যের ফল দেখিয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলেও কাম নিন্দনীয় নহে। দেখ, ধর্ম্ম ও অর্থের ফল মুক্তি বা স্বর্গ ও অভ্যুদয় হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় আছে। কামের অনুষ্ঠান না করিলে কোন প্রত্যবায় নাই, অথচ ধর্ম্ম ও অর্থের ন্যায় ইহার শুভফললাভার্থ পরলোক বা ইহলোকের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না; তদ্দণ্ডেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, কামের অনুষ্ঠানও রাজাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই মহারাজের কার্য্যে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম।

কুম্ভকর্ণ! তুমি একাকী যুদ্ধযাত্রার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাও আমার বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে জনস্থানে বহুসংখ্যক মহাবল রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে, তুমি তাহাকে একাকী কিরূপে বধ করিবে? ঐ দেখ, সেই বীরের নামমাত্র শ্রবণে রাক্ষসগণ কিরূপ ভীত হইয়াছে। তুমি রামকে কুপিত সিংহ বা নিদ্রিত ভুজঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করিও। ঐ মনুষ্যবীর স্বতেজে প্রদীপ্ত এবং ক্রোধে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ। সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় কে তাঁহার সম্মুখে যাইতে ইচ্ছা করে? এই অগণ্য সৈন্যের একটিও তাঁহার শরে জীবিত থাকিবে কি না সন্দেহ; এরূপ স্থলে আমি তোমাকে কোনমতেই একাকী যাইতে পরামর্শ দিই না। যাহার সৈন্যসংখ্যা অগণ্য, যাহার বল অপরিমেয়,

যাহার প্রাণে কিছুমাত্র মমতা নাই, অসহায় অবস্থায় এরূপ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া অপেক্ষা মূর্খতার কার্য্য আর কি আছে? কুম্ভকর্ণ! মনুষ্যজাতিতে যাহার সমকক্ষ নাই, সেই ইন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় পরাক্রমশালী বীরকে অবজ্ঞা করিয়া তুমি প্রাণ হারাইও না।"

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এইরূপ বলিয়া রাবণকে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনি সীতাকে হস্তগত করিয়াও কিজন্য বিলম্ব করিতেছেন? আপনি ইচ্ছা করিলেই ত সীতা আপনার বশীভূত হইবে। আমি এ বিষয়ে একটী সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছি; যদি আপনার অভিমত হয় ত তাহাই অবলম্বন করিবেন। উপায়টী এইঃ—আপনি প্রথমে এই কথা প্রচার করিয়া দিউন যে, মহোদর, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী কুম্ভকর্ণ ও বিতর্দ্দন রামবধার্থ নির্গত হইয়াছে। আমরাও ইতিমধ্যে রণস্থলে গিয়া যত্নসহকারে রামের সহিত যুদ্ধ করি। যদি ভাগ্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তাহা হইলে সীতাকে বশীভূত করিবার জন্য কোন উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন নাই। আর যদি আমরা পরাজিত হই, কিন্তু প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে এইরূপ করিতে হইবে। আমরা রামনামাঙ্কিত শরে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্তদেহে প্রত্যাগমন করিব এবং আসিয়া বলিব, আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আসিলাম। এই বাক্যে সকলের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আমরা আপনার চরণে ধরিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিব। পরে আপনি গজস্কন্ধ নামক চরদ্বারা উক্ত সংবাদ সর্ব্বত্র রটনা করিবেন। অনন্তর যেন

সবিশেষ প্রীত হইয়াই ভৃত্যগণকে খাদ্যদ্রব্য, দাসদাসী ও ধন এবং বীরগণকে গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র বিতরণ পূর্ব্বক হর্ষভরে মদ্যপান করিতে থাকিবেন। অনন্তর রাক্ষসবীরগণকর্ত্তৃক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিধনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে আপনি অশোকবনে গমন করিবেন এবং নির্জ্জনে সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া ধন, ধান্য ও রত্নে প্রলোভিত করিবেন। মহারাজ! এই প্রতারণায় বঞ্চিত হইলে জানকী অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার বশীভূতা হইবেন। তিনি প্রিয় স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া নৈরাশ্য ও স্ত্রীসুলভ লঘুতাবশত আপনাকেই ভজনা করিবেন। তিনি চিরকাল সুখে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে যার পর নাই দুঃখভোগ করিতেছেন, সুতরাং আর হস্তগত সুখকে উপেক্ষা করিবেন না। মহারাজ! আমার বিবেচনায় ইহাই কার্য্যসিদ্ধির সর্ব্বা-পেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আপনার মহান্ অনিষ্ট উপস্থিত হইবে; অতএব আপনি যুদ্ধার্থ উৎসুক হইবেন না। আপনি এই স্থানে থাকিয়া যে সুখলাভ করিবেন, যুদ্ধে গমন করিলে তাহা সমস্তই নষ্ট হইবে। মহারাজ! আপনি সৈন্যক্ষয় ও প্রাণসংশয় না করিয়া বিনাযুদ্ধে শত্রুকে জয় করুন্। ইহাতে যশ, পুণ্য, শ্রী ও অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন।”

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা।

অনন্তর মহাবল কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন, "রাজন্! আমি অদ্য দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া আপনার ভয় দূর করিব। অদ্য শত্রুতা দূর হওয়াতে আপনি সুখী হউন্। বীরগণ শরৎকালীন জলহীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; আমি অদ্য এই গর্জ্জন রণস্থলে কার্য্যে প্রদর্শন করিব।"

অনন্তর কুম্ভকর্ণ বিষম ক্রোধভরে মহোদরকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন, "মহোদর! তুমি যেরূপ পরামর্শ দিলে, তাহা অক্ষম, পণ্ডিতাভিমানী ও নির্ব্বোধ রাজারই প্রীতিকর হইতে পারে। তোমরা কাপুরুষ ও যুদ্ধভীরু; চাটুবাক্যে মহারাজের অনুবৃত্তি করাই তোমাদিগের একমাত্র কার্য্য। বলিতে কি, তোমরা এইরূপেই ইহাঁর সমস্ত কার্য্য বিপর্য্যস্ত করিয়া দাও। বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমাদিগের কুমন্ত্রণায় লঙ্কার কি দুরবস্থা হইয়াছে; এক্ষণে ইহার কোষাগার শূন্য, সৈন্যসকল বিনষ্ট এবং রাজা মাত্র অবশিষ্ট। পাপিষ্ঠ! তোমরা ইহাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া মিত্রভাবে শত্রুর কার্য্য করিয়াছ। তোমাদেরই দুর্নীতির ক্ষালন জন্য আমাকে এক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইতেছে।"

কুম্ভকর্ণ এইরূপ বলিলে, রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, "বীর! মহোদর নিশ্চয়ই

রামের পরাক্রমে যার পর নাই ভীত হইয়াছে; এইজন্য ইহার যুদ্ধ অভিমত হইতেছে না। যাহা হউক, কুম্ভকর্ণ! সৌহার্দ ও বলে তোমার সমকক্ষ কেহই নাই; এক্ষণে তুমি জয়লাভার্থ নির্গত হও। আমি ইহারই জন্য তোমাকে অদ্য প্রবোধিত করিয়াছি। বলিতে কি, এক্ষণে রাক্ষসদিগের একটী সঙ্কটকাল উপস্থিত। তুমি ভিন্ন এই সঙ্কটে তাহাদিগকে রক্ষা করে, এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। বীর! এক্ষণে তুমি ভীষণ শূল হস্তে করিয়া পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় নির্গত হও এবং রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আইস। বানরগণ তোমার এই রোমহর্ষণ রূপ দর্শন করিয়া দশদিকে পলায়ন করিবে এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণেরও প্রাণ উড়িয়া যাইবে।” এই কথা বলিতে বলিতে রাক্ষসরাজের জয়লাভে স্থির বিশ্বাস জন্মিল; কিয়ৎকালের জন্য যেন তাঁহার দুঃখের জীবন অবসান হইয়া পুনর্জ্জন্ম হইল। তিনি কুম্ভকর্ণের বল-বিক্রম বিশেষরূপ জানিতেন; তন্নিবন্ধন হর্ষে তাঁহার মুখ-মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল বোধ হইতে লাগিল।

রাক্ষসরাজের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুম্ভকর্ণ মহাহর্ষে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি তপ্তকাঞ্চনখচিত লৌহময় এক শাণিত উজ্জ্বল শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ রক্তমাল্য-শোভিত শূল গৌরব ও দৃশ্যে ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়; উহা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ও পন্নগগণেরও ভীতিপ্রদ; উহা হইতে অনবরত অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতেছে। মহাতেজা কুম্ভকর্ণ শত্রুশোণিত রঞ্জিত এই ভয়ঙ্কর শূল গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! এই বিশালসৈন্যে আমার প্রয়োজন কি? আমি

একাকীই রণস্থলে যাইব এবং ক্ষুধার্ত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব।"

রাবণ কহিলেন, "বীর! বানরগণ বলবান ও যুদ্ধবিশারদ। একাকী কি প্রমত্ত দেখিলে তাহারা তোমাকে দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতে পারে। অতএব তুমি নানাবিধ শস্ত্রধারী দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যাও এবং রাক্ষসদিগের অহিতকর শত্রুপক্ষ বিনাশ করিয়া আইস।"

এই বলিয়া মহাতেজা রাক্ষসরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন এবং মধ্যস্থলে মণিশোভিত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল এক স্বর্ণহার কুম্ভকর্ণকে পরাইয়া দিলেন। পরে অঙ্গদ, অঙ্গুলিত্রাণ এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল এবং কণ্ঠে সুগন্ধি মাল্য প্রদান করিলেন। তৎকালে বৃহৎকর্ণ কুম্ভকর্ণ এইরূপ নানাবিধ উজ্জ্বল অলঙ্কার ধারণ করিয়া হুত অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার মধ্যদেশে কৃষ্ণশ্যামল কটিসূত্র; তদ্দ্বারা তিনি অমৃতমন্থনকালীন উরগবেষ্টিত উচ্চ মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কুম্ভকর্ণ স্বর্ণনির্ম্মিত বিদ্যুৎপ্রভ উজ্জ্বল বর্ম্ম পরিধান করিলেন; ঐ বর্ম্ম ভারসহ ও দুর্ভেদ্য। মহাকায় রাক্ষসবীর তদ্দ্বারা সান্ধ্যমেঘরঞ্জিত অদ্রিরাজ হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। তিনি যখন এইরূপ নানাবিধ সামরিক আভরণে ভূষিত হইয়া শূলহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহাকে ত্রিবিক্রমোদ্যত ভগবান নারায়ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ মহাকায় রাক্ষসবীর ভ্রাতাকে আলিঙ্গন, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। গমনকালে রাক্ষসরাজ রাবণও তাঁহাকে মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি উত্থিত হইল। সৈন্যগণ নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ মেঘনির্ঘোষ রথে, কেহ বা পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিল। কোন কোন রাক্ষস সর্প, উষ্ট্র, সিংহ, হস্তী, মৃগ বা পক্ষীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণের হস্তে শাণিত শূল এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট ছত্র; যাত্রাকালে রাক্ষসমহিলাগণ তাঁহার উপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীষণকায় রাক্ষসবীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া নির্গত হইলেন। বহুসংখ্যক পদাতি সশস্ত্র তাঁহার অনুগমন করিল। তাহারা ভীষণদর্শন, ভীমনেত্র, মহাসার ও মহাবল। উহাদের নেত্র রক্তবর্ণ, দেহ বহুব্যাম দীর্ঘ ও অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় নীল। উহাদের হস্তে শূল, খড়্গ, নিশিত পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুশল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণী। মহাতেজা কুম্ভকর্ণ এইরূপ বহুসংখ্যক সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া রোমহর্ষণ মূর্ত্তি ধারণ করত যাত্রা করিলেন। রাক্ষসবীর প্রস্থে শত ধনু এবং উচ্চতায় ছয় শত ধনু। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় প্রকাণ্ড শকটচক্রের ন্যায়। ঐ দগ্ধশৈলাকার বীর ব্যূহরচনা করিয়া রাক্ষসসৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক অট্টহাস্যে কহিলেন, "দেখ, অগ্নি যেমন পতঙ্গগণকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অদ্য আমি ক্রোধানলে প্রধান প্রধান বানরগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অথবা এই সমস্ত

বনচারী ক্ষুদ্র প্রাণিগণের অপরাধ কি? ইহারা ত আমাদের উদ্যানের অলঙ্কার স্বরূপ। রামই লঙ্কা অবরোধের মূল। তাহাকে বধ করিলেই সকলকে বধ করা হইল; অতএব আমি অগ্রে তাহাকেই বধ করিব।"

রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের এই বাক্যে যার পর নাই উৎসাহান্বিত হইয়া সমুদ্রকে কম্পিত করত ঘোরতর সিংহনাদ করিল। কিন্তু তৎকালে চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। মেঘসকল গর্দ্দভের ন্যায় ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহা হইতে অনবরত উল্কাপাত হইতে লাগিল। সমুদ্র, শৈল ও কাননের সহিত সমগ্র বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। ঘোরদর্শন শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখব্যাদান পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। পক্ষিগণ বামভাগে মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। একটী গৃধ্র পথিমধ্যে রাক্ষসবীরের শূলোপরি নিপতিত হইল এবং তাঁহার বামনেত্র স্ফুরিত ও বামবাহু কম্পিত হইতে লাগিল। তৎকালে আদিত্যমণ্ডল নিষ্প্রভ এবং সুখস্পর্শ বায়ুও নিষ্পন্দ হইল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ কালপ্রেরিত হইয়াছিলেন; তিনি এই সমস্ত লোমহর্ষণ দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য না করিয়াই অগ্রসর হইলেন। ঐ পর্ব্বতাকার মহাবীর লঙ্কার অত্যুচ্চ প্রাকারও পদক্ষেপেই লঙ্ঘন করিয়া পুরীর বহির্ভাগে গমন করিলেন এবং অদূরে মেঘাকার বিস্তীর্ণ শক্রসৈন্য দেখিতে পাইলেন। তৎকালে বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রাণভয়ে বাতাহত মেঘের ন্যায় দশদিকে পলায়ন করিল। প্রচণ্ড শক্রসৈন্যকে এইরূপে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া মহাবীর কুম্ভকর্ণ হর্ষভরে

মেঘগম্ভীরস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বানরেরা সেই রোমহর্ষণ গর্জ্জন শ্রবণমাত্র ভয়ে নিশ্চেষ্ট ও হতজ্ঞান হইয়া তৎক্ষণাৎ ছিন্নমুখ শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। রাক্ষসবীরের হস্তে বানরগণের ভীতিপ্রদ প্রকাণ্ড পরিঘ। তিনি শত্রুবধার্থ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রলয়কালে কালদণ্ডধারী রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ।

অনন্তর পর্ব্বতাকার মহাবীর কুম্ভকর্ণ পুনরায় সিংহনাদ করিলেন। সেই বজ্রাপেক্ষাও ঘোরতর শব্দে সমুদ্র নিনাদিত এবং পর্ব্বত সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। বানরেরা যম, বরুণ বা ইন্দ্রেরও অবধ্য সেই ভীমদর্শন বীরকে আগমন করিতে দেখিবামাত্র প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর বালিকুমার অঙ্গদ বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নল, নীল, গবাক্ষ ও কুমুদ প্রভৃতি বীরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বীরগণ! ছি! ছি! তোমরা স্ব স্ব বংশগৌরব এবং বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া ইতর বানরের ন্যায় সভয়ে কোথায় পলায়ন করিতেছ?

প্রতিনিবৃত্ত হও! প্রতিনিবৃত্ত হও! এরূপ ঘৃণিত কার্য্যের দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া বা ফল কি? আর তোমরা যাহা দেখিয়া পলায়ন করিতেছ উহা বাস্তবিক কোন প্রাণী নহে। রাক্ষসগণকর্তৃক নির্ম্মিত একটী মহতী বিভীষিকা মাত্র। আমরা অবিলম্বে উহাকে স্ববিক্রমে নষ্ট করিব।"

অঙ্গদের এই বাক্যে বানরগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও চতুর্দ্দিক হইতে সমবেত হইয়া বৃক্ষাদি হস্তে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। অনন্তর তাহারা মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষিকাভ্রমে কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু রাক্ষসবীর মহাবল বানরনিক্ষিপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষ প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র পুষ্পিত বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সকল চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাক্ষসবীর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদীপ্ত দাবানল যেরূপ অরণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ বানরগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অনেকানেক বানরবীর রক্তাক্তদেহে পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিল, কেহ অগ্রপশ্চাৎ অবলোকন না করিয়া ধাবমান হইল, কেহ সমুদ্রে পতিত হইল, কেহ বনমধ্যে প্রবেশ করিল, কেহ বা সমুদ্রোপরিস্থ সেতুপথ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের সকলেরই মুখ বিবর্ণ। ভল্লূকগণ কেহ বৃক্ষ ও পর্ব্বতে আরোহণ করিল, কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, কেহ বা মৃতবৎ ভূতলে শয়ন করিল। অঙ্গদ স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে এইরূপ ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "বানরগণ!

স্থির হও। আইস, অতঃপর আমরা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিব। আর পলায়ন করিয়াই বা কি করিবে? এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে আমি এমন কোন স্থান দেখিতেছি না, যেখানে গিয়া তোমরা প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে। নিবৃত্ত হও। বাঁচিবার এত সাধ কেন? ছি! ছি! মনে করিয়া দেখ, তোমরা নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিলে, তোমাদের পত্নীগণ তোমাদিগকে উপহাস করিবে। তেজস্বী পুরুষের সেই উপহাস কি মৃত্যু অপেক্ষা কষ্টকর নহে? তোমরা সকলেই উচ্চ ও মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে সামান্য বানরের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে কি তোমাদিগের লজ্জাবোধ হইতেছে না? বীরদর্প ভুলিয়া শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে কি তোমাদিগের ঘৃণাবোধ হইতেছে না? তোমরা যে এতদিন স্ব স্ব বীরত্ব, পরাক্রম ও মহত্ব প্রখ্যাপন পূর্ব্বক প্রভুর হিতকারী বলিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতে, এক্ষণে তাহা কি হইল? যে ব্যক্তি ধিক্কার সহ্য করিয়াও জীবিত থাকে, সেই কাপুরুষের জীবন কি নরকযন্ত্রণাভোগ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর নহে? ছি! ছি! আর পলায়ন করিও না। ভয় দূর করিয়া বীরদিগের পথ অবলম্বন কর। আইস, আমরা অদ্য হয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া কাপুরুষের দুর্লভ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব এবং বীরলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব; অথবা শত্রুকে সংহার করিয়া জগতে চিরস্মরণীয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যেরূপ জ্বলন্ত বহ্নিতে পতিত শলভ কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এই কুম্ভকর্ণ মহাবীর রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া কিছুতেই

প্রাণ লইয়া প্রত্যাগত হইতে পারিবে না। আমরা আপনাদিগকে বীর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি; এক্ষণে যদি একজনের বিক্রমে ভীত হইয়া পলায়ন করি, তাহা হইলে এ কলঙ্ক আর কিছুতেই ক্ষালিত হইবে না।"

বালিকুমার মহাবীর অঙ্গদের এই বীররসোদ্দীপক উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বানরদিগের ভয়বিহ্বল হৃদয়ে স্থান পাইল না। তাহারা পলায়ন করিতে করিতেই কাপুরুষোচিত বাক্যে কহিল, "যুবরাজ! কুম্ভকর্ণ যেরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিতেছে, তাহাতে আর রণস্থলে স্থির থাকা অসম্ভব। চলিলাম; আমরা এরূপে প্রাণ হারাইতে পারি না।" এই বলিয়া তাহারা আর অগ্রপশ্চাৎ অবলোকন না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু বীর অঙ্গদ তাহাদের বাক্যে নিরুৎসাহ না হইয়া পুনরায় সান্ত্বনা বাক্য ও জয়ের আশা প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু।

অনন্তর মহাকায় ও মহাবল বানরগণ ভয়দূর করিয়া স্থিরবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। তাহারা অঙ্গদের উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে যার পর নাই আহ্লাদিত হইল এবং প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বানরগণ প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাকায় রাক্ষসবীরও যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গদাহস্তে রণভূমির ইতস্তত বিচরণ করিয়া বানরদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই সহস্র সহস্র বানর দেহপ্রসারণ পূর্ব্বক রণস্থলে শয়ন করিল। গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণ এক একবারে বিশ ত্রিশটি বানরকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যূথপতি কপিবীরগণ অতিকষ্টে সৈন্যগণকে স্থির রাখিতে সক্ষম হইলেন। অনন্তর সেনাপতি দ্বিবিদ এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উদ্যত করিয়া লম্বমান মেঘের ন্যায় কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা বেগে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের গাত্রে না লাগিয়া সৈন্যগণেরমধ্যে পতিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে বহুসংখ্যক গজ, রথ ও অশ্ব

বিনষ্ট হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে দ্বিবিদ অপর একটী গিরিশৃঙ্গ লইয়া রাক্ষসসৈন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পুনরায় বহুসংখ্যক অশ্ব, গজ, সারথি ও সৈন্য চূর্ণ হইল এবং তাহাদিগের রক্তে রণস্থলে নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। বানরসৈন্যগণ দ্বিবিদের এই বীরকর্ম্ম দর্শন করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইল এবং মহাহর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তখন রাক্ষসবীরগণও যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল এবং ভীম গর্জ্জন পূর্ব্বক কালকল্প শরজালে বানরগণকে সংহার করিতে লাগিল। বানরেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও রাক্ষসগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর হনূমান আকাশে অবস্থিতি পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের মস্তকে শৈলশৃঙ্গ, শিলা ও নানাবিধ বৃক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর শূলদ্বারা পথিমধ্যেই ঐ সমস্ত বৃক্ষ ও পর্ব্বত ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। অনন্তর ঐ প্রকাণ্ড শূল হস্তে লইয়া ক্রোধভরে বানরগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর পবনকুমার এক প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পথ অবরোধ করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ঐ শৃঙ্গ সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। মহাকায় কুম্ভকর্ণ ঐ বিষম আঘাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মেদ ও রুধিরে আর্দ্র হইয়া গেল। অগ্নিময়শৃঙ্গ গিরিবৎ দীর্ঘাকার রাক্ষসবীর ক্রোধভরে বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর শূল বিঘূর্ণিত করিয়া, গুহ যেরূপ ভীষণ শক্তি অস্ত্রে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঐ শূলদ্বারা হনূমানের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর পবনকুমার সেই বিষম আঘাতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দিয়া শোণিত বমন হইতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণ হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং বানরগণ ব্যথিত ও ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল।

অনন্তর যূথপতি নীল সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীরের মুষ্ট্যাঘাতে উহা পথিমধ্যেই চূর্ণ এবং বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালাব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন বানরবীর কুম্ভকর্ণকে গিয়া আক্রমণ করিলেন এবং কেহ তাঁহাকে পদাঘাত, চপেটাঘাত ও মুষ্টিপ্রহার এবং কেহ বা শৈল ও বৃক্ষাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণপণ প্রহারেও কুম্ভকর্ণের কোন কষ্ট বোধ হওয়া দূরে থাকুক, মাল্যাদিস্পর্শের ন্যায় বিশেষ সুখবোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বেগে গিয়া বাহুদ্বয়ে ঋষভকে গ্রহণ করিলেন। কপিবীর তাঁহার বাহুপীড়নে আরক্তমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর কুম্ভকর্ণ শরভকে মুষ্ট্যাঘাত ও নীলকে জানুদ্বারা পীড়ন করিয়া গবাক্ষকে এক চপেটাঘাত করিলেন। বানরবীরগণ সেই দারুণ আঘাতে রক্তাক্তকলেবর ও মৃতপ্রায় হইয়া ছিন্নমূল কিংশুকের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

এইরূপে যূথপতিগণ পতিত হইলে বানরগণ উন্মত্তের

ন্যায় হইয়া কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা ঐ পর্ব্বতাকার বীরের উপরি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া তাঁহাকে নখাঘাত, চপেটাঘাত এবং পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে লাগিল। তৎকালে উপরিজাত বৃক্ষসমূহে যেরূপ পর্ব্বত শোভিত হয়, তদ্রূপ গাত্রারূঢ় বানরসমূহে মহাবীর কুম্ভকর্ণ যার পর নাই শোভিত হইলেন। অনন্তর গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ রাক্ষসবীর দুই হস্তে বানরগণকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ কুম্ভকর্ণের পাতালতুল্য আস্যকুহরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কর্ণ ও নাসারন্ধ্র দ্বারা দলে দলে নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনিও যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা-দিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই রণ-ভূমি মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। তৎকালে রাক্ষসবীর ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে ভয়ঙ্কর শূল; তদ্দ্বারা তিনি বজ্রহস্ত দেবরাজ ইন্দ্র বা পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং গ্রীষ্মকালে দাবানল যেরূপ শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

বানরগণ কুম্ভকর্ণের এই রোমহর্ষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রাণভয়ে বিকৃতস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং যার পর নাই ব্যথিত ও ভগ্নচিত্ত হইয়া রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিল। বানরসৈন্যগণকে ভগ্ন ও প্রাণভয়ে পলায়মান দেখিয়া বালিকুমার মহাবীর অঙ্গদ এক বৃহৎ শৈলশৃঙ্গ হস্তে

লইয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিতে করিতে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার অনুচর রাক্ষসগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া ঐ প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং ভয়াবহ সিংহনাদে বানরদিগের ত্রাস উৎপাদন পূর্ব্বক অঙ্গদের অভিমুখে বেগে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুশাণিত শূল নিক্ষেপ করিলেন। নিমেষের মধ্যে রণপটু অঙ্গদ স্বস্থান হইতে সরিয়া গেলেন এবং রাক্ষসবীরের শূল ব্যর্থ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে অঙ্গদ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসবীরের বক্ষে বেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। সেই বিষম প্রহারে কুম্ভকর্ণেরও মূর্চ্ছা হইল। রাক্ষসবীর অল্পকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া বিদ্রূপসহকারে অঙ্গদকে একটী চপেটাঘাত করিলেন। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

এইরূপে অঙ্গদ পতিত হইলে মহাকায় কুম্ভকর্ণ শূলহস্তে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি ধাবমান হইলেন। সুগ্রীবও তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া এক লম্ফপ্রদান করিলেন এবং প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণও তাঁহাকে বীরদর্পে আসিতে দেখিয়া হস্তপদ ও বক্ষঃস্থল প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তৎকালে রাক্ষসবীরের সর্ব্বাঙ্গ বানররক্তে সিক্ত; তিনি অনবরত বানরগণকে ভক্ষণ করিতেছেন। সুগ্রীব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "রাক্ষসবীর! অদ্য তোমার হস্তে অস্মৎপক্ষীয় বহু-

সংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্মসাধন করিয়াছ এবং অনেক বানরকে ভক্ষণ করিয়াছ। এই কার্য্যে অবশ্যই তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু অতঃপর এই সমস্ত বানরসৈন্যকে ছাড়িয়া দাও; ক্ষুদ্রকে বধ করিয়া তোমার কি পৌরুষ বাড়িবে? আমি তোমাকে এই একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছি, একবার ইহার আঘাত সহ্য কর।"

কুম্ভকর্ণ কহিলেন, "বানর! শুনিয়াছি তুমি প্রজাপতির পৌত্র ও ঋক্ষরাজের পুত্র; তোমার ধৈর্য্য ও পৌরুষ উভয়ই আছে এবং বোধ হয় সেইজন্যই তুমি এরূপ আস্ফালন করিতেছ। যাহা হউক তোমার বল পরীক্ষা করিতে আমার আপত্তি নাই। তুমি যথাশক্তি শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ কর।"

কপিরাজ সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে বজ্রতুল্য শৈলশৃঙ্গ বিঘূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাক্ষসবীরের গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র উহা চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বানরগণ যার পর নাই বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসগণ মহাহর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ শৈলাঘাতে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বিদ্যুৎপ্রভ শূল বিঘূর্ণিত করত সুগ্রীবকে বধার্থ উহা নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে পবনকুমার মহাবীর হনূমান আকাশে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত ঐ কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত স্বর্ণশৃঙ্খলনিবদ্ধ ভারসহ সুশাণিত শূল দুই হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং উহা জানুদ্বয়ে রাখিয়া

ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের শূল ভগ্ন হইতে দেখিয়া বানরগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। উহারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ এবং পবন-কুমারকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। এদিকে রাক্ষসগণ এই ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই বিষণ্ণ ও ভীত হইল এবং যুদ্ধে বিমুখ হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

শূল ভগ্ন হইতে দেখিয়া মহাবীর কুম্ভকর্ণ ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন এবং লঙ্কার নিকটস্থ মলয়পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ উৎ-পাটন পূর্ব্বক উহা সবেগে সুগ্রীবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কপিরাজ সেই বিষম আঘাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসগণ হর্ষভরে কোলাহল করিয়া উঠিল। অনন্তর প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ মেঘকে লইয়া যায়, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণ কপিরাজ সুগ্রীবকে লইয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কপিরাজের দেহ সুদীর্ঘ মেঘাকার; তৎকালে রাক্ষসবীর তাঁহাকে ধারণ করিয়া উন্নতশৃঙ্গ সুমেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে সুরগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। রাক্ষসবীর তাঁহাদের কোলাহল এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন, "আমি এই কপিরাজকে হরণ করিয়া আনিলাম; অতঃপর ইহার বিনাশেই রামের সমস্ত বিনষ্ট হইবে।"

ধীমান পবনকুমার এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করিলেন। তিনি দেখিলেন, কুম্ভকর্ণ কপিরাজ সুগ্রীবকে লইয়া যাইতেছেন এবং বানরেরা প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য? অতঃপর যাহা ন্যায্য, আমি প্রাণপণে তাহা করিব। আমি পর্ব্বতাকার রূপ ধারণ করিয়া কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করি। এই রাক্ষস আমার মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট এবং কপিরাজ বিমুক্ত হইলে বানরগণ যার পর নাই হৃষ্ট হইবে। অথবা আমার এরূপ চেষ্টার প্রয়োজন কি? কপিরাজ যদি সুরাসুর এবং উরগগণ কর্ত্তৃকও গৃহীত হয়েন, তাহা হইলেও স্বীয় বিক্রমেই মুক্ত হইতে পারিবেন। ইনি বোধ হয় শূলপ্রহারজনিত ব্যথায় সংজ্ঞাহীন আছেন, এই জন্য এখনও নিজের অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। কপিরাজ অচিরে সংজ্ঞালাভ করিলেই আপনার ও বানরগণের পক্ষে যাহা হিতকর তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। আমি যদি ইহাঁকে এক্ষণে মুক্ত করিয়া দিই তাহা হইলে ইনি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইবেন এবং ইহাঁর চিরকাল একটী কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। অতএব সুগ্রীবের স্বীয় বিক্রমে মোচন দর্শনার্থ আমি আর কিয়ৎকাল অপেক্ষা করি এবং ততক্ষণ এই সমস্ত ছিন্নভিন্ন ও পলায়মান সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিতে থাকি।" বিচক্ষণ বীর পবনকুমার মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রবোধবাক্যে সৈন্যগণকে সুস্থির করিলেন।

এদিকে মহাবীর কুম্ভকর্ণ স্পন্দনশীল সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে বিমান রথ্যাগৃহ ও পুরদ্বারস্থ সকলে তাঁহার উপরি নানাবিধ উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধি

পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। কপিরাজ এতক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলেন, কিন্তু লঙ্কার রাজপথের সুশীতল বায়ু, লাজগন্ধ ও জলসেকে অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিলেন। সুগ্রীব দেখিলেন, তিনি মহাবল কুম্ভকর্ণের বাহুবেষ্টনে বদ্ধ আছেন এবং লঙ্কার রাজপথে গমন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "আমি ত দেখিতেছি, সম্পূর্ণরূপে শত্রুর হস্তগত হইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে ইহার প্রতীকার করি? এমন কোন কার্য্য করিতে হইবে, যাহা বানরগণের হিতকর ও প্রীতিকর হয়।" সুগ্রীব ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নখাঘাতে কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় এবং তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে তাঁহার নাসা ছেদন পূর্ব্বক পাদপ্রহারে তাঁহার পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। নাসা ও কর্ণ ছিন্ন হওয়াতে কুম্ভকর্ণের দেহ শোণিতধারায় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে সুগ্রীব ক্রীড়াকন্দুকবৎ সহসা বেগে লম্ফপ্রদান করিয়া পুনরায় রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন।

মহাবীর কুম্ভকর্ণ কর্ণহীন ও নাসাহীন হইয়া পর্ব্বত যেমন প্রস্রবণে শোভিত হয়, তদ্রূপ শোণিতপ্রবাহে শোভা পাইতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় নীলবর্ণ ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত; সুতরাং তৎকালে তিনি সান্ধ্যরাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর দারুণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার

জন্য পুনরায় যুদ্ধার্থ উৎসুক হইলেন এবং আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া ক্রোধভরে এক মুদ্গর গ্রহণ করত উন্মত্তের ন্যায় বেগে রণস্থলাভিমুখে চলিলেন। তিনি পুরীর বহির্ভাগে গমন করিয়া প্রলয়কালীন প্রবৃদ্ধ বহ্নির ন্যায় বানরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুধা যার পর নাই প্রবল এবং তিনি অতিশয় শোণিতমাংসপ্রিয়। অল্পকালমধ্যেই তাঁহার রক্তপানজনিত মত্ততা উপস্থিত হইল। তখন তিনি দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া রাক্ষস, বানর, পিশাচ, ভল্লুক প্রভৃতি যাহাকে সম্মুখে পাইতে লাগিলেন, তাহাকেই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন স্বয়ং মৃত্যু যুগান্তে লোকক্ষয়ার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে এককালে দুইটি, তিনটি কিম্বা বহুসংখ্যক বানর ও রাক্ষসকে ধরিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৃক্কণীদ্বয় হইতে মেদ ও শোণিত নির্গত হইতেছে; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মেদ, বসা ও শোণিতে লিপ্ত, কর্ণে অন্ত্রনাড়ীর মাল্য এবং দন্ত সুতীক্ষ্ণ। তিনি মহাপ্রলয়ে বর্দ্ধিত করাল কালমূর্ত্তির ন্যায় বানরগণের উপরি গদাঘাত করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। বানরগণও প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল।

ইত্যবসরে সুমিত্রানন্দন মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে রাক্ষস-বীরকে সাতটি সুশাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া পরে তাঁহার উপরি অজস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত শরজালে পীড়িত হইয়াও তাহা অনায়াসে ব্যর্থ

করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে মহাতেজা লক্ষ্মণের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি অল্পকালমধ্যেই কুম্ভকর্ণের স্বর্ণময় শুভ্র উৎকৃষ্ট কবচ শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। তৎকালে নীলবর্ণ রাক্ষসবীর সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে বিদ্ধ হইয়া মেঘাচ্ছাদিত রশ্মিমান সূর্য্যের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর তিনি মেঘগম্ভীররবে লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক অবজ্ঞাসহকারে কহিলেন, "বীর! আমি রণস্থলে কৃতান্তকেও অনায়াসে জয় করিয়াছি; তুমি যখন নির্ভয়ে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ, তখন তোমার বীরত্বের অবশ্যই প্রশংসা করিতে হইবে। তুমি এতদ্দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলে। আমি রণস্থলে অস্ত্রধারী স্বয়ং মৃত্যুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছি; যুদ্ধদানের কথা দূরে থাকুক, তুমি যে আমার সম্মুখে স্থির হইয়া আছ, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের বিষয়। ঐরাবতারূঢ় দেবগণপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রও কখন আমার সম্মুখে এরূপ স্থির থাকিতে পারে নাই। লক্ষ্মণ! তুমি বালক; কিন্তু আমি তোমার পরাক্রম দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। যাহা হউক তুমি এক্ষণে আমাকে রামচন্দ্রের নিকট যাইতে দাও; আমি তাহারই সহিত যুদ্ধ করিব। দেখ, একমাত্র তাহাকে বধ করাই আমার উদ্দেশ্য; কারণ তাহার বিনাশে শত্রুপক্ষের সমস্তই বিনষ্ট হইবে। রাম বিনষ্ট হইলে যে সমস্ত বীর অবশিষ্ট থাকিবে তাহাদিগকে আমি আমার অপরিমেয় বলবীর্য্যে অনায়াসেই বধ করিব।

কুম্ভকর্ণ প্রশংসার সহিত এইরূপ কহিলে, মহাবীর লক্ষ্মণ

হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাক্ষস! তোমার পরাক্রম যে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহ্য, তাহা মিথ্যা নহে। আমি অদ্য তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইলাম। যাহা হউক, তুমি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থ উৎসুক হইয়াছ। ঐ দেখ, তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।"

মহাবীর কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের এই বিদ্রূপবাক্যে অনাদর করিয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করত রামচন্দ্রের দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র রৌদ্র অস্ত্রে সুশাণিত শরজাল সন্ধান পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে রোষভরে কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে সহসা অঙ্গার-মিশ্রিত অগ্নিশিখা উদ্গার হইতে লাগিল। তিনি শরবিদ্ধ হইয়া ঘোর রোমহর্ষণ গর্জ্জনে বানরগণকে ভীত করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার হস্ত হইতে গদা স্খলিত হইয়া পড়িল; অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্রও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। রাক্ষসবীর যখন দেখিলেন, তাঁহার হস্তে কোন অস্ত্রই নাই; তখন মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত; পর্ব্বত হইতে যেরূপ প্রস্রবণ নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে অনবরত রুধির উদ্গত হইতেছিল। তিনি তীব্র কোপ ও শোণিতগন্ধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বানর, রাক্ষস ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন এবং এক ভীষণ শৈলশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে বিঘূর্ণিত করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। জগদেকবীর রামচন্দ্র সাতটি সুবর্ণচিত্রিত সরলগামী শরে পথি-

মধ্যেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। উক্ত শৃঙ্গ দুই শত বানরকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ঐ সময়ে মহাতেজা লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের বধার্থ নানাবিধ উপায় চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য! এই রাক্ষস এক্ষণে শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়াছে। ইহার আর আত্মপর জ্ঞান নাই। বানর, রাক্ষস যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই ভক্ষণ করিতেছে। এক্ষণে এক উপায় অবলম্বন করা যাউক। বানরেরা সকলে উহার উপরে গিয়া আরোহণ করুক। যূথপতিগণও স্ব স্ব মর্য্যাদা অনুসারে উহার উপরে উত্থিত হউন্। তাহা হইলে এই দুরাত্মা গুরুভারে পীড়িত হইবে, অথচ রণভূমিতে বিচরণ করিয়া আর বানরগণকে ভক্ষণ করিতে পারিবে না।"

অনন্তর লক্ষ্মণের এই বাক্যে মহাবল বানরগণ যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের উপরি গিয়া আরোহণ করিল। কুম্ভকর্ণ ইহাতে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দুষ্ট হস্তী যেরূপ হস্তীপককে ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ গাত্র কম্পিত করে, তদ্রূপ বানরগণকে ফেলিবার জন্য গাত্র কম্পিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণকে ক্রুদ্ধ জানিয়া প্রকাণ্ড ধনুক গ্রহণ করিলেন এবং আরক্তনেত্রে যেন রাক্ষসবীরকে দগ্ধ করিয়াই তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে বানরগণের ভয় দূর হইল। মহাবীর রামচন্দ্রের হস্তে স্বর্ণখচিত সর্পাকার ধনু, স্কন্ধদেশে উৎকৃষ্ট শরপূর্ণ তূণীর; তিনি বানরবীরগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে সত্বর

উপস্থিত হইলেন। তৎকালে দুর্জ্জয় বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল এবং ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রামচন্দ্র দেখিলেন, কিরীটধারী রুধিরাক্তকলেবর রক্তচক্ষু মহাবীর কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ দিক্‌হস্তীর ন্যায় সকলের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। বানরগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে এবং রাক্ষসগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। কুম্ভকর্ণ দেখিতে বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় এবং তাঁহার হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ। মেঘ হইতে যেরূপ জলধারা পতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার মুখ হইতে অনবরত শোণিতধারা পতিত হইতেছে। তিনি শোণিতসিক্ত সৃক্কণীদ্বয় পুনঃ পুনঃ জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতেছেন। তাঁহার জ্যোতি প্রদীপ্ত বহ্নির তুল্য। তিনি সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় বানরগণকে ভক্ষণ করিতেছেন। মহাবীর রামচন্দ্র তাঁহার নিকটে গমন করিয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিলেন। ঐ ভীষণ টঙ্কারশব্দ রাক্ষসবীরের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে রামচন্দ্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ক্ষত্রিয়বীর পর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণকে বেগে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "রাক্ষসবীর! আইস, বিষণ্ণ হইও না। এই আমি শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান আছি। জানিও, আমি রাক্ষসকুলের ধূমকেতু রাম; তুমি মুহূর্ত্তমধ্যেই আমার হস্তে প্রাণ হারাইবে।"

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া বিকৃতস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে বানরগণ তাঁহাকে

দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসবীর বানরগণের হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক মেঘগর্জ্জনবৎ ভীম ও বিকৃতস্বরে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রাম! জানিও আমি বিরাধ নহি, খর বা কবন্ধ নহি এবং বালী বা মারীচও নহি। আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত। এই যে আমার হস্তে প্রকাণ্ড লৌহময় মুদ্গার দেখিতেছ, ইহাদ্বারা আমি পূর্ব্বে দেব এবং দানবগণকেও পরাজয় করিয়াছি। আমার নাসাকর্ণ যদিও ছিন্ন হইয়াছে, তথাচ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না। বলিতে কি, ইহাতে আমার কোনই কষ্ট বোধ হইতেছে না। যাহা হউক মনুষ্যবীর! তুমি প্রথমে তোমার পরাক্রমের পরিচয় দাও। আমি উহা দর্শন করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ করিব।"

তেজস্বী কুম্ভকর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর রামচন্দ্র যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ বজ্রকল্প শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসবীর ঐ সমস্ত শরাঘাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুভিত বা বিচলিত হইলেন না। কি আশ্চর্য্য! যে শরে সপ্ততাল বিদীর্ণ হইয়াছিল, যাহা অতুলপরাক্রম বালীরও প্রাণনাশ করিয়াছিল, কুম্ভকর্ণের গাত্রে তাহাও ব্যর্থ হইয়া গেল— বৃষ্টিপাতের ন্যায় তিনি ঐ শরপাত অনায়াসে সহ্য করিলেন। অনন্তর ঐ সুরসৈন্যেরও ভয়ঙ্কর রক্তাক্তকলেবর রাক্ষসবীর মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া বানরসৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রামচন্দ্র শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র যোজনা করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাক্ষসবীরের মুদ্গর-

সহিত হস্ত কর্ত্তিত হইল; তিনি ভীমরবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার গিরিশৃঙ্গাকার প্রকাণ্ড হস্ত পতনকালে বহুসংখ্যক বানরকে নিষ্পিষ্ট ও বিনষ্ট করিল। অবশিষ্ট বানরগণ যার পর নাই বিষণ্ণ ও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থিতি পূর্ব্বক রাক্ষস ও ক্ষত্রিয়বীরের ঘোর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। এক হস্ত ছিন্ন হওয়াতে কুম্ভকর্ণ শিখরশূন্য পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি অপর হস্তে এক তালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দ্রুতবেগে রামচন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত ঐ ভীষণ সর্পাকার হস্ত স্বর্ণ-চিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্রে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। উক্ত হস্ত ভূতলে পতিত হইয়া আহত সর্পের ন্যায় ইতস্তত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং উহার আঘাতে বৃক্ষ, পর্ব্বত, শিলা ও বহুসংখ্যক বানর ও রাক্ষস চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ঘোর গর্জ্জন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্ষত্রিয়বীর অবিলম্বে দুই সুশাণিত অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা রাক্ষসের পদদ্বয় ছেদন করিয়া দিলেন। পদদ্বয় তৎক্ষণাৎ দিক্‌বিদিক্‌, পর্ব্বত গুহা, মহা-সমুদ্র ও লঙ্কা কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। কুম্ভ-কর্ণের হস্ত ও পদ কর্ত্তিত; তিনি বড়বামুখাকার মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে রাহু যেমন চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। রামচন্দ্র অল্প-কালমধ্যেই সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত শরজালে তাঁহার আস্যকুহর পূর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্‌শক্তি রোধ হইল।

তিনি অতি কষ্টে অস্ফুট চীৎকার পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন রামচন্দ্র সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তেজোময় ব্রহ্মদণ্ডতুল্য কৃতান্তকল্প সুশাণিত ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ঐ বজ্রসার বায়ুবেগগামী সুবর্ণপুঙ্খ শর কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐন্দ্রাস্ত্র ধূমশূন্য পাবকের ন্যায় দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর ও ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় বেগবান। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে দশদিক্ উল্লসিত করিয়া ভীমবিক্রমে চলিল এবং কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলভূষিত পর্ব্বতাকার দংষ্ট্রাকরাল মুখ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ মুণ্ড পতনকালে বহুসংখ্যক গৃহ, পুরদ্বার ও প্রাকার ভগ্ন করিল। অনন্তর রাক্ষসবীরের প্রকাণ্ড দেহ সমুদ্রজলে গিয়া পতিত হইল এবং বহুসংখ্যক নক্র, কুম্ভীর, মৎস্য ও উরগগণকে মর্দ্দন পূর্ব্বক মহাসমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ করিল। তৎকালে ব্রাহ্মণ ও দেবগণের শত্রু মহাবীর কুম্ভকর্ণ এইরূপে হত হইলে পর্ব্বতসমূহের সহিত সমগ্র বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং অন্তরীক্ষে দেবগণ হর্ষভরে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, পক্ষী, গুহ্যক, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ অন্তরীক্ষ হইতে রামচন্দ্রের এই অচিন্তনীয় পরাক্রম দর্শন করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন।

রাক্ষসগণ এই স্বপ্নের অগোচর কুম্ভকর্ণবধব্যাপারে সাতিশয় ভীত হইল এবং মাতঙ্গেরা যেরূপ সিংহ দর্শনে ব্যথিত হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্রের দর্শনে ব্যথিত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এদিকে সূর্য্য যেরূপ রাহুমুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার দূর করত শোভিত

হয়েন, তৎকালে রামচন্দ্রও কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়া বানরসৈন্য-মধ্যে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরগণের মুখ হর্ষভরে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনোহর হইল এবং উঁহারা বারংবার রামচন্দ্রের পূজা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ ঘোরতর যুদ্ধেও কদাচ পরাজিত হয়েন নাই; তিনি সুরসৈন্য-গণেরও হন্তা। দেবরাজ যেরূপ অসুর বৃত্রকে বধ করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ রামচন্দ্র উহাঁকে বধ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ।

কুম্ভকর্ণ নিহত হইলে রাক্ষসেরা দ্রুতপদে রাবণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ। কৃতান্ততুল্য ক্রূরকর্ম্মা মহাবীর কুম্ভকর্ণ প্রথমে বানরসেনাকে ছিন্নভিন্ন ও ভক্ষণ করিয়া অবশেষে আপনিই বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি মুহূর্ত্ত-কাল শত্রুপক্ষকে সন্তপ্ত করিয়া অবশেষে রামচন্দ্রের খরতর তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কবন্ধমূর্ত্তি ভীম-দর্শন সমুদ্রে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট, তাঁহার নাসাকর্ণ ছিন্ন এবং সর্ব্ব-শরীর রুধিরে সিক্ত। তাঁহার মস্তক বিকৃতাবস্থায় লঙ্কার

দ্বাররুদ্ধ করিয়া পতিত ছিল। তাঁহার হস্ত পদ সমস্তই কর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি নগ্নদেহে দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছেন।”

রাক্ষসরাজ সহসা এই নিদারুণ সংবাদে যার পর নাই শোকাকুল হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় ইহাঁরাও পিতৃব্য-বধে যার পর নাই আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব ইহাঁরাও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যুতে যার পর নাই শোকার্ত্ত হইলেন। অনন্তর রাক্ষস-রাজ কিয়ৎকাল পরে অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে আকুলমনে ও দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, “হা কুম্ভকর্ণ! হা বীরচূড়ামণি! হা শত্রুদর্পহারী মহাবল! তুমি সহসা আমায় অসহায় করিয়া পলায়ন করিলে! বীর! তুমি আমার ও বন্ধুগণের দুঃখশল্য দূর না করিয়া অকস্মাৎ আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিলে? হায়! আমি এতদিন যাহার সাহসে সুরাসুর-গণকেও ভয় করিতাম না, এক্ষণে আমার সেই দক্ষিণ হস্ত পতিত হইল—আমি অতঃপর জীবিত থাকিয়াও নাই। হায়! যিনি রণস্থলে দেবদানবেরও দর্প চূর্ণ করিতেন, মনুষ্য রাম কিরূপে সেই কালাগ্নিসদৃশ বীরকে বিনাশ করিল? বজ্রাঘাতও যাহাঁর অল্পমাত্র ব্যথার কারণ হইত না, অদ্য তিনি কিরূপে সেই দুরাত্মার শরাঘাতে মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন? বীর! অদ্য দেব ও মহর্ষিগণ অন্তরীক্ষ হইতে তোমার নিধন দর্শন করিয়া মহাহর্ষে কোলাহল

করিতেছে। অদ্য বানরগণ নিশ্চয়ই অবসর বুঝিয়া লঙ্কার দুর্গম দ্বার সমূহে আরোহণ করিবে। আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, সীতাতেও আবশ্যক নাই। যখন কুম্ভকর্ণই প্রাণ হারাইল, তখন আর আমার জীবন ধারণ করিয়া ফল কি? যদি আমি অদ্য ভ্রাতৃহন্তা রামকে বধ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়। এক্ষণে কুম্ভকর্ণ যে স্থানে গিয়াছেন, আমি অদ্যই সেই স্থানেই যাইব। আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভ্রাতৃগণকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিব না। হায়! আমি পূর্ব্বে দেবগণের অপকার করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহারা আমাকে দেখিলে না জানি কতই হাসিবে? হা ভ্রাতঃ কুম্ভকর্ণ! আমি অতঃপর আর ইন্দ্রকে কিরূপে পরাজয় করিব? হায়! আমি পূর্ব্বে বিভীষণের বাক্যে অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সমস্তই ঘটিতেছে। যদবধি আমি প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছি, তদবধি ধর্ম্মাত্মা বিভীষণের উপদেশবাক্য সকল আমাকে যার পর নাই লজ্জিত করিতেছে। বলিতে কি, আমি যে তাঁহাকে অকারণে অপমান করিয়াছিলাম, সেই পাপেই এক্ষণে আমাকে এত কষ্ট পাইতে হইতেছে।"

এইরূপে মহাতেজা রাবণ আকুলমনে ও দীনভাবে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং প্রিয় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের অসাধারণ পরাক্রমের কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর ও মহাপার্শ্বের যুদ্ধযাত্রা এবং নরান্তকের নিধন।

অনন্তর ত্রিশিরা শোকাভিভূত রাক্ষসরাজ রাবণের সকরুণ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "রাজন্! আমাদের মহাবীর্য্য মধ্যম তাত বিনষ্ট হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু আপনার ন্যায় বীরপুরুষেরা কদাচ এরূপ শোকে অভিভূত হয়েন না। আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিভুবনও জয় করিতে পারেন; তথাপি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কেন এরূপ বিলাপ করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বীর! আপনার পিতামহদত্ত শক্তি আছে, অভেদ্য কবচ ও ধনু আছে এবং সহস্র খরযুক্ত মেঘের ন্যায় গম্ভীরনিঃস্বন রথও আছে। আপনি পূর্ব্বে শস্ত্রবলে দেবদানবগণকেও পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়াছেন, এক্ষণে রামচন্দ্রকেও শাসন করুন্। অথবা মহারাজ! আপনার যাইবার আবশ্যক নাই; আমরাই যুদ্ধযাত্রা করিতেছি এবং বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ আপনার শত্রুকে বিনাশ করিতেছি। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শম্বরাসুরকে এবং বিষ্ণু যেরূপ নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, আমি অদ্য তদ্রূপ রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

কালপ্রেরিত রাবণ ত্রিশিরার এই উৎসাহবাক্যে যেন

পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। দেবান্তক, নরান্তক এবং তেজস্বী অতিকায়ও যুদ্ধহর্ষে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী রাবণের অন্যান্য পুত্রগণ ও "আমি যাইব" "আমি যাইব" বলিয়া ঔৎসুক্যে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উহাঁদের গতি অন্তরীক্ষেও প্রতিহত হয় না। উহাঁরা মায়াপটু, দেবগণেরও দর্পহন্তা, যুদ্ধোন্মত্ত ও বলসম্পন্ন এবং উহাঁদের কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিখ্যাত। দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এবং উরগগণের সহিত যুদ্ধেও ইহাঁদের পরাজয় শ্রুত হয় নাই। উহাঁরা সকলেই অস্ত্রবিদ, যুদ্ধনিপুণ, জ্ঞানবান্ ও লব্ধবর। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবদর্পহারী সুরগণে বেষ্টিত হইয়া শোভিত হয়েন, তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণও আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী শক্রনাশন পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বীরপুত্রগণকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক রণস্থলে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদের রক্ষার্থ মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামক স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয়কেও সঙ্গে যাইতে কহিলেন।

অনন্তর ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর ও মহাপার্শ্ব এই ছয়জন রাক্ষসবীর কালপ্রেরিত হইয়া যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইল এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক যাত্রা করিল। মহাবীর মহোদর সর্ব্বাস্ত্রপূর্ণ এক তূণীর গ্রহণ এবং নীলমেঘাকার সুদর্শন ঐরাবতকুলোৎপন্ন এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাবণপুত্র ত্রিশিরা

নানাবিধ আয়ুধে পরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত এক রমণীয় রথে আরোহণ করিলেন। ত্রিশিরা যখন ধনুর্ধারণ করিয়া ঐ রথে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহাকে ইন্দ্রধনু-লাঞ্ছিত, উল্কা ও বিদ্যুদ্শোভিত জ্বালাকরাল মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মস্তকে তিনটি কিরীট, তদ্দ্বারা তিনি তিনটি স্বর্ণশৃঙ্গধারী হিমাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাবণের অন্যতম পুত্র ধনুর্ধারীদিগের অগ্রগণ্য তেজস্বী অতিকায় অপর এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুগঠিত; উহা অনুকর্ষ ও কূবর দ্বারা শোভিত এবং শরাসন, শরপূর্ণ তূণীর, প্রাস, পরিঘ, গদা প্রভৃতি নানাবিধ যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। রাক্ষসবীর স্বর্ণকিরীট এবং অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া প্রভাভাস্বর মেরুর ন্যায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতেছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী বীর রাক্ষস; সুতরাং তৎকালে তিনি অমরগণবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

মহাবীর নরান্তক কনকভূষিত শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ মনোবৎ বেগগামী এক অত্যুচ্চ অশ্বে আরোহণ করিলেন। তিনি উল্কার ন্যায় দীপ্তিমান এক প্রাস ধারণ করিয়া ময়ূরারূঢ় শক্তিধারী সাক্ষাৎ তেজস্বী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভিত হইলেন। মহাবীর দেবান্তক স্বর্ণখচিত এক প্রকাণ্ড পরিঘ গ্রহণ করিয়া সমুদ্রমন্থনকালে মন্দরধারী বিষ্ণুর শ্রীকেও অতিক্রম করিলেন এবং মহাতেজা মহাপার্শ্ব গদাহস্তে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে রাক্ষসবীরগণ অমরাবতী হইতে সুরগণের ন্যায় লঙ্কাপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী যোদ্ধা অশ্ব, হস্তী এবং মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তৎকালে কিরীটিধারী তেজস্বী রাজকুমারগণ অন্তরীক্ষস্থ প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সুশাণিত উদ্যত অস্ত্রসমূহ আকাশে উড্ডীন শরদভ্রধবল হংসপঙ্ক্তির ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বীরগণ শত্রুজয় বা মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় নির্গত হইলেন। রণোন্মত্ত রাজকুমারগণ কেহ গর্জ্জন, কেহ সিংহনাদ, কেহ বা অস্ত্র আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল এবং গর্জ্জন ও সিংহনাদে যেন অন্তরীক্ষ বিদীর্ণ হইল।

রাক্ষসগণ নির্গত হইয়াই দেখিল, বানরগণ বৃক্ষ ও শিলা হস্তে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান আছে। বানরেরাও দেখিল, রাক্ষসসৈন্য কল্লোলময় সাগরপ্রবাহের ন্যায় মহাবেগে আগমন করিতেছে। ঐ সৈন্য হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল, মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং কিঙ্কিণীশতনিনাদিত। উহার মধ্যে মধ্যে প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বীরগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে। বানরেরা উহাদিগকে আসিতে দেখিয়া প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরাও উহাদের কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোর গর্জ্জনে পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ ও দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

অনন্তর বানরবীরগণ শৈলশৃঙ্গ উদ্যত করিয়া শস্ত্রধারী পর্ব্বতের ন্যায় রাক্ষসসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উহাদের কেহ কেহ ক্রোধভরে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হস্তে অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ক্রমশ উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। বানরগণ রাক্ষসদিগের উপরি অনবরত বৃক্ষ ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরাও শরজালে তৎসমুদায় নিবারণ করিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে উভয়পক্ষের ঘোর সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বানরেরা যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাঘাতে কবচধারী রাক্ষসদিগকে চূর্ণ করিতে লাগিল এবং নির্ভয়ে অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী বীরগণকেও আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। অল্পকালমধ্যেই বহুসংখ্যক রাক্ষসের শৈলাঘাতে দেহ নিষ্পিষ্ট ও মুষ্ট্যাঘাতে চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িল। উহারা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর কতকগুলি রাক্ষসবীর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং শূল, মুদ্গর, খড়্গ, প্রাস ও শক্তিদ্বারা বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ জয়াকাঙ্ক্ষায় পরস্পরকে পাতিত করিতে লাগিল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ শত্রুশোণিতে সিক্ত হইল। রণস্থল শৈল, খড়্গ এবং নিপতিত বানর ও রাক্ষসে আচ্ছন্ন হইল। ইতস্তত রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই বসুমতী চূর্ণীকৃত পর্ব্বতাকার বানর ও রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তথাপি যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল না। বানরগণ রাক্ষসদ্বারা রাক্ষসকে এবং রাক্ষসগণ বানর

দ্বারা বানরকে চূর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ বানরদিগের হস্ত হইতে বৃক্ষ ও শিলা এবং বানরগণ রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া প্রহার আরম্ভ করিল। উভয়পক্ষের ঘোর সিংহনাদে পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বানরগণের বিষম প্রহারে রাক্ষসদিগের বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং বৃক্ষ হইতে যেরূপ নির্য্যাস নির্গত হয়, তদ্রূপ উহাদের গাত্র হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বানরগণ রথদ্বারা রথ, অশ্বদ্বারা অশ্ব এবং হস্তীদ্বারা হস্তী চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল ও নিশিত শরদ্বারা বানরনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও শিলা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। তৎকালে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত, ছিন্ন বৃক্ষ এবং নিহত বানর ও রাক্ষসে রণস্থল যার পর নাই দুর্গম হইয়া উঠিল। বানরেরা যার পর নাই বলগর্ব্বিত; উহারা নির্ভয়ে নখ, দন্ত এবং বৃক্ষ ও শিলা দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমশ যুদ্ধ সাতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল এবং বানরেরা হৃষ্ট ও রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অন্তরীক্ষস্থ দেব ও মহর্ষিগণ যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং মহানন্দে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর নরান্তক পবনের ন্যায় বেগগামী এক অশ্বে আরোহণ এবং সুশাণিত শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক মৎস্য যেরূপ মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বানরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রদীপ্ত প্রাস অস্ত্রে ক্ষণকালমধ্যেই সাত শত বানরকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। বিদ্যাধর ও

মহর্ষিগণ অন্তরীক্ষ হইতে ঐ অশ্বারূঢ় বানরসৈন্যমধ্যস্থ বীরের ঘোর যুদ্ধ দর্শন করিয়া যার পর নাই ভীত হইলেন। দেখিতে দেখিতেই নরান্তকের গমনপথ মাংস ও শোণিতের কর্দ্দমে পূর্ণ এবং পতিত পর্ব্বতাকার বানরে অবরুদ্ধ হইল। বানরগণ বিক্রম প্রকাশের ইচ্ছা করিতেছে ইতিমধ্যেই নরান্তকের অস্ত্র তাহাদিগকে দ্বিখণ্ড করিতে লাগিল। প্রবল দাবানল যেরূপ বনসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ রাক্ষসবীর নরান্তক বানরসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। উহারা বৃক্ষ ও শিলা উৎপাটন না করিতে করিতেই নরান্তকের প্রাসদ্বারা কর্ত্তিত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মহাবল নরান্তক প্রাস উদ্যত করিয়া রণস্থলের ইতস্তত ভ্রমণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন মেঘবায়ুর ন্যায় সমস্তই মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে নরান্তকের অভূতপূর্ব্ব পরাক্রমে বানরেরা এতদূর ভীত হইয়াছিল যে, যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের স্পন্দন বা বাক্যস্ফূর্ত্তি কিছুরই সামর্থ্য ছিল না। উত্থান, অবস্থান বা গমন, যে যে অবস্থায় ছিল, নরান্তক কালকল্প প্রদীপ্ত প্রাসদ্বারা তাহাকে সেই অবস্থাতেই বধ করিতে লাগিলেন। বানরেরা দলে দলে কর্ত্তিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। ঐ প্রাসের আঘাত বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ; বানরেরা উহা সহ্য করিতে না পারিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে পূর্ব্বে যে সমস্ত বানর কুম্ভকর্ণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছিল তাহারা সুগ্রীব

হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। সুগ্রীব দেখিলেন, বানরসৈন্য নরান্তকের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে এবং উক্ত রাক্ষসবীর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রাসহস্তে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছেন। তদ্দর্শনে মহাতেজা কপিরাজ ইন্দ্রপরাক্রম কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, "বৎস! ঐ যে রাক্ষসবীর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বানরগণকে বধ ও ভক্ষণ করিতেছে, তুমি শীঘ্র গিয়া উহাকে বিনাশ কর।"

কপিরাজের আদেশমাত্র, মেঘ হইতে সূর্য্যের ন্যায়, মহাবীর অঙ্গদ বানরসৈন্যমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। তিনি নীলমেঘাকার এবং তাঁহার হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ, সুতরাং তৎকালে তিনি ধাতুরঞ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। তাঁহার হস্তে কোনই অস্ত্র নাই; নখ ও দন্তই তাঁহার অস্ত্র। তিনি মহাবেগে নরান্তকের সম্মুখে গমন করিয়া কহিলেন; "রাক্ষসবীর! ক্ষান্ত হও; এই সমস্ত সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করা কি তোমার শোভা পায়? তুমি আমার এই বক্ষস্থলে বজ্রসার প্রাস নিক্ষেপ কর।"

অঙ্গদের এই গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণ করিয়া নরান্তক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি দশনদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সহসা ঐ জ্বলন্ত প্রাস পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু উহা বানরবীরের বজ্রকল্প বক্ষঃস্থলে আহত হইবামাত্র চূর্ণ ও ভূতলে পতিত হইল। মহাবীর অঙ্গদ গরুড়চ্ছিন্ন সর্পের ন্যায় উক্ত প্রাসের

বলবীর্য্য নিষ্ফল দেখিয়া নরান্তকের বাহন অশ্বের মস্তকে এক চপেটাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ পর্ব্বতাকার অশ্বের পদ ভূতলে প্রবিষ্ট হইল, চক্ষের তারকা স্ফুটিত হইল, জিহ্বা নির্গত হইয়া পড়িল এবং মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। উহা মৃত ও ভূতলে পতিত হইল।

অশ্ব বিনষ্ট হওয়াতে রাক্ষসবীর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুষ্টি উদ্যত করিয়া অঙ্গদের মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই বিষম আঘাতে অঙ্গদের মস্তক বিশীর্ণপ্রায় হইল, মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল; তিনি দারুণ ব্যথায় মূর্চ্ছিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। অনন্তর বানরবীর গিরিশৃঙ্গতুল্য এক ভয়ঙ্কর মুষ্টি মৃত্যুসমানবেগে নরান্তকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। নরান্তকের বজ্রসার বক্ষ নিমগ্ন ও ভগ্ন হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে সিক্ত হইল এবং মুখ দিয়া অগ্নি উদ্গার হইতে লাগিল। তিনি বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

অঙ্গদ নরান্তকের প্রাণসংহার করিবামাত্র, অন্তরীক্ষে দেবগণ এবং রণস্থলে বানরগণের হর্ষকোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। রামচন্দ্রও বালিনন্দনের এই তুষ্টিকর ও দুষ্কর কার্য্যে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ।

দেবান্তক প্রভৃতির যুদ্ধ ও মৃত্যু।

অনন্তর দেবান্তক, ত্রিমূর্দ্ধা ও রাবণভ্রাতা মহোদর এই তিনজন রাক্ষসবীর নরান্তকের মৃত্যু দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। মহোদর এক মেঘাকার হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়; তিনি ক্রোধভরে মহাবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলবান দেবান্তকও ভ্রাতৃশোকে যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া এক ভীষণ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ত্রিশিরাও উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত সূর্য্যতুল্য তেজোময় এক রথে আরোহণ করিয়া অঙ্গদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অঙ্গদ এককালে এই তিনজন দেবদর্পহারী রাক্ষসকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় বেগে উহা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শস্ত্রবিৎ ত্রিশিরা সর্পাকার শরে পথিমধ্যেই ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অনবরত বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসবীর ত্রিশিরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরজালে এবং মহোদর পরিঘপ্রহারে তৎসমুদয় ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

অনন্তর ত্রিশিরা শরবর্ষণ করিতে করিতে অঙ্গদের প্রতি

ধাবমান হইলেন। মহোদর গজারোহণে গিয়া ক্রোধভরে এক বজ্রসার তোমর তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। দেবান্তক ক্রোধভরে এক পরিঘপ্রহার করিয়া সত্বর তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভাব বালিকুমার এই তিনজন প্রধান প্রধান রাক্ষসবীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। ঐ দুর্জ্জয় মহাবীর বেগে মহোদরের হস্তীকে এক চপেটাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ হস্তীর নেত্রদ্বয় স্খলিত হইল এবং প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। অনন্তর অঙ্গদ উক্ত হস্তীর বৃহৎ দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাবেগে দেবান্তককে প্রহার করিলেন। তেজস্বী রাক্ষসবীর প্রভঞ্জনাহত বৃক্ষের ন্যায় যার পর নাই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ হইতে লাক্ষারস তুল্য শোণিত প্রবলবেগে নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাতেজা দেবান্তক কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া ভীষণ পরিঘ বিঘূর্ণিত করত অঙ্গদকে বেগে প্রহার করিলেন। অঙ্গদ ঐ আঘাতে জানুদ্বয়ে ভর দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই আবার উত্থিত হইলেন। উত্থান-কালে ত্রিশিরা তিনটি সরলগামী ভীষণ শরে বালিকুমারের ললাটদেশ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময়ে মহাবীর হনূমান ও নীল অঙ্গদকে একাকী রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। নীল ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শস্ত্রবিৎ রাবণকুমার অর্দ্ধপথেই উহাকে শরজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ এবং জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহাবল দেবান্তক যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরিঘহস্তে হনুমানের প্রতি ধাবমান হইলেন। হনূমান তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ঘোর গর্জ্জনে রাক্ষসদিগকে কম্পিত করত তাঁহার মস্তকে এক বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাক্ষসবীরের মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, জিহ্বা লম্বমান হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

দেবান্তকের মৃত্যুতে রাক্ষসবীর ত্রিশিরা অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নীলের বক্ষে নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহোদরও রশ্মিমান দ্বিতীয় মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় স্বর্ণাস্তরণশোভিত অপর এক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নীলের অভিমুখে গমন করিলেন এবং বৃষ্টিপাতের ন্যায় তাঁহার উপরি অবিরল শরপাত করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া সবিদ্যুৎ গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেনাপতি নীলের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল; তিনি নিশ্চেষ্ট ও শিথিল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর বানরবীর ক্ষণকাল পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বৃক্ষবহুল এক পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে মহোদরের মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই বিষম আঘাতে মহোদরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তিনি চূর্ণ হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার বাহন হস্তীও তাঁহার সহিত প্রাণত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নিহত দেখিয়া

শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে হনূমানকে নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পবনকুমার যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসবীরের প্রতি এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শস্ত্রবিৎ ত্রিশিরা অর্দ্ধপথেই তাহাকে তীক্ষ্ণ শরজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। হনূমান পর্ব্বতশৃঙ্গ নিষ্ফল দেখিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর শূন্যমার্গে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভীমরবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর হনূমান ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ নখরাঘাতে ত্রিশিরার অশ্ব বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। কৃতান্ততুল্য মহাবীর ত্রিশিরাও ক্রোধভরে করাল শক্তি লইয়া পবনকুমারের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। হনূমান অন্তরীক্ষচ্যুত প্রদীপ্ত উল্কার ন্যায় ত্রিশিরার ঐ অপ্রতিহতগতি শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঐ ঘোরদর্শন শক্তি সহসা ভগ্ন দেখিয়া মহাহর্ষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদের গর্জ্জন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইল। ত্রিশিরা শক্তি নিষ্ফল দেখিয়া খড়্গ উদ্যত করত ক্রোধভরে হনূমানের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। পবনকুমারও খড়্গাহত হইয়া রাক্ষসবীরের মস্তকে এক চপেটাঘাত করিলেন। ত্রিশিরা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। ইত্যবসরে হনূমান তাঁহার হস্তস্থিত খড়্গ কাড়িয়া লইয়া রাক্ষসগণের ভীতিবিধায়ক স্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ঐ গর্জ্জন মহাতেজা ত্রিশিরার সহ্য হইল না। তিনি উঠিয়াই ক্রোধভরে হনূমানের বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার

করিলেন। মহাবীর পবনকুমারও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ত্রিশিরার কেশমুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত অসি দ্বারা, ইন্দ্র যেমন বিশ্বকর্ম্মপুত্র বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাক্ষসবীরের কিরীটশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত তিনটি মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ দীর্ঘনাসাযুক্ত, দীর্ঘকর্ণ, অগ্নিবৎ প্রদীপ্তচক্ষু মুণ্ডত্রয় আকাশচ্যুত গ্রহাদির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে ইন্দ্রপরাক্রম মহাবীর পবনকুমারের হস্তে ত্রিশিরা বিনষ্ট হইলে, বানরগণ মহাহর্ষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, পৃথিবী কম্পিত হইল এবং রাক্ষসগণ প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাতেজা মত্ত দেবান্তক নরান্তক ও ত্রিশিরা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ক্রোধভরে এক প্রদীপ্ত গদা গ্রহণ করিল। ঐ গদা লৌহ-নির্ম্মিত, স্বর্ণপট্টবেষ্টিত, মাংসলিপ্ত, শোণিতফেণাযুক্ত, শত্রু-শোণিততৃপ্ত ও রক্তমাল্যবিভূষিত; উহার অগ্রভাগ হইতে সর্ব্বদা প্রখর তেজ নির্গত হইতেছে। ঐরাবত, মহাপদ্ম, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দিগ্‌গজগণও উহার মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে কম্পিত হয়। রাক্ষসবীর মত্ত ক্রোধভরে এই ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক যুগান্তকালীন প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল। ইত্যবসরে সেনাপতি ঋষভ রাক্ষস-সৈন্যের সন্নিহিত হইয়া মত্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাবীর মত্ত পর্ব্বতাকার বানরবীরকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বজ্রকল্প গদা নিক্ষেপ করিল। ঋষভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, অনবরত

রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। বানরবীর কিয়ৎকাল পরে অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধস্পন্দিত ওষ্ঠে মত্তকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; অনন্তর মহাবেগে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বক্ষস্থলে এক বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাক্ষসবীর অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল; তাহার সর্ব্বশরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়া গেল। ইত্যবসরে ঋষভ তাহার যমদণ্ডতুল্য ভীষণ গদা কাড়িয়া লইয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর কিয়ৎকাল মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল; অনন্তর সহসা সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণদেহে উত্থিত হইয়া ঋষভকে বেগে প্রহার করিল। মহাবীর ঋষভ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক পর্ব্বতাকার গদা বিঘূর্ণিত করিয়া মত্তের বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন। ঐ বিষম প্রহারে রাক্ষসের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং পর্ব্বত হইতে ধাতুমিশ্রিত জলপ্রবাহের ন্যায় উহার গাত্র হইতে অজস্রধারে রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋষভ গদা গ্রহণ করিয়া রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বারংবার গদা বিঘূর্ণিত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় আসিয়া মত্তের গাত্রে গদাঘাত করিলেন। মত্তের সর্ব্বশরীর চূর্ণ হইল এবং দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। সে স্বীয় গদার আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে মত্ত বিনষ্ট হইলে সমুদ্রতুল্য বিশাল রাক্ষস-

সৈন্য প্রাণভয়ে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

একসপ্ততিতম সর্গ।

অতিকায়ের যুদ্ধ ও মৃত্যু।

অনন্তর দেবদানবদর্পহারী বরগর্ব্বিত পর্ব্বতাকার মহাতেজা অতিকায় ইন্দ্রপরাক্রম ভ্রাতৃগণ ও পিতৃব্যদ্বয়কে নিহত এবং রাক্ষসসৈন্যকে ব্যথিত দেখিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন ও সহস্র আদিত্যের ন্যায় তেজোময় এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক বানরসৈন্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে কিরীট এবং কর্ণে কুণ্ডল; তিনি ধনুক বিস্ফারণ করিয়া মুহুর্মুহু স্বনাম খ্যাপন পূর্ব্বক ঘোররবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ সিংহনাদ এবং ধনুষ্টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া বানরেরা যার পর নাই ভীত হইল। তাহারা অতিকায়ের প্রকাণ্ড দেহ দর্শনে, কুম্ভকর্ণ পুনর্জীবিত হইয়া আসিয়াছে বোধ করিয়া, সভয়ে পরস্পরের আশ্রয় লইতে লাগিল। অতিকায়ের মূর্ত্তি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণকালে ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় ভয়ঙ্কর; বানরবীরেরা তদ্দর্শনে প্রাণভয়ে দশদিকে

পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন বানর ভয়ে বিহ্বল হইয়া জগতের শরণ্য মহাবীর রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। অনন্তর রামচন্দ্র দূর হইতে দেখিলেন, পর্ব্বতাকার অতিকায় রথোপরি উপবিষ্ট আছেন এবং ধনুর্দ্ধারণ করিয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন। রামচন্দ্র এই মহাকায় রাক্ষসবীরকে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং বিভীষণকে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! ঐ যে মহাবীরের দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ; যাহাঁর হস্তে বিশাল শরাসন; যাহাঁর লোচন সিংহের ন্যায়; যিনি সহস্র অশ্বযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় রথে আরোহণ করিয়া রণভূমি উজ্জ্বল করত আগমন করিতেছেন; যিনি দীপ্তিমান নিশিত শূল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে বেষ্টিত হইয়া ভূতগণপরিবেষ্টিত ভগবান রুদ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; যিনি কালজিহ্বাকরাল প্রদীপ্ত শক্তি গ্রহণ করিয়া বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; যাহাঁর স্বর্ণখচিত শরাসন, আকাশকে ইন্দ্রধনুর ন্যায়, রথকে সুশোভিত করিয়াছে; যাহাঁর ধ্বজোপরি রাহুচিহ্ন; যাহাঁর বাণসমূহ সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় দশদিকে বিরাজিত; যাহাঁর ধনুঃখণ্ড মেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দকারী, তিন স্থানে নত এবং শত সুরধনুর ন্যায় রমণীয়; যাহাঁর রথ ধ্বজ, পতাকা ও অনুকর্ষে শোভিত, মেঘের ন্যায় গম্ভীরনিঃস্বন, চারিটি সারথির দ্বারা চালিত এবং অষ্টত্রিংশ শরাসন, তূণীর ও বহুসংখ্যক স্বর্ণবর্ণ ভীষণ জ্যায়ে পূর্ণ; যাহাঁর দুই পার্শ্বে চতুর্হস্ত মুষ্টিবিশিষ্ট দশহস্ত দীর্ঘ দুইখানি খড়্গ বিলম্বিত আছে; যাহাঁর কণ্ঠে রক্তমাল্য; যাহাঁর মুখ অন্ত-

কের ন্যায় ভীষণ; যিনি কৃষ্ণকায়; মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় যাহাঁর দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে; যাহাঁর স্বর্ণাঙ্গদশোভিত বাহুদ্বয় ধাতুরঞ্জিত হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছে; যাহাঁর ভীষণ মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ের মধ্যগত থাকিয়া পুনর্ব্বসুর মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; যাহাঁকে দর্শন করিয়া ভয়ার্ত্ত বানরগণ দশদিকে পলায়ন করিতেছে; ঐ মহাবীর কে?"

বিভীষণ কহিলেন, "বীর! ইনি কুবেরভ্রাতা মহাতেজা দশাননের পুত্র; নাম অতিকায়। ইনি বলবীর্য্যে পিতারই অনুরূপ এবং বৃদ্ধজনের মতাবলম্বী, শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বাস্ত্রবিৎ। ইনি অশ্বারোহণ, গজারোহণ, খড়্গ ও ধনুর্ধারণ প্রভৃতিতে সুপটু এবং সাম, দান ও ভেদে নিপুণ। ধান্যমালিনী নামক মহিষী এই বীরের মাতা। ইহাঁর পরাক্রম অতুল্য; বলিতে কি, এই বীরেরই বাহুবলাশ্রয়ে লঙ্কাপুরীর ভয় দূর হইয়াছে। ইনি কঠোর তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রসাদে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, শক্রজয় করিয়াছেন এবং সুরাসুরেরও অবধ্য হইয়াছেন। এই যে দিব্য কবচ ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথ দেখিতেছেন, অতিকায় এই উভয়ের সাহায্যে বহুসংখ্যক দেব, দানব ও যক্ষকে সংহার এবং রাক্ষসগণকে রক্ষা করিয়াছেন। একদা ইনিই অস্ত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র স্তম্ভিত এবং সমুদ্রাধিপতি বরুণের পাশ পরাহত করেন। রামচন্দ্র! আপনি শীঘ্র এই রাক্ষসবীরকে বধ করিতে যত্নবান্ হউন্, নতুবা উনি শরজালে বানরগণকে ছিন্নভিন্ন করিবেন।"

অনন্তর মহাবল অতিকায় বানরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হই-লেন এবং ধনুক বিস্ফারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কুমুদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল ও শরভ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরবীরগণ ঐ ভীমকায় রথারূঢ় রাক্ষসবীরকে দর্শন করিয়া বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অস্ত্রবিৎ অতিকায় স্বর্ণপুঙ্খ শরজালে ঐ সমস্ত বৃক্ষ ও শিলা অর্দ্ধ-পথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং লৌহময় শরদ্বারা বানরবীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। যূথপতিগণ অল্পকালমধ্যেই পরাজিত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর যৌবনগর্ব্বিত ক্রুদ্ধ সিংহ যেরূপ মৃগগণকে ভীত করে, তদ্রূপ অতিকায় বানরগণকে ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ মনস্বী বীর, যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ, শত্রুদলমধ্যে এমন আর কাহা-কেও প্রহার করিলেন না। তিনি মহাবীর রামচন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া গর্ব্বিতবাক্যে কহিলেন, "বীর! দেখ, আমি শর ও শরাসন হস্তে রথোপরি অবস্থিতি করিতেছি। সামান্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নহে। যাহার শক্তি ও সাহস আছে, অদ্য সেই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক্।"

অতিকায়ের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুহন্তা তেজস্বী সৌমিত্রি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবিলম্বে উত্থিত হইয়া হাস্যমুখে ধনুর্গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি তূণীর হইতে শর উদ্ধৃত করিয়া রাক্ষসবীরের সম্মুখে মুহুর্মুহু ধনুক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের ঐ ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার

শব্দে সমগ্র পৃথিবী, আকাশ, দশদিক ও মহাসমুদ্র পূর্ণ হইল এবং রাক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল।

মহাবীর অতিকায়ও লক্ষ্মণের এই ভীষণ জ্যাশব্দে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধার্থ উত্থিত দেখিয়া ক্রোধভরে নিশিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি বালক; বিক্রমের কিছুই জান না। এই কালকল্প বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কিজন্য প্রাণ হারাইবে? আমার এই বাহুনিক্ষিপ্ত শরবেগ হিমালয় অন্তরীক্ষ এবং মহীও সহিতে পারে না। নির্ব্বোধ! তুমি কেন সুখপ্রসুপ্ত কালাগ্নিকে প্রবোধিত করিবার ইচ্ছা করিতেছ? এখনও শরাসন রাখিয়া পলায়ন কর; আমার হস্তে প্রাণ হারাইও না। অথবা দেখিতেছি, তুমি যার পর নাই উদ্ধত; তোমার ফিরিবার ইচ্ছা নাই। ভাল, তবে এই স্থানে প্রাণটি রাখিয়া যমালয়ে গমন কর। আমার এই সমস্ত শত্রুদর্পহারী নিশিত শর কাঞ্চনভূষিত ও দেবাদিদেব রুদ্রের ত্রিশূল সদৃশ; তুমি অদ্য ইহাদের বেগ প্রত্যক্ষ কর। ক্রুদ্ধ সিংহ যেরূপ হস্তীর শোণিত পান করে, তদ্রূপ এই সর্পাকার শর অচিরেই তোমার শোণিত পান করিবে।" এই বলিয়া মহাবীর অতিকায় ক্রোধভরে ধনুকে শরসন্ধান করিলেন।

তেজস্বী লক্ষ্মণ অতিকায়ের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ধীরগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "দুরাত্মন্! তুই কেবল বাক্যমাত্রে প্রধান হইতে পারিস্ না। যদি আত্মশ্লাঘা করিলেই বীরত্ব প্রকাশ হইত, তাহা হইলে অনেকেই বীরপুরুষ হইতে পারিত। আমি

এই ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান রহিলাম, তুই এক্ষণে কার্য্য দ্বারা বলের পরিচয় দে। আর বৃথা আত্মশ্লাঘা করিস্ না। যাহাঁর পৌরুষ আছে, তিনিই যথার্থ বীর পুরুষ। তুই সর্ব্বাস্ত্রসম্পন্ন, ধনুর্ধারী ও রথস্থ ; এক্ষণে অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন কর। অনন্তর বায়ু যেরূপ সুপক্ক তাল-ফলকে বৃন্তচ্যুত ও পাতিত করে, তদ্রূপ আমি নিশিত শরজালে তোর মস্তককে ভূতলে পাতিত করিব। অদ্য আমার এই সুবর্ণপুঙ্খ আশীবিষসদৃশ শরজাল মহাসুখে তোর ক্ষতমুখোত্থিত রুধির পান করিবে। দেখ্, তুই আমাকে বালক বোধে অবজ্ঞা করিস্ না। আমি বালকই হই আর বৃদ্ধই হই তোর পক্ষে সাক্ষাৎ যম। মনে রাখিস্, বানররূপী বিষ্ণু বালক হইয়াও ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন।”

তেজস্বী লক্ষ্মণ এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে বিদ্যাধর, ভূত, দেব, দানব, মহর্ষি, গুহ্যক ও সিদ্ধগণ এই অপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহাতেজা অতিকায় লক্ষ্মণের এই বাক্যে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ধনুকে শর যোজনা করিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ আশীবিষোপম প্রদীপ্ত শর যেন আকাশকে সংক্ষিপ্ত করিয়াই বেগে যাইতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর লক্ষ্মণ পথিমধ্যেই উহাকে অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তেজস্বী অতিকায় ছিন্নদেহ ভুজ-গের ন্যায় স্বনিক্ষিপ্ত শরকে খণ্ড খণ্ড হইতে দেখিয়া ক্রোধ-ভরে অপর পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ নিশিত শরজালে উহাদিগকেও অর্দ্ধপথে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন

এবং একটী তেজোদীপ্ত ভয়ঙ্কর শর ধনুকে যোজনা করিয়া অতিকায়ের প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বেগ-প্রক্ষিপ্ত সন্নতপর্ব্ব শর রাক্ষসবীরের ললাটদেশ বিদ্ধ করিল এবং তথায় প্রোথিত ও রক্তাক্ত হইয়া পর্ব্বতসংলগ্ন সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অতিকায় ঐ দারুণ আঘাতে যার পর নাই বিহ্বল হইলেন এবং রুদ্রশরবিদ্ধ ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বারের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস-বীর কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তোমার শরবেগ যথার্থই প্রশংসনীয়; আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, তুমি আমার উপযুক্ত শত্রু।" এই বলিয়া অতিকায় ভুজদ্বয় স্ববশে স্থাপন এবং রথের উপস্থস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং এককালে এক, তিন, পাঁচ বা সাতটি শর গ্রহণ, সন্ধান, আকর্ষণ ও নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ কালকল্প সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় শর গমনকালে অন্তরীক্ষ উজ্জ্বল করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্মণ বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিশিত শরজালে অবলীলা-ক্রমে ঐ সমস্ত বাণ খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-বীর স্বনিক্ষিপ্ত শরসমূহ ব্যর্থ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরাসনে এক তীক্ষ্ণ শর যোজনা করত লক্ষ্ম-ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উহা মহাবীর সৌমিত্রির বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল এবং মদমত্ত হস্তীর কুম্ভদেশ হইতে যেরূপ মদস্রাব হয়, তদ্রূপ ঐ ক্ষতমুখ হইতে প্রবলবেগে রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ অবিলম্বেই প্রকৃতিস্থ

হইলেন এবং ক্রোধভরে এক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন। তৎকালে তাঁহার হস্তস্থিত শর ও শরাসন তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে অতিকায়ও এক সুবর্ণপুঙ্খ ভয়ঙ্কর সর্পাকার রৌদ্র অস্ত্র সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণ কালদণ্ডের ন্যায় ঐ প্রজ্জ্বলিত ঘোর অস্ত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; অতিকায়ও তাঁহার প্রতি ভীষণ রৌদ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ক্রুদ্ধ সর্পদ্বয়ের ন্যায় ভয়ঙ্কর ঐ তেজঃপ্রদীপ্ত বাণদ্বয় অন্তরীক্ষে পরস্পরের সহিত মিলিত এবং পরস্পরকে দগ্ধ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ঐ দুই অস্ত্র যদিও যার পর নাই তেজোময়, তথাপি উহারা পরস্পরের প্রতিঘাতে অল্পকালমধ্যেই ভস্মীভূত ও জ্বালাশূন্য হইয়া পড়িল।

অনন্তর অতিকায় যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি ত্বষ্টৃদৈবত ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বীর্য্যবান সৌমিত্রিও ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা উহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐষীকাস্ত্র নিষ্ফল দেখিয়া রাবণকুমার যাম্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ বায়ব্যাস্ত্রে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতের উপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ রাক্ষসবীরের উপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর অতিকায়ের হীরকখচিত বর্ম্ম স্পর্শ করিবামাত্র ভগ্নমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধভরে এককালে সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসবীরের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত; সুতরাং ঐ সমস্ত শর তৎকালে তাঁহাকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না।

লক্ষ্মণ নানাবিধ উপায়েও রাক্ষসবীরকে বধ করিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে বায়ু তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "বীর! এই রাক্ষসের সর্ব্বাঙ্গ ব্রহ্মার বরলব্ধ অভেদ্য কবচে আবৃত; অতএব তুমি ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা ইহাকে বিদ্ধ কর; অন্য কোন উপায়ে ইহাকে বধ করিতে পারিবে না। অতিকায় এই কবচে আবৃত থাকিলে অন্য কোন অস্ত্র উহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না।"

ইন্দ্রপরাক্রম মহাবীর সৌমিত্রি বায়ুর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধনুকে উগ্রবেগ ব্রাহ্ম অস্ত্র সন্ধান করিলেন। তিনি ঐ রোমহর্ষণ শর যোজনা করিলে দশদিক, চন্দ্র, সূর্য্যাদি মহাগ্রহ ও অন্তরীক্ষ ত্রাসে ম্রিয়মাণ হইল এবং পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে কম্পিতা হইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ঐ স্বর্ণপুঙ্খ যমদূতকল্প বজ্রবেগ শর মহাবেগে আকর্ষণ করিয়া অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রের পুঙ্খ হীরকখচিত। লক্ষ্মণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার বেগ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং উহা পবনের ন্যায় ভীমবেগে আকাশপথে গমন করিতে লাগিল। মহাবীর অতিকায় ঐ ভয়ঙ্কর শর বেগে আগমন করিতে দেখিয়া, বহুসংখ্যক নিশিত শরজালে উহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তথাপি উক্ত অস্ত্র গরুড়ের ন্যায় বেগে উহাঁর সন্নিহিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসবীর ঐ কালকল্প শরকে পরাহত করিবার জন্য শক্তি, ঋষ্টি, গদা, কুঠার, শূল, শর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সমুদয় বিফল হইল; অগ্নিময় ভয়ঙ্কর শর মুহূর্ত্তমধ্যেই অতিকায়ের কিরীট-

শোভী মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই রাক্ষস-বীরের প্রকাণ্ড মুণ্ড হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় মহাশব্দে ভূতলে পতিত হইল। তাঁহার বসন স্খলিত এবং ভূষণসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। উহারা সকলেই প্রহারশ্রমে ক্লান্ত; উহাদের মুখ বিষণ্ণ ও দীন। উহারা বিকৃতস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিল।

এদিকে বানরগণের মুখ হর্ষভরে পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল। ভীমবল রাক্ষস অতিকায় নিহত হইলে, উহারা সকলে আসিয়া বীর লক্ষ্মণের পূজা করিতে লাগিল।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অতিকায়ের মৃত্যুসংবাদে রাবণের ভয়।

লক্ষ্মণের হস্তে মহাবীর অতিকায়ের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ শোকভরে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃখাবেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইলেন এবং রাক্ষসগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষসগণ! মহাতেজা ধূম্রাক্ষ,

অকম্পন, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি সর্ব্বশস্ত্রবিৎ বীরগণ চিরকাল যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, কখন শত্রুহস্তে পরাজিত হয়েন নাই। কিন্তু রাম ইহাঁদিগকে এবং আরও অন্যান্য মহাকায় রাক্ষসকে সসৈন্যে বধ করিয়াছে। প্রখ্যাতবীর্য্য মদীয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ একদিন বরলব্ধ নাগপাশে এই দুরাত্মা ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্ধন করিল। কিন্তু সুরাসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং পন্নগগণও যে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, জানি না, এই দুই ভ্রাতা প্রভাব, মায়া বা মোহিনী মন্ত্রবলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিল। হায়! যে যে রাক্ষসবীর আমার আদেশে যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে, মহাবল বানরদিগের হস্ত হইতে তাহাদের এক প্রাণীও পরিত্রাণ পায় নাই। বলিতে কি, এখন আর এ লঙ্কাপুরীতে এমন কোন বীরকেই দেখিতেছি না, যিনি স্ববিক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং বিভীষণকে বিনাশ করিয়া আইসেন। অহো! রামচন্দ্রের কি বীর্য্য! তাহার অস্ত্রবলই কি অদ্ভুত! তাহার হস্তে অসংখ্য রাক্ষস কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে প্রহরীরা সাবধানে লঙ্কার সর্ব্বত্র রক্ষা করুক্ এবং অশোকবনিকার যে স্থানে সীতা অবরুদ্ধা আছেন, তাহাও রক্ষা করিতে থাকুক। অতঃপর যে কোন লোকের নিষ্ক্রমণ বা প্রবেশ সর্ব্বদা আমাকে জ্ঞাত করা আবশ্যক। যে যে স্থানে গুল্ম আছে, তথায় রাক্ষসবীরগণ সসৈন্যে অবস্থিতি করুন্। কি সন্ধ্যাকাল, কি অর্দ্ধরাত্র, কি প্রত্যূষ, যে কোন সময়েই হউক, বানরসৈন্যের মধ্যে কে কোথায় গমনাগমন করে, তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে ঔদাস্য করা কোনমতেই কর্ত্তব্য

নহে। শত্রুপক্ষ উদ্যমযুক্ত, কি আগমনশীল, কি পূর্ব্বাবস্থা-তেই অবস্থিত তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।”

রাক্ষসরাজের আদেশমাত্র সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাবণও হৃদয়ে শোকশল্য বহন করিয়া দীনমনে স্বীয় আবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার ক্রোধবহ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত পুত্রের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ এবং ব্রহ্মাস্ত্রে রামলক্ষ্মণের বিমোহ।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ সত্বর রাক্ষসরাজের নিকট গমন করিয়া দেবান্তকাদি বীরগণের মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিল। সহসা এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র রাবণের নেত্রদ্বয় বাষ্পে পরিপ্লুত হইল, তাঁহার বীর হৃদয়ও শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি পুত্রবিয়োগ ও ভ্রাতৃবিয়োগ চিন্তা করিয়া যার পর নাই উন্মনা হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে দীন ও শোকার্ণবে লীন দেখিয়া কহিলেন, “পিতঃ! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি কিজন্য এত শঙ্কাকুল হইতেছেন? যুদ্ধে আমার বাণাঘাত

সহ্য করিয়াও জীবিত থাকে, ত্রিলোকে এমন কাহাকেও দেখি না। দেখুন, অদ্য রাম ও লক্ষ্মণ আমার শরে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ ও ছিন্নভিন্ন হইয়া রণস্থলে শয়ন করিবে। আমি দৈব ও পৌরুষ আশ্রয় করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য নিশ্চয়ই রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরে বিনষ্ট করিব। অদ্য ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, বৈশ্বানর, চন্দ্র ও সূর্য্য, বলিযজ্ঞে বামনরূপী বিষ্ণুর ন্যায়, আমার বল প্রত্যক্ষ করুন্।"

মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রবোধ দিয়া উৎকৃষ্ট শরযুক্ত আয়ুধপরিপূর্ণ পবনের ন্যায় বেগগামী এক রথে আরোহণ করিলেন এবং হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহাবল ধনুর্দ্ধারী বহুসংখ্যক রাক্ষসবীর তাঁহার অনুগমন করিল। উহাদের কেহ হস্তী, কেহ উৎকৃষ্ট অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জ্জার, কেহ গর্দ্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্ব্বতাকার শৃগাল, কেহ কাক, কেহ হংস, কেহ বা ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ঐ সমস্ত ভীমবল বীরগণের হস্তে প্রাস, মুদ্গর, অসি, পরশু ও গদা। শঙ্খধ্বনি ও ভেরীরবে দশদিক পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে মহাবীর ইন্দ্রজিতের মস্তকস্থ শশাঙ্কধবল ছত্র নভোমণ্ডলস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ডশোভিত বিচিত্র চামরসমূহ আন্দোলিত হইতে লাগিল। জ্বলন্ত আদিত্যমণ্ডলে আকাশের যেরূপ শোভা হয়, তৎকালে আদিত্যের ন্যায় তেজোময় মহাবীর ইন্দ্রজিতে লঙ্কাপুরী সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর রাক্ষসবীর যুদ্ধভূমিতে উপনীত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণকে স্থাপন করিলেন। ঐ যুদ্ধভূমির নাম নিকুম্ভিলা। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ তথায় জয়লাভার্থ বিধিবৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোমানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি গন্ধমাল্য ও লাজাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিদেবকে যথাবিধি পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। পরিস্তরণ কার্য্যার্থ শস্ত্ররূপ কাশ, সমিধার্থ বিভীতক বৃক্ষের শাখা, রক্তবস্ত্র ও কৃষ্ণলৌহময় স্রুব ইত্যাদি অভিচারোপযোগী পদার্থসমূহ পূর্ব্বেই সংগৃহীত ছিল। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিস্থাপন করিয়া, শস্ত্ররূপ কাশের দ্বারা একটী জীবিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ ছেদন করিলেন। ঐ ছাগটী আহুতি প্রদান করিবামাত্র অগ্নিদেব বিধূম ও জ্বালাময় হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন। জয়সূচক চিহ্নসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনতুল্য মূর্ত্তিমান অগ্নিদেব দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় উত্থিত হইয়া আহুতি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অস্ত্রবিশারদ রাক্ষসবীর পুনরায় ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং উক্ত অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা স্বীয় দেহ, ধনু ও রথ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইলেন। ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র-মন্ত্র আহ্বান ও অগ্নিতে আহুতি প্রদানকালে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র সহিত সমগ্র নভোমণ্ডল ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। অচিন্ত্যপরাক্রম রাক্ষসবীরও ধনুর্ব্বাণ, অসি, শূল এবং অশ্ব ও রথের সহিত অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর অশ্বরথপরিপূর্ণ পতাকাধ্বজশোভিত রাক্ষসসৈন্য উৎসাহভরে গর্জ্জন করিতে করিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তোমর, অঙ্কুশ ও তীক্ষ্ণবেগ বিচিত্র শরজালে বানরগণকে

প্রহার আরম্ভ করিল। রাবণকুমার মহাবীর ইন্দ্রজিৎও তাহাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, "তোমরা বানরসৈন্যের বধার্থ হৃষ্টমনে ও নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে থাক।" রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের এই বাক্যে যার পর নাই উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় গর্জ্জন করত বানরদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎও অন্তরীক্ষ হইতে নালীক, নারাচ, গদা ও মুসল দ্বারা বানরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। বীর বানরেরা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার উপরি অনবরত বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মহাতেজা রাক্ষসবীর তৎসমুদয় ব্যর্থ করিয়া নিশিত শরজালে বানরগণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের হর্ষ উৎপাদন করিয়া ক্রোধভরে এক এক শরে পাঁচ, সাত, নয় বা বহুসংখ্যক বানরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রজিতের শরসমূহ স্বর্ণভূষিত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়; বানরেরা তদ্দ্বারা পীড়িত ও ছিন্নদেহ হইয়া সুরনিহত মহাসুরগণের ন্যায় রণস্থলে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কতকগুলি যূথপতি ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্তু তাঁহারাও অবিলম্বে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত ও বিচেতন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্তর বানরগণ রামচন্দ্রের কার্য্যার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া বৃক্ষ ও শিলাহস্তে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তৎসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ

সেই বৃক্ষ ও শিলাবর্ষ অবলীলাক্রমে প্রতিহত করিয়া দিলেন। অনন্তর আশীবিষোপম অগ্নিকল্প শরজালে বানর-গণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অষ্টাদশ বাণে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া নয়টি বাণে দূরস্থিত নলকে ভেদ করিলেন। পরে মর্ম্মভিদ সাতটি শরে মৈন্দকে, পাঁচটি শরে গজকে, দশটি শরে জাম্ববানকে ও ত্রিশটি শরে নীলকে বিদ্ধ করিয়া বরলব্ধ ঘোরদর্শন শরজালে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসবীর প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরবীরগণকেও শরজালে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে বানরসেনাকে আকুল করিয়া হৃষ্টমনে দেখিলেন, উহারা শরজালে পীড়িত ও শোণিতে আপ্লুত হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে ঘোর শরজালে মন্থন পূর্ব্বক সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং নীল মেঘ যেরূপ জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ অন্তরীক্ষ হইতে তাহাদিগের উপরি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার বানরেরা এইরূপে ইন্দ্রজিতের মায়ায় আহত এবং তাঁহার শরজালে ছিন্নভিন্ন হইয়া বিকৃতস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে তাহারা রণস্থলের দশদিকেই কেবল শাণিত শরজাল দেখিতে লাগিল। কিন্তু মায়াবলে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজিতকে কুত্রাপি দেখিতে পাইল না।

অনন্তর মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শরে

দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তেজোময় শূল, নিস্ত্রিংশ ও পরশু এবং বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালাযুক্ত অগ্নি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানরবীরগণ ঐ সমস্ত বাণে ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্তদেহ হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহাঁরা কেহ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল এমন সময়ে নেত্রে শরবিদ্ধ হইল; কেহ প্রাণভয়ে অপরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল, কেহ বা অবশদেহে ভূতলে পতিত হইল। গর্ব্বিত ইন্দ্রজিৎ মন্ত্রপূত প্রাস, শূল ও শাণিত শরদ্বারা হনূমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নল, গবাক্ষ, গবয়, কেসরি, হরিলোমা, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানন, জ্যোতিমুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল, কুমুদ, গজ প্রভৃতি বানরবীরগণকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। পরে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রতি সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীমান রামচন্দ্র ধারাপাতের ন্যায় ইন্দ্রজিতের শরপাত অগ্রাহ্য করিয়া, সমস্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস! এই রাক্ষস মহাস্ত্রবলে আমাদের সমগ্র সৈন্য সংহার করিয়া এক্ষণে আমাদিগের উপরি শরপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা ব্রহ্মার বরলব্ধ অস্ত্রবলে গর্ব্বিত এবং উহার ভীমকায় মায়াপ্রভাবে অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন; সুতরাং উহাকে বধ করার চেষ্টা বৃথা। আমার বোধ হয় এই মহাস্ত্র অচিন্ত্য ভগবান স্বয়ম্ভুর এবং তাঁহা হইতেই

উৎপন্ন। বীর! তুমি অদ্য আমার সহিত তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া এই অস্ত্রপাত সহ্য কর। রাক্ষসবীর উহার শরজালে সকল আচ্ছন্ন করুক্। ঐ দেখ, যূথপতিগণ সকলেই পতিত এবং বানরসৈন্য যার পর নাই হতশ্রী হইয়াছে। এক্ষণে আইস, আমরাও হর্ষ এবং রোষ সংবরণ পূর্ব্বক হতজ্ঞান ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিত থাকি। ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে এই অবস্থায় দেখিলে জয়শ্রী অধিকার পূর্ব্বক নিশ্চয়ই প্রস্থান করিবে।"

অনন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবলে পীড়িত হইলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসবীর হর্ষভরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে রাবণপালিতা লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া পিতৃসন্নিধানে শক্রজয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

হনুমান কর্ত্তৃক ঔষধ আনয়ন এবং রাম ও লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ।

রাম ও লক্ষ্মণ হতজ্ঞান নিশ্চেষ্ট; সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ ও জাম্ববান নিশ্চেষ্ট; সমগ্র বানরসৈন্য নিশ্চেষ্ট।

বুদ্ধিমান বিভীষণ বানরবীরগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া কালোচিত বাক্যে আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "বীরগণ! ভীত হইও না। বিষাদের কোনই কারণ নাই। রাজপুত্রদ্বয় যে বিবশ ও মৃতকল্প হইয়া আছেন, তাহা কেবল ব্রহ্মার সম্মানার্থ। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট এই অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই রণস্থলে শয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা ভয় দূর করিয়া সাহস অবলম্বন কর।"

বিভীষণ এই বলিয়া বিরত হইলে ধীমান মহাতেজা মারুতি ব্রাহ্ম অস্ত্রের সম্মানান্তর কহিলেন, "বীর! এই সমস্ত সৈন্য মহাস্ত্রে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তি জীবিত আছে, আইস, আমরা তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করি।"

অনন্তর ঐ দুই বীর সেই ঘোরা রজনীতে উল্কাহস্তে রণস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, পতিত বানরগণের কাহারও লাঙ্গুল, কাহারও হস্ত, কাহারও ঊরু, কাহারও পদ, কাহারও অঙ্গুলি, কাহারও বা গ্রীবা ছিন্ন। তাহাদের দেহ হইতে খরধারে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বানর ও রাক্ষসদিগের পর্ব্বতাকার মৃতদেহ, বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং অস্ত্রশস্ত্রে রণস্থল পরিপূর্ণ। সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতিমুখ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরবীরগণ মৃতকল্প হইয়া পতিত আছেন। বরগর্ব্বিত ইন্দ্রজিৎ ঐ যুদ্ধে দিবসের শেষ পঞ্চমভাগে সপ্তষষ্টি কোটি বানর বিনাশ করিয়া-

ছিলেন। বিভীষণ ও হনুমান ঐ সমুদ্রবৎ বিস্তীর্ণ বানরসৈন্য মধ্যে ধীমান জাম্ববানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জাম্ববান স্বভাবতই জরাজীর্ণ ও বৃদ্ধ। তিনি সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় শয়ান আছেন। বিভীষণ প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "আর্য্য! আপনি কি জীবিত আছেন?"

জাম্ববান বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিকষ্টে বাক্য নিঃসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষসবীর! আমি কেবল কণ্ঠস্বরে তোমাকে চিনিতে পারিলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়াছে; আমি তোমাকে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যিনি অঞ্জনা ও পবনদেবের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই মহাবীর পবনকুমার ত জীবিত আছেন?"

বিভীষণ কহিলেন, "ধীমান্! আপনি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সর্ব্বাগ্রে হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহার কারণ কি? বলিতে কি, পবনকুমারের প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ দেখিতেছি, কি সুগ্রীব, কি অঙ্গদ, কাহারও প্রতি সেরূপ দেখিতেছি না।"

জাম্ববান কহিলেন, "রাক্ষসবীর! আমি যে কারণে পবনকুমারের কথা সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা শুন। অদ্য সেই মহাবীর যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমরা মরিলেও জীবিত আছি। আর তিনি যদি বিনষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মরিয়াছি। বলিতে কি, সেই বেগে বায়ুসম এবং বীর্য্যে অগ্নিসম বীরের

জীবনেই অদ্য এই কোটি কোটি বানরের জীবন নির্ভর করিতেছে।”

অনন্তর পবনকুমার হনূমান জাম্ববানের সন্নিহিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। জাম্ববান মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; কিন্তু হনূমানের কণ্ঠস্বর শ্রবণে যেন পুনরায় দেহে প্রাণ পাইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! আইস, অদ্য বানরদিগকে এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। তোমা অপেক্ষা বিক্রান্ত আর কেহই নাই ও তুমি ইহাদের পরম বন্ধু। অদ্য তোমার বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত কাল উপস্থিত এবং আর কেহ যে এই কার্য্যে সমর্থ হইবে; তাহাও দেখিতেছি না। তুমি অদ্য প্রাণদান দ্বারা বানরগণকে হৃষ্ট কর এবং হতজ্ঞান রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শল্য উদ্ধার কর। বীর! তোমাকে সমুদ্রলঙ্ঘন পূর্ব্বক সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যাইতে হইবে। তথায় তুমি ঋষভনামক এক কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ পর্ব্বত এবং কৈলাসও দেখিতে পাইবে। ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যে সর্ব্বৌষধিসম্পন্ন দীপ্তিময় ঔষধিপর্ব্বত আছে। ঐ সমস্ত উজ্জ্বল ঔষধি নিরন্তর দশদিক আলোকিত করিতেছে। তুমি ঐ পর্ব্বতের চারিটী শিখরে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী নামক চারিটী মহৌষধি দেখিতে পাইবে। বীর! তুমি সত্বর এই চারিটী ঔষধ লইয়া আইস এবং বানরদিগকে প্রাণদান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর।”

জাম্ববানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর হনূমান,

বায়ুবেগে যেরূপ সমুদ্র স্ফীত হয়, তদ্রূপ বলোদ্রেকে স্ফীত হইতে লাগিলেন। তিনি ত্রিকূটপর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ এবং পদভরে উহা পীড়ন পূর্ব্বক দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ত্রিকূটপর্ব্বত তাঁহার পদভরে অবনত হইয়া পড়িল; উহা আর কিছুতেই আত্মধারণে সমর্থ হইল না। তৎকালে উক্ত পর্ব্বতের বৃক্ষ সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল; শৃঙ্গ সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল এবং সমগ্র পর্ব্বত ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। বানরগণ আর তদুপরি স্থির থাকিতে পারিল না। লঙ্কার গৃহ ও পুরদ্বার সমস্ত ভগ্ন ও কম্পিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন সমগ্র লঙ্কাপুরী নৃত্য করিতেছে। সেই ঘোরা রজনীতে এই ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে উক্ত পুরীর জীবজন্তুগণ ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল; সসাগরা পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। পর্ব্বতাকার মহাবীর হনূমান ত্রিকূটপর্ব্বতকে পদদ্বয়ে পীড়ন এবং বড়বামুখবৎ প্রজ্বলিত মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে ভীত করিয়া রোমহর্ষণ ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লঙ্কার অধিবাসিগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। অনন্তর মহাবল পবনকুমার সমুদ্রকে নমস্কার পূর্ব্বক রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি প্রকাণ্ড ভুজঙ্গদেহাকার পুচ্ছ উদ্যত, পৃষ্ঠ অবনত ও কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে আকাশপথে লম্ফপ্রদান করিলেন। সেই উত্থানবেগে বহু-সংখ্যক বৃক্ষ, শিলা, শৈল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর তাঁহার সঙ্গে

সঙ্গে উত্থিত হইল এবং তাঁহার বাহু ও ঊরু বেগে আকাশ-পথে ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্ষীণবেগে সমুদ্রজলে পতিত হইল। গরুড়তুল্যবেগ মহাবল পবনকুমার উরগদেহাকার বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক গতিবেগে দিক সকল প্রকম্পিত করিয়া হিমাচলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহাসমুদ্রের তরঙ্গসমূহ ঘূর্ণিত এবং ঐ আবর্ত্তে জলজন্তুগণ ভ্রামিত হইতে লাগিল। হনুমান সমুদ্র দর্শন করিতে করিতে বিষ্ণুর করাগ্রনির্ম্মুক্ত চক্রের ন্যায় বেগে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি বহুসংখ্যক পর্ব্বত, নানাবিধ পক্ষী, সরোবর, তড়াগ, নদী, নগর ও সমৃদ্ধ জনপদ সকল দেখিতে পাইলেন। মহাবল পবনকুমারের কিছুতেই শ্রান্তিবোধ নাই; তিনি ঘোর গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাবেগে আকাশ-পথে যাইতেছেন এবং জাম্ববানকথিত পর্ব্বতের অনুসন্ধান করিতেছেন। অনন্তর তিনি সহসা দেখিলেন, অদূরে হিমালয় পর্ব্বত; উহার প্রস্রবণসমূহ ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। ঐ পর্ব্বতের কোথাও গভীর গহ্বর, কোথাও ধবলমেঘাকার মনোরম অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর, কোথাও বা বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী। হনূমান আরও দেখিলেন, ঐ পর্ব্বতে দেবর্ষিসেবিত বহুসংখ্যক পবিত্র আশ্রম আছে। উহার কোথাও ব্রহ্মকোশ (১), কোথাও রজতালয় (২), কোথাও শক্রালয়, কোথাও রুদ্রের শরনিক্ষেপ স্থান (৩), কোথাও

---

(১) হিরণ্যগর্ভের স্থান।

(২) হিরণ্যগর্ভের অপরমূর্ত্তি রজতনাভির স্থান।

(৩) যে স্থান হইতে রুদ্রদেব ত্রিপুরসংহারার্থ শরক্ষেপ করিয়াছিলেন।

হয়ানন (১), কোথাও প্রদীপ্ত ব্রহ্মশির (২), কোথাও যম-কিঙ্করসমূহ, কোথাও বহ্নিস্থান, কোথাও কুবেরস্থান, কোথাও দীপ্ত সূর্য্যসমাবেশস্থান, কোথাও ব্রহ্মস্থান, কোথাও শঙ্করস্থান এবং কোথাও বা ভূনাভি। মহাবীর পবনকুমার তথায় উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাস, রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ এবং মহাবৃষভ দর্শন করিয়া কাঞ্চনগিরি এবং সর্ব্বৌষধি-প্রদীপ্ত ঔষধিপর্ব্বতও দেখিতে পাইলেন। অনলরাশির ন্যায় উজ্জ্বল ঐ পর্ব্বত দর্শন করিয়া হনূমান যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে তদুপরি লম্ফপ্রদান করিয়া ঔষধির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর পবনকুমার সহস্র সহস্র যোজন অতি-ক্রম পূর্ব্বক উক্ত পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে মহৌষধিগণ সহসা একজন প্রার্থীকে উপস্থিত দেখিয়া অদৃশ্য হইল। অনন্তর হনূমান ঔষধিগণকে দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন; তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। তিনি ঘোর গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া পর্ব্বতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কঠোরস্বরে কহিলেন, "পর্ব্বত! তুমি কিজন্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুকম্পা করিলে না এবং কিজন্যই বা তাঁহার প্রতি এরূপ উপেক্ষা করিলে? যাহা হউক তোমাকে এখনই ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি। তুমি অচিরেই আমার বাহুবলে অভিভূত হইয়া আপনাকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইবে।"

(১) হয়গ্রীব স্থান।
(২) ব্রহ্মাস্ত্রদেবতার স্থান।

এই বলিয়া হনূমান ক্রোধভরে ঐ পর্ব্বতকে বেগে উৎপাটন করিয়া লইলেন। উহা বহুবিধ বৃক্ষশোভিত, কাঞ্চননির্ম্মিত ও ধাতুরঞ্জিত; উহার অগ্রভাগ প্রজ্বলিত, শৃঙ্গসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং উহাতে বহুসংখ্যক হস্তিযূথ বিচরণ করিতেছে। তিনি ঐ পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং লোকসমূহের মধ্যে ভয় উৎপাদন করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং গরুড়বৎ প্রচণ্ডবেগে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষচর প্রাণীগণ এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহার হস্তে সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় পর্ব্বত এবং তিনি স্বয়ং সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য; সুতরাং তৎকালে তাঁহাকে সূর্য্যের নিকট প্রতিসূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সহস্রধারাযুক্ত জ্বালাকরাল চক্রে বিষ্ণুর যেরূপ শোভা হয়, ঐ প্রদীপ্ত ঔষধিপর্ব্বতে হনূমান সেইরূপ শোভিত হইলেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বানরগণ দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিল; তিনিও তাহাদিগকে দেখিয়া হর্ষভরে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এদিকে লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণও বানরদিগের গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভীমরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

অবিলম্বে মহাবীর হনূমান ত্রিকূট পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে গিয়া আলিঙ্গন করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মহৌষধির গন্ধে অচিরেই বিশল্য ও নীরোগ হইলেন এবং অন্যান্য বানরেরাও ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান

করিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তিরা যেরূপ নিশাবসানে জাগরিত হয়, বানরগণ ঔষধির গন্ধে সেইরূপ প্রবুদ্ধ হইতে লাগিল। যে অবধি বানর ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ উপস্থিত, সেই অবধি যে সমস্ত রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা হইবার ভয়ে এবং রাবণের আজ্ঞাক্রমে তাহারা সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং রাক্ষসগণ আর পুনর্জীবিত হইল না।

অনন্তর হনূমান ঐ ঔষধিপর্ব্বত মহাবেগে হিমালয়ে লইয়া চলিলেন এবং তাহা যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় আসিয়া রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

রাত্রিকালে লঙ্কাদাহ এবং কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধযাত্রা।

অনন্তর মহাতেজা কপিরাজ সুগ্রীব কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক হনূমানকে কহিলেন, "বীর! যখন কুম্ভকর্ণ নিহত এবং কুমারগণ বিনষ্ট হইয়াছে, তখন রাক্ষসরাজ আর কিরূপে পুররক্ষায় সমর্থ হইবেন? অতএব অস্মৎপক্ষীয় মহাবল ক্ষিপ্রকারী বানরগণ সত্বর উল্কাহস্তে গিয়া লঙ্কায় পতিত হউক।"

পরে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, ঘোর রজনী উপস্থিত

হইল। বানরেরা ঐ সময়ে উল্কাহস্তে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দ্বাররক্ষক বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও হর্ষভরে পুরদ্বার, উপরিতন গৃহ, রাজপথ ও অপ্রশস্ত পথে অগ্নিপ্রদান করিল। দেখিতে দেখিতে দেব হুতাশন চতুর্দ্দিকে তাঁহার লোল রসনা বিস্তার করিলেন। সহস্র সহস্র অত্যুচ্চ পর্ব্বতাকার প্রাসাদ দগ্ধ ও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কোথাও অগুরু, কোথাও উৎকৃষ্ট চন্দন, কোথাও মুক্তা, কোথাও মণি, কোথাও হীরক, কোথাও বা প্রবাল দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্ষৌম, সুদৃশ্য কৌশেয় বস্ত্র, মেষরোমনির্ম্মিত ও ঊর্ণাতন্তুনির্ম্মিত বস্ত্র, স্বর্ণভাণ্ড, পালঙ্কাদি গৃহোপকরণ, বিচিত্র অশ্বসজ্জা, হস্তীর গ্রীবাবন্ধন, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, রথসজ্জা, যোদ্ধা হস্তী ও অশ্বের বর্ম্ম, চর্ম্ম, রোমজ কম্বলাদি, কেশজ চামরাদি, ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন, কস্তুরিকা, স্বস্তিকাদি গৃহ এবং গৃহস্থ রাক্ষসগণের গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাক্ষসেরা কাঞ্চনচিত্রিত বর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল; উহাদের গলে মাল্য এবং পরিধান উৎকৃষ্ট বস্ত্র; উহারা মদ্যপানে উন্মত্ত ও ঘূর্ণিতনেত্র; এমন সময়ে সহসা এই ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন করিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে স্খলিতপদে গমন করিতে লাগিল এবং উহাদের প্রেয়সীগণ দাবানলবেষ্টিতা কুরঙ্গিনীর ন্যায় ভীতবদনে উহাদের বস্ত্রধারণ পূর্ব্বক নির্গত হইল। রাক্ষসবীরগণ বানরদিগের প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া কেহ গদা, কেহ শূল, কেহ বা অসিহস্তে নির্গত হইল। উহাদের কেহ ভোজন করিতেছিল, কেহ পান করিতেছিল, কেহ বা

মহার্হ শয্যায় প্রণয়িনীর সহিত সুখে নিদ্রিত ছিল। রাক্ষস-কামিনীগণ চতুর্দ্দিকে গৃহ প্রজ্বলিত দেখিয়া শশব্যস্তে পুত্র-গণের হস্তধারণ পূর্ব্বক নির্গত হইল। অগ্নি পুনঃ পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। লঙ্কার গৃহসমূহ বহুব্যয়ে নির্ম্মিত, সারবৎ ও দুর্গম। উহাদের কোনটি পূর্ণচন্দ্রাকার, কোনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার,কোনটি বা রমণীয় শিরোগৃহে শোভিত; উহারা মঞ্চশোভিত এবং উহাদের গবাক্ষসমূহ বিচিত্র ও রমণীয়। ঐ সমস্ত গৃহ, মণি ও বিক্রমাদিতে খচিত, ঔন্নত্যে সূর্য্যদেবকে স্পর্শ করিতেছে এবং ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের রব এবং ভূষণের ঝন্ ঝন্ শব্দে নিনাদিত হইতেছে। সর্ব্বভুক্ অগ্নিদেব ঐ সমস্ত পর্ব্বতাকার গৃহও ভস্মীভূত করিতে লাগি-লেন। প্রজ্বলিত তোরণ বর্ষাকালীন বিদ্যুৎজড়িত মেঘের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত গৃহ দাবাগ্নিদীপ্ত গিরিশিখরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ রাত্রিকালে যে সকল রাক্ষসকামিনী সপ্ততল গৃহের উপরি সুখে নিদ্রিত ছিল, তাহারা সহসা দহ্যমান ও চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া অলঙ্কারজাল দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। জ্বলন্ত গৃহ সকল ইন্দ্রের বজ্রাহত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় পতিত এবং দূর হইতে কাঞ্চনশৃঙ্গ হিমাচলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। হর্ম্ম্যশিখরসমূহ অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত; সুতরাং লঙ্কা কুসুমিত প্রকাণ্ড কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। অধ্যক্ষগণ অগ্নিভয়ে হস্তী ও অশ্বগণের বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং লঙ্কাপুরী মহাপ্রলয়ে ঘূর্ণমাননক্রকুম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। কোথাও হস্তী মুক্ত

অশ্বকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে, কোথাও অশ্ব ভীত হস্তীকে দেখিয়া ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তৎকালে অগ্নিশিখা মহাসমুদ্রের জলে প্রতিফলিত হওয়াতে উহা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। লঙ্কাপুরী এইরূপে প্রজ্বলিত হইয়া ঘোর মহাপ্রলয়ে প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উত্তাপদগ্ধ, ধূমপরিব্যাপ্ত রমণীগণের হাহাকার শতযোজন দূর হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। কতকগুলি রাক্ষস পরিত্রাণার্থ অর্দ্ধদগ্ধদেহে পুরীর বহির্গত হইতেছিল, ইত্যবসরে বানরেরা যুদ্ধার্থ সহসা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং রাক্ষসদিগের আর্ত্তনাদ ও বানরদিগের গর্জ্জনের তুমুল রব দশদিক্, সমুদ্র ও পৃথিবী নিনাদিত করিয়া তুলিল।

এদিকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সুস্থ হইয়া অব্যাকুল মনে শরাসন গ্রহণ করিলেন। রামচন্দ্র ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিবামাত্র রাক্ষসগণের ভয়াবহ একটী তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বেদময় ধনুর্ধারী কুপিত রুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার জ্যাশব্দ বানর ও রাক্ষসগণের কোলাহল অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইল এবং ঐ তিন শব্দে দশদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর রামচন্দ্রের বাহুনির্ম্মুক্ত একটী শরে কৈলাসশিখরতুল্য লঙ্কার প্রকাণ্ড পুরদ্বার চূর্ণ ও ভূতলে পতিত হইল। মহাবল রাক্ষসগণ বিমান ও গৃহাভ্যন্তরে রামচন্দ্রের শর প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ফলত ঐ রাত্রি রাক্ষসগণের পক্ষে করাল কাল রাত্রি হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাতেজা সুগ্রীব বানরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, যে দ্বার যাহার নিকটস্থ, সে সেই দ্বার অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবে। তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পলায়ন করিবে, সে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করে, অতএব আমার আদেশ, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিয়া ফেলিবে।"

অনন্তর সুগ্রীবের আদেশে বানরগণ উল্কাহস্তে লঙ্কার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার জৃম্ভণোত্থিত মুখমারুতে যেন দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল এবং রুদ্রদেবের মূর্ত্তিমান ক্রোধ তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামক কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়কে আহ্বান করিলেন এবং বহুসংখ্যক বীর রাক্ষস সহিত তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন নামক চারিজন সেনাপতিও তাঁহার অনুগামী হইল। রাক্ষসরাজ সিংহনাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা অদ্য রাত্রেই যুদ্ধার্থ প্রস্থান কর এবং শত্রুকৃত অপমানের প্রতিশোধ লও।"

অনন্তর রাক্ষসেরা সেই রাত্রিকালে প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঘন ঘন সিংহনাদ পূর্ব্বক নির্গত হইল। উহাদিগের ভূষণপ্রভা ও দেহপ্রভা এবং বানরদিগের অগ্নিপ্রভায় দশদিক ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রপ্রভা, নক্ষত্রপ্রভা এবং উভয়পক্ষীয় বীরগণের আভরণপ্রভা সেনাদ্বয় ও তাহাদিগের মধ্যগত আকাশ আলোকিত করিয়া তুলিল। এদিকে লঙ্কার অর্দ্ধদগ্ধ গৃহগণের প্রতিবিম্ব তরঙ্গাকুল সমুদ্রের জল শোভিত করিল। বানরেরা দেখিল, অদূরে সমুদ্রের ন্যায়

বিস্তৃত রাক্ষসসৈন্য। তন্মধ্যে ধ্বজ, পতাকা, ভীষণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও বহুসংখ্যক পদাতি। উহাদিগের হস্তে প্রদীপ্ত শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও কার্ম্মুক; উহারা পরশু ও অন্যান্য ভীষণ অস্ত্র অনবরত বিঘূর্ণিত করিতেছে। উহাদের বিক্রম ও পৌরুষ ভয়ঙ্কর; উহারা কটিতটনিবদ্ধ শত শত কিঙ্কিণীজালে নিনাদিত হইতেছে। উহাদের কার্ম্মুক শরযোজিত, ভুজদণ্ড, স্বর্ণালঙ্কারশোভিত এবং কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর। উহাদের গন্ধ, মাল্য ও মদ্যের গন্ধে বায়ু সুগন্ধী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। বানরেরা এই দুর্জয় রাক্ষসসৈন্য আগমন করিতে দেখিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইল এবং ঘন ঘন ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। বিশাল রাক্ষসসৈন্যও, পতঙ্গ যেরূপ বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে বীরগণকর্ত্তৃক ভীমবলে পরিচালিত প্রদীপ্ত পরিঘাস্ত্রের প্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এদিকে যুদ্ধার্থী বানরেরাও হর্ষভরে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাক্ষসগণের উপরি বৃক্ষ ও শিলাপাত এবং মুষ্টিপ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও নিশিত শরজালে আক্রমণকারী বানরদিগের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। তৎকালে কোন কোন রাক্ষসের কর্ণ বানরদিগের দন্তাঘাতে ছিন্ন, কাহার মস্তক মুষ্টিপ্রহারে নিষ্পিষ্ট, কাহারও বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিলাঘাতে চূর্ণ হইল। ভীমবিক্রম ঘোররূপ রাক্ষসেরাও শাণিত অসিপ্রহারে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। কেহ এক জনকে বধ করিতেছিল এমন সময়ে অন্যে আসিয়া তাহাকে

বধ করিল; কেহ অন্যকে ফেলিতেছিল, তাহাকে আসিয়া অন্যে ফেলিয়া দিল; কেহ অন্যকে তিরস্কার করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে তিরস্কার করিল; এবং কেহ বা অন্যকে দংশন করিতেছিল, তাহাকে আসিয়া অন্যে দংশন করিল। তৎকালে রণস্থলে কেহ বলিতেছে, "যুদ্ধং দেহি" কেহ যুদ্ধ করিতেছে, কেহ যুদ্ধপ্রদানার্থ সগর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে, কেহ বা কহিতেছে, "তোমরা স্থির থাক, আমিই যুদ্ধ করিতেছি।" ক্রমশ ঐ যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা প্রাস, অসি, শূল ও কুন্ত উদ্যত করিয়া আছে। উহাদের কাহারও বস্ত্র কাহারও বা বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন, কাহারও অস্ত্র স্খলিত এবং কাহারও ধ্বজদণ্ড অপহৃত। অল্পকালমধ্যেই বহুসংখ্যক রাক্ষস মৃতদেহে রণস্থলে শয়ন করিল।

ষটসপ্ততিতম সর্গ।

কুম্ভবধ।

এই লোকক্ষয়কর ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাবীর অঙ্গদ যুদ্ধার্থী হইয়া রাক্ষস কম্পনের নিকটস্থ হইলেন। কম্পনও যুদ্ধে আহূত হইবামাত্র ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে

সবেগে এক গদাঘাত করিল। তেজস্বী অঙ্গদ সেই বিষম প্রহারে মূর্চ্ছিত হইলেন; কিন্তু অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রাক্ষসবীরের প্রতি মহাবেগে এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কম্পান প্রহারবেদনায় কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ করিল।

কম্পনকে পতিত দেখিয়া শোণিতাক্ষ শীঘ্র রথারোহণে অঙ্গদের নিকটস্থ হইল এবং নিশিত শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত বাণ তীক্ষ্ণ, দেহবিদারণ এবং প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর। বালিকুমার পরাক্রান্ত অঙ্গদ রাক্ষস শোণিতাক্ষের খরধার ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য, বিপাঠ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে ক্রোধভরে ভীমবেগে উহার ভীষণ ধনু, শর ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসবীর ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। অঙ্গদও লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গিয়া উহাকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর উহারই হস্তস্থিত খড়্গ কাড়িয়া লইয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ও যজ্ঞোপবীতবৎ বক্রভাবে উহার স্কন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ঐ ভীষণ খড়্গ গ্রহণ এবং পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন পূর্ব্বক অন্যদিকে চলিলেন।

অনন্তর মহাবল যূপাক্ষ প্রজঙ্ঘের সহিত ক্রোধভরে গদাহস্তে অঙ্গদের সম্মুখীন হইল। এদিকে শোণিতাক্ষও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিল। তৎকালে মহাবীর অঙ্গদ শোণিতাক্ষ ও

প্রজঙ্ঘের মধ্যে অবস্থিত হইয়া বিশাখা নামক নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ সত্বর উপস্থিত হইয়া বালিকুমারের পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধপ্রতীক্ষায় পরস্পারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাকায় ও মহাবল রাক্ষসগণ অসি, বাণ ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বানরগণকে গিয়া আক্রমণ করিল। ক্রমে অঙ্গদাদি তিন বানরবীরের সহিত যূপাক্ষাদি তিন রাক্ষসবীরের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু প্রজঙ্ঘ খড়্গ দ্বারা অর্দ্ধপথেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বানরেরা রথ চূর্ণ করিবার জন্য অনবরত বৃক্ষ ও শিলা নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল; প্রজঙ্ঘও শরজালে তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বহুসংখ্যক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসবীরগণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু পরাক্রান্ত শোণিতাক্ষ গদাঘাতে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন।

অনন্তর প্রজঙ্ঘ শত্রুমর্ম্মবিদারক এক ভয়ঙ্কর গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবল বালিকুমার প্রজঙ্ঘকে নিকটস্থ দেখিয়া মহাবেগে তাহার প্রতি এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং উহার খড়্গধারী হস্তে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাক্ষসবীরের হস্তস্থিত খড়্গ ঐ আঘাতে স্খলিত ও ভূতলে পতিত হইল। প্রজঙ্ঘ খড়্গ করভ্রষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে অঙ্গদের ললাটে এক বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিল। অঙ্গদ ঐ বিষম আঘাতে

ক্ষণকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন; অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া একমাত্র মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষসের মুণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

রাক্ষসবীর যূপাক্ষ পিতৃব্যকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইল এবং তূণীরে শর না থাকাতে এক খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বানরবীরগণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দ্বিবিদ ক্রোধভরে উহার বক্ষে শিলাঘাত পূর্ব্বক সবলে গিয়া উহাকে গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতা যূপাক্ষকে এইরূপে গৃহীত দেখিয়া রাক্ষস শোণিতাক্ষ সত্বর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং ক্রোধভরে দ্বিবিদের বক্ষে এক গদাঘাত করিল। দ্বিবিদ প্রহারব্যথায় যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন; অনন্তর পুনর্ব্বার ঐ গদা উদ্যত দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর মৈন্দ দ্বিবিদের নিকটস্থ হইলেন। তখন শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষের সহিত বানরবীরদ্বয়ের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহাঁরা ক্রোধভরে পরস্পরকে আকর্ষণ ও প্রহার করিতে লাগিলেন। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখে নখাঘাত করিলেন এবং তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া নিষ্পিষ্ট করিলেন। এদিকে মৈন্দও ক্রোধভরে যূপাক্ষকে বাহুদ্বয়ে গ্রহণ ও পীড়ন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসসৈন্য যার পর নাই ব্যথিত হইল এবং সভয়ে কুম্ভকর্ণ-পুত্র মহাবীর কুম্ভের নিকট গমন করিল। ঐ বীর তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া দেখিলেন, উহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বীর ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক আশীবিষোপম দেহবিদারণ ভীষণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সশর কার্ম্মুক বিদ্যুৎ ও ঐরাবতশোভিত দ্বিতীয় ইন্দ্রধনুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাক্ষসবীর একটী সুবর্ণপুঙ্খ শর আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক দ্বিবিদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্বিবিদ সহসা ঐ শরাঘাতে বিহ্বল হইয়া পদদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক-বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর মৈন্দ এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিয়া কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে উহা তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কুম্ভ পাঁচটী শরে ঐ শিলা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং একটী সর্পাকার তীক্ষ্ণমুখ শর সন্ধান করিয়া মৈন্দের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মৈন্দ তৎক্ষণাৎ মর্ম্মাহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

মহাবল অঙ্গদ মাতুলদ্বয়কে পতিত দেখিয়া ক্রোধভরে ধনুর্দ্ধারী কুম্ভের অভিমুখে চলিলেন। কুম্ভ তাঁহাকে অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া, হস্তীকে যেরূপ অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে, তদ্রূপ বহুসংখ্যক শরজালে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত শর সুবর্ণপুঙ্খ, অকুণ্ঠিত, শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু মহাতেজা অঙ্গদ উহাদের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি কুম্ভের মস্তকে অনবরত বৃক্ষ ও শিলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসবীরও স্বীয় শরজালে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। অনন্তর অঙ্গদকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া, উল্কা দ্বারা

যেরূপ হস্তীকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ দুইটী শাণিত শর দ্বারা তাঁহাকে ভ্রূদ্বয়ে বিদ্ধ করিলেন। বালিকুমারের ভ্রূদ্বয় হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল এবং তাঁহার নেত্রদ্বয় মুদিত হইয়া গেল। কিন্তু মহাতেজা বানরবীর এক হস্তে ঐ রক্তাক্ত নেত্র আচ্ছাদন করিয়া অপর হস্তে নিকটস্থ এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। ঐ শাল শাখাপ্রশাখাবহুল; তিনি উহা বক্ষঃস্থলে স্থাপন এবং এক হস্তে উহার ক্ষুদ্র শাখাসমূহ অবনমন পূর্ব্বক উহাকে নিষ্পত্র করিয়া লইলেন। ঐ বৃক্ষ দেখিতে ইন্দ্রধ্বজ বা মন্দরতুল্য। অঙ্গদ রাক্ষসগণের সমক্ষে উহা মহাবেগে কুম্ভের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাক্ষসবীর অর্দ্ধপথেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে দেহবিদারণ শাণিত সাতটি শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। বালিকুমার সেই বিষম আঘাতে যার পর নাই ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

দুর্জ্জয় অঙ্গদ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় রণস্থলে শয়ন করিলে ভীত বানরগণ এই সংবাদ রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণকে নিয়োগ করিলেন। তাঁহারা আদেশমাত্র বৃক্ষ ও শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী ক্রোধভরে কুম্ভের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাক্ষসবীর তাঁহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শৈলদ্বারা যেরূপ জলপ্রবাহ রোধ করে, তদ্রূপ শরজালে উহাদের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বানরবীরেরা দশদিকে শরজালে আচ্ছন্ন

হইয়া, মহাসমুদ্র যেরূপ বেলাভূমি দেখিতে পান না, তদ্রূপ রণস্থলে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

বানরবীরগণকে এইরূপে কুম্ভের শরজালে পীড়িত দেখিয়া কপিরাজ সুগ্রীব ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদকে পশ্চাতে লইলেন এবং শৈলচারী নাগের প্রতি সিংহের ন্যায় রাক্ষসবীরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। তিনি অশ্বকর্ণ ও অন্যান্য বহুবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক অনবরত কুম্ভের উপরি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ-সমূহে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শস্ত্রবিৎ কুম্ভও শাণিত শরজালে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। খণ্ডিত বৃক্ষসমূহ আকাশে ঘোর শতঘ্নীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। মহাবল সুগ্রীব স্বনিক্ষিপ্ত বৃক্ষসমূহ বিফল দেখি-য়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি রাক্ষসবীরের শরজালে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সহ্য করিয়া রহিলেন; অনন্তর উহার ইন্দ্রধনুর ন্যায় শরাসন ভগ্ন করিয়া দিলেন। ধনু ভগ্ন হওয়াতে কুম্ভ ভগ্নদন্ত হস্তীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুগ্রীব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "কুম্ভ! তোমার বীর্য্য ও শরবেগ অতীব অদ্ভুত; তোমার স্বজনহিতৈষিতাও যার পর নাই প্রশংসনীয়। রাক্ষসকুলে কেবল তোমার ও রাবণেরই প্রভাব আছে। তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলি বা কুবের ও বরুণের তুল্য। একমাত্র তুমিই তোমার বলবান পিতা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। মানসী পীড়া যেরূপ জিতেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ সুরগণ রণস্থলে শূলধারী তোমাকেও আক্রমণ

করিতে পারেন না। ধীমন্! তুমি অদ্য স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন কর এবং আমারও বিক্রম প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ বরপ্রভাবে এবং তোমার পিতা কুম্ভকর্ণ বীর্য্যপ্রভাবে দেব ও দানবগণকে পরাস্ত করিয়াছেন; কিন্তু তোমার এ উভয়ই আছে। তুমি ধনুর্বিদ্যায় ইন্দ্রজিতের তুল্য এবং প্রতাপে রাবণের তুল্য। বলিতে কি, তুমিই বল ও বীর্য্যে রাক্ষসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অদ্য ভূতগণ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় তোমার ও আমার ঘোর যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক্। বীর! তুমি অদ্য অলৌকিক দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ এবং অদ্ভুত অস্ত্রকৌশলও প্রদর্শন করিয়াছ। এই সমস্ত ভীম-বিক্রম বানর তোমারই পরাক্রমে নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ন করিয়াছে। তুমি ইহাতে অবশ্যই শ্রান্ত হইয়া থাকিবে। এক্ষণে যদি আমি তোমাকে বধ করি, তাহা হইলে চিরকাল আমার একটী কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। এই ভয়েই আমি ক্ষান্ত আছি। অতএব তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ কর।"

ঘৃতপ্রক্ষেপে অগ্নির ন্যায় সুগ্রীবের এই বাক্যে কুম্ভের তেজ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি সত্বর গিয়া সুগ্রীবকে বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিলেন। তৎকালে বীরদ্বয় পরস্পরের গাত্রে গ্রথিত; পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ করিতেছেন এবং মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। শ্রম-নিবন্ধন তাঁহাদের মুখ হইতে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে-ছিল। তাঁহাদের পদাঘাতে ভূমি নিমগ্ন এবং সমুদ্র বিক্ষোভিত ও আবর্ত্তময় হইল। ইত্যবসরে সুগ্রীব সহসা কুম্ভকে

তুলিয়া বেগে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীরের পতনে সমুদ্রের জলরাশি আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং তাহাতে বিন্ধ্য ও মন্দরাকার তরঙ্গ সকল দৃষ্ট হইল। অনন্তর কুম্ভ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আসিয়া সুগ্রীবকে ভূতলে ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে উহাঁর বক্ষস্থলে এক বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন। সুগ্রীবের চর্ম্ম ফুটিয়া গেল, অস্থিমণ্ডলে মুষ্টি প্রতিহত হইল এবং বেগে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু বজ্রাঘাতে সুমেরু হইতে যেরূপ অগ্নি নির্গত হইয়াছিল, তদ্রূপ ঐ মুষ্ট্যাঘাতে সুগ্রীবের তেজ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আদিত্যমণ্ডলের ন্যায় তেজোময় একটী বজ্রকল্প মুষ্টি কুম্ভের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। রাক্ষসবীর ঐ বিষম আঘাতে বিহ্বল ও হতজ্ঞান হইয়া জ্বালাশূন্য পাবকের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন প্রদীপ্ত মঙ্গল গ্রহ সহসা আকাশ হইতে স্খলিত হইল। কপিরাজের মুষ্ট্যাঘাতে কুম্ভের বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎকালে তাঁহার রূপ রুদ্রতেজে অভিভূত সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

কুম্ভকর্ণপুত্র মহাপরাক্রম বীর কুম্ভ এইরূপে কপিরাজ সুগ্রীবের হস্তে বিনষ্ট হইলে সশৈলকাননা পৃথিবী কম্পিতা হইলেন এবং রাক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

নিকুম্ভবধ।

ভ্রাতা কুম্ভকে এইরূপে নিহত দেখিয়া রাক্ষস নিকুম্ভ ক্রোধজ্বলিতনেত্রে যেন দগ্ধ করিয়াই সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উহাঁর হস্তে ঘোর পরিঘ; উহা মাল্যশোভিত এবং স্বর্ণ, প্রবাল ও হীরকে খচিত। উহার মুষ্টিস্থান লৌহপট্টে বেষ্টিত। ঐ পরিঘ মহেন্দ্রশিখরাকার, যমদণ্ডতুল্য এবং রাক্ষসগণের ভয়নাশন। উহা দৈর্ঘ্যে আবহাদি সপ্ত বায়ুস্তরের সন্ধিস্থান বিশ্লেষিত করিতেছে এবং বিধূম বহ্নির ন্যায় সশব্দে প্রজ্বলিত হইতেছে। ভীমবল নিকুম্ভ ভীষণ মুখ ব্যাদান করিয়া এই ইন্দ্রধ্বজতুল্য পরিঘ বিঘূর্ণিত করিতে করিতে সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিষ্ক, ভুজদণ্ডে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল, গলদেশে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং হস্তে প্রদীপ্ত পরিঘ; সুতরাং তৎকালে তিনি ইন্দ্রধনুশোভিত সবিদ্যুৎ গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। রাক্ষসবীরের ভীষণ পরিঘ পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত হওয়াতে যেন গন্ধর্ব্বনগরী অলকা এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত সমগ্র অন্তরীক্ষ বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তৎকালে নিকুম্ভরূপ ভীষণ অগ্নি প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইল; ক্রোধ ঐ অগ্নির কাষ্ঠ এবং পরিঘ ও আভরণাবলি জ্যোতি। ফলত কি বানর, কি রাক্ষস, সকলেই রাক্ষসবীরের রোমহর্ষণ

মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিষ্পন্দ হইয়া রহিল; কেহই তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস পাইল না।

অনন্তর মহাতেজা হনূমান বক্ষঃস্থল প্রসারণ করিয়া নিকুম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাক্ষসবীর পরিঘাকার বাহুদণ্ডস্থিত সূর্য্যপ্রভ ভীষণ পরিঘ সবেগে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পবনকুমারের স্থির ও বিশাল বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবামাত্র উহা চূর্ণ হইয়া গেল এবং উহার অংশ সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে শত শত উল্কার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। হনূমান, ভূমিকম্প-কালে পর্ব্বতের ন্যায় ঐ পরিঘের আঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি একটী বজ্রতুল্য মুষ্টি উদ্যত করিয়া মহাবেগে নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বিষম আঘাতে নিকুম্ভের বর্ম্ম ফুটিয়া গেল এবং মেঘ হইতে যেরূপ বিদ্যুৎ উত্থিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল।

নিকুম্ভ সেই বিষম আঘাতে বিহ্বল হইলেন; কিন্তু অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক মহাবেগে গিয়া হনূমানকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আর পর নাই হৃষ্ট হইল এবং ভীমরবে কোলাহল করিতে লাগিল। কিন্তু হনূমান তদবস্থায় থাকিয়া নিকুম্ভকে এক বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন এবং উহাঁর বাহুবেষ্টন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর পবনকুমার রাক্ষসবীরকে ভূতলে ফেলিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে

লাগিলেন। অবশেষে সবেগে উহার বক্ষঃস্থলে উপবিষ্ট হইয়া দুই হস্তে উহার গ্রীবা ধরিলেন। নিকুম্ভ ভীমরবে চীৎকার করিতে লাগিল। হনূমান অবিলম্বে তাহার গ্রীবা মোচড়াইয়া মস্তক ছিন্ন করিলেন।

এইরূপে মহাবীর পবনকুমারের হস্তে রাক্ষস নিকুম্ভ নিহত হইলে বানরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। ঐ শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল, পৃথিবী কম্পিতা হইল এবং আকাশ যেন খসিয়া পড়িল। রাক্ষসেরাও যার পর নাই ভীত হইল এবং প্রাণভয়ে লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রা।

কুম্ভ ও নিকুম্ভের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধ ও শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরপুত্র বিশালাক্ষ মকরাক্ষকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন, “বৎস! তুমি আমার আদেশে সসৈন্যে নির্গত হও এবং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বানরগণকে বিনাশ করিয়া আইস।”

বলগর্ব্বিত খরপুত্র হৃষ্টমনে রাবণের আদেশে সম্মত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সমীপস্থ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিল, "বীর! তুমি অবিলম্বে রথ ও সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন।" সেনাপতি আদেশমাত্র তাহাই করিল। মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, "সূত! তুমি সত্বর এই রথ যুদ্ধভূমিতে লইয়া চল।" অনন্তর মকরাক্ষ সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তাহাদিগকে কহিলেন, "রাক্ষসগণ! তোমরা সকলে আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিও। রাক্ষসরাজ! অদ্য আমাকে রণস্থলে রাম ও লক্ষ্মণের বধার্থ আদেশ করিয়াছেন। অদ্য আমি নিশিত শরজালে সেই দুই মনুষ্য এবং কপিরাজ সুগ্রীবকে বধ করিব। অগ্নি যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অদ্য আমি এই প্রদীপ্ত শূলদ্বারা বিশাল বানরসৈন্য ভস্মসাৎ করিব।"

মকরাক্ষের অনুচর রাক্ষসগণ নানাস্ত্রধারী বলবান ও সাবধান; উহারা কামরূপী ও ক্রূর; উহাদের দন্ত তীক্ষ্ণ, নেত্র পিঙ্গলবর্ণ, কেশজাল উন্মুক্ত ও আকার ভয়ঙ্কর; উহারা মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতেছে। উহারা মকরাক্ষের এই উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাহর্ষে তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক রণস্থলাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের বেগে গগনতল আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং শঙ্খধ্বনি, ভেরীরব ও বীরগণের বাহ্বাস্ফোটন ও আস্ফালনে চতুর্দ্দিকে এক দিগন্তবিসারী শব্দ উত্থিত হইল।

মকরাক্ষের গমনকালে নানাবিধ দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইল। সহসা কষাযষ্টি সারথির করভ্রষ্ট এবং ধ্বজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল। রথযোজিত অশ্বগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় বিচিত্র পাদবিন্যাস রহিল না। উহারা সাশ্রুনেত্রে দীনমুখে ও আকুল গতিতে যাইতে লাগিল। ধূলিপূর্ণ, তীব্র ও দারুণ বায়ু প্রতিকূলে প্রবাহিত হইল। কিন্তু দুর্ম্মতি মকরাক্ষের অনুচর রাক্ষসগণ এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত অগ্রাহ্য করিয়া রণ-ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিল। ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর মেঘ, হস্তী ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উহাদের গাত্রে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন। উহারা প্রত্যেকেই রণস্থলে অগ্রে যাইবার জন্য যার পর নাই উৎসুক হইয়াছিল।

একোনাশীতিতম সর্গ।

মকরাক্ষ বধ।

বানরবীরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা যুদ্ধ প্রদানার্থ দণ্ডায়মান হইল। ক্রমশ দেব ও দানবগণের ন্যায় রাক্ষস ও বানরগণের লোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহারা বৃক্ষ, শিলা এবং গদা ও পরিঘাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ শক্তি, খড়্গ, গদা,

কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, বাণ, পাশ, মুদ্গর, দণ্ড ও নির্ঘাত প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা বানরগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। বানরগণ নিশিত শরজালে পীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রাক্ষসবীরগণ মহাহর্ষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র শরজালে রাক্ষসগণকে নিবারণ করিয়া পলায়মান কপিসৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিলেন। ইত্য-বসরে রাক্ষস মকরাক্ষ ক্রোধভরে তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া কহিল, "রাম! আইস, অদ্য তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে। অদ্য আমি নিশিত শরজালে তোমার প্রাণ সংহার করিব। তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতাকে বধ করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার ঘৃণিত মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া আমার ক্রোধা-নল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। দুরাত্মন্! আমি যে তোকে সেই সময়ে মহাবনে দেখিতে পাই নাই, এই দুঃখে আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে। যাহা হউক অদ্য তুই ভাগ্য-ক্রমেই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্। ক্ষুধার্ত্ত সিংহের পক্ষে ইতর মৃগ যেরূপ প্রার্থনীয়; আমার পক্ষে তুইও সেইরূপ। অদ্য তুই আমার বাণজালে নিহত হইয়া প্রেত-রাজ্যে গমন করিবি এবং ইতিপূর্ব্বে যে সকল রাক্ষসবীর-গণকে বধ করিয়াছিস্, তাহাদেরই সহিত একত্রে বাস করিবি। অথবা অধিক কথায় প্রয়োজন কি? অদ্য লোক-গণ তোর ও আমার বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। এক্ষণে অস্ত্র, গদা বা বাহু তোর যাহা অভ্যস্ত, তুই তাহাই লইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর্।"

রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ মকরাক্ষের এই প্রলাপ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাক্ষস! কেন বৃথা আস্ফালন করিতেছ? কেবল বাক্যবলে কদাচ যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। আমি একাকীই জনস্থানে ত্রিশিরা, দূষণ, তোমার পিতা খর ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলাম। অদ্য আবার তোমাকে বধ করিয়া তীক্ষ্নমুখ ও তীক্ষ্ননখ, গৃধ্র, শৃগাল ও কাকগণকে পরিতৃপ্ত করিব।"

রামচন্দ্রের এই বাক্যে মকরাক্ষের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শস্ত্রবিৎ ক্ষত্রিয়বীরও তন্নিক্ষিপ্ত শরজাল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। মকরাক্ষের স্বর্ণপুঙ্খ ও শাণিত শরজাল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমশ খরপুত্র ও দশরথপুত্রের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রণস্থলে উহাদের শরাসনের মেঘগম্ভীর টঙ্কার বীরগণের সিংহনাদ অতিক্রম করিয়া শ্রুত হইতে লাগিল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও সিদ্ধগণ এই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শনার্থ অন্তরীক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরদ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ, তথাচ উহাঁদের বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত। উহাঁরা পরস্পরের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ক্রমশ শরজালে দশদিক আচ্ছন্ন হইল এবং রণস্থলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ইত্যবসরে মহাবাহু রামচন্দ্র ক্রোধভরে নিকুম্ভের ধনু দ্বিখণ্ড করিয়া দিলেন এবং আটটি নারাচে উহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় তন্নিক্ষিপ্ত শরে মকরাক্ষের রথ চূর্ণ এবং অশ্বসমূহ

নিহত হইল। রথ নষ্ট হওয়াতে মকরাক্ষ ভূতলে অবতীর্ণ হইল এবং ক্রোধভরে এক ভীষণ শূল গ্রহণ করিল। ঐ বৃহৎ শূল রুদ্রপ্রদত্ত, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর ও যুগান্তাগ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। উহা দ্বিতীয় সংহারাস্ত্রের ন্যায় এবং স্বতেজে নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে। দেবগণও এই শূল দেখিয়া ভয়ে দশদিকে পলায়ন করেন। মকরাক্ষ ক্রোধ-ভরে এই প্রজ্বলিত বৃহৎ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র ঐ শূল আগমন করিতে দেখিয়া অর্দ্ধপথেই উহাঁকে চারিটি শরে কর্ত্তন করিলেন। ঐ স্বর্ণমণ্ডিত শূল প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে অন্তরীক্ষচর জীবগণ রামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিল।

শূল ব্যর্থ দেখিয়া মকরাক্ষের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। সে মুষ্টি উদ্যত করিয়া "থাক্, থাক্" বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের অভিমুখে গমন করিল। ক্ষত্রিয়বীর তাহাকে আসিতে দেখিয়া হাস্যমুখে অগ্ন্যস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। রাক্ষস ঐ ভয়ঙ্কর অস্ত্রে আহত হইবামাত্র ছিন্নহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর অবশিষ্ট রাক্ষসগণ রামভয়ে ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে দেবগণ মকরাক্ষকে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন।

অশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের পুনর্যুদ্ধ।

মকরাক্ষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কিয়ৎকাল ক্রোধে দন্ত কড়্মড়্ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পুত্র ইন্দ্রজিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবল; এক্ষণে দৃশ্য বা মায়া-বলে অদৃশ্য থাকিয়া, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া আইস। বীর! তুমি সমরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেবরাজ ইন্দ্রকেও বধ করিয়াছ, এক্ষণে কি মনুষ্য রাম ও লক্ষ্মণকে অবজ্ঞা করিয়াই বধ করিতেছ না?"

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং জয়লাভোদ্দেশে যথাবিধি অগ্নির তৃপ্তিসাধনার্থ যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। অবিলম্বে রক্তোষ্ণীষধারিণী হোমপরিচারিকা রাক্ষসীগণ শশব্যস্তে তথায় উপস্থিত হইল এবং হোমকার্য্যে নানারূপ পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে শস্ত্ররূপ শরপত্র, সমিধার্থ বিভীতক, লোহিতবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব আহৃত হইয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ তোমর সহিত উক্ত শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটী জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ ছেদন করিলেন। অগ্নিদেব শরহোমপ্রদিপ্ত জ্বালা-করাল ও বিধূম হইয়া উঠিলেন এবং উহাঁতে বিজয়সূচক চিহ্নসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ হুতাশন স্বয়ং

উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞীয় অগ্নি এবং দেব, দানব ও রাক্ষসগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া এক উৎকৃষ্ট অদৃশ্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ অশ্বচতুষ্টয়ে যোজিত এবং বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ। উহা স্বর্ণখচিত ও উজ্জ্বল। উহার ধ্বজদণ্ড স্বর্ণ-বলয়ে বেষ্টিত, বৈদূর্য্যচিত্রিত এবং প্রদীপ্ত পাবকতুল্য। উহাতে মৃগচন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ অঙ্কিত ছিল। মহাবল রাক্ষসবীর ঐ দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক আদিত্য-কল্প তেজোময় ব্রহ্মাস্ত্রে রক্ষিত হইয়া যার পর নাই অধৃষ্য হইয়া উঠিলেন। তিনি নগরের বহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে অন্তর্হিত হইয়া কহিলেন, "অদ্য আমি অকারণ-বনবাসী রাম ও লক্ষ্মণকে সমরে সংহার করিয়া পিতার হস্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব। অদ্য আমি পৃথিবীকে বানরশূন্য করিয়া পিতার প্রীতি বর্দ্ধন করিব।"

অনন্তর উগ্রস্বভাব ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ ত্রিশীর্ষ ভীষণ সর্প-দ্বয়ের ন্যায় বানরগণের মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। ইন্দ্রজিৎ ভ্রাতৃদ্বয়কে চিনিতে পারিয়া ক্রোধভরে শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন এবং মেঘ যেরূপ বৃষ্টিপাত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের প্রতি অনবরত শরপাত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের রথ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন; তিনি স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ক্ষত্রিয়-বীরদ্বয়ও ক্রোধভরে দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া সূর্য্যসঙ্কাশ শরজাল

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু উহঁাদের শর ইন্দ্রজিতের গাত্র স্পর্শও করিতে পারিল না। রাক্ষসবীর স্বয়ং কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন ; তিনি মায়াবলে ধূমান্ধকার বিস্তার করিয়া দশদিক দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তুলিলেন। অতঃপর তাঁহার জ্যাধ্বনি, রথের ঘর্ঘররব, কি অশ্বের পদশব্দ, আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে বরদত্ত সূর্য্যসঙ্কাশ নারাচ ও শরজালে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়, ধারাপাতে পর্ব্বতের ন্যায়, শরপাতে প্রপীড়িত হইয়া সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত বাণজাল নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত বাণ অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিতকে বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ শাণিত ভল্লাস্ত্রে ইন্দ্রজিতনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন এবং যে দিক হইতে সমস্ত বাণ আগমন করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে শরক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ একস্থানে স্থির থাকিলেন না ; রথারোহণে অন্তরীক্ষের ইতস্তত পর্য্যটন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়বীরদ্বয় অল্পকালমধ্যেই ঐ সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ শরে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু মেঘজালে আচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যের যেমন কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ তৎকালে কেহই রাক্ষসবীরের বেগ, গতি, মূর্ত্তি, ধনু বা শর কিছুই দেখিতে পাইল না। বানরবীরগণ দলে দলে উহঁার সুতীক্ষ্ণ শরে প্রাণ হারাইয়া রণস্থলে শয়ন করিতে লাগিল। অনন্তর লক্ষ্মণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ

হইয়া পার্শ্বস্থ ভ্রাতাকে কহিলেন, "আর্য্য! অদ্য আমি রাক্ষস-জাতির উচ্ছেদার্থ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রয়োগ করিব।" তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন, "বীর! একজনের জন্য সমগ্র রাক্ষসজাতিকে বধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহারা যুদ্ধে বিমুখ, ভয়ে লুকায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন, পলায়মান বা প্রমত্ত, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগকে বধ করা কি তোমার ন্যায় বীরের উচিত? এক্ষণে আইস, আমরা আশীবিষ অস্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক এক-মাত্র ইন্দ্রজিতের বধসাধনে প্রস্তুত হই। এই দুরাত্মা রাক্ষস ক্ষুদ্র ও মায়াবী এবং ইহার রথ মায়াবলে অদৃশ্য। ইন্দ্র-জিৎ দৃষ্ট না হইলে বানরেরা তাহাকে বধ করিতে পারিবে না; কিন্তু তাহাকে অদৃষ্ট অবস্থায় বধ করা আমাদিগেরই সাধ্য। এক্ষণে সে ভূগর্ভেই লুকায়িত হউক বা অন্তরীক্ষেই গমন করুক বা রসাতলেই প্রবিষ্ট হউক অদ্য আমার হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।"

মহাবীর রামচন্দ্র এই বলিয়া বানরগণের সহিত ক্রূর-কর্ম্মা ভীষণ ইন্দ্রজিতের বধোপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম সর্গ।

হনুমানসমক্ষে মায়াময়ী সীতার বিনাশ।

জ্ঞাতিবধজনিত ক্রোধে ইন্দ্রজিতের নেত্রদ্বয় আরক্ত। তিনি রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সসৈন্যে রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং পশ্চিমদ্বার দিয়া পুরপ্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। গমনকালে তিনি দেখিলেন, ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার বধের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেবকণ্টক রাক্ষসবীর রথোপরি এক মায়াময়ী সীতা বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। বানরেরা উহাঁকে সহসা দৃশ্যভাবে উপস্থিত দেখিয়া যুদ্ধেচ্ছায় শিলাহস্তে আক্রমণ করিল। তেজস্বী পবনকুমার এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ইন্দ্রজিতের রথে দীনা সীতাদেবী; তাঁহার মস্তকে একবেণী, পরিধান একখানিমাত্র মলিন বসন, মুখ উপবাসে কৃশ ও নিরানন্দ এবং সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসর। মহাবীর হনুমান মুহূর্ত্তকাল দেখিয়াই তাঁহাকে সীতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং ভয়ে যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের উদ্দেশ্য কি?" পরে তিনি পর্ব্বত-শৃঙ্গহস্তে বানরগণের সহিত ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবমান

হইলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্রজিতের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া সীতার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বানরগণের সমক্ষে উহাঁকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মায়াময়ী সীতা "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সীতাদেবীর এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া মহাবীর হনুমানের চক্ষে জল আসিল। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে ইন্দ্রজিতকে কহিলেন, "পাপিষ্ঠ! তুই যে পবিত্রা সীতাদেবীর কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস্, ইহারই ফলে প্রাণ হারাইবি? তুই ব্রহ্মর্ষির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাক্ষসী যোনী আশ্রয় করিয়াছিস্; তোর যখন এরূপ দুর্বুদ্ধি হইয়াছে, তখন তোর মৃত্যু অতি সন্নিকট। রে নৃশংস! রে দুর্ব্বৃত্ত! তোকে ধিক্! তুই কূট উপায়ে যুদ্ধ করিস। রাক্ষসাধম! স্ত্রীবধে কি তোর কিছুমাত্র ঘৃণা নাই? হায়! এই সরলা সীতাদেবী গৃহচ্যুতা, রাজ্যচ্যুতা এবং স্বামীর অঙ্কচ্যুতা হইয়াছেন, এক্ষণে তুই উহাঁকে কোন্ অপরাধে বধ করিতেছিস্? পাপিষ্ঠ! এখনও ক্ষান্ত হ; তুই এক্ষণে আমার হস্তগত হইয়াছিস, সুতরাং সীতাকে বধ করিলে আর মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিবি না। লোকবধ্য দুরাত্মাদিগের গতি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর স্ত্রীঘাতকদিগের যে গতি, তুই তাহা অচিরেই প্রাপ্ত হইবি।"

মহাবীর হনূমান এইরূপ বলিয়া অস্ত্রধারী বানরগণের সহিত ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল ইন্দ্রজিৎ শস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্যের দ্বারা উহাঁদিগের

গতিরোধ করিয়া শরজালে উহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বানর! সুগ্রীব, তুই ও রাম যাহার জন্য লঙ্কায় আসিয়াছিস্, অদ্য আমি তোর সমক্ষে সেই সীতাকে বধ করিব। পশ্চাৎ তোকে এবং বানরগণের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে মারিব। তুই যে বলিলি, স্ত্রীবধ করা নিষিদ্ধ; তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, শত্রুর পক্ষে যাহা কষ্টদায়ক তাহাই কর্ত্তব্য।"

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ স্বহস্তে রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতার দেহে অসিপ্রহার করিল। অমনি ঐ প্রিয়দর্শনা স্থূলজঘনা যজ্ঞোপবীতবৎ বক্রভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ পুনরায় হনূমানকে কহিল, "বানর! এই দেখ, আমি রামচন্দ্রের প্রিয়তমা সীতাকে বধ করিলাম। অদ্য তোদের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইল।" এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ হর্ষভরে ঘোররবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বানরগণ এই রোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে এবং রাক্ষসবীরের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণে কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। অনন্তর ইন্দ্রজিতকে যার পর নাই হৃষ্ট দেখিয়া বিষণ্ণবদনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের সহিত হনূমানের যুদ্ধ।

বানরেরা এইরূপে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলে মহাবীর হনূমান তাহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা কিজন্য বিষণ্ণবদনে দশদিকে পলায়ন করিতেছ? তোমাদের বীরত্ব ও যুদ্ধোৎসাহ এক্ষণে কোথায় গেল? ছি! ছি! নিবৃত্ত হও। আমি অতঃপর যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছি; তোমরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।"

হনূমানের এই উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরেরা শত্রুসংহারার্থ পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং হৃষ্টমনে বৃক্ষ ও শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে উঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহাবীর হনূমান সাক্ষাৎ কালান্তক যমসদৃশ। তিনি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শত্রুসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শোক ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রজিতের রথের প্রতি এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীরের সুশিক্ষিত অশ্ব সকল সারথির ইঙ্গিতমাত্রে রথ স্থানান্তরে লইয়া গেল। হনূমাননিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড শিলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক রাক্ষসকে চূর্ণ করত ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর বানরেরা ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত বৃক্ষ ও শিলাবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। উহারা অল্পকালমধ্যেই বহুসংখ্যক রাক্ষসকে বধ

করিল এবং ক্ষণে ক্ষণে ভীমরবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। শত্রুসৈন্য উহাদিগের বৃক্ষ ও শিলাপ্রহারে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সসৈন্যে তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ করিলেন। অল্পকালমধ্যেই তিনি বজ্র, খড়্গ, পট্টিশ, শূল ও মুদ্গর দ্বারা বহুসংখ্যক বানরকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর হনূমান বৃক্ষ ও শিলা দ্বারা ভীমকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া কহিলেন, "বানরগণ! প্রতিনিবৃত্ত হও; এই সমস্ত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের সাধ্য নহে। আর আমরা যাঁহার জন্য প্রাণের মমতা ছাড়িয়া রামচন্দ্রের প্রিয়োদ্দেশে যুদ্ধ করিতেছি, সেই দেবী জনকাত্মজা ইন্দ্রজিতের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। চল, এক্ষণে আমরা রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের নিকটে গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করি। অনন্তর তাঁহারা আমাদিগকে যেরূপ করিতে বলিবেন, আমরা সেইরূপ করিব।" এই বলিয়া হনূমান সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত নির্ভয়ে ধীরে ধীরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ হনূমানকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হোমকামনায় নিকুম্ভিলা নামক যজ্ঞাগারে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে যথাবিধি শোণিতাহুতি প্রদান করিলেন। জ্বালাকরাল পাবক এইরূপে তর্পিত হইয়া সন্ধ্যাকালীন আদিত্যমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। বিধানজ্ঞ ইন্দ্রজিতও রাক্ষসকুলের কল্যাণার্থ কার্য্যবিৎ রাক্ষসদিগের সাহায্যে হোমকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

সীতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রামচন্দ্রের বিলাপ ও তাঁহার প্রতি লক্ষ্মণের প্রবোধ বাক্য।

এদিকে মহাবীর রামচন্দ্র দূর হইতে তুমুল যুদ্ধকোলাহল শ্রবণ করিয়া ধীমান জাম্ববানকে কহিলেন, "বীর! ঐ দেখ, দূরে ভয়ঙ্কর অস্ত্রধ্বনি শ্রুত হইতেছে; বোধ হয় মহাবীর হনুমান যুদ্ধে কোন দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন। অতএব তুমি সত্বর তাঁহার সাহায্যার্থ সসৈন্যে যাত্রা কর।"

আদেশমাত্র মহাবীর জাম্ববান সসৈন্যে হনূমানাধিষ্ঠিত পশ্চিমদ্বারে গমন করিলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, উক্ত মহাবীর সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং বানরগণ যুদ্ধশ্রমে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। মহাবীর পবনকুমারও পথিমধ্যে ঐ বিস্তৃত নীলমেঘাকার ভল্লুকসৈন্য দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং সর্ব্বসমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখিতস্বরে কহিলেন, "বীর! আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম; ইত্যবসরে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ আমাদিগের সমক্ষেই রোরুদ্যমানা সীতাদেবীকে বধ করিল। আমি আপনাকে এই সংবাদ প্রদানার্থ বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্তচিত্তে উপস্থিত হইলাম।"

রামচন্দ্র এই নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

তদ্দর্শনে মহাবল বানরবীরগণ শশব্যস্তে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সহসা উত্থিত দুর্নিবার দহনশীল অগ্নিবৎ তাঁহাকে উৎপলগন্ধি জলে সিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অগ্রজকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিয়া শোকগদ্গদস্বরে সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আপনি ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু ধর্ম্ম যখন আপনাকে চিরকাল অনর্থ পরম্পরা হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিল না, তখন উহা নিরর্থক। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সুখ যেমন প্রত্যক্ষ, ধর্ম্ম সেরূপ নহে; সুতরাং আমার বিবেচনায় ধর্ম্ম কদাচ সুখসাধন নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জঙ্গম ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়াও যেরূপ সুখী, স্থাবর ধর্ম্মপ্রসক্তিশূন্য হইয়া কদাচ সেইরূপ সুখী হইতে পারিত না এবং আপনাকেও এরূপ বিপদের পর বিপদে পতিত হইতে হইত না। তাহা হইলে পাপিষ্ঠ রাবণ এতদিন নিরয়গামী হইত এবং আপনি অতুল সুখের অধিকারী হইতেন। বলিতে কি, এ জগতে অধার্ম্মিকের সুখ এবং ধার্ম্মিকের দুঃখ দেখিয়া, ধর্ম্মের ফল সুখ এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ এই বাক্যে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না; বরং ধর্ম্মে দুঃখ ও অধর্ম্মে সুখ দেখিয়া তাহার বিপরীতই বোধ হইতেছে। যদি ধর্ম্মফলে বাস্তবিকই সুখ হয় এবং অধর্ম্মফলে দুঃখ ঘটে তাহা হইলে যাহাদের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহারা দুঃখ ভোগ করুক এবং যাহাদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহারা সুখী হউক। কিন্তু যখন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিরর্থক। আরও

দেখুন, বীর। যদি অধর্মকে একটী কার্য্যমাত্র স্বীকার করা যায় তাহা হইলে কার্য্যের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশের সহিত অধর্মেরও উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে; সুতরাং যে স্বয়ং নষ্ট হইল সে আর অপরকে কিরূপে বিনাশ করিবে? অথবা যদি অন্যের কৃত কর্মফল রূপ অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, অথবা যদি অদৃষ্টকে উপায়স্বরূপ করিয়া ঐ ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে, তাহা হইলে অদৃষ্টেরই সম্পূর্ণ দোষ; সুতরাং অনুষ্ঠাতা কোন অংশেই সেই পাপের ভাগী হইতে পারে না। ফলত ধর্ম্ম একটী স্বকর্ত্তব্য-জ্ঞানবিহীন অব্যক্ত অসৎকল্প অচেতন বস্তু, সুতরাং ইহা কিরূপে বধ্যকে প্রাপ্ত হইবে? আর যদি উহা বাস্তবিকই থাকিত, তাহা হইলে কি আপনাকে এরূপ অসহনীয় কষ্ট-পরম্পরা ভোগ করিতে হইত? সুতরাং ধর্ম্মনামে কোন পদার্থ নাই; উহা কাল্পনিক মাত্র। আর যদি নিতান্তই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আমি বলিব উহা ফলহীন, দুর্ব্বল এবং কার্য্যকালে পৌরুষের সহায়তা অবলম্বন করে। উহার সুখসাধনতা কিছুমাত্র নাই। অতএব এরূপ ধর্ম্মকে অবলম্বন করায় ফল কি? আর যদি ধর্ম্মকে পৌরুষেরই একটী গুণ বলেন, তাহা হইলে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া পৌরুষেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি সত্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে মহারাজা দশরথ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষেকরূপ যে সত্য ভঙ্গ করিয়া মিথ্যাদোষে লিপ্ত হইয়াছেন এবং যজ্জন্য তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে সেই সত্য আপনি

কিজন্য রক্ষা করিতেছেন না ? আরও বীর ! যদি একমাত্র ধর্ম্ম বা পৌরুষই মনুষ্যের অনুষ্ঠেয় হইত, তাহা হইলে ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বরূপকে বধ করিয়া পরে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন না; কারণ যাহার প্রাধান্য, একমাত্র তাহারই অনুষ্ঠান করিতে হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আবশ্যক বোধে কখন ধর্ম্ম, কখন বা পৌরুষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শত্রুবিনাশকালে পৌরুষের সহিত ধর্ম্মই সেব্য; মনুষ্য স্বকার্য্যসাধনোদ্দেশে এতদুভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে পারে। বীর ! আমার মতে ইহাই ধর্ম্ম; কিন্তু আপনি এই অর্থমূল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিতেছেন। যেমন পর্ব্বত হইতে অসংখ্য অসংখ্য নদী নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ পৌরুষবলে দিগ্দিগন্ত হইতে আহৃত ও প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতে ধর্ম্মক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অর্থহীন স্বল্পপ্রাণ পুরুষের কার্য্যসমূহ গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অর্থব্যতীত সুখলাভের প্রত্যাশা করে, সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং তজ্জন্য দোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ জগতে যাহার অর্থ, তাহারই মিত্র; যাহার অর্থ জীবলোকে সেই পুরুষ; যাহার অর্থ সেই পণ্ডিত; যাহার অর্থ সেই বলবান; যাহার অর্থ সেই বুদ্ধিমান; যাহার অর্থ সেই মহাবাহু বীর; এবং যাহার অর্থ সেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণশালী। আমি অর্থনাশের অশেষ দোষ পূর্ব্বেই কীর্ত্তন করিয়াছি; আপনি কি কারণে যে রাজ্যরূপ অর্থের অবমাননা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহার অর্থ তাহারই ধর্ম্মকার্য্যে প্রয়োজন; তাহার

সমস্তই অনুকূল। নির্ধন অর্থাভিলাষী ব্যক্তি পৌরুষ ব্যতীত কদাচ অর্থলাভে সমর্থ হয় না। হর্ষ, কাম, দর্প, ক্রোধ, ধর্ম্ম, শান্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এ সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। আর্য্য! যে অর্থের অভাবে ধর্ম্মচারী কষ্টশীল তাপসদিগের ঐহিক পুরুষার্থ নষ্ট হয়, সেই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে গ্রহসমূহের ন্যায় আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। বীর! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি পিতার আদেশে অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বনে আগমন করিলে, রাক্ষসেরা আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে হরণ করিয়াছে। এক্ষণে আবার পাপাত্মা ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে বধ করিল। বীর! আর না, আপনি উত্থিত হউন্, অদ্য আমরা স্ববিক্রমে ইন্দ্রজিতকৃত সমস্ত কষ্ট দূর করিব। আর্য্য! আপনি এখনও স্বীয় মাহাত্ম্য কিজন্য বুঝিতেছেন না? উঠুন্, অদ্য আমরা দেবী জানকীর নিধনক্রোধে হস্ত্যশ্ব, রথ ও রাবণের সহিত, সমগ্রা লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব।"

চতুরশীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের প্রতি বিভীষণের প্রবোধবাক্য প্রয়োগ।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এইরূপে অগ্রজকে আশ্বস্ত করিতে-ছেন, ইত্যবসরে বিভীষণ স্বস্থানে গুল্মস্থাপন পূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কজ্জলস্তূপাকার হস্তিসদৃশ চারিজন অস্ত্রধারী বীর চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি আসিয়া দেখিলেন, রামচন্দ্র শোকে বিহ্বল হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান আছেন এবং বানরবীরেরাও জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছেন। তদ্দর্শনে বিভীষণ যার পর নাই দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি?" বিভীষণ বিষণ্ণমুখে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ শোকগদ্গদস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, "বীর! ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করিয়াছে। আর্য্য রামচন্দ্র হনূমানের মুখে এই সংবাদ পাইয়া শোকে যার পর নাই বিহ্বল হইয়াছেন।"

লক্ষ্মণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ধীমান বিভীষণ তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রেক সম্বোধন করিয়া সারগর্ভ বাক্যে কহিলেন, "রাজকুমার! হনূমান আসিয়া আপনাকে সকাতরে যে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, আমি সমুদ্রশোষণের ন্যায় তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করি। বীর! আমি দুরাত্মা রাবণের অভিপ্রায় বিশেষরূপ জানি; সে কদাচ সীতাদেবীকে বধ করিবে না। আমি তাহার হিতেচ্ছায় অনেক বার

সীতা প্রত্যর্পণের কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হয় নাই; ফলত সে প্রাণ থাকিতে সীতাকে পরিত্যাগ করিবে না। বধ করা দূরে থাকুক, যুদ্ধ ব্যতীত কেবল সাম, দান ও ভেদ দ্বারা কেহ তাঁহার সাক্ষাৎও পাইতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় যে ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে রণস্থলে আনয়ন করিয়া বধ করিয়াছে, ইহা কখনই বিশ্বাস্য নহে। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে হনূমান যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহা মায়াবী ইন্দ্রজিতের মায়ামাত্র। সেই দুরাত্মা এক্ষণে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য নিকুম্ভিলানামক যজ্ঞাগারে গমন করিয়াছে। স্বয়ং অগ্নিদেবও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত আসিয়া ঐ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। পাছে পরাক্রান্ত বানরেরা তথায় গিয়া হোমকার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করে, এই ভয়েই সে মায়াসীতা ছেদন করিয়া উহাদিগকে মোহিত করিয়াছে। কারণ যদি দুরাত্মা একবার নির্ব্বিঘ্নে হোমকার্য্য সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে সে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয় হইয়া উঠিবে। তখন আর তাহার হস্তে কাহারও নিস্তার থাকিবে না। অতএব বীর! আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে; ইন্দ্রজিতের হোমকার্য্য শেষ না হইতে হইতেই আমরা বিঘ্ন উৎপাদনার্থ সসৈন্যে তথায় গমন করিব। এক্ষণে আপনি এই বৃথা শোক দূর করুন। আপনাকে শোকাকুল দেখিয়া অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ যার পর নাই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। আপনি সুস্থ হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করুন; আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইতেছি। আপনি লক্ষ্মণকে আমাদের সহিত প্রেরণ করুন।

এই মহাবীর সুমিত্রানন্দন ইন্দ্রজিতের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন এবং তজ্জনিত মায়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই দুরাত্মা অনায়াসেই আমাদের বধ্য হইয়া পড়িবে। তখন লক্ষ্মণের সুশাণিত শরসমূহ ক্রূরদর্শন পক্ষীর ন্যায় নিশ্চয়ই তাহার রক্ত পান করিবে। অতএব বীর! দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শত্রুবধার্থ বজ্রকে নিয়োগ করেন, তদ্রূপ আপনি অদ্য রাক্ষসবধার্থ ইহাঁকে নিয়োগ করুন্। রামচন্দ্র! ইন্দ্রজিতকে বধ করিতে আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব করা উচিত নয়। ঐ দুরাত্মা নির্ব্বিঘ্নে আভিচারিক হোমকার্য্য সমাধা করিতে পারিলে, সমরে সকলের অদৃশ্য হয় এবং তন্নিবন্ধন দেবগণেরও প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।”

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ বধার্থ লক্ষ্মণের যুদ্ধ যাত্রা।

মহাবীর রামচন্দ্র শোকে বিহ্বল হইয়াছিলেন, সুতরাং বিভীষণের এই সমস্ত সুসঙ্গত বাক্য প্রথমে কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সমীপে উপবিষ্ট রাক্ষসবীরকে, বানরগণের সমক্ষে কহিলেন, “রাক্ষসরাজ! তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, আমি

তাহা পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব তোমার কি ব্যক্তব্য আছে, তাহা বল।”

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিতে লাগিলেন, “বীর! আপনি গুল্ম সন্নিবেশার্থ যেরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেইরূপই করিয়াছি। এক্ষণে বানর-সৈন্যগণ যথাভাগে বিভক্ত এবং যূথপতিগণ স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। দেব! আমার আরও কিছু ব্যক্তব্য আছে শ্রবণ করুন। আপনার এই অকারণ শোক দর্শন করিয়া আমরা যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছি। ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা বধ করিয়া বানরগণকে মোহিত করিয়াছে এবং আপনি হনূমানের মুখে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব বীর! আপনি এই বৃথা শোক ও শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধিনী চিন্তা দূর করুন্ এবং উদ্যমশীল ও হৃষ্ট হউন্। বীর! যদি আপনি সীতার উদ্ধার এবং নিশাচরগণকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি যে হিতকর প্রস্তাব করিতেছি, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। এক্ষণে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ আভিচারিক হোমকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য নিকুম্ভিলানামক যজ্ঞাগারে গমন করিয়াছে। মহাবীর সৌমিত্রি তথায় আশীবিষোপম শরজালে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আমাদের সহিত সসৈন্যে গমন করুন। পিতামহ ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র এবং কামগামী অশ্ব ইন্দ্রজিতের আয়ত্ত। এক্ষণে যদি সে নির্ব্বিঘ্নে হোমকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সসৈন্যে আগমন করে, তাহা হইলে জানিবেন, আমরা সকলেই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছি। বীর!

পিতামহ বরদানকালে ইন্দ্রজিতকে ইহাও কহিয়াছিলেন, 'ইন্দ্রজিৎ! তুমি যখন দেখিবে যে, যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন করিয়া উঠিতে পার নাই, এরূপ অবস্থায় তোমাকে কেহ সশস্ত্র আক্রমণ করিল, তখনই জানিবে সেই আক্রমণকারীর হস্তেই তোমার মৃত্যু।' অতএব রামচন্দ্র! ব্রহ্মা স্বয়ংই ইন্দ্রজিতের বধোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের সেই একমাত্র উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আপনি মহাবল লক্ষ্মণকে যুদ্ধযাত্রার্থ আদেশ করুন্। ইহাঁর হস্তে ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলেই জানিবেন, রাবণ সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছে।"

বিভীষণের বাক্য শেষ হইলে রামচন্দ্র কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আমি ভীষণপরাক্রম মায়াবী ইন্দ্রজিতের মায়াবল বিলক্ষণ অবগত আছি। ব্রহ্মদত্ত অস্ত্রদ্বারা সে যে সমরে দেবগণ এবং বরুণকেও বিচেতন করিতে পারে, তাহাও জানি এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের গতি যেরূপ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ঐ দুরাত্মা যখন রথারোহণে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করে, তখন উহারও গতি যে দৃষ্ট হয় না তাহাও জানি।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া কীর্ত্তিমান লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি মহাবীর হনূমান, ধীমান জাম্ববান প্রভৃতি যূথপতি এবং সমগ্র বানরসৈন্যের সহিত মায়াবী রাবণপুত্রকে বধ করিয়া আইস। রাক্ষসরাজ বিভীষণ মায়াবোধে সবিশেষ সমর্থ; এক্ষণে ইনিই সচিবগণের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিবেন।"

ভীমপরাক্রম লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র

অপর এক উৎকৃষ্ট ধনুক গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কবচ, বামহস্তে ধনু, তূণীরে শর এবং পৃষ্ঠে খড়্গ। তিনি এইরূপ রণবেশে সুসজ্জিত হইয়া রামচন্দ্রের পাদস্পর্শ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, "হংসেরা যেরূপ পুষ্করিণীতে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ অদ্য আমার কার্ম্মুকমুক্ত-শরসমূহ লঙ্কায় পতিত হইবে। অদ্য ইহারা নিশ্চয়ই সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের দেহ ভেদ করিবে।"

এই বলিয়া মহাতেজা লক্ষ্মণ ভক্তিভাবে অগ্রজকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিলেন। বিভীষণ অমাত্যগণের সহিত এবং মহাবীর হনুমান সহস্র সহস্র বানরের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উহাঁরা পথিমধ্যে দেখিলেন, একস্থানে ঋক্ষরাজ জাম্ববানের অগণ্য ভল্লূকসৈন্য সমবেত হইয়া আছে। লক্ষ্মণ বহুপথ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে রাক্ষসসৈন্য ব্যূহ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। মহাবল সৌমিত্রি মায়াবী রাক্ষসবীরকে ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে বধ করিবার জন্য অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি যূথপতিগণের সহিত তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নির্ম্মল অস্ত্র শস্ত্রের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, মহারথ ও ধ্বজদণ্ডসমূহে গহন এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। উহাদের বেগ যার পর নাই দুঃসহ। মহাবল লক্ষ্মণ প্রগাঢ় অন্ধকারের ন্যায় ঐ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণের যুদ্ধারম্ভ।

অনন্তর ধীমান বিভীষণ শক্রর অহিতকর কার্য্যসাধক বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বীর! ঐ যে অদূরে মেঘশ্যামল রাক্ষসসৈন্য দেখিতেছ, তুমি সত্বর উহাদের সহিত বৃক্ষ ও পর্ব্বতযোধী বানরদিগের যুদ্ধ বাধাইয়া দেও। তুমি স্বয়ংও উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে চেষ্টা কর। উহারা ছিন্নভিন্ন হইলেই ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয় দৃষ্ট হইবে। বীর! তুমি রাক্ষসবীরের আভিচারিক হোমকার্য্য সম্পন্ন হইতে না হইতেই ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর শরজালে রাক্ষসসৈন্যকে আচ্ছন্ন কর। দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ সর্ব্বলোকভয়াবহ, অধার্ম্মিক, মায়াবী ও ক্রূরকর্ম্মা; তুমি উহাকে বিনাশ কর।"

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বানর এবং ভল্লুকগণও প্রকাণ্ড বৃক্ষহস্তে ঘোর গর্জ্জন পূর্ব্বক শক্রসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। রাক্ষসেরাও বানরদিগকে বধ করিবার জন্য শাণিত শর, অসি, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত; ভৈরব রবে লঙ্কা নিনাদিত হইতে লাগিল। বহুবিধ শস্ত্র, নিশিত শর এবং উদ্যত বৃক্ষ ও পর্ব্বতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বিকৃতমুখ ও বিকৃতবাহু রাক্ষসগণ বানরদিগকে অস্ত্রাঘাত পূর্ব্বক

তাহাদের মনে ভয়সঞ্চার করিতে লাগিল। বানরেরাও শাখাবহুল বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ স্বসৈন্য আক্রান্ত ও ছিন্নভিন্ন জানিয়া আভিচারিক হোমকার্য্য সম্পন্ন না হইলেও উত্থিত হইলেন। তিনি ক্রোধভরে নিকুম্ভিলা ক্ষেত্রের ঘনীভূত বৃক্ষসমূহের অন্ধকার হইতে নির্গত হইলেন এবং পূর্ব্বযোজিত সুসজ্জিত এক রথে আরোহণ করিলেন। তিনি কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; তাঁহার নেত্রদ্বয় আরক্ত এবং হস্তে ভীষণ শর ও শরাসন। সুতরাং তৎকালে তিনি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পলায়মান রাক্ষসসৈন্য সহসা ইন্দ্রজিতকে রথারূঢ় দেখিয়া পুনরায় লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধার্থ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ভীমবেগ রাক্ষসদিগের সহিত বানর ও ভল্লুকদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে পর্ব্বতাকার মহাবীর হনূমান ইন্দ্রজিতকে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষাঘাত করিলেন এবং কালাগ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসগণকে দগ্ধ ও বৃক্ষাঘাতে হতচেতন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বীর রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন ও আক্রমণ করিল। শূলধারী শাণিত শূল, অসিধারী অসি, শক্তিধারী শক্তি এবং পট্টিশধারী পট্টিশ লইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে পরিঘ, গদা, কুন্ত, সুদর্শন, শত শত শতঘ্নী, লৌহ-মুদগর, ঘোরদর্শন পরশু ও ভিন্দিপাল, তাঁহার গাত্রে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন রাক্ষস ক্রোধভরে তাঁহার

মস্তকে বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। হনূমানও যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে এই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া সারথিকে কহিলেন, "সূত! যেখানে ঐ পর্ব্বতাকার বানরবীর শত শত রাক্ষসকে সংহার করিতেছে তুমি সত্বর ঐ স্থানে রথ লইয়া চল। উহাকে উপেক্ষা করিলে আমার সমস্ত সৈন্যই অবিলম্বে ধ্বংস হইবে।"

আদেশমাত্র সারথি হনূমানের নিকট রথ লইয়া চলিল। মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ উহঁার মস্তকে অনবরত শর, খড়্গ, পট্টিশ, অসি ও পরশু প্রহার করিতে লাগিলেন। পবনকুমার তৎসমুদয় সহ্য করিয়া ইন্দ্রজিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষস! তুই যদি বীর বলিয়া পরিচয় দিস্, ত যুদ্ধ কর্। হনূমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া আজ আর তোকে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে না। নির্ব্বোধ! তুই এক্ষণে একবার আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, একবার আমার বেগ সহিয়া দেখ্।"

অনন্তর রাক্ষসবীর হনূমানের বধার্থ শরাসন উদ্যত করিলেন। তদ্দর্শনে বিভীষণ লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! ঐ দেখ, বাসববিজেতা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ রথোপরি আরোহণ করিয়া হনূমানের বধার্থ উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি শত্রুসংহারক জীবিতান্তকর ভীষণ শরে উহাকে বধ কর।"

বিভীষণ এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ ঐ পর্ব্বতাকার ভীমবল রথারূঢ় রাক্ষসবীরকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণের কথোপকথন।

অনন্তর বিভীষণ সত্বর ধনুর্ধারী লক্ষ্মণকে লইয়া হৃষ্টমনে চলিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া নিবিড় নিকুম্ভিলা বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং লক্ষ্মণকে আভিচারিক হোমস্থান দেখাইলেন। অনন্তর নীলমেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! মহাবল ইন্দ্রজিৎ এই স্থানে ভূতগণকে উপহার দিয়া, পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং বরপ্রভাবে শত্রুর অদৃশ্য হইয়া নিশিত শরজালে তাহাদিগকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। অদ্য ইন্দ্রজিৎ এখনও বটমূলে যায় নাই; সুতরাং তুমি এই সময়ে প্রদীপ্ত শরে উহাকে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত সংহার কর।"

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা লক্ষ্মণ বিচিত্র কার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ কবচ ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিবর্ণ উজ্জ্বল ধ্বজশোভিত রথে দৃষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "রাক্ষস! আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাকে যথারীতি যুদ্ধ প্রদান কর।"

তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন এবং বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া পরুষবাক্যে কহিলেন, "রাক্ষসাধম! তুই এই স্থানে

জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস্, তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা; এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া কোন্ মুখে ভ্রাতুষ্পুত্রবধের সহায়তা করিতে আসিয়াছিস্? রে পাপিষ্ঠ! তুই জাতিত্ব, মান, সৌহার্দ্য, সৌদর্য্য ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিলি! নারকি! তুই যখন আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্, তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। তুই যার পর নাই নীচ; তাই স্বজনবাস ও পরপদসেবার প্রভেদ বুঝিতে পারিস্ নাই। যদি পর গুণবান হয় এবং যদি স্বজন নির্গুণ হয়, তথাপি ঐ গুণবান পর অপেক্ষা নির্গুণ স্বজন শ্রেয়; কারণ যে পর সে পরই থাকে। যে নির্ব্বোধ স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষ আশ্রয় করে, সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়। রাক্ষসাধম! অদ্য তুই আমার বধার্থ যেরূপ নির্দ্দয়তা ও যত্ন দেখাইলি, জগতে কোন স্বজন স্বজনের বধার্থ পূর্ব্বে এরূপ দেখাইতে পারে নাই।"

ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া বিরত হইলে বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, "রাজকুমার! তুমি আমার স্বভাব বিশেষরূপ জানিয়াও কেন এরূপ নিন্দা করিতেছ? তুমি অসাধু; নতুবা অবশ্যই পিতৃব্যের গৌরব রক্ষা করিতে এবং এরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে না। আমি যদিও ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তথাপি মনুষ্যের যাহা প্রথম গুণ সেই রাক্ষসদুর্লভ সত্বই আমার স্বভাব। আমি ক্রূরকার্য্যে হৃষ্ট হই না এবং অধর্ম্মেও আমার প্রসক্তি নাই। বৎস! ঘোরতর অধর্ম্ম দর্শনেই আমি তোমার

পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, নতুবা ভ্রাতা কি কখন ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? যে ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও পাপমতি, করস্থিত সর্পের ন্যায় তাহাকে কে না পরিত্যাগ করিয়া থাকে? যে ব্যক্তি পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীদূষক, জ্বলন্ত গৃহের ন্যায় পণ্ডিতেরা তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে কহেন। যে ব্যক্তি অধর্ম্মে রত এবং যাহা হইতে সুহৃদগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে, সে নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে ভীষণ মহর্ষিহত্যা, সমগ্র দেবগণের সহিত বিরোধ, অভিমান, রোষ, বৈরিতা ও প্রতিকূলতা এই কয়েকটী দোষ আমার ভ্রাতা রাবণকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মেঘজাল যেরূপ পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ইহারা তাঁহার যাবদীয় গুণরাশিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই প্রকৃত কারণ। এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ তোমরা সকলেই অচিরেই বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি বালক, কিন্তু যার পর নাই অভিমানী ও দুর্বিনীত; এক্ষণে তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত, তুমি যাহা ইচ্ছা আমাকে বলিয়া লও। মনে করিয়া দেখ, তুমি পূর্ব্বে তোমার পিতার সভায় যে আমাকে কটূক্তি করিয়াছিলে সেই কারণেই অদ্য এ ঘোরবিপদে পতিত হইয়াছ। এক্ষণে আর তোমার বটমূলে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। তুমি লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর; ইহাঁর হস্তে তোমাকে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইতে হইবে। তুমি যে আভিচারিক হোমকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলে, যমালয়ে গিয়া তাহা সমাধা করিও। বীর! তুমি স্ববিক্রম দেখাইয়া

সঞ্চিত শর সমস্তই ব্যয় কর, কিন্তু অদ্য সসৈন্যে প্রাণ লইয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিবে না।”

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধারম্ভ।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন এবং উহাঁকে পরুষবাক্যে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কালকল্প মহাবীর রাবণকুমারের হস্তে খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র; তিনি কৃষ্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন এবং এক মহাপ্রমাণ সুদৃঢ় ধনু ও ভীষণ শর গ্রহণ পূর্ব্বক দেখিলেন, তেজস্বী লক্ষ্মণ হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদয়গিরিস্থ সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং বানরবীরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “অদ্য তোমরা আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ কর। মেঘ হইতে ধারাপাতের ন্যায় অদ্য তোমরা আমার এই ভীষণ শরাসনের শরপাত সহ্য কর। অগ্নি যেরূপ তুলারাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অদ্য আমার ধনুর্নিমুক্ত শরানল তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে। অদ্য আমি তোমাদিগের সকলকেই শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও সুশাণিত

শর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। আমি যখন মেঘের ন্যায় গম্ভীররবে গর্জ্জন করিয়া, অদ্ভুত ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে থাকিব, তখন তোমাদিগের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবে? রে লক্ষ্মণ! আমি যে পূর্ব্বে সেই রাত্রিযুদ্ধে বজ্রকল্প শরে তোদের দুই ভ্রাতাকে যুদ্ধসহায় বানরবীরগণের সহিত বিচেতন ও রণস্থলে শয়ান করিয়াছিলাম; এক্ষণে কি আর তোর সে কথা স্মরণ নাই? আমি সাক্ষাৎ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়; তুই তাহা জানিয়া শুনিয়াও কিজন্য প্রাণ হারাইতে আসিয়াছিস্?"

তেজস্বী লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের এই গর্ব্বিত বাক্যে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নির্ভয়ে কহিলেন, "রাক্ষস! তুই কথামাত্রে যাহা নিতান্ত সহজ বলিয়া উল্লেখ করিলি, তাহা বস্তুতই যার পর নাই দুষ্কর। যে ব্যক্তি স্বীয় পৌরুষে কোন কার্য্যের পারগামী হন্, তিনিই যথার্থ বীরপুরুষ। রে নির্ব্বোধ! তুই অক্ষম; যে কার্য্যে নিতান্ত দুষ্কর, তুই কথামাত্রে আপনাকে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য মনে করিতেছিস্। বিবেচনা করিয়া দেখ্, তুই যে পূর্ব্বে রণস্থলে অন্তর্হিত হইয়া আমাদিগকে প্রহার করিয়াছিলি, সেটি তস্করের কার্য্য, বীরের নহে। যাহা হউক, রাক্ষস! আমি অদ্য এই তোর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তুই স্বীয় বলবিক্রম প্রদর্শন কর্। বৃথা আস্ফালন করিয়া কি হইবে?"

লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে ভীষণ ধনুক আকর্ষণ করিলেন এবং নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে

লাগিলেন। ঐ সমস্ত আশীবিষোপম বেগবান শর নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র সর্প যেরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে; তদ্রূপ লক্ষ্মণের গাত্রে গিয়া পতিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ এইরূপে রাক্ষসবীরের শরজালে বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ আপনার বীরকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং সুগভীর সিংহনাদ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ক্ষত্রিয়াধম! অদ্য আমার শরাসননির্ম্মুক্ত জীবিতান্তকর খরধার শর সকল তোর প্রাণ হরণ করিবে। অদ্য গোমায়ু, শ্যেন ও গৃধ্রগণ মহানন্দে তোর মৃতদেহের উপরি পতিত হইবে। তুই ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক ও নীচ; তুই রামের ভক্ত ও অনুরক্ত ভ্রাতা; অদ্য সেই নির্ব্বোধ তোকে আমার হস্তে বিনষ্ট দেখিবে। অদ্য সে তোর কবচ স্খলিত, শরাসন করভ্রষ্ট ও মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকিবে।"

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের বাক্যে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রাক্ষস! বাচালতা পরিত্যাগ কর্। তুই বৃথা কি কহিতেছিস্, এক্ষণে কার্য্যে বীরত্ব প্রকাশ কর্; তুই কার্য্যে পৌরুষ প্রদর্শন না করিয়া কেন বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্? এমন কোন কার্য্য কর্ যাহাতে তোর বাক্যে আস্থা জন্মে। অথবা দেখ্, আমি বৃথা আস্ফালন বা কঠোর বাক্যে তিরস্কার না করিয়াও এখনই তোকে বধ করিতেছি।"

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচটি নারাচ আকর্ণ সন্ধান

পূর্ব্বক বেগে ইন্দ্রজিতের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। কঙ্কপত্রশোভিত ঐ সমস্ত বাণ জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় পতিত হইয়া রাক্ষসবীরের বক্ষঃস্থলে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তেজস্বী রাবণকুমার যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনটি সুশাণিত শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মনুষ্য ও রাক্ষসবীর পরস্পরের প্রতি জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁরা উভয়েই তেজস্বী, অতুল্যবলশালী ও দুর্জ্জয়। তৎকালে বীরদ্বয় অন্তরীক্ষগত দুইটি গ্রহের ন্যায়, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং পরাক্রান্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

একোননবতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ।

মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধভরে সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্রজিতের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিলেন। রাক্ষসবীর উহাঁর ধনুকের ভীষণ টঙ্কারশব্দে যার পর নাই ভীত হইয়া বিবর্ণদৃষ্টিতে শূন্যমুখে উহাঁর প্রতি চাহিলেন। বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রের এইরূপ ভাবান্তর দর্শন করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বীর! আমি মুখমালিন্য প্রভৃতি

ইন্দ্রজিতের নানারূপ দুর্লক্ষণে দেখিতেছি, উহার মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব তুমি উহার বধার্থ সত্বর হও।" তচ্ছ্রবণে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের প্রতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পের ন্যায় ভীষণ শরজাল বর্ষণ করিলেন। রাক্ষসবীর ঐ বজ্রস্পর্শ শরে আহত হইবামাত্র কিয়ৎকাল বিমোহিত হইয়া রহিলেন; উহাঁর ইন্দ্রিয় সকলও বিবশ হইয়া পড়িল। অনন্তর তিনি আরক্তলোচনে লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া পরুষবাক্যে পুনরায় কহিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি প্রথম যুদ্ধে যে পরাক্রম দেখাইয়াছিলাম, তাহা কি তোর কিছুই স্মরণ নাই? মনে করিয়া দেখ্, সে সময়ে তুই ও তোর ভ্রাতা রাম ঘোর নাগপাশে বদ্ধ ছিলি? আজ আবার তুই কোন্ সাহসে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্? অথবা তোর মরিবার বড়ই সাধ হইয়াছে। যাহা হউক, যদি তুই সেই প্রথম যুদ্ধে আমার বিক্রমের কথা ভুলিয়া গিয়া থাকিস্, তাহা হইলে কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর্, আজ আবার তোকে তাহা দেখাইতেছি।"

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ সাত শরে লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনূমানকে এবং দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত শত শরে বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের এই বিক্রম অকিঞ্চিৎকর বোধে অগ্রাহ্য করিলেন এবং হাস্যমুখে উহাঁর প্রতি ঘোর শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষসবীর! তোমার শর যার পর নাই লঘু ও অল্পবল; উহাদের আঘাতে আমার কোন কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ সুখবোধ হইয়াছে। বীরগণ! যুদ্ধ করিতে আসিয়া কদাচ এরূপ শর প্রয়োগ করেন না।" এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্র-

জিতকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। অল্পকালমধ্যেই রাক্ষসবীরের সুবর্ণকবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত তারকারাজির ন্যায় রথগর্ভে পতিত হইল। তিনি স্বয়ংও নারাচে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ভীমপরাক্রম বীর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণেরও কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এইরূপে বীরদ্বয় পরস্পর প্রহার ও প্রতিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রান্তিবশত উভয়েরই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ক্রমশ যুদ্ধ অতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল। উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গ শরজালে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত; উভয়েই সমরবিশারদ। উভয়েই পরস্পরের পরাজয়ে যত্নবান ও পরস্পরের শরজালে আচ্ছন্ন। উভয়েরই কবচ ও ধ্বজদণ্ড ছিন্নভিন্ন। প্রস্রবণ হইতে যেরূপ জল নির্গত হয়, তদ্রূপ উভয়েরই দেহ হইতে উষ্ণ রুধির নিঃসৃত হইতেছিল। আকাশে যেরূপ নিবিড় নীলমেঘদ্বয় ঘোরগর্জ্জন পূর্ব্বক অবিরল বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ বীরদ্বয় সিংহনাদ পূর্ব্বক অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই তুমুল যুদ্ধ বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল; কিন্তু উহাঁদের কেহই ক্লান্ত বা বিমুখ হইলেন না। তৎকালে মনুষ্য ও রাক্ষসবীরের অস্ত্রজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইল। উহাঁদের প্রয়োগনৈপুণ্য দোষশূন্য ও বিস্ময়কর; উহাতে ক্ষিপ্রতা, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য সমস্তই লক্ষিত হইতে লাগিল। বীরদ্বয়ের ভীষণ সিংহনাদ পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতেছে; উহা দারুণ বজ্রশব্দের ন্যায় সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত

করিল। যেরূপ অন্তরীক্ষে মেঘদ্বয় ঘোর গর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পর মিলিত হয়, তদ্রূপ বীরদ্বয় সিংহনাদ পূর্ব্বক পরস্পরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উহাঁদের সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল পরস্পরকে ভেদ পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় রক্তাক্তদেহে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অনেক শর শাণিত অস্ত্রের সহিত অন্তরীক্ষে বিঘট্টিত, অনেক শর ভগ্ন ও অনেক শর কর্ত্তিত হইল। ক্রমে যজ্ঞে যেমন কুশস্তূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ রণস্থলে শরস্তূপ দৃষ্ট হইল। মনুষ্য ও রাক্ষসবীর সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া অরণ্যে পুষ্পিত ও নিষ্পত্র কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উহাঁদের গাত্রে শরসকল অর্দ্ধপ্রবিষ্ট; সুতরাং উহাঁরা সঞ্জাতবৃক্ষ পর্ব্বত-দ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। উহাঁদের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত; সুতরাং তৎকালে উহা জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

বীরদ্বয় ক্লান্ত বা বিমুখ না হইয়া এইরূপে পরস্পরের জয়াকাঙ্ক্ষায় ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

নবতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ।

রাক্ষস ও মনুষ্যবীর মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের জয়াকাঙ্ক্ষায় ঘোর যুদ্ধ করিতেছেন। ইত্যবসরে মহাবল বিভীষণ তাঁহাদের যুদ্ধদর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন এবং প্রকাণ্ড ধনুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যের প্রতি সুশাণিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বজ্র যেরূপ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত অগ্নিস্পর্শ শর রাক্ষসগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং উহাঁর অনুচরগণের শূল, অসি ও পট্টিশ দ্বারা বহুসংখ্যক রাক্ষস ছিন্নভিন্ন হইল। তৎকালে বিভীষণ ঐ চারিটি পর্ব্বতাকার অনুচরে পরিবৃত হইয়া গর্ব্বিত করি-শাবকগণের মধ্যগত হস্তীর ন্যায় যার পর নাই শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাক্ষসবধপ্রবৃত্ত বানরগণকে উৎসাহ প্রদানার্থ তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, "বীরগণ! রাক্ষসরাজ রাবণের পরম আশ্রয় এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎ অবশিষ্ট আছে এবং ইহাঁরও সৈন্যসংখ্যা এতাবন্মাত্র। এ সময়েও তোমরা কিজন্য নিশ্চেস্ট হইয়া আছ? এই পাপিষ্ঠকে বধ করিতে পারিলেই এক প্রকার রাবণ ব্যতীত সমস্ত রাক্ষসই নিহত হইল। দেখ, প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন,

মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, কম্পন, সত্ববন্ত, দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা প্রভৃতি মহাকায় ও মহাবল রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। তোমরাই বাহুবলে ইহাদিগকে বিনাশ করিয়াছ। তোমরা সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দুস্তর মহাসাগরও উত্তীর্ণ হইয়াছ; এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। অতঃপর বলদর্পিত রাক্ষসগণের মধ্যে আর এই কয়টিমাত্র জয় করিতে অবশিষ্ট আছে। দেখ, ইন্দ্রজিৎ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র; ইহাকে বধ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। তথাপি রামচন্দ্রের হিতার্থে মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া আমি ইহাকে বধ করিব। আমি স্বহস্তেই ইহাকে বধ করিতাম; কিন্তু শোকাশ্রু আমার দৃষ্টি রোধ করিতেছে। অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণ ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। বানরগণ! তোমরাও সমবেত হইয়া নির্ভয়ে ইন্দ্রজিতের অনুচর ও সৈন্যগণকে বিনাশ কর।"

বানরেরা বিভীষণের এই উৎসাহপূর্ণ বাক্যে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল কাঁপাইতে লাগিল এবং ময়ূর যেরূপ মেঘদর্শনে নানারূপ রব করে, তদ্রূপ নানারূপ রব করিয়া উঠিল। অনন্তর ধীমান জাম্ববান বিস্তৃত ভল্লুকসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভল্লুকগণ নখ, দন্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। রাক্ষসেরাও নির্ভয়ে জাম্ববানকে ভৎর্সনা করিয়া শাণিত পরশু, পট্টিশ, যষ্টি ও তোমর প্রহার আরম্ভ করিল। ক্রমে যুদ্ধ সাতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল। বানর

ও রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ দেবাসুরের ন্যায় ঘোর গর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাতেজা হনূমান্ লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠ হইতে অবরোপণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে ইন্দ্রজিৎ যূথপতি বানরগণকে শরজালে ক্ষতবিক্ষত করিয়া পুনরায় লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন। উভয়ের যুদ্ধ যার পর নাই তুমুল হইয়া উঠিল। উহাঁরা পরস্পরকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বর্ষাকালে সূর্য্য ও চন্দ্র যেরূপ মেঘজালে আবৃত হন, তদ্রূপ শরজালে পুনঃ পুনঃ আবৃত ও অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তৎকালে বীর-দ্বয়ের ক্ষিপ্রহস্ততানিবন্ধন শরগ্রহণ, শরসন্ধান, ধনুকের হস্তপরিবর্ত্তন, শরক্ষেপ, শরাকর্ষণ, শরবিভাগ, সুদৃঢ় মুষ্টি-যোজনা ও লক্ষ্যভেদ এই সমস্ত কার্য্য কেহই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। অল্পকালমধ্যেই অসংখ্য শরজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন ও সমস্ত পদার্থ অদৃশ্য হইল। স্বপক্ষ ও পরপক্ষজ্ঞানে বিষম অব্যবস্থা ঘটিয়া উঠিল; কেবল মনুষ্য ও রাক্ষসবীর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমশ শাণিত শরজালে দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আকাশ অন্ধকারে আবৃত ও নীরন্ধ্র; সমস্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন; ঘোরতর অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিল। রণস্থলে অসংখ্য রক্তের নদী প্রবাহিত হইল। মাংসাশী দারুণ পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। বায়ু নিস্তব্ধ ও অগ্নি নির্ব্বাণ

হইল। অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ এই রোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং মহর্ষিগণ জীব-জগতের শুভকামনায় "স্বস্তি, স্বস্তি" শব্দ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সৌমিত্রি চারিটি শরে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণভূষিত কৃষ্ণবর্ণ চারিটি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। পরে সারথিকে লক্ষ্য করিয়া, স্বর্ণখচিত সুশাণিত বজ্রকল্প এক ভল্ল আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই সারথির মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। তখন মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ স্বয়ংই সারথির কার্য্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই ব্যাপার সকলের যার পর নাই বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎ যখন সারথির কার্য্য করিতেছেন তখন তাঁহার উপরি শরবৃষ্টি হইতেছে এবং যখন ধনুর্দ্ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন তাঁহার অশ্বের উপরি শরপাত হইতেছে। ঐ সময়ে লক্ষ্মণ রাক্ষসবীরকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সারথি বিনষ্ট হওয়াতে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধোৎসাহ নির্ব্বাণপ্রায় হইল; তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বানরবীরগণ যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চারিজন ভীমবিক্রম বানরবীর ক্রোধে অধীর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও মহাবেগে ইন্দ্রজিতের চারিটি অশ্বের উপর গিয়া পড়িলেন। ঐ সমস্ত পর্ব্বতাকার বানরবীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্র অশ্ব চারিটির মুখ দিয়া রক্তবমন হইতে লাগিল এবং উহারা অল্প-

কালমধ্যেই মৃতদেহে ভূতলে শয়ন করিল। পরে বানরবীরগণ পুনরায় লক্ষ্মণের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের সারথি ও অশ্ব বিনষ্ট; তিনি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে করিতে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইন্দ্রপরাক্রম লক্ষ্মণও ঐ পাদচারী রাক্ষসবীরকে পুনঃ পুনঃ নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের নিধন।

অশ্ব বিনষ্ট হওয়াতে গর্ব্বিত ইন্দ্রজিৎ ভূতলে অবতীর্ণ। তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ ও স্বতেজে প্রজ্বলিত। উক্ত মহাবীর ও লক্ষ্মণ উভয়ে বন্যগজের ন্যায় পরস্পরের জয়াকাঙ্ক্ষায় শরজাল বর্ষণ করিতেছেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যও নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছে; উহারা স্ব স্ব অধিনায়ককে প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতেছে না। ফলত পূর্ব্বযুদ্ধে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাও উৎসাহভরে ঐ সময়ে আসিয়া একত্র মিলিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে প্রশংসাবাক্যে পুলকিত করিয়া কহিলেন, "বীরগণ! এক্ষণে চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত; ইহাতে আত্মপর কিছুই

বোধ হইতেছে না। তোমরা এই সময়ে বানরগণকে মোহিত করিবার জন্য ঘোরতর যুদ্ধ কর। আমি ইতিমধ্যে রথ লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগত হইতেছি। যাহাতে বানরেরা আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার নগরগমনের বাধা না দেয়, তোমরা তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিও।"

এই বলিয়া মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা পূর্ব্বক রথ আনয়নার্থ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অল্পকালমধ্যেই এক সুসজ্জিত রথে আরূঢ় হইলেন। ঐ রথ স্বর্ণভূষিত, উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত, প্রাস, অসি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ এবং হিতোপদেষ্টা অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সারথি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসবীরসমূহে পরিবৃত এবং কালপ্রেরিত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং বেগগামী অশ্বের সাহায্যে শীঘ্রই রণস্থলে আসিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ, বিভিষণ ও বানরবীরগণ ইন্দ্রজিতের এই অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে এককালে শতসহস্র বানরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মণ্ডলাকার ধনুর্হস্তে উহাদের উপরি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরেরা তাঁহার ভীমবেগ নারাচসমূহ সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রজাপতির নিকট প্রজার ন্যায়, সৌমিত্রির নিকট শরণ গ্রহণ করিল। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাক্ষসবীরের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ সত্বর অপর এক ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা যোজনা করিলেন;

কিন্তু লক্ষ্মণ তিনটি শরে তাহাও খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং আশীবিষোপম পাঁচটি শরে ইন্দ্রজিতকে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত শর ইন্দ্রজিতের দেহ ভেদ করিয়া রক্তবর্ণ সর্পের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখ দিয়া শোণিত বমন হইতে লাগিল। পরে রাক্ষসবীর সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত অপর এক ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রতি ক্রোধভরে বারিধারার ন্যায় অবিরল শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও অবলীলাক্রমে তন্নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিবারণ করিলেন। মহাবীর সৌমিত্রির এই কার্য্য অতি অদ্ভুত। তিনি ক্রোধভরে ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত এক এক রাক্ষসকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়াও ইন্দ্রজিৎকে শরজালে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। রাক্ষসবীরও ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শরজাল নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ অর্দ্ধপথেই ঐ সমস্ত শর খণ্ড খণ্ড করিয়া সহসা আনতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহাঁর সারথির শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিতের অশ্বগণ সারথির বিনাশে কিছুমাত্র আকুল না হইয়া মণ্ডলপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল। পরে লক্ষ্মণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বগণকে শরবিদ্ধ করিলেন। মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ এই কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণের প্রতি দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীরের ঐ সমস্ত আশীবিষোপম বজ্রকল্প শর লক্ষ্মণের স্বর্ণপ্রভ বর্ম্ম স্পর্শ করিবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের কবচ দুর্ভেদ্য জানিয়া ক্রোধভরে ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত তিনটি শরে উহাঁর

ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়বীর ললাটস্থ ঐ তিনটী শরে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় সাতিশয় শোভিত হইলেন। পরে তিনি শরপ্রহারে পীড়িত হইয়া পাঁচ শরে ইন্দ্রজিতের কুণ্ডলশোভিত মুখ বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে রাক্ষস ও ক্ষত্রিয়বীর পরস্পরের শরজালে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত; উহাঁরা রণস্থলে দুইটী পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে বিভীষণের মুখমণ্ডল বিদ্ধ করিলেন এবং সমস্ত যূথপতি বানরের প্রত্যেককে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে উহাঁর অশ্বসমূহ বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসবীর, অশ্ব ও সারথিহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পিতৃব্যকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে এক মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শক্তিকে বিভীষণের দিকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পথিমধ্যেই উহাকে শাণিত শরে দশধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতের প্রতি বজ্রস্পর্শ পাঁচটী শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত শর রাক্ষসবীরের দেহ ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া রক্তকায় সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি যমদত্ত এক ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সৌমিত্রিও রাক্ষসবীরকে ঐ শর গ্রহণ করিতে দেখিয়া একটী প্রতিশর গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং কুবের উহাঁকে ঐ শর

স্বপ্নযোগে প্রদান করেন। উহা দুর্জ্জয় এবং সুরাসুরেরও দুঃসহ। মনুষ্য ও ক্ষত্রিয়বীরের সুদৃঢ় ধনু পরিঘাকার বাহু দ্বারা বেগে আকৃষ্ট হইবামাত্র ক্রৌঞ্চের ন্যায় কূজন করিয়া উঠিল এবং শরদ্বয়ও শ্রীসৌন্দর্য্যে জ্বলিতে লাগিল। অনন্তর ঐ ঘোররূপ বাণদ্বয় নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র আকাশ ও দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া গমন করিতে লাগিল এবং পথিমধ্যে উভয়ের মুখে মুখে মিলিত হইল। তৎক্ষণাৎ ঐ সঙ্ঘর্ষ-প্রভাবে ধূমব্যাপ্ত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত দারুণ অগ্নি উত্থিত হইল। পরে ঐ মহাগ্রহতুল্য শরদ্বয় শতধা খণ্ডিত হইয়া ভূতলে পড়িল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়েই যার পর নাই লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধভরে বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ রৌদ্রাস্ত্র দ্বারা ঐ অদ্ভুত বারুণাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া যেন ত্রিলোক সংহারার্থই প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ সৌর্য্যাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ইন্দ্রজিতের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি শত্রুদারণ সুশাণিত আসুর শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর শরাসনে যোজিত হইবামাত্র তাহা হইতে প্রদীপ্ত কূটমুদ্গর, শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র অনবরত নির্গত হইতে লাগিল। আসুর অস্ত্র অতীব দারুণ ও দুর্নিবার; উহা অন্যান্য সকল অস্ত্রকেই ব্যর্থ করিতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণ মাহেশ্বর অস্ত্র দ্বারা উহা তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। ঐ দুই বীরের যুদ্ধ অতীব রোমহর্ষণ ও অদ্ভুত। গগনচারী

জীবগণ শ্রীসৌন্দর্য্যে আকাশ শোভিত করিয়া লক্ষ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক সবিস্ময়ে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। বানর ও রাক্ষসগণের ভীমরবে রণস্থলী সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। তৎকালে গরুড়, উরগ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য এক অগ্নিস্পর্শ উৎকৃষ্ট শর সন্ধান করিলেন। উহা সুপর্ব্ব, সুপত্র, অনুক্রমে গোলাকার, স্বর্ণখচিত ও সুসংস্থান; উহা জীবিতান্তকর, দুর্নিবার, আশীবিষোপম ও বিষম। পূর্ব্বে মহাতেজা ইন্দ্র সুরাসুরযুদ্ধে ঐ শরদ্বারা দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন; এইজন্য দেবগণ উহার পূজা করেন। উহা রাক্ষসগণের যার পর নাই ভয়জনক। মহাবীর লক্ষ্মণ সমরে অপরাজিত ঐ ভীষণ ঐন্দ্রাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক কার্য্যসাধক বাক্যে কহিলেন, "অস্ত্রদেব! যদি রামচন্দ্র বিক্রমে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ধর্ম্মাত্মা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে তুমি ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর।" ঐ বলিয়া তিনি ঐ সরলগামী বাণ আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে রাক্ষসবীরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিতের উষ্ণীষসহিত জ্বলিতকুণ্ডল-শোভিত প্রকাণ্ড মস্তক দ্বিখণ্ড হইল। উহা স্কন্ধচ্যুত ও রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইন্দ্রজিতের বর্ম্মাবৃত দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং শরাসন করভ্রষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর বৃত্রবধে যেরূপ দেবগণ হর্ষধ্বনি করিয়াছিলেন, তৎকালে রাক্ষসবীরের বধে বিভীষণসহিত

বানরগণও সেইরূপ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অন্তরীক্ষে ঋষি, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণও জয়শব্দ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা ভয়ে বিহ্বল ও হতজ্ঞান হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং বানরেরাও উহাদের পশ্চাৎ ধাবন পূর্ব্বক উহাদের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরা প্রহার-ব্যথায় পীড়িত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল, কেহ সমুদ্রে পতিত হইল, কেহবা পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেরূপ তদীয় রশ্মিজাল অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলে রাক্ষসদিগের সকলেই অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রজিৎ নিষ্প্রভ সূর্য্য ও নির্ব্বাণ অগ্নির ন্যায় রণস্থলে শয়ান। তৎকালে ত্রিলোক নিরাপদ নিঃশত্রু ও হৃষ্ট হইল। পাপাত্মা রাক্ষস-বীরের বিনাশে দেবরাজ ইন্দ্রও মহর্ষিগণের সহিত যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল এবং চতুর্দ্দিকে সকলের বিস্ময়কর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তৎকালে ধূলিজাল অপসারিত, জল নির্ম্মল, আকাশ স্বচ্ছ এবং দেব ও দানবগণ হৃষ্ট হইলেন। ঐ সর্ব্বলোকভয়াবহ দুরাত্মা রাক্ষস পতিত হইলে সকলে মিলিত হইয়া হর্ষভরে কহিলেন, "এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা নির্ভয়ে ও নিষ্কণ্টকে বিচরণ করিতে পারিবেন।"

অনন্তর বিভীষণ, হনূমান ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান অজেয় রাক্ষসবীরের বধে যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন ও প্রশংসা করিতে

লাগিলেন। বানরেরাও হর্ষ প্রকাশের অবসর পাইয়া লক্ষ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক কেহ ঘোররবে গর্জ্জন ও লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল, কেহ লাঙ্গল আস্ফালন করিতে লাগিল, কেহবা ঘন ঘন লাঙ্গুল কাঁপাইতে লাগিল। "জয় লক্ষ্মণের জয়" তৎকালে সকলেরই মুখে এই রব। বানরেরা হর্ষভরে পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের বীরত্ববিষয়ক নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। দেবগণও প্রিয়সুহৃৎ লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎবধরূপ দুষ্কর কর্ম্ম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণকে বিশল্যকরণার্থ দিব্য ঔষধি প্রয়োগ।

লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাক্ত; তিনি অজেয় ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং ক্ষতজনিত ব্যথায় কাতর হইয়া বিভীষণ ও হনূমানের স্কন্ধে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক, জাম্ববান প্রভৃতি বীরগণ ও বানরসৈন্যের সহিত রামচন্দ্র ও সুগ্রীব যথায় ছিলেন, শীঘ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট যেরূপ উপেন্দ্র দণ্ডায়মান হয়েন,

তদ্রূপ ভ্রাতার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। বিভীষণের হর্ষ পূর্ব্বেই ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ প্রদান করিয়াছিল। পরে তিনি কহিলেন, "রামচন্দ্র! অদ্য মহাবীর লক্ষ্মণ দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের বধসাধন করিয়াছেন।"

মহাবীর রামচন্দ্র এই সংবাদে অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! আজ আমি বড়ই আহ্লাদিত হইলাম; তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়াছ। যখন অজেয় ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইয়াছে, তখন জানিও আমাদের জয়লাভের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই বলিয়া তিনি সলজ্জ লক্ষ্মণকে স্নেহভরে বলপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখমণ্ডল পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত; তিনি শ্রান্তিবশতঃ পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। রামচন্দ্র তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ এবং হস্তদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "বৎস! তুমি অদ্য অতি দুষ্কর ও মঙ্গলকর কার্য্যসাধন করিয়াছ। অদ্য ইন্দ্রজিতের বিনাশে আমার বোধ হইতেছে স্বয়ং রাবণই বিনষ্ট হইল। অদ্য আমি বিজয়ী হইয়াছি। ইন্দ্রজিৎ দুরাত্মা রাবণের প্রধান আশ্রয়; তুমি ভাগ্যবলে অদ্য তাহার সেই দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়াছ। মহাবীর হনুমান ও বিভীষণ ইহাঁরা অতি মহৎকর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। তিন দিবসের মধ্যেই আমার শত্রুনিপাত হইল; অদ্য আমি নিঃশত্রু হইলাম। এক্ষণে রাবণ প্রিয়পুত্রের বধসংবাদে

ক্রুদ্ধ ও সন্তপ্ত হইয়া সমগ্র রাক্ষসবলের সহিত নিশ্চয়ই নির্গত হইবে এবং তাহা হইলেই আমিও মহাবলে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক বধ করিতে পারিব। ভাই লক্ষ্মণ! তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু; তোমার সাহায্যে সীতা ও পৃথিবী আমার অধিক দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া হৃষ্ট-মনে সুষেণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! প্রিয়তম লক্ষ্মণ যাহাতে বিশল্য ও সুস্থ হন্, তুমি সত্বর তাহার উপায় কর। বীর ঋক্ষ ও বানরসৈন্য এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগের দেহও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগকেও সুখী ও সুস্থ কর।"

যূথপতি সুষেণ এইরূপ উক্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণকে ঔষধ আঘ্রাণ করাইলেন। ঐ মহৌষধির আঘ্রাণমাত্র লক্ষ্মণ বিশল্য হইলেন। তাঁহার বেদনা দূর হইল, প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইল। অনন্তর সুষেণ রামচন্দ্রের আদেশক্রমে বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্গণ এবং অন্যান্য বানরবীরগণের চিকিৎসা করিলেন।

অল্পকালমধ্যেই লক্ষ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার শল্য অপনীত, ক্লান্তি দূর এবং জ্বর বিগত হওয়াতে তিনি যার পর নাই আনন্দানুভব করিলেন। রাম, সুগ্রীব, বিভীষণ ও জাম্ববান ইহাঁরা তৎকালে তাঁহাকে নীরোগ দেখিয়া সসৈন্যে হৃষ্ট হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার দুষ্কর কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে রাবণের বিলাপ।

এদিকে রাক্ষসরাজ দশাননের অমাত্য দূতমুখে ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর তাঁহাকে গিয়া কহিল, "মহারাজ! বিভীষণসহায় লক্ষ্মণ আপনার প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সর্ব্বসমক্ষে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ ঐ মনুষ্যবীরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অবশেষে তদীয় শরে বিনষ্ট হইয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন।"

রাক্ষসরাজ এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রশোকে যার পর নাই আকুল হইলেন এবং দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হা বৎস! হা মহাবল ইন্দ্রজিৎ! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়া অবশেষে মনুষ্য লক্ষ্মণের হস্তে বিনষ্ট হইলে? হা রাক্ষসপ্রবীর! লক্ষ্মণের কথাত স্বতন্ত্র; তুমি ক্রুদ্ধ হইলে শরজালে কালান্তক যমকেও বিদ্ধ করিতে পার; মন্দর পর্ব্বতের শৃঙ্গও চূর্ণ করিতে পার। হায়! মহাবীর! যখন আজ তোমাকেও কালবশে পতিত হইতে হইল, তখন বুঝিলাম যমরাজ যথার্থই শ্লাঘনীয়। যিনি স্বামীর কার্য্যে দেহপাত করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়; দেবগণের মধ্যেও বীরদিগের এই পথ। অতএব তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছ। হায়!

অদ্য দেব, লোকপাল ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইবে। অদ্য একমাত্র ইন্দ্রজিতের বিহনে সকাননা পৃথিবীসহিত ত্রিলোক যেন আমার চক্ষে শূন্য বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে যেরূপ করেণুগণের নিনাদ শ্রুত হয়, তদ্রূপ আমার অন্তঃপুরে রাক্ষসকামিনীগণের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইবে। হা বৎস ইন্দ্রজিৎ! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, অনুগত রাক্ষসগণ, মাতা, পিতা ও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? হায় বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, না তাহার বিপরীত হইল। মহাবল! আমার শত্রু রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব ইহারা সকলেই জীবিত আছে; এ সময়ে তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে?"

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার অন্তঃকরণে পুত্রবিনাশজনিত ভয়ানক ক্রোধের উদ্রেক হইল। রাক্ষসরাজ স্বভাবতই কোপনস্বভাব, তাহাতে আবার এই দারুণ মনঃপীড়া; সুতরাং রশ্মিজাল যেরূপ গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ উহা তাঁহাকে শতগুণ প্রজ্জ্বলিত করিল। ক্রোধে তাঁহার ঘন ঘন জৃম্ভা হইতেছে এবং বৃত্রের মুখ হইতে যেরূপ অগ্নি উঠিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার মুখ হইতে যেন সধূম অগ্নি উঠিতেছে। তিনি পুত্রবধে যার পর নাই সন্তপ্ত। এক্ষণে জানকীকেই সমস্ত বিপদের কারণ জানিয়া তিনি ক্রোধভরে তাঁহাকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাক্ষসরাজের নেত্র-

দ্বয় স্বভাবতই রক্তবর্ণ; বিষম ক্রোধে উহা অধিকতর আরক্ত, ঘোর ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্ত্তি স্বভাবতই ভীষণ; ত্রিপুরসংহারকালে রুদ্রের মূর্ত্তির ন্যায় উহা অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে যেরূপ জ্বলন্ত তৈলবিন্দু পতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ দন্ত কটমট করিতে লাগিলেন; অমৃতমন্থনকালে মন্দর পর্ব্বতের শব্দের ন্যায় ঐ শব্দ যার পর নাই ভীষণ হইল। ঐ সময়ে রাবণ যেন চরাচর ভক্ষণে উদ্যত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস পাইল না।

অনন্তর রাবণ রাক্ষসগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন, "দেখ, রাক্ষসগণ! আমি সহস্র সহস্র বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিয়া মধ্যে মধ্যে ভগবান স্বয়ম্ভূকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। তাঁহারই প্রসাদে এবং ঐ সমস্ত তপস্যার ফলে আমি অসুর ও দেবাদির অবধ্য হইয়াছি। পিতামহ আমাকে এক আদিত্যপ্রভ কবচও প্রদান করিয়াছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধে বহুসংখ্যক বজ্রসার মুষ্টিতেও উহা ছিন্ন হয় নাই। অদ্য আমি যখন সেই কবচ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে গমন করিব, তখন ত্রিলোকে এমন কে আছে, যে আমার সম্মুখে আসিতে সাহসী হইবে? রাক্ষসগণ উক্ত দেবাসুরযুদ্ধে স্বয়ম্ভূ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে যে ভীষণ শর ও শরাসন প্রদান করিয়াছিলেন, তোমরা শত শত তূর্য্যধ্বনির

সহিত সত্বর তাহা উঠাইয়া আন। আমি তদ্দ্বারা অদ্য যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিব।"

অনন্তর ক্রোধভীষণ রাক্ষসরাজ সীতার বধার্থ কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন, "রাক্ষসগণ! বৎস ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য মায়াসীতা বধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ আমি ঐ প্রিযকার্য্য সত্য সত্যই করিব। পাপিষ্ঠা জানকী অক্ষত্রিয় রামের যাব পর নাই অনুরাগিনী; আমি আজ তাহাকে নিশ্চয়ই বধ করিব।

সচিবগণকে এইরূপ বলিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধভরে আকাশশ্যামল শাণিত খড়্গ উদ্যত করত বেগে অশোক বনাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার ভার্য্যা এবং অমাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিল। পথিমধ্যে রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজের এই ক্রোধভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন ও সিংহনাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "অদ্য রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত ও ব্যথিত হইবে। ইনি ক্রোধভরে লোকপালগণকেও পরাজয় এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক শত্রুকেও বধ করিয়াছেন। রাক্ষস-রাজ বাহুবলে ত্রিলোকের রত্নসমূহ আহরণ ও উপভোগ করিতেছেন। পরাক্রম ও বীর্য্যে ইহাঁর সমকক্ষ আর কেহই নাই।"

রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অশোকবনে উপস্থিত হইলেন। হিতেচ্ছু সুহৃদ্গণ তাঁহাকে স্ত্রীহত্যা হইতে নিবারণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতে লাগিল। কিন্তু অন্তরীক্ষে গ্রহ যেরূপ রোহিনীর প্রতি ধাবমান

হয়, তদ্রূপ তিনি ক্রোধভরে মৈথিলীর প্রতি ধাবমান হই-লেন। পতিব্রতা সীতাদেবী অশোকবনে রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিতা; তিনি দূর হইতে খড়্গধারী রাবণের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সীতা দেখিলেন, রাবণ কাহারও বারণ না শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! যখন এই দুরাত্মা খড়্গ উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে আমারই অভিমুখে বেগে আসিতেছে, তখন দেখিতেছি নিশ্চয়ই অদ্য আমাকে অনাথার ন্যায় বধ করিবে। আমি পতিব্রতা; দুরাত্মা 'আমার ভার্য্যা হও' বলিয়া আমাকে বহুবার অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু আমি উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। বোধ হয় রাবণ সেইজন্য হতাশ এবং ক্রোধ ও মোহে হতজ্ঞান হইয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অথবা বোধ হয় এই দুরাত্মা অদ্য আমার জন্য রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে রাক্ষসেরা হর্ষভরে যে কলরব করিতেছিল, আমি এখান হইতে সেই ভৈরব নিনাদ শুনিতে পাইয়াছি। হায়! আমাকে ধিক্! আমারই জন্য অদ্য বীর ভ্রাতৃদ্বয় প্রাণ হারাইয়াছেন। কিংবা বোধ হয় রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হয়েন নাই। এই পাপাত্মা রাক্ষস পুত্রশোকে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারিয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছে। হায়! আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশত তৎকালে ধীমান হনূমানের কথা শুনি নাই। যদি আমি ঐ সময়ে রামচন্দ্রের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া যাইতাম

তাহা হইলে অদ্য আমাকে এরূপ অনুতাপ করিতে হইত না। তাহা হইলে আমি এতদিন সুখে স্বামীর ক্রোড়ে থাকিতাম। হায়! যখন একপুত্রা বৎসলা কৌশল্যা রামচন্দ্রের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিবেন, তখন তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবে। তিনি ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে করিতে প্রিয়পুত্র মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্ম, বাল্যকাল, যৌবন, ধর্ম্মকার্য্য ও রূপ সমস্তই স্মরণ করিবেন। তিনি নিরাশমনে পুত্রের শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিশ্চয়ই অগ্নি বা জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবেন। পাপীয়সী অসতী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্! তাহারই জন্য অদ্য কৌশল্যা মাতাকে এরূপ শোক পাইতে হইল।"

পতিব্রতা দীনা জানকী চন্দ্রবিরহিতা কুগ্রহবশীভূতা রোহিনীর ন্যায় এইরূপে দীনস্বরে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ধীমান সুশীল সুপার্শ্ব নামক অমাত্য অন্যান্য সচিবগণের নিষেধ সত্ত্বেও রাক্ষসরাজকে কহিলেন, "লঙ্কেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ কুবেরের ভ্রাতা হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে স্ত্রীবধে উদ্যত হইয়াছেন? রাক্ষসরাজ! আপনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, বেদপাঠসমাপন ও গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; এক্ষণে স্ত্রীবধে আপনার কিরূপে অভিরুচি হইল? জানকী রূপবতী; কিন্তু রামচন্দ্রের বধকাল পর্য্যন্ত আপনি তাহার অপেক্ষা করুন্ এবং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই রামের প্রতিই আপনার ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করুন। অদ্য কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী; অদ্য যুদ্ধের

উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যাতেই যুদ্ধযাত্রা করুন। আপনি ধীমান ও বীর; এক্ষণে উৎকৃষ্ট রথে-আরোহণ ও অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রামকে বধ করুন; তাহা হইলেই জানকী আপনার হইবে।

রাক্ষসরাজ সুপার্শ্বের এই ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ শ্রবণ করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন এবং সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

চতুর্ণবতিতম সর্গ।

রাক্ষসগণের যুদ্ধ ও নিধন।

রাক্ষসরাজ দুঃখিতমনে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি পুত্রশোকে যার পর নাই কাতর হইয়া সমবেত রাক্ষসগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "রাক্ষসবীরগণ! তোমরা হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং সকলে গিয়া একমাত্র রামকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ কর। বর্ষাকালীন মেঘ যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তোমরা হর্ষভরে রামচন্দ্রের উপরি শরধারা বর্ষণ কর। অথবা সে

আজিকার যুদ্ধে তোমাদের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকিবে, অনন্তর আমি কল্য গিয়া সকলের সমক্ষে তাহাকে বধ করিব।

রাবণের আদেশমাত্র রাক্ষসবীরগণ দ্রুতগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে নির্গত হইল এবং রণস্থলে উপস্থিত হইয়া বানরগণের প্রতি জীবিতান্তকর পরিঘ, পট্টিশ, শর, খড়্গ ও পরশু প্রহার করিতে লাগিল। বানরেরাও রাক্ষসগণের প্রতি বৃক্ষ ও শৈল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সূর্য্যোদয়কালে ঐ যুদ্ধ আরব্ধ হয়; ক্রমশ উহা অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। বানর ও রাক্ষসগণ প্রাস, খড়্গ, গদা ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে। অল্পকালমধ্যেই হত যোদ্ধাগণের রক্তনদী উড্ডীয়মান ধূলিজাল নষ্ট করিয়া বেগে প্রবাহিত হইল। হস্তী ও রথ ঐ নদীর কূল; শর ও মৎস্যধ্বজ তীরবৃক্ষ। মৃতদেহরূপ কাষ্ঠভার সকল উহার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে শোণিতাক্ত বানরগণ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের ধ্বজ, বর্ম্ম, রথ, অশ্ব ও অন্যান্য নানাবিধ প্রহরণ ভগ্ন করিতে লাগিল এবং তীক্ষ্ণ নখ ও দন্তদ্বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যেরূপ বৃক্ষে গিয়া পক্ষী পতিত হয়, তদ্রূপ এক একজন রাক্ষসের উপরি এককালে শত শত বানর পতিত হইল। পর্ব্বতাকার রাক্ষসেরাও উহাদিগকে গুরুতর গদা, প্রাস, খড়্গ ও পরশু দ্বারা বধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমশ বানরেরা রাক্ষসগণকর্তৃক যার পর নাই পীড়িত

হইয়া রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিল। অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র প্রকাণ্ড ধনুক গ্রহণ করিয়া রাক্ষসসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাহাদের উপরি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি যখন শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরানলে তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন মেঘজাল যেরূপ সূর্য্যের নিকটস্থ হইতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা উহাঁর নিকটস্থ হইতে পারিল না। তৎকালে ভয়-বিহ্বল রাক্ষসগণ রণস্থলে রামচন্দ্রের দুষ্কর কার্য্যসকল সম্পন্নই দেখিল, কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্যের উদ্যোগ দেখিতে পাইল না। রামচন্দ্র কখন সৈন্যগণকে চালিত, কখন মহারথগণকে অপসারিত করিতেছেন, কিন্তু অরণ্যগত বায়ুকে যেরূপ কেহ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ রাক্ষসেরা তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যই দেখিতে পাইল কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাহারা রামচন্দ্রের শরে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ ও পীড়িত দেখিতে পাইল, কিন্তু ঐ ক্ষিপ্রকারী বীরের উদ্দেশ পাইল না। মনুষ্য যেরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্ত্তৃরূপে অবস্থিত জীবা-ত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তদ্রূপ রাক্ষসেরাও ঐ প্রহারকর্ত্তা বীরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। এই রাম গজারোহীকে বধ করিতেছেন, এই রাম মহারথকে বধ করিতেছেন, এই তিনি সুতীক্ষ্ণ শরজালে পদাতিগণকে ছিন্নভিন্ন করিতেছেন, এইরূপে রাক্ষসেরা কুপিত হইয়া রামসাদৃশ্যে স্বপক্ষীয় বীরগণকেই বধ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা দিব্য গান্ধর্ব্বাস্ত্রে বিমোহিত হইয়া তৎকালে

কিছুতেই রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল না। তাহারা এক একবার রণস্থলে সহস্র সহস্র রামের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিল, কখন বা একটিমাত্র দেখিতে পাইল। এক একবার ভ্রাম্যমান অঙ্গারচক্রসদৃশ রামচন্দ্রের ধনুঃকোটি দেখিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। ঐরূপ সময়ে রামচন্দ্র কালচক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন; তাঁহার মধ্যশরীর ঐ চক্রের নাভি, বলই জ্যোতিঃ, শরসমূহ অরকাষ্ঠ, কার্ম্মুকনেমিপ্রদেশ, জ্যা ও তলশব্দ ঘর্ঘররব, তেজ ও বুদ্ধি প্রভা এবং দিব্যাস্ত্রগুণই সীমা। একেশ্বর রামচন্দ্র অগ্নিশিখোপম শরজালে দিবসের অষ্টমভাগের মধ্যেই দশ সহস্র রথ, অষ্টাদশ সহস্র বেগগামী হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র আরোহীসহিত অশ্ব এবং দুই লক্ষ পদাতি বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ প্রাণভয়ে লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল। রণস্থলে বহুসংখ্যক নিহত অশ্ব, হস্তী ও পদাতি পতিত; উহা ক্রুদ্ধ রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতীব ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সন্নিহিত কপিরাজ সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, "বীরগণ! আমার ও রুদ্রের এই পর্য্যন্তই অস্ত্রবল।"

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

রাক্ষসীগণের বিলাপ।

এইরূপে রামচন্দ্রের শরে হস্ত্যশ্বরথের সহিত অসংখ্য কামরূপী রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইলে লঙ্কানিবাসী রাক্ষস ও রাক্ষসীগণ যার পর নাই ভীত হইল এবং সকলে সমবেত হইয়া উপস্থিত বিপদ চিন্তা করিতে লাগিল। জ্ঞাতিবান্ধব ও পতিপুত্রহীনা অনাথা রাক্ষসীগণ শোকভরে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হায়! কি কুক্ষণে নিম্নোদরী বিকটা বৃদ্ধা রাক্ষসী শূর্পণখা অরণ্যে সাক্ষাৎ কন্দর্পসদৃশ রামচন্দ্রের নিকট গিয়াছিল! সে সর্ব্বাংশেই বধযোগ্যা। ঐ কুরূপা রাক্ষসী সর্ব্বভূতহিতৈষী মহাসত্ত্ব সুকুমার রামচন্দ্রকে দেখিয়া কামার্ত্তা হইয়াছিল। রামচন্দ্র গুণবান, সে গুণহীনা; রামচন্দ্র সুমুখ, সে দুর্ম্মুখী; তথাপি সে কোন্ লজ্জায় তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল? হায়! রাক্ষসেরা যার পর নাই হতভাগ্য; তাহাদের এবং খর ও দূষণের সর্ব্বনাশের জন্যই এই লোলদেহা পলিতকেশা রাক্ষসী বৃদ্ধবয়সে এই হাস্যকর ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। রাক্ষসরাজ হতভাগিনী বিকৃতরূপা শূর্পণখার জন্যই এই শত্রুতা করিয়াছেন এবং জানকীকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানকীকে পাইলেন না। লাভের মধ্যে রামচন্দ্রের সহিত এই সর্ব্বনাশকর

দুরপনেয় শক্রুতা বদ্ধমূল হইল। রামচন্দ্র একাকীই বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন; তাঁহার পরাক্রম যে কিরূপ অদ্ভুত, সীতাপ্রার্থী রাবণের পক্ষে ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। তিনি জনস্থানে অগ্নিশিখোপম শরজালে খর দূষণ ও ত্রিশিরার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন; ইহাও তাঁহার পরাক্রম পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। তিনি যোজন বাহু ক্রোধনাদী কবন্ধ এবং ইন্দ্রপুত্র মেঘবর্ণ বালীকেও সংহার করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার পরাক্রম পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। ভগ্নমনোরথ হতাশ ও দীন সুগ্রীব একমাত্র তাঁহারই সাহায্যে কপিরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও তাঁহার পরাক্রম পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। হায়! বিভীষণ ধর্ম্মার্থসঙ্গত রাক্ষসগণের হিতকরবাক্যে রাক্ষসরাজকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মোহবশত তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। হায়! যদি রাবণ তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে অদ্য লঙ্কা শ্মশানভূমিতে পরিণত হইত না। হায়! কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ সকলেই শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইল, তথাপি কি রাক্ষসরাজের চৈতন্য হইল না? এক্ষণে লঙ্কার গৃহে গৃহে 'হা পুত্র! হা ভ্রাতঃ! হা স্বামিন্! আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিলে,' রাক্ষসীগণের এই করুণ হাহাকার শ্রুত হইতেছে। মহাবীর রামচন্দ্র একাকী অল্পকালের মধ্যেই হস্ত্যশ্ব রথসহিত বহুসংখ্যক পদাতি বিনাশ করিয়াছেন। বোধ হয় সাক্ষাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র বা যম রামরূপে রাক্ষসগণকে সংহার করিতেছেন। হায়! এক্ষণে

লঙ্কার বীরগণ প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে এবং আমাদেরও জীবনধারণে আর কোন সুখ নাই। আমরা হতাশ হইয়া এবং ভয়ের অন্ত নাই দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন বিলাপ করিতেছি। রাক্ষসরাজ বলগর্ব্বে গর্ব্বিত; রামচন্দ্র হইতেই যে এই বিষম ভয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতেছেন না। রামচন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত; এক্ষণে কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস কেহই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে প্রত্যেক যুদ্ধেই নানাবিধ উৎপাত দৃষ্ট হয়; বৃদ্ধেরা তদ্দৃষ্টে কহিয়া থাকেন, রাবণ নিশ্চয়ই রামের হস্তে বিনষ্ট হইবে। পিতামহ রাবণের কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া দেব, দানব ও রাক্ষস হইতেই রাবণকে অভয়দান করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ও রাক্ষসকুলের সর্ব্বনাশার্থ প্রাণান্তকর ঘোর মনুষ্যভয়ই উপস্থিত। একদা দেবগণ বরগর্ব্বিত রাবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা সর্ব্বদেব পিতামহ ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পিতামহ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের হিতোদ্দেশে এইরূপ কহেন, অদ্যাবধি রাক্ষস ও দানবগণ দেবভয়ে শান্ত হইয়া বিচরণ করিবে। অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ত্রিপুরহারী মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা তাঁহাকেও পরিতুষ্ট করেন। তিনি কহিলেন, "দেবগণ! আর ভয় নাই; তোমাদিগের হিতার্থে রাক্ষসকুলক্ষয়করী এক নারী অচিরেই উৎপন্ন হইবে।" পূর্ব্বে ক্ষুধা যেরূপ দেবাদেশে দানবগণকে সংহার করিয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে রাক্ষসনাশিনী জানকী রাবণসহিত

আমাদিগকে নষ্ট করিল। হায়! একমাত্র দুর্বিনীত ও দুরাত্মা রাবণের কুবুদ্ধিতেই আমাদের এই দারুণ শোক ও সর্ব্বনাশ উপস্থিত। প্রলয়কালীন সাক্ষাৎ কালের ন্যায় যখন রাম আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তখন আমাদিগকে আশ্রয় দেয়, ত্রিলোকেও এমন কাহাকে দেখিতেছি না। হায়! আমরা অরণ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিত করেণুর ন্যায় বিপন্ন; আমাদের পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। বিভীষণই কালোচিত কার্য্য করিয়াছেন। যাহাঁ হইতে বিপদ, তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।"

রাক্ষসীগণ পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক তৎকালে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং ভয়ে অতিমাত্র ভীতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ষণ্নবতিতম সর্গ।

রাবণের যুদ্ধযাত্রা।

রাক্ষসরাজ লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের করুণ বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর তাঁহার অন্তঃ-

করণে ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাঁহার স্বভাবত রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় অধিকতর আরক্ত হইয়া উঠিল। ভীমদর্শন রাক্ষস-বীর দন্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি ক্রোধভরে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল; তৎকালে রাক্ষসগণও তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইল না। অনন্তর তিনি চক্ষুর্জ্যোতিতে যেন সন্নিহিত রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিয়াই ক্রোধস্খলিত বাক্যে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, "তোমরা শীঘ্র সৈন্যগণকে আমার আদেশে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে বল।"

আদেশমাত্র মহোদর প্রভৃতি রাক্ষসগণ সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে কহিল। ভীমদর্শন সৈন্যেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। বীরগণ যথাবিধি রাবণের পূজা করিয়া তাঁহার বিজয়াকাঙ্ক্ষায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাবণ বিষম ক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া মহোদর, মহাপার্শ্ব, বিরূপাক্ষ এবং সমবেত অন্যান্য রাক্ষসগণকে কহিলেন, "বীরগণ! আমি অদ্য যুগান্তকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রখর শরজালে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। অদ্য আমি ঐ দুই ভ্রাতাকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিৎ বধের প্রতিশোধ লইব। অদ্য আমার শররূপ মেঘজালে আবৃত হইয়া কি অন্তরীক্ষ, কি দশদিক্‌, কি আকাশ, কি সাগর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। অদ্য আমি বানরযূথপতিগণকে পক্ষবিশিষ্ট শরজালে ছিন্নভিন্ন করিব। অদ্য আমি পবনের ন্যায় বেগগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক

ধনুঃসাগরসম্ভূত শরতরঙ্গে বানরগণকে বিপ্লাবিত করিব। অদ্য আমি গজের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া মুখরূপ পদ্মযুক্ত তেজরূপ কেসরশোভী বানরযূথরূপ তড়াগ সকল মন্থন করিব। অদ্য বানরগণ সনাল পদ্মের ন্যায় সশর মস্তকের দ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিবে। অদ্য আমি এক একমাত্র বাণে শত শত বৃক্ষযোধী বানরকে শায়িত করিব। এ পর্য্যন্ত যে যে রাক্ষসের ভ্রাতা বা পুত্র নিহত হইয়াছে আমি শত্রুবধ পূর্ব্বক অদ্য তাহাদের সকলেরই অশ্রুজল মুছাইয়া দিব। অদ্য আমার শরজালে ছিন্নভিন্ন ও নিহত বানরদ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে ধরাতল অতি কষ্টে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অদ্য আমি কাক, গৃধ্র ও অন্যান্য মাংসভুক্ প্রাণীগণকে শত্রুমাংসে পরিতৃপ্ত করিব। তোমরা শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর, শীঘ্র আমার ধনুক আনয়ন কর এবং লঙ্কায় যে সমস্ত রাক্ষস অবশিষ্ট আছে, তাহারাও শীঘ্র আমার সহিত সজ্জিত হউক।"

রাক্ষসরাজ এই বলিয়া বিরত হইলে মহাপার্শ্ব সন্নিহিত সেনাপতিগণকে কহিলেন, "তোমরা সত্বর সৈন্যগণকে সত্বর হইতে বল।" আদেশমাত্র পরাক্রান্ত সেনাপতিগণ সৈন্যগণকে ত্বরাপ্রদানার্থ লঙ্কার গৃহে গৃহে পর্য্যটন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ভীমদর্শন ও ভীমবদন রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে নির্গত হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে অসি, কাহারও পট্টিশ, কাহারও শূল, কাহারও গদা, কাহারও মুসল, কাহারও হল, কাহারও তীক্ষ্ণধার শক্তি, কাহারও ঘোর

কূটমুদ্গর, কাহারও যষ্টি, কাহারও বিবিধ চক্র, কাহারও নিশিত পরশু, কাহারও ভিন্দিপাল, কাহারও বা শতঘ্নী। তৎকালে বলাধ্যক্ষগণ রাবণের আদেশক্রমে এক নিযুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষাট কোটি অশ্ব, ষাটকোটি খর ও উষ্ট্র এবং অসংখ্য পদাতি রাবণের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। ইত্যবসরে সারথিও রাক্ষসরাজের জন্য এক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। ঐ রথ দিব্যাস্ত্রপূর্ণ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত, নানারত্ন খচিত, রত্নস্তম্ভশোভিত, সহস্র স্বর্ণকলসে বিরাজিত ও আটটি অশ্বে বাহিত। রাক্ষসেরা সকলে ঐ রথ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। উহা কোটি সূর্য্য ও প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় যেন স্বতেজে প্রজ্বলিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ ঐ রথে আরোহণ ও বহুসংখ্যক রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া যেন বলবিক্রমে পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। তৎকালে সহসা চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক তূর্য্যরব উত্থিত হইল; মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ ও কলহ বাদিত হইতে লাগিল। "ঐ সীতাপহারী ব্রহ্মঘাতক দেবকণ্টক দুর্বৃত্ত রাবণ রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে," চতুর্দ্দিকে কেবল এই শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। পৃথিবী সহসা ঐ ঘোর শব্দে কম্পিতা হইল। বানরেরা ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজের আদেশক্রমে মহাপার্শ্ব, মহোদর ও বিরূপাক্ষ রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। ঐ তিন রাক্ষসবীরের ঘোর সিংহনাদে যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

কালান্তক যমসদৃশ রাবণ শরাসন উদ্যত করিয়া সসৈন্যে

রাম ও লক্ষ্মণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই দ্বারাভিমুখে চলিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিকে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সহসা সূর্য্য নিষ্প্রভ ও দশদিক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ইতস্তত পক্ষিগণ অশুভসূচক ঘোর রবে চীৎকার করিতে লাগিল এবং পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে কম্পিতা হইলেন। রথযোজিত অশ্বগণের গতি স্খলিত হইল এবং মেঘ সকল কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। একটা গৃধ্র আসিয়া সহসা রাক্ষসরাজের ধ্বজদণ্ডে পতিত হইল। তাঁহার বামনেত্র ও বামবাহু মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল; মুখ বিবর্ণ এবং স্বর বিকৃত হইয়া গেল। অন্তরীক্ষ হইতে বজ্ররবে উল্কাপাত হইতে লাগিল। শৃগাল, গৃধ্র ও কাক সকল অশুভসূচক ঘোররবে আর্ত্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু রাক্ষসরাজ কালপাশে জড়িত ও মুগ্ধ; তিনি এই সমস্ত মৃত্যুসূচক দুর্লক্ষণ গ্রাহ্য না করিয়া বেগে রণস্থলাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসরাজ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে বানরগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকালমধ্যেই উহাদের কাহারও মস্তক কর্ত্তিত, কাহারও হৃৎপিণ্ড খণ্ডিত, কাহারও কর্ণ ছিন্ন, কাহারও পার্শ্ব বিদারিত, কাহারও শ্বাস রুদ্ধ হইল। রাক্ষসরাজ ক্রোধবিবৃত্ত নেত্রে রণস্থলের যে যে স্থানে যাইতে লাগিলেন, বানরেরা সেই সেই স্থানেই কিছুতেই তাঁহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

বিরূপাক্ষ বধ।

অল্পকালমধ্যেই রণভূমি রাক্ষসরাজের শরচ্ছিন্ন বানরদেহে আচ্ছন্ন হইল। পতঙ্গগণের পক্ষে বহ্নির ন্যায় বানরগণের শরীরের প্রত্যেক স্থানে রাবণের শরপাত যার পর নাই দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। তাহারা অরণ্যে দাবানলবেষ্টিত দহ্যমান হস্তীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ইতস্তত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। রাবণও মহামেঘজালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়ুর ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রামচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে কপিরাজ সুগ্রীব বানরসৈন্যকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া গুল্মরক্ষার্থ আত্মসদৃশ বীর সুষেণকে স্থাপন পূর্ব্বক প্রকাণ্ড বৃক্ষহস্তে শত্রুসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বহু-সংখ্যক যূথপতি বৃক্ষ ও শিলাহস্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ও পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। সুগ্রীব রাক্ষসসৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া ঘোর সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যুগান্ত-কালীন প্রবৃদ্ধ বায়ু যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকলকে ভগ্ন ও চূর্ণ করে, তদ্রূপ রাক্ষসবীরগণকে মথিত করিতে লাগি-লেন। মেঘ যেমন বনমধ্যে পক্ষিগণের উপরি শিলাবৃষ্টি করে, তদ্রূপ তিনি রাক্ষসসৈন্যের উপরি প্রস্তরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা ঐ সমস্ত শিলাঘাতে বিকর্ণ ও

নির্ম্মস্তক হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল। ইত্যবসরে রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ দূর হইতে স্বনাম খ্যাপন পূর্ব্বক সত্বর উপস্থিত হইলেন এবং রথ হইতে লম্ফপ্রদান ও গজস্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক ঘোররবে বানরগণকে গিয়া আক্রমণ করিলেন।

পলায়মান রাক্ষসেরা সহসা এই বীরকে উপস্থিত দেখিয়া উৎসাহভরে প্রতিনিবৃত্ত হইল। বিরূপাক্ষও তাহাদিগের হর্ষ উৎপাদন পূর্ব্বক কপিরাজের প্রতি ঘোর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব নিশিত শরজালে বিদ্ধ ও যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসবীরের বধার্থ উৎসুক হইলেন এবং এক প্রকাণ্ড বৃক্ষহস্তে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উহাঁর হস্তীকে গিয়া প্রহার করিলেন। হস্তী বিষম প্রহারবেগে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক ধনুঃপ্রমাণ দূরে গিয়া পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। লঘুপরাক্রম রাক্ষসবীর তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদান করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কপিরাজের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রহারের উপক্রম করিলেন। ইত্য-বসরে সুগ্রীব বিরূপাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া সহসা এক মেঘাকার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। বিরূপাক্ষ ঝটিতি স্বস্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন এবং বেগে সুগ্রীবকে এক খড়্গাঘাত করিলেন। বানরবীর সেই বিষম প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাক্ষসবীরের বক্ষঃস্থলে এক বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন। বিরূপাক্ষ মুষ্ট্যাঘাতে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায়

খড়্গ দ্বারা সুগ্রীবের বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। কপিরাজ ভূতলে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া চপেটাঘাত করিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিলেন। রাক্ষস-বীর নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া সুগ্রীবের উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে বেগে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বিফল হওয়াতে সুগ্রীবের ক্রোধ শত-গুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি অবসর পাইয়া বিরূপাক্ষের ললাটে বজ্রবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাক্ষসবীর তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। প্রস্রবণ হইতে যেরূপ জল উদ্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার মুখ দিয়া শোণিত উদ্গার হইতে লাগিল। তাঁহার বিকৃত চক্ষু উদ্বৃত্ত হওয়াতে অধিকতর বিকৃত হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বাঙ্গ সফেণ শোণিতে লিপ্ত হইল। রাক্ষসবীর মৃত্যুযন্ত্রণায় কখন অঙ্গ-স্পন্দন, কখন পার্শ্বপরিবর্ত্তন, কখন বা বিকৃতস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তৎকালে, সেতু ভগ্ন হইলে দুইটি মহাসমুদ্র যেরূপ ঘোররবে গর্জ্জন করিতে থাকে, সেইরূপ বিরূপাক্ষ নিহত হওয়াতে বানর ও রাক্ষসসৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঘোররবে কোলাহল করিতে লাগিল এবং উদ্বেল গঙ্গার ন্যায় যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

মহোদর বধ।

ক্রমশ গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় উভয়পক্ষীয় সৈন্য যার পর নাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ বিরূপাক্ষ বধ ও সৈন্যক্ষয় দেখিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুদ্ধে স্বপক্ষের দুর্দ্দৈব উপস্থিত দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। অনন্তর তিনি সমীপস্থ মহোদরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! এক্ষণে একমাত্র তোমাতেই আমার জয়াশা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তুমি অদ্য শক্রবধে প্রবৃত্ত হও এবং স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন কর। আমি তোমাকে এতকাল প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত; অতএব আর বিলম্ব করিও না।"

রাক্ষসরাজের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তেজস্বী মহাবীর মহোদর বহ্নিমধ্যে পতঙ্গের ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভর্ত্তৃবাক্যে উৎসাহিত হইয়া শক্রসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবল বানরেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা হস্তে রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতেছিলেন। মহোদর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরে উহাদের কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও বা উরু ছেদন করিতে লাগিলেন। বানরেরা প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে

লাগিল; কেহ কেহ সুগ্রীবের নিকট গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সুগ্রীব স্বপক্ষ ছিন্নভিন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে মহোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং এক পর্ব্বতাকার শিলাখণ্ড লইয়া রাক্ষসবীরের বধার্থ উহা নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর শিলাখণ্ড বেগে আসিতে দেখিয়া অর্দ্ধপথেই উহাকে নিশিত শরজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বিশাল শিলাও অন্তরীক্ষ হইতে দলবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। সুগ্রীব স্বনিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসবীরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু অস্ত্রবিৎ বীর মহোদর তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষও খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত শরজালে সুগ্রীবকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। কপিরাজের ক্রোধের সীমা রহিল না; তিনি রণস্থলে পতিত এক প্রদীপ্ত পরিঘ তুলিয়া লইলেন এবং উহা বিঘূর্ণিত করিয়া তৎপ্রহারে মহোদরের রথযোজিত উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মহোদরও অবিলম্বে রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক ভীষণ গদা গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহাঁদের একের হস্তে পরিঘ ও অপরের হস্তে গদা। উহাঁরা মহাবৃষদ্বয় বা বিদ্যুৎশোভিত মেঘদ্বয়ের ন্যায় ঘোর গর্জ্জন করত পরস্পরের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর মহোদর ক্রোধভরে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি সূর্য্যপ্রভ গদা নিক্ষেপ করিলেন। কপিরাজ ঐ ভীষণ গদা বেগে আগমন করিতে দেখিয়া

ক্রোধারক্তনেত্রে পরিঘ দ্বারা উহা নিবারণ করিলেন। গদার প্রতিঘাতে তাঁহার পরিঘ চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে তেজস্বী সুগ্রীব রণস্থল হইতে এক স্বর্ণভূষিত লৌহময় মুসল লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর ঐ মুসল নিবারণার্থ গদা নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই গদা ও মুসল পরস্পরের আঘাতে চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় তেজস্বী বীরদ্বয় উভয়েই নিরস্ত্র হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ সিংহ-নাদ পূর্ব্বক পরস্পরকে মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। বীরদ্বয় উভয়েই দুর্জ্জয়; উহাঁরা একবার পতিত হইতেছেন, আবার উত্থিত হইতেছেন, আরবার বাহুবলে পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। ক্রমশ উহাঁরা যুদ্ধশ্রমে যার পর নাই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং প্রহারের অবসর পাইবার আশায় সতর্কতার সহিত পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা উভয়েই যার পর নাই ক্রুদ্ধ এবং জয়লাভার্থ যার পর নাই উৎসুক। ক্ষণকাল পরে দুর্ম্মতি মহোদর বেগে সুগ্রীবের বর্ম্মে এক খড়্গাঘাত করিলেন। আহত হইবামাত্র উক্ত খড়্গ বর্ম্মে রুদ্ধ হইয়া গেল। দুর্ভাগ্য রাক্ষসবীর যেমন ঐ খড়্গ আকর্ষণ করিয়া লইবেন অমনি সুগ্রীব তাহার উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

মহোদর পতিত হইবামাত্র রাক্ষসসৈন্য প্রাণভয়ে দশ-

দিকে পলায়ন করিল। এদিকে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণের সহিত হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ যারপর নাই ক্রুদ্ধ এবং রামচন্দ্র পুলকিত হইলেন। সুগ্রীব মহোদরকে বিদীর্ণ পর্ব্বতের বৃহৎ খণ্ডের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিয়া স্বতেজে সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল জয়শ্রীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষে সুর, সিদ্ধ ও যক্ষসমূহ এবং ভূতলে অন্যান্য জীব সকলেই আনন্দোৎফুল্ল নেত্রে উহাঁর প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন।

নবনবতিতম সর্গ।

মহাপার্শ্বের নিধন।

অনন্তর বীর মহাপার্শ্ব মহোদরকে বিনষ্ট দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আরক্তলোচনে অঙ্গদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিশিত শরজালে উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। বানরগণের কাহারও বাহু ছিন্ন, কাহারও পার্শ্ব খণ্ডিত হইল; কাহারও বা মস্তক বায়ুভরে বৃন্তচ্যুত সুপক্ক ফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই বানরেরা যারপরনাই বিষণ্ণ ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর অঙ্গদ পর্ব্বকালীন

সমুদ্রের ন্যায় বেগে উপস্থিত হইলেন এবং মহাপার্শ্বকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যপ্রভ উজ্জ্বল লৌহময় পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর সেই বিষম আঘাতে মূর্চ্ছিত ও সারথি সহিত রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইত্যবসরে অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মহাবীর জাম্ববান মেঘাকার স্বযূথ হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন এবং ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলার আঘাতে মহাপার্শ্বের অশ্বসমূহ বিনষ্ট এবং রথ চূর্ণ করিয়া দিলেন।

মহাবল রাক্ষসবীর মুহূর্ত্তমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধভরে বহুসংখ্যক শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি তিন শরে জাম্ববানের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া নিশিত শরজালে গবাক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অঙ্গদ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন এবং সূর্য্যরশ্মিবৎ প্রদীপ্ত এক ভীষণ লৌহময় পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক দুই হস্তে মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া আরক্তনেত্রে উহা দূরস্থিত মহাপার্শ্বের বধার্থ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বিষম আঘাতে রাক্ষসবীরের মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ এবং হস্ত হইতে শরসহিত শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। পরে মহাপরাক্রম বালিকুমার নিকটস্থ হইয়া উহাঁর কুণ্ডলসহিত কর্ণমূলে বেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। মহাপার্শ্বও ক্রোধভরে তৈলচিক্কণ সুশাণিত এক প্রকাণ্ড পরশু এক হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে অঙ্গদের বামস্কন্ধে প্রহার করিলেন। অঙ্গদ ঐ আঘাত কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া ক্রোধভরে মহাপার্শ্বের বক্ষে এক বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাক্ষসবীরের হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল;

তিনি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইলেন।

মহাপার্শ্ব নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ যার পর নাই ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এদিকে বানরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ ঘোর সিংহনাদে যেন অট্টালিকা ও পুরদ্বারের সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরী বিদীর্ণ হইয়া গেল। অন্তরীক্ষে দেবগণও মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

শততম সর্গ।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

মহাবল বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্বকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সারথিকে ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "সূত! আমার অমাত্যগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে এবং এই সুসমৃদ্ধা লঙ্কাপুরীও বহুদিন হইতে রুদ্ধ আছে। অদ্য আমি রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া হৃদয়ের শল্য দূর করিব। সীতা যাহার পুষ্পফল; জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ,

অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনূমান, সুষেণ এবং অন্যান্য যূথপতিগণ যাহার শাখা প্রশাখা; আমি অদ্য সেই রামরূপ মহাবৃক্ষকে ছেদন করিব।” এই বলিয়া অতিরথ রাক্ষসরাজ রথশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া রামচন্দ্রের অভিমুখে চলিলেন। তৎকালে ঐ ভীষণ শব্দে বন, পর্ব্বত ও নদ নদী সহিত সমগ্র পৃথিবী বিচলিতা হইলেন এবং সিংহ ও মৃগপক্ষিগণ ভীত হইয়া উঠিল। রাবণ বানরসৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া উহাদের বধার্থ ব্রহ্মনির্ম্মিত ঘোর তামসাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। বানরেরা উহার তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ ও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল; কেহ কেহ প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পলায়নকালে বানরদিগের পদোত্থিত ধূলিজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলত তৎকালে উহারা কিছুতেই ঐ ভীষণ অস্ত্র সহ্য করিতে পারিল না রাক্ষসরাজ এইরূপে বানরসৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া অদূরে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান দুর্জ্জয় ভ্রাতা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, পদ্মপলাশ-লোচন দীর্ঘবাহু ক্ষত্রিয়বীরদ্বয় গগনস্পর্শী ধনুক অবষ্টম্ভন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন।

এদিকে লক্ষ্মণ সহিত মহাতেজা রামচন্দ্র রাবণকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে ধনুঃগ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ও মহাশব্দে বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ টঙ্কারশব্দে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং রাক্ষসেরা ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া দলে দলে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখীন

হইলেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের সন্নিহিত রাহুগ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর লক্ষ্মণ প্রথমে যুদ্ধার্থ উৎসুক হইয়া রাবণের প্রতি অগ্নিশিখোপম নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসরাজও ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্দ্ধ-পথেই লক্ষণনিক্ষিপ্ত একটী শর এক শর দ্বারা, তিনটী শর তিন শর দ্বারা এবং দশটী শর দশ শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। রাবণ এইরূপে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইলেন এবং ক্রোধারক্ত নেত্রে তাঁহার প্রতি নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রামচন্দ্রও অবিলম্বে ভল্লাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা রাক্ষসরাজনিক্ষিপ্ত আশীবিষো-পম প্রদীপ্ত শরজাল ছেদন করিলেন। উহাঁরা উভয়েই দুর্জ্জয়; উভয়েই পরস্পারের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে-ছেন এবং বিচিত্র মণ্ডলগতিতে পরস্পারের বাম ও দক্ষিণে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছেন। তৎকালে ভূতগণ এই দুই কৃতান্ততুল্য বীরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিয়া যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল। বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় উহাঁদের প্রদীপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দিবাভাগেও চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইল। বীরদ্বয় পরস্পারের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা উভয়েই যুদ্ধবিশারদ এবং উভয়েই ধনুর্ব্বিদ্ ও অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ। উহাঁরা রণস্থলের যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই বায়ুবেগে

আন্দোলিত সাগরের ঊর্ম্মির ন্যায় শরোর্ম্মিসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রের ললাটে বহুসংখ্যক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষত্রিয়বীর ঐ ভীষণ চাপনির্ম্মুক্ত নীলোৎপলকান্তি নারাচমালা ললাটে ধারণ করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিয়া অনবরত ভীষণ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর রাক্ষসরাজের মেঘাকার দুর্ভেদ্য কবচে পতিত হইয়া উহাঁকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। সর্ব্বাস্ত্রকুশলী রামচন্দ্র পুনরায় রথারূঢ় রাক্ষসরাজের ললাটে শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত পঞ্চশীর্ষ সর্পাকার শর অস্ত্র দ্বারা নিবারিত হইলেও রাবণের ললাট ভেদ করিয়া শন্ শন্ শব্দে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাতেজা রাক্ষসরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রামচন্দ্রের প্রতি ঘোর আসুর অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত অস্ত্রের কতকগুলি সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখাকার; কতকগুলি কঙ্ক, কোক, গৃধ্র, শ্যেন ও শৃগালের মুখাকার; কতকগুলি ভল্লুক, গর্দ্দভ, বরাহ, কুক্কুর ও কুক্কুটের মুখাকার এবং কতকগুলি মকর ও সর্পের মুখাকার। উহারা লোল জিহ্বা ও ব্যাদিত মুখে পতিত হইতে লাগিল। রাবণও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মায়াবলে রামচন্দ্রের প্রতি ঐ সমস্ত ভয়াবহ শর অবিরল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয়বীর আসুর অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া তেজোময় অগ্ন্যস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কোনটী অগ্নির

ন্যায়, কোনটী সূর্য্যের ন্যায়, কোনটী গ্রহনক্ষত্রের ন্যায়, কোনটী উল্কার ন্যায়, কোনটী বা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল। রাবণনিক্ষিপ্ত আসুর অস্ত্রসমূহ রামচন্দ্রের এই সমস্ত প্রদীপ্ত শরজালে দগ্ধ ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সুগ্রীব প্রভৃতি কামরূপী বানরগণ রামচন্দ্রকে বেষ্টন পূর্ব্বক মহাহর্ষে সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একাধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

আসুরাস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া রাক্ষসরাজের ক্রোধ শতগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ময়নির্ম্মিত ভীষণ মায়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অমনি উহাঁর শরাসন হইতে প্রদীপ্ত ও বজ্রসার শূল, গদা, মুসল, মুদ্গর, কুটপাশ ও অশনিসমূহ যুগান্তকালীন তীব্র বায়ুর ন্যায় বেগে নির্গত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিৎ রামচন্দ্র দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্রে ঐ সমস্ত নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে রাবণের ক্রোধের সীমা রহিল না; তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল। রাক্ষসবীর সৌরাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। অমনি তাঁহার কার্ম্মুক হইতে ভাস্বর চক্র সকল চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া

চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহাদির ন্যায় গগনমণ্ডল উজ্বল করিয়া তুলিল। রামচন্দ্র নিশিত শরজালে রাবণনিক্ষিপ্ত ঐ সমস্ত চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাবণ দশ শরে রামচন্দ্রের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু তৎকালে ক্ষত্রিয়বীর তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি নিশিত শরজালে রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পরে মহাতেজা লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতটি শরে রাবণের নরমুণ্ডচিহ্নিত ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং এক শরে সারথির জ্বলিত কুণ্ডলশোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পাঁচটি নিশিত শরে রাবণের করিশুণ্ডাকার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে বিভীষণ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উহাঁর নীলমেঘসদৃশ পর্ব্বতাকার উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। রাবণ ভ্রাতার এই কার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন এবং রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় এক ভীষণ মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ অর্দ্ধপথেই ঐ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ কাঞ্চনমালিনী শক্তিও ত্রিধা ছিন্ন হইয়া অন্তরীক্ষচ্যুত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ অপর একটী শক্তি গ্রহণ করিলেন। উহা অমোঘ, স্বতেজে প্রদীপ্ত এবং স্বয়ং কালেরও দুঃসহ। রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক ঐ শক্তি বেগে বিঘূর্ণিত হইয়া প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। এই সময়ে ধীমান বিভীষণ লক্ষ্মণের প্রাণসঙ্কট বুঝিয়া সত্বর তাঁহার সন্নিহিত

হইলেন এবং রাবণকে শক্তি প্রয়োগ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহার উপরি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসরাজ বিভীষণের শরবর্ষ লক্ষ্য করিলেন না। তিনি লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ক্রোধকর্কশস্বরে কহিলেন, "রে বলগর্ব্বিত! তুই যখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণকে মন্নিক্ষিপ্ত শক্তি হইতে রক্ষা করিলি, তখন আমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই শক্তি তোর প্রতি নিক্ষেপ করিব। দেখি, তুই এবার কেমন করিয়া আপনাকে রক্ষা করিস্। এই শত্রুশোণিতলোলুপ শক্তি আজ নিশ্চয়ই তোর হৃদয় ভেদ করিয়া প্রাণসংহার করিবে।"

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধভরে ঐ শত্রুঘাতিনী জ্বলন্ত শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ঐ শক্তি ময়দানবের মায়ানির্ম্মিত, অষ্টঘণ্টাযুক্ত, ঘোরনিনাদী ও অমোঘ। উহা ভীমবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের অভিমুখে ঘোররবে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র যার পর নাই শঙ্কাকুল হইয়া কহিলেন, "স্বস্তি স্বস্তি, স্বস্তি, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক; শক্তি! তুমি ব্যর্থ হও, তোমার সমস্ত উদ্যম নিষ্ফল হইয়া যাউক।" কিন্তু সর্পের জিহ্বার ন্যায় করাল প্রদীপ্ত শক্তি মহাবেগে আসিয়া লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষস্থলে পতিত হইল এবং তথায় গাঢ়রূপে নিমগ্ন হইয়া গেল। ক্ষত্রিয়বীর মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সমীপস্থ ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র যার পর নাই বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে প্রবলবেগে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎ-

কাল চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তকালীন লোকক্ষয়কারী বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং ঐ সময়ে বৃথা চিন্তা অনর্থকর বোধে রাবণবধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় প্রাণসম ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ঐ মহাবীর শক্তি দ্বারা বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া সসর্প পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

এদিকে বানরেরা লক্ষ্মণের বক্ষস্থল হইতে শক্তি উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু উহারা রাবণের শরাঘাতে যার পর নাই কাতর হইয়াছিল, সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। ভয়াবহ শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষঃ ভেদ পূর্ব্বক ভূতলে প্রবেশ করিয়াছিল। মহাবল রামচন্দ্র দুই হস্তে ঐ শক্তি ধারণ ও উৎপাটন পূর্ব্বক বিষম ক্রোধভরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বহুসংখ্যক মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়বীর ঐ সমস্ত কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া ভ্রাতাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুগ্রীব ও হনূমানকে কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা আপাততঃ লক্ষ্মণকে এইরূপে বেষ্টন করিয়া থাক। আমি বহুদিন হইতে যাহা প্রার্থনা করিতেছি, এক্ষণে সেই বিক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত। আজ আমি পাপাত্মা রাক্ষস দশাননকে বধ করিব। বর্ষার প্রারম্ভে চাতকের মেঘদর্শন যেরূপ প্রার্থনীয়, আমার পক্ষে এই পাপিষ্ঠের দর্শনও এক্ষণে সেইরূপ প্রার্থনীয় হইয়াছে। বানরগণ! এক্ষণে আমি সত্য সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমরা অচিরেই

এই পৃথিবীকে অরাবণ বা অরাম দেখিবে। আমার রাজ্য-নাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ, সীতাপহরণ ও রাক্ষস-সমাগম সমস্তই ঘটিয়াছে। আমি ইহাতে ঘোর দুঃখ এবং নরকযাতনা সদৃশ শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি; কিন্তু অদ্য এই পাপিষ্ঠকে বধ করিয়া সেই সমস্তই বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই বিশাল বানরসৈন্য এইখানে আনিয়াছি, বালিকে যুদ্ধে বধ করিয়া সুগ্রীবের হস্তে কপিরাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়াছি এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়াছি, আজ সেই পাপ আমার সম্মুখে উপস্থিত। দৃষ্টিবিষ সর্পের সম্মুখে পড়িলে যেমন কেহ বাঁচিতে পারে না, বিনতানন্দন গরুড়ের সম্মুখে পড়িলে যেমন সর্পের নিস্তার নাই, তদ্রূপ পাপিষ্ঠ যখন আজ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তখন আর কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। বানরগণ! তোমরা সুখে পর্ব্বতোপরি উপবেশন করিয়া আমার ও রাবণের যুদ্ধ দর্শন কর। অদ্য দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক রামের রামত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক। অদ্য আমি রণস্থলে এরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিব যে যাবৎ পৃথিবী তাবৎ চরাচর লোকসমূহ তাহা ঘোষণা করিবে।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র রাবণের প্রতি সুবর্ণভূষিত নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও, মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ রামচন্দ্রের প্রতি বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরদ্বয়ের শর অন্তরীক্ষে পরস্পর আহত হওয়াতে রণস্থলে একটী তুমুল শব্দ উত্থিত হইল

এবং উহারা খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রদীপ্তমুখে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। উভয়ের টঙ্কারশব্দে ত্রিলোকের জীবজন্তুগণ ভয়ে যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে রাক্ষসরাজ ক্ষত্রিয়বীরের সুতীক্ষ্ণ শরজালে পীড়িত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

হনুমানকর্ত্তৃক ঔষধ আনয়ন ও লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ।

রাবণ রণস্থল হইতে পলায়ন করিলে, রামচন্দ্র পুনরায়, যথায় লক্ষ্মণ পতিত ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সুষেণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "কপিবীর! বৎস লক্ষ্মণ সর্পের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। ইহাঁর এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমি যে আর যুদ্ধ করি আমার এমন শক্তি নাই। হায়! আমার বীর ভ্রাতা লক্ষ্মণ যদি বিনষ্ট হয়েন, তাহা হইলে আমার সুখে প্রয়োজন কি? জীবন ধারণ করিয়াই বা আবশ্যক কি? এক্ষণে আমার বলবীর্য্য কুণ্ঠিত হইতেছে, হস্ত হইতে শরাসন পুনঃ পুনঃ স্খলিত হইতেছে। আমার শরসমূহ অবসন্ন, দৃষ্টি বাষ্পাকুল, স্বপ্নাবস্থাবৎ গাত্র শিথিল এবং

চিন্তা অতীব বলবতী; বলিতে কি, আমার পুনঃ পুনঃ আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।”

এই সময়ে লক্ষ্মণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে স্নেহময় ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র যারপরনাই বিষণ্ণ ও আকুল হইয়া পুনরায় সুষেণকে কহিলেন, “বীর! অদ্য ভাই লক্ষ্মণকে রণস্থলে ধূলির উপরে শয়ান দেখিয়া জয়শ্রীলাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া কি অন্যের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন? হায়! যখন প্রাণাধিক লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন আমার যুদ্ধে আবশ্যক কি? জীবন ধারণ করিয়াই বা সুখ কি? আমার বনবাসে আগমনকালে এই বীর যেমন আমার অনুগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও অদ্য ইহাঁকে যমালয়ে অনুগমন করিব। ইনি স্বজনবৎসল এবং আমার একান্ত অনুগত ছিলেন; কেবল কূটযোধী রাক্ষসদিগের হস্তেই ইহাঁর এই দশা হইল। হায়! দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধু মিলিতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখি না, যেখানে সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুষেণ! লক্ষ্মণ ব্যতীত আমার রাজ্যলাভ করিয়া ফল কি? হায়! আমি পুত্রবৎসলা মাতা সুমিত্রাকে গিয়া কি বলিব? তিনি যে আমাকে ভৎর্সনা করিবেন, তাহা আমি কিরূপে সহ্য করিব? আমি মাতা কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে গিয়াই বা কি বলিব? ভরত ও শত্রুঘ্নের নিকটেই বা কি প্রকারে মুখ দেখাইব? তাঁহারা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, ‘আর্য্য আপনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলেন, এক্ষণে কেন একাকী

ফিরিয়া আসিলেন?' তখন আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব? হায়! বন্ধুবান্ধবের গঞ্জনা সহ্য করা অপেক্ষা আমার এই স্থানে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়। না জানি আমি পূর্ব্ব জন্মে কতই পাপ করিয়াছিলাম, যাহাতে আমার ধর্ম্মশীল বীর ভ্রাতা রণস্থলে নিহত হইলেন। হা ভ্রাতঃ! হা বীর-শ্রেষ্ঠ! তুমি কেন আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিলে? ভাই! আমি তোমার জন্য এত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, তথাপি তুমি কিজন্য আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না। উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া তোমার দীন অগ্রজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। বৎস! আমি পর্ব্বত বা বনমধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে তুমিই আমাকে সান্ত্বনা দিতে; এক্ষণে কিজন্য নীরব হইয়া আছ?"

শোকাকুল রামচন্দ্রকে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া সুষেণ যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "বীর! আপনি এই বৈক্লব্যকারিণী বুদ্ধি ও শোকোৎপাদিকা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া স্থির হউন। শ্রীমান লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন নাই। ঐ দেখুন, উহাঁর মুখশ্রী প্রভাযুক্ত ও সুপ্রসন্ন; উহা বিকৃত বা শ্যামবর্ণ হয় নাই। উহাঁর করতল পদ্ম-পত্রের ন্যায় আরক্ত এবং নেত্রদ্বয় প্রসন্ন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, মৃত ব্যক্তির রূপ কদাচ ঈদৃশ দেখা যায় না। বীর! আপনি বৃথা বিষণ্ণ হইবেন না। আপনার ভ্রাতা নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। উনি নিদ্রিতের ন্যায় প্রসারিত দেহে শয়ান এবং উহাঁর বক্ষঃস্থল মুহুর্মুহু স্পন্দিত হওয়াতে শ্বাস প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে।"

প্রাজ্ঞ সুষেণ রামচন্দ্রকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া সমীপস্থ হনুমানকে কহিলেন, "সৌম্য! জাম্ববান তোমাকে পূর্ব্বে যে ঔষধিপর্ব্বতের কথা বলিয়াছিলেন, তুমি তথায় সত্বর যাও এবং তাহার দক্ষিণ শিখরে যে সকল ঔষধি জন্মিয়াছে, তাহা আনয়ন কর। তুমি লক্ষ্মণের উপশম বিধানার্থ বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চারি প্রকার ঔষধ আনিও।"

অনন্তর মহাবীর হনুমান ঔষধিপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় নির্দ্দিষ্ট ঔষধির সন্ধান না পাইয়া ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, "আমি এই সমগ্র শিখরই লইয়া যাইব। আমি অনুমানে বুঝিতেছি এবং সুষেণও কহিয়াছিলেন, এই শৃঙ্গেই ঔষধি আছে। যদি আমি বিশল্যকরণী না লইয়া যাই, তাহা হইলে সকলে আমাকে অজ্ঞ বলিবে। আবার যদি বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ করি, তাহা হইলেও লক্ষ্মণের প্রাণনাশের সম্ভাবনা।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাবল হনুমান বহুবিধ পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত নীলমেঘাকার গিরিশৃঙ্গ বারত্রয় আলোড়ন ও উৎপাটন পূর্ব্বক দুই হস্তে লইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং মহাবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া উহা অবতারণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে সুষেণকে কহিলেন, "বীর! আমি তোমার কথিত ঔষধি অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়াতে সমস্ত পর্ব্বতই আনয়ন করিলাম।"

সুষেণ হনুমানের যথোচিত প্রশংসানন্তর ঔষধি লইয়া

করিয়া লইলেন। এদিকে বানরগণ মহাবীর পবন-কুমারের এই দেবদুষ্কর কার্য্য দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। পরে সুষেণ ঐ ঔষধি পেষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণও আঘ্রাণমাত্রে বিশল্য ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে উত্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে বানরেরা হর্ষভরে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উহাঁকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও "আইস আইস" বলিয়া তাঁহাকে বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহগদ্গদস্বরে কহিলেন, "বৎস! আমি ভাগ্যবলেই তোমাকে পুনর্জীবিত দেখিলাম। বীর! তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার জানকী, জয়লাভ বা জীবনে কি প্রয়োজন ছিল?"

অনন্তর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণে ও কার্য্য-শৈথিল্য দর্শনে অতীব দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "আর্য্য! পূর্ব্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে লঘুচিত্ত সামান্য ব্যক্তির ন্যায় এরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি আপনার ন্যায় মহাত্মার উচিত? প্রতিজ্ঞাপালনই মহত্ত্বের লক্ষণ; সত্যবাদী ব্যক্তিগণ কদাচ তাঁহাদের বাক্যের অন্যথাচরণ করেন না। বীর! আপনি কেন আমার জন্য এরূপ নিরাশ হইয়াছিলেন? যাহা হউক অদ্য দুরাত্মা রাবণকে সংহার করুন। সে নিশ্চয়ই আপনার সুতীক্ষ্ণ শরজালে যমালয়ে গমন করিবে। যে সিংহ বিকট দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে, হস্তী কি কখন তাহার নিকট নিস্তার পায়? আমার এইরূপ ইচ্ছা যে, সূর্য্য না অস্ত যাইতেই আপনি তাহাকে বধ করেন।

আর্য্য! যদি প্রতিজ্ঞাপালন ও জানকীর উদ্ধারে আপনার ইচ্ছা থাকে,তাহা হইলে আপনি সত্বর আমার বাক্য রক্ষা করুন।”

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট ইন্দ্রদেবকর্ত্তৃক রথাদি প্রেরণ এবং রাম ও রাবণের যুদ্ধ।

মহাবীর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণবধার্থ ধনুর্গ্রহণ করিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ অপর এক রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যের প্রতি রাহুর ন্যায় রামচন্দ্রের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং পর্ব্বতোপরি ধারাপাতের ন্যায়, তাঁহার উপরি অবিরল বজ্রসার শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়বীরও রাবণের প্রতি সুবর্ণভূষিত প্রদীপ্ত পাবকতুল্য শরজাল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ রাক্ষসরাজকে রথারূঢ় ও রামচন্দ্রকে ভূতলে দণ্ডায়মান দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, “একজন রথে, আর একজন ভূতলে; এরূপ অবস্থায় বীরদ্বয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধ সম্ভাবনা হইতে পারে না।” দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের এই সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথি মাতলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “মাতলি! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া রামচন্দ্রের নিকট

যাও এবং বল 'দেবরাজ আপনার জন্য এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন।' সারথি! তুমি পৃথিবীতে গিয়া এই সুমহৎ দেবকার্য্য সাধন কর।"

আদেশমাত্র দেবসারথি মাতলি দেবরাজকে নতশিরে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, "সুরনাথ! আমি শীঘ্রই ভূতলে যাইতেছি এবং রামচন্দ্রের সারথ্য করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি স্বর্ণাভরণ ও শ্বেতচামরে সুশোভিত হরিৎবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল রথে যোজনা করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত, হেমজাল-বিভূষিত, বৈদূর্য্যময় কূবরযুক্ত, কিঙ্কিণীশতনিনাদিত ও তরুণা-দিত্যপ্রভ; উহার ধ্বজদণ্ড স্বর্ণময়। মাতলি ঐ রথে আরোহণ ও স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কষা হস্তে রথে অবস্থিত হইয়াই কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে কহিলেন, "বীর! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভার্থ এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আরও এই প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু, এই উজ্জ্বল কবচ, এই সমস্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় শর এবং এই নির্ম্মল শক্তিও পাঠাইয়া-ছেন। বীর! আমি আপনার সারথ্য করিতেছি; আপনি এই রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র যেরূপ দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাক্ষস রাবণকে বিনাশ করুন।"

মাতলি এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র দেবরথকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেহশ্রীতে ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। অনন্তর মহাবাহু রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয়বীর গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা রাবণের দৈবাস্ত্র নিবারণ করিতে

লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাবণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া দারুণ রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ স্বর্ণভূষিত শরজাল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ভয়ঙ্কর সর্পরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত ব্যাদিত-মুখে জ্বলন্ত বিষাগ্নি উদ্গার করিতে করিতে রামচন্দ্রের দিকে যাইতে লাগিল। ঐ সমস্ত মহাবিষ সর্পের দেহ তেজোময় এবং স্পর্শ নাগরাজ বাসুকির ন্যায় কর্কশ; অল্প-কাল মধ্যেই উহারা দিক্‌বিদিক্ ও অন্তরীক্ষ সমস্তই আচ্ছন্ন করিল। রামচন্দ্র উহাদিগকে দেখিয়া ভয়াবহ গারুড়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অমনি শর সকল গরুড়াকার ধারণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল এবং অল্পকাল মধ্যেই রাবণের সর্পরূপী শর সকল বিনাশ করিয়া ফেলিল। বলগর্ব্বিত রাক্ষসরাজ স্বীয় অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং সহস্র সহস্র শরে রামচন্দ্রকে পীড়িত করিয়া সারথি মাতলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি এক শরে স্বর্ণধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক রথের উপস্থে পাতিত করিয়া ঐন্দ্রাশ্বসমূহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। সিদ্ধ মহর্ষিগণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ রামচন্দ্রকে কাতর দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তৎকালে রামরূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্ত দেখিয়া চরাচরের অহিতকর বুধগ্রহ প্রাজাপত্য নক্ষত্র ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিল। মহাসমুদ্র অগ্নি-দগ্ধের ন্যায় ধূমব্যাপ্ত ও তরঙ্গাকুল হইয়া উঠিল এবং উচ্ছলিত হইয়া যেন সূর্য্যদেবকে স্পর্শ করিবার উপক্রম

করিল। দিবাকর সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া পড়িলেন। উহাঁর ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবন্ধ এবং উহা ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দৃষ্ট হইল। মঙ্গলগ্রহ ইন্দ্রাগ্নিদৈবত কোশলরাজগণের কুলনক্ষত্র ও বিশাখাকে আক্রমণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তৎকালে দশমুণ্ড বিংশতিলোচন মহাবীর রাবণ শরাসন হস্তে মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। এদিকে রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ কর্তৃক পীড়িত হইয়া আর কিছুতেই শরসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ ভ্রূকুটিযুক্ত এবং নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি রোষানলে যেন রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই ক্রোধভীষণ মুখ দর্শন করিয়া ত্রিলোকের প্রাণিগণ ভীত হইয়া উঠিল; পৃথিবী কম্পিতা হইলেন; সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বৃক্ষাদিসহিত পর্ব্বত বিচলিত ও সমুদ্র ক্ষুভিত হইল এবং অন্তরীক্ষে ঔৎপাতিক মেঘসমূহ কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। ফলত ঐ সময়ে রামচন্দ্রের এই ভয়ঙ্কর ক্রোধ এবং চতুর্দ্দিকে দারুণ দুর্নিমিত্তসমূহ দর্শন করিয়া রাবণেরও অন্তঃকরণে ভয়ের উদ্রেক হইল। বিমানস্থ দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, ঋষি, দানব ও খেচর পক্ষিগণ বিবিধ ভীষণ অস্ত্রধারী বীরদ্বয়ের এই মহাপ্রলয় সদৃশ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা একপক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও পরস্পরের বিরোধাচরণ পূর্ব্বক ভক্তি ও হর্ষভরে স্ব স্ব প্রিয় পক্ষের জয়কামনা করিতে লাগিলেন। অসুরেরা কহিল, "রাবণের জয় হউক;" দেবগণ কহিলেন, "রামের জয় হউক।"

ইত্যবসরে দুরাত্মা রাবণ রামচন্দ্রের বিনাশকামনায় এক ভীষণ শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ শূল বজ্রসার, ঘোরনিনাদী, শত্রুনাশী এবং স্বয়ং কালেরও দুঃসহ। উহা শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ; উহার তিনটী শিখর দেখিলে অন্তঃকরণে ভয় উপস্থিত হয়। উহা যুগান্তাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে এবং উহার অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ বলিয়া যেন সধূম লক্ষিত হইতেছে। উহা সর্ব্বভূতের ত্রাসন, বিদারণ ও ভেদন। রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ঐ শূল গ্রহণ করিলেন এবং রাক্ষসগণের মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভৈরব নিনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্‌বিদিক্ কম্পিত, ভূতগণ ভীত এবং মহাসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ আরক্ত নেত্রে শূল গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ক্রোধকর্কশ স্বরে কহিলেন, "রাম! দেখ্, আমি ক্রোধভরে এই ভয়ঙ্কর শূল উদ্যত করিয়াছি; অদ্য ইহা নিশ্চয়ই তোর প্রাণবিনাশ করিবে। তোর হস্তে বহুসংখ্যক রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব আজ আমি তোকেও বধ করিয়া সেই সমস্ত রাক্ষসের অনুরূপ করিব। তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, অবিলম্বেই এই শূলপ্রহারে যমালয়ে গমন করিবি।" এই বলিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে ঐ শূল নিক্ষেপ করিলেন। অষ্টঘণ্টাযুক্ত ঘোরদর্শন শূল অন্তরীক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বিদ্যুতের ন্যায় দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া মহানাদে যাইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র যেরূপ যুগান্তাগ্নিকে জলধারায় নিবারণ করেন, তদ্রূপ রামচন্দ্র ঐ ভয়ঙ্কর শূলকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শর-

ধারায় নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু অগ্নি যেরূপ পতঙ্গগণকে ভস্মসাৎ করেন, তদ্রূপ রাক্ষসরাজের শূল রামচন্দ্রের শরজালকে ভস্মীভূত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইলেন এবং মাতলি কর্তৃক আনীত ইন্দ্রের মনোমত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বলপূর্ব্বক উত্তোলিত হইবামাত্র যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় দশদিক ও অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল এবং বেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঘণ্টারবে নিনাদিত হইয়া রাবণের শূলের উপরি গিয়া পড়িল। শূল তৎক্ষণাৎ ছিন্নভিন্ন ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

অনন্তর রামচন্দ্র সরলগামী শরজালে রাক্ষসরাজের বেগবান উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ ভেদ করিয়া তিনটী নিশিত শরে তাঁহার বক্ষঃ ও ললাট বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে শরে শরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হওয়াতে রাবণের গাত্র হইতে বেগে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং বহু হস্ত ও মস্তক নিবন্ধন তিনি শাখাবহুল পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

চতুরধিকশততম সর্গ।

রাবণের মোহ।

বলগর্ব্বিত রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রের শরজালে পীড়িত হইয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি আরক্তনয়নে শরাসন উদ্যত করিয়া লইলেন এবং মেঘ যেরূপ তড়াগোপরি জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ রামচন্দ্রের উপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়বীর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রাবণনিক্ষিপ্ত শরজাল নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসবীর ক্রোধভরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তেজোময় সহস্র সহস্র শর ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ঐ সমস্ত শরে ছিন্ন ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইয়া অরণ্যে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে ঐ মহাতেজা বীর যুগান্তকালীন আদিত্যের ন্যায় তেজোময় শরজাল গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। শরে শরে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া গেল; ঐ নিবিড় অন্ধকারে উহাঁরা আর পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর রামচন্দ্র হাস্য করিয়া ক্রোধভরে পরুষবাক্যে রাবণকে কহিতে লাগিলেন, "রে রাক্ষসাধম! তুই না বুঝিয়া আমার অসহায়া ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিস্;

সেই পাপে অদ্য প্রাণ হারাইবি। পাপিষ্ঠ! আমি নিকটে ছিলাম না, জানকী সেই মহারণ্যে একাকিনী ছিলেন; এমন সময়ে তুই তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনিয়া আবার আপনাকে বীর জ্ঞান করিস্? নির্লজ্জ! অনাথা স্ত্রীলোকের প্রতি কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়া আপনাকে শূর বিবেচনা করিস্? পাপাত্মন্! তুই সৎপথভ্রষ্ট ও দুশ্চরিত্র। তুই বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দম্ভভরে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়াছিস্। শুনিয়াছি, তুই যক্ষেশ্বর কুবেরের ভ্রাতা ও মহাবল; সে যাহা হউক, তুই অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া বড়ই শ্লাঘনীয়, মহৎ ও যশস্কর কার্য্য করিয়াছিস্। তুই এতদিন গর্ব্বভরে হিতাহিত বিবেচনা করিস্ নাই; এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইবি। নির্ব্বোধ! তুই আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিস্, কিন্তু চৌরের ন্যায় পরস্ত্রী অপহরণ করিয়া কি তুই লজ্জিত নহিস্? যদি সেই দিন তুই আমার সাক্ষাতে সীতার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতিস্, তাহা হইলে তোকে তৎক্ষণাৎ ভ্রাতা খরের অনুগামী হইতে হইত। যাহা হউক, মূঢ়! তুই অদ্য ভাগ্যবলেই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্। অদ্য আমি সুতীক্ষ্ণ শরজালে তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। অদ্য মাংসাশী পশুপক্ষিগণ তোর কুণ্ডলশোভি ধূলিধূসরিত শরচ্ছিন্ন মস্তক রণস্থলের ইতস্তত আকর্ষণ করিবে। অদ্য তুই যখন বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইবি, তখন তৃষার্ত্ত গৃধ্র-গণ তোর বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া মহাসুখে বাণের ব্রণ-মুখোত্থিত রুধির পান করিবে এবং গরুড় যেরূপ মহোরগ-

গণকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ পক্ষিগণ তোর অন্ত্রনাড়ী আকর্ষণ করিতে থাকিবে।”

শত্রুনাশন মহাবীর রামচন্দ্র রাবণকে এইরূপে ভৎর্সনা করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে শরবৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়বীরের বলবীর্য্য, উৎসাহ, অস্ত্রবল ও জয়াকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অস্ত্ররহস্য সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং হর্ষভরে ক্ষিপ্রকারিতা আশ্চর্য্যরূপ বর্দ্ধিত হইল। তিনি আত্মগত এই সমস্ত শুভ নিমিত্ত দর্শন করিয়া রাবণকে অধিকতর পীড়ন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ ক্রমশ বানরগণের প্রস্তরবৃষ্টি এবং রামচন্দ্রের শরবৃষ্টিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তিনি শস্ত্রপ্রয়োগ বা শরাসন আকর্ষণ কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে মূর্চ্ছিত ও যুদ্ধকরণে নিতান্ত অক্ষম জানিয়া তাঁহার বধসাধনে আর ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে রাক্ষসরাজকে যে সমস্ত শরক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া তাঁহার সারথি সভয়ে ও শশব্যস্তে রণস্থল হইতে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

রাবণের রণস্থলে প্রত্যাগমন।

কালপ্রেরিত রাক্ষসরাজ কিয়ৎকাল পরে মোহমুক্ত হইলেন এবং আপনাকে রণস্থল হইতে দূরে আনীত দেখিয়া আরক্তনেত্রে সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রে পাপিষ্ঠ! আমি কি বীর্য্যহীন ও অশক্ত? আমি কি ক্ষুদ্র ভীরু ও অধীর? আমি কি কাপুরুষ? আমার কি তেজ নাই? রাক্ষসী মায়া কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? না আমি অস্ত্রবিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছি? যে তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিলি? নির্ব্বোধ! তুই কিজন্য আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া রণস্থল হইতে রথ লইয়া পলাইয়া আসিলি? নীচ! আজ তোর এই কার্য্যে আমার চিরকালার্জ্জিত যশ, বীর্য্য ও তেজ নষ্ট হইল। আমার অসাধারণ বীরত্বের প্রতি এতকাল লোকের যে বিশ্বাস ছিল, আজ একমাত্র তোর দোষেই সে বিশ্বাস দূর হইল। অদ্ভুত বিক্রম প্রদর্শনের দ্বারা যাহার মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে, আজ তুই সেই খ্যাতবীর্য্য শত্রুর নিকট আমাকে কাপুরুষ ও অপদস্থ করিলি। পাপাত্মন্! তুই যখন কিছুতেই রণস্থলে রথ লইয়া যাইতেছিস্ না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, শত্রু তোকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছে। ফলত তুই আজ যে কার্য্য করিয়াছিস,

তাহা কদাচ হিতার্থী সুহৃদের উপযুক্ত নহে; প্রচ্ছন্ন শত্রুই এরূপ করিতে পারে। যাহা হউক, যদি তুই চিরকাল আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া থাকিস্ ও যদি মৎকৃত অশেষ উপকার তোর স্মরণ থাকে, তাহা হইলে শত্রু প্রস্থান না করিতে করিতেই তুই রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল্।”

নির্ব্বোধ রাক্ষসরাজ এইরূপ পরুষ বাক্যে ভর্ৎসনা করিলে সুবোধ সারথি অনুনয় পূর্ব্বক কহিল, “রাক্ষসরাজ! আমি ভীত, মূঢ়, প্রমত্ত বা নিঃস্নেহ নহি। শত্রু আমাকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে নাই এবং আমি আপনার উপকার পরম্পরাও বিস্মৃত হই নাই। আমি স্নেহবশত আপনার যশোরক্ষা ও হিতসাধনের উদ্দেশেই শুভবুদ্ধিতে এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। মহারাজ! আপনি না বুঝিয়া প্রিয়কারী ভৃত্যের প্রতি নীচাশয় ক্ষুদ্র ব্যক্তির অনুরূপ দোষারোপ করিবেন না। সমুদ্রের জলোচ্ছাসে যেরূপ নদীবেগ প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ আমি কিজন্য আপনার রথ প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন্। আমি দেখিলাম, আপনি ঘোর যুদ্ধের শ্রমে ক্লান্ত এবং শত্রু অপেক্ষা হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার রথযোজিত এই সমস্ত অশ্বও জলধারাসিক্ত গোসমূহের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত, নিরুদ্যম ও অবসন্ন হইয়াছিল। তৎকালে রণস্থলে যে সকল দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল; তাহাও আমাদের পক্ষে প্রতিকূল। মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সারথির অনেক বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। দেশ কাল, শুভাশুভ নিমিত্ত, ইঙ্গিত, অনুৎসাহ,

হর্ষ ও খেদ, ভূমির উচ্চনীচতা, যুদ্ধকাল, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ, রথের উপযান, অপসর্পন ও স্থিতি তাহার বিশেষরূপ বিদিত থাকা চাহি। বীর! আমি আপনার ও অশ্বগণের শ্রান্তি-দূরকরণার্থ যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা কোনমতেই অন্যায় হয় নাই। মহারাজ! আমি নিজের ইচ্ছামতেই রথ প্রতি-নিবৃত্ত করি নাই, আপনার প্রতি স্নেহবশতই এরূপ করি-য়াছি। অতঃপর আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি অনন্যমনে তাহাই করিব।"

রাক্ষসরাজ সারথির এই অনুনয়পূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া যুদ্ধা-কাঙ্ক্ষায় কহিলেন, "সূত! তুমি পুনরায় সত্বর রামের নিকট আমার রথ লইয়া চল। রাবণ সমরে শত্রুকে বধ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।" এই বলিয়া রাক্ষসরাজ সারথিকে পারিতোষিক স্বরূপ স্বীয় উৎকৃষ্ট হস্তাভরণ প্রদান করিলেন। সারথিও দ্রুতবেগে রণস্থলাভিমুখে রথ লইয়া চলিল।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

আদিত্য স্তব।

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের সহিত যুদ্ধদর্শনার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন এবং রামচন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "রাম! তুমি যাহার প্রভাবে সমরে শত্রুকে পরাজয় করিতে পারিবে, আমি আদিত্যহৃদয় নামক সেই সনাতন পবিত্র স্তোত্র তোমাকে শ্রবণ করাইতেছি। এই স্তোত্র পবিত্র, শত্রুনাশন ও গোপ্য। ইহা সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং সমস্ত পাপের ধ্বংসকারী। ইহাতে চিন্তা ও শোক বিদূরিত হয়, আয়ু বৰ্দ্ধিত হয় এবং পরিণামে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

বৎস! এই সূর্য্যদেব রশ্মিমান ও উদয়শীল; ইনি দেবাসুরেরও পূজ্য, ভাস্কর ও ভুবনেশ্বর; তুমি ইহাঁকে পূজা কর। ইনি সৰ্ব্বদেবময় ও তেজস্বী; ইনি রশ্মি দ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং রশ্মি দ্বারাই দেবাসুর ও লোকগণকে পালন করিয়া থাকেন। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি; ইনি ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও বরুণ; ইনি পিতৃগণ বসু ও সাধ্যগণ; ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয় মরুৎ ও মনু; ইনি বায়ু, বহ্নি, প্রজা, প্রাণ, ঋতুকৰ্ত্তা ও প্রভাকর; ইনি আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পূষা ও গভস্তিমান; ইনি হিরণ্যরেতা ও দিবাকর; ইনি হরিদশ্ব, সপ্তাশ্ব, সহস্ররশ্মি ও মরীচিমান;

ইনি তিমিরবিধ্বংসী, শম্ভু, ত্বষ্টৃ, মার্ত্তণ্ড ও অংশুমান ; ইনি হিরণ্যগর্ভ, শিশির, তপন, অহস্কর ও রবি ; ইনি অগ্নিগর্ভ, অদিতিপুত্র,শঙ্খ ও শিশিরনাশন ; ইনি ব্যোমকর্ত্তা,তমোঘ্ন এবং ঋক যজু সামাদি বেদত্রয়প্রতিপাদ্য ; ইনি মেঘোৎপাদক এবং স্বপথে শীঘ্রগামী ; ইনি আতপী মণ্ডলী, মৃত্যু পিঙ্গল ও সর্ব্বসংহারক ; ইনি কবি, বিশ্ব,তেজোময়,রক্ত এবং সমস্ত কার্য্যের হেতু ; ইনি নক্ষত্র,গ্রহ ও তারাগণের অধিপতি ও বিশ্বভাবন ; ইনি তেজস্বীগণের মধ্যেও তেজস্বী এবং দ্বাদশাত্মা ; ইহাঁকে নমস্কার। ইনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম পর্ব্বত এবং জ্যোতির্গণের পতি ; ইহাঁকে নমস্কার। ইনি জয়, জয়ভদ্র, হর্য্যশ্ব, সহস্রাংশু, উগ্র, বীর ও ওঙ্কার প্রতিপাদ্য ; ইহাঁকে নমস্কার। ইনি পদ্মোন্মেষকর ও প্রচণ্ড ; ইনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবেরও ঈশ্বর এবং আদিত্যের আন্তর জ্ঞানস্বরূপ ; ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক ও সর্ব্বভুক ; ইনি রুদ্রমূর্ত্তি, তমোঘ্ন, হিমঘ্ন ও অপরিচ্ছিন্নস্বভাব ; ইনি কৃতঘ্নহন্তা, তপ্তকাঞ্চনপ্রভ, বিশ্বকর্ম্মা ও লোকসাক্ষী ; ইহাঁকে নমস্কার। ইনি ভূতগণকে সৃজন ও সংহার করিতেছেন। ইনি রশ্মিদ্বারা শোষণ, তাপন ও বর্ষণ করিয়া থাকেন। জীবগণ যখন নিদ্রিত থাকে তখনও ইনি জাগরিত থাকেন। ইনি স্বয়ং অগ্নিহোত্র এবং অগ্নিহোত্রিদিগের ফলপ্রদ ; ইনিই যজ্ঞদেব, যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। জীবলোকে যে সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইনি সেই সমস্ত কার্য্যেরই সঙ্ঘটক। যিনি জ্বরাদিদুঃখ, চৌরাদি ভয় এবং মহারণ্যে ইহাঁর পূজা করেন, তিনি কদাচ অবসন্ন হন্ না। রাম তুমি একাগ্রচিত্তে এই দেবদেব জগৎপতিকে পূজা কর।

এই আদিত্যহৃদয় স্তোত্র তিনবার জপ করিলেই তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়ী হইবে এবং রাবণকে এই মুহূর্ত্তেই সংহার করিতে পারিবে।” এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য যথাস্থানে গমন করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহার বাক্যে চিন্তা দূর করিলেন এবং সংযতচিত্তে মন্ত্রধারণ পূর্ব্বক যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি তিনবার আচমন পূর্ব্বক ধনুর্গ্রহণ করিলেন এবং রাবণবধার্থ উদ্যত হইয়া রহিলেন।

এদিকে সূর্য্যদেবও রাবণের মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং দেবগণের মধ্যগত হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, “বৎস! সত্বর হও।”

সপ্তাধিকতম সর্গ।

রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধারম্ভ।

রাক্ষসরাজ রাবণের সারথি হৃষ্টমনে রণস্থলাভিমুখে রথ লইয়া চলিল। ঐ রথ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় বিচিত্র, নানাবিধ যুদ্ধোপকরণে পূর্ণ ও ধ্বজপতাকায় শোভিত। স্বর্ণমাল্য-ভূষিত কৃষ্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ উহাতে যোজিত ছিল। উহা শত্রুপক্ষের বিনাশন ও স্বপক্ষের হর্ষবর্দ্ধন। উচ্চতা-নিবন্ধন উহা যেন আকাশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে

এবং উহার ঘর্ঘর শব্দে বসুন্ধরা নিনাদিত হইতেছে। ঐ রথ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং স্বতেজে প্রদীপ্ত। উহা দেখিতে প্রকাণ্ড মেঘের ন্যায়; উড্ডীয়মান পতাকাসমূহই উহার বিদ্যুৎ, বিচিত্র বর্ণই ইন্দ্রধনু এবং শরধারাই জলধারা। উহা বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের শব্দের ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর রবে রণস্থলাভিমুখে আসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর রামচন্দ্র নবচন্দ্রকলাবৎ বক্রাকার ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক দেবসারথি মাতলিকে কহিলেন, "মাতলি! ঐ দেখ, শত্রুর রথ মহা-বেগে আগমন করিতেছে। যখন দুরাত্মা আমার দক্ষিণ পার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে আসিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমাকে বধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। অতএব তুমি সাবধানে উহার অভিমুখে চল। বায়ু যেরূপ উত্থিত মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ আমি অদ্য উহাকে ছিন্নভিন্ন করিব। তুমি অব্যাকুলমনে রথ চালনা কর, অশ্বের প্রতি চক্ষু ও মন স্থির রাখ এবং রশ্মির মোচন ও সংযমে সতর্ক হও। তুমি সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্রের সারথি; আমি তোমাকে কার্য্যকৌশল শিক্ষা দিতেছি না, কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র।"

মাতলি রামচন্দ্রের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রথ চালনা করিলেন এবং রাবণের রথ দক্ষিণে রাখিয়া চক্রোত্থিত ধূলিজালে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজ আর পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাম-চন্দ্রও ক্রোধ ও ধৈর্য্যসহকারে প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু এবং সূর্য্যের

রশ্মিতুল্য খরধার বেগবান শর সকল গ্রহণ করিলেন। ক্রমশ বীরদ্বয় গর্ব্বিত সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের বধাকাঙ্ক্ষায় ঘোর সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ রাবণের বধকামনা করিয়া এই অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শনার্থ অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রাক্ষসরাজের বিনাশ ও রামচন্দ্রের অভ্যুদয়সূচক রোমহর্ষণ দারুণ উৎপাত-সমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। পর্জ্জন্যদেব রাবণের রথোপরি রক্তবৃষ্টি করিলেন; প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে প্রবাহিত হইল। গৃধ্রগণ, রাবণের রথ যে যে স্থানে যাইতে লাগিল, সেই সেই স্থানে অন্তরীক্ষে তাহার অনুসরণ করিল। লঙ্কা সহসা জবাপুষ্পবৎ সন্ধ্যারাগে আচ্ছন্ন এবং দিবাভাগেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রাক্ষসদিগের অন্তঃকরণে ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক কঠোর বজ্রধ্বনির সহিত উল্কাপাত আরম্ভ হইল। রাবণ যে যে স্থানে যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই ভূমিকম্প হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসগণ ভয়ে স্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিল। তাম্র, পীত, শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণের সূর্য্যরশ্মি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়া গৈরিক ধাতুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। গৃধ্রানুগত শৃগালগণ অগ্নি উদ্গার পূর্ব্বক রাক্ষসরাজের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে অমঙ্গল রব করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রতিকূল বায়ু চতুর্দ্দিকে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া উহাঁর দৃষ্টি লোপ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসসৈন্যের মস্তকোপরি বিনা মেঘে কঠোরস্বরে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। দিক্ বিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল ধূলিজালে

দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। শারিকাগণ দারুণ স্বরে পরস্পর ঘোর কলহ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজের রথে আসিয়া পতিত হইল। অশ্বগণের জঘন হইতে অগ্নিকণা এবং নেত্র হইতে অশ্রু অনবরত নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণের চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত এবং আরও অন্যান্য ভয়াবহ উৎপাত দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে মাতলি বুঝিলেন যে, রাবণের মৃত্যুকাল আসন্ন। রামচন্দ্রও স্বপক্ষে জয়সূচক শুভনিমিত্ত দর্শন করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং বলবিক্রম প্রদর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ।

অনন্তর রামচন্দ্র ও রাবণের সর্ব্বলোকভয়াবহ সুমহৎ দ্বৈরথ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া সবিস্ময়ে ও আকুল হৃদয়ে বীরদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। তৎকালে উহারা পরস্পরের আক্রমণ বিষয়ে উদ্যমশূন্য; রাক্ষসগণ রাবণকে এবং বানরগণ রামকে বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। রাক্ষস ও মনুষ্যবীর অটল

ক্রোধে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা শুভাশুভ নিমিত্ত দর্শনে স্ব স্ব ভাগ্য বিষয়ে এক প্রকার স্থির নিশ্চয় হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র জানিতেন, তাঁহার জয়লাভ নিশ্চিত; রাবণও জানিতেন, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই উভয়ে স্ব স্ব বীর্য্যসর্ব্বস্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহাবল রাক্ষসরাজ ক্রোধভরে রামচন্দ্রের ধ্বজদণ্ড লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শর দিব্য রথের ধ্বজদণ্ড স্পর্শও করিল না, অন্য এক স্থানে প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন তেজস্বী রামচন্দ্রও রাবণের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিবার সঙ্কল্পে তাঁহার ধ্বজদণ্ডে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত একটী শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে রাবণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং আরক্তনেত্রে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়াই প্রদীপ্ত শরজালে রামচন্দ্রের রথযোজিত অশ্বসমূহ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তদ্দারা ঐ সমস্ত দিব্য অশ্বের গতিস্খলন বা মোহ কিছুই হইল না; প্রত্যুত উহারা যেন পদ্মনালে আহত হইয়া সুখানুভব করিতে লাগিল। অশ্বগণের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি মায়াবলে গদা, পরিঘ, চক্র, মুশল, শূল, পরশু, পর্ব্বত, বৃক্ষ এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উদ্যম কিছুতেই নিবারিত হয় না। অল্পকালমধ্যেই রাক্ষস-

রাজের অস্ত্র শস্ত্রে ও তাহাদিগের রোমহর্ষণ শব্দে রণস্থল যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাবণ রামচন্দ্রের রথ পরিত্যাগ করিয়া বানর-সৈন্যের উপরি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প-কাল মধ্যেই শরজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন। রামচন্দ্রও উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া হাস্যমুখে এক কালে শত সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের প্রদীপ্ত শরজালে যেন একটী দ্বিতীয় উজ্জ্বল আকাশ প্রস্তুত হইল। তাঁহাদের উভয়েরই শর অব্যর্থ এবং লক্ষ্যভেদ ও প্রতিপক্ষের শর নিবারণে সমর্থ। ঐ সমস্ত শর পরস্পরের প্রতিঘাতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। বীরদ্বয় পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে অবস্থিতি করিয়া অনবরত বাণবর্ষণ করিতেছেন। রাবণ রামচন্দ্রের অশ্বসমূহকে এবং রামচন্দ্র রাবণের অশ্ব-সমূহকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের পর-স্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধ যার পর নাই তুমুল ও রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল।

নবাধিকশততম সর্গ।

রাবণবধার্থ রামচন্দ্রের চিন্তা।

রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধের বিরাম নাই। ভূতগণ বিস্মিতনেত্রে এই অদ্ভুত রোমহর্ষণ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ, পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং পরস্পরের বধার্থ উৎসুক। উহাঁদের সারথিদ্বয়ও মণ্ডল, বীথী, গত, প্রত্যাগত প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক রথ চালনা করিতেছেন। তৎকালে রণভূমির ইতস্তত সঞ্চরণশীল রথদ্বয় অবিরল নিঃসৃত শরজালে ধারাবর্ষী প্রকাণ্ড মেঘদ্বয়ের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। রাক্ষস ও মনুষ্যবীর কিয়ৎকাল বহুবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক অবশেষে পুনরায় পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহারা পরস্পরের এত নিকটবর্ত্তী হইলেন যে, একজনের ধুরকাষ্ঠ অপরের ধুরকাষ্ঠের সহিত, একজনের অশ্বের মুখ অপরের অশ্বের মুখের সহিত এবং একজনের পতাকা অপরের পতাকার সহিত মিলিত হইল। অনন্তর রামচন্দ্র সহসা চারিটি নিশিত প্রদীপ্ত শর প্রয়োগ পূর্ব্বক রাবণের চারিটী অশ্ব অপসারিত করিয়া দিলেন। তেজস্বী রাক্ষসরাজ তদ্দর্শনে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং রামচন্দ্রের প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়বীর উহাঁর শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা

বিচলিত হইলেন না। বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত রাবণের প্রতি বজ্রসার শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ ইন্দ্রসারথি মাতলিকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শরজাল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতলি উহাঁর শরে কিছুমাত্র ব্যথিত বা মোহিত হইলেন না। কিন্তু রামচন্দ্র নিজের পরাভব অপেক্ষা মাতলির এই পরাভবে অধিকতর রুষ্ট হইয়া শরজালে রাবণকে বিমুখ করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি উহাঁর রথ লক্ষ্য করিয়া এককালে বিংশতি, ত্রিংশতি, ষষ্টি, শত বা সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণও যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গদা ও মুশল বর্ষণ পূর্ব্বক পীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমশ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ যার পর নাই তুমুল ও রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। গদা, মুশল ও পরিঘের শব্দে এবং শরজালের পুঙ্খবায়ু দ্বারা সপ্তসাগর ক্ষুভিত হইল। পাতালবাসী অসংখ্য দানব ও পন্নগ ব্যথিত, সশৈলকাননা পৃথিবী বিচলিত, সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ এবং বায়ু নিশ্চল হইয়া গেল। অন্তরীক্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি, কিন্নর ও নাগগণ যার পর নাই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। "গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, লোক সকল নিত্য নির্ব্বিঘ্নে থাকুক, রামচন্দ্র যুদ্ধে রাবণকে জয় করুন," দেব ও ঋষিগণ এই কথা বলিতে বলিতে সভয়ে ঐ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরাগণ এই রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "সমুদ্র আকাশের ন্যায় এবং আকাশ সমুদ্রের ন্যায়, কিন্তু রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ রামচন্দ্র ও রাবণেরই ন্যায়।"

অনন্তর রঘুকুলতিলক মহাবল রামচন্দ্র শরাসনে আশী-বিষোপম শরসন্ধান করিয়া ক্রোধভরে রাবণের জ্বলিতকুণ্ডল-শোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ত্রিলোকের সমস্ত লোক স্বচক্ষে দেখিলেন, রাবণের মস্তক ভূতলে পতিত হইয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরক্ষণেই কর্ত্তিত মস্তকের অনুরূপ রাবণের অপর একটী মস্তক উত্থিত হইল। ক্ষিপ্রকারী রামচন্দ্র অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিলেন; কিন্তু পুনরায় আর একটী মস্তক উত্থিত হইলেন। রামচন্দ্র বজ্রতুল্য শরে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমান্বয়ে শত শত তুল্যাকার মস্তক ছেদন করিলেন, কিন্তু রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট হইল না।

তখন সর্ব্বাস্ত্রবিৎ রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, "যদ্দারা মারীচ, খর, দূষণ ক্রৌঞ্চবনবর্ত্তী গর্ত্তে বিরাধ এবং দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে; যদ্দারা সপ্ততাল বিদীর্ণ, পর্ব্বত সকল চূর্ণ, মহাবল বালী নিহত এবং অনন্ত সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়াছে, ইহারা ত সেই সমস্তই বাণ। ইহাদের অমোঘত্বে আমার পূর্ব্বে কখন অপ্রত্যয় হয় নাই। কিন্তু তথাপি যে ইহারা রাবণের প্রতি হীনতেজ হইল, ইহার কারণ কি?" তৎকালে রামচন্দ্র এই চিন্তায় যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিলেন; তথাপি যুদ্ধকার্য্যে অপ্রমত্ত না হইয়া অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে রথারূঢ় রাক্ষস-রাজও ক্রোধভরে গদা ও মুশল বর্ষণ দ্বারা উহাঁকে নিবারণ করিতেছিলেন। উভয়ের যুদ্ধ তুমুল ও রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ

অন্তরীক্ষ, গিরিশৃঙ্গ ও পৃথিবীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক দিবারাত্র এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। কি দিবা, কি রাত্রি, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, রাম ও রাবণের যুদ্ধের আর বিরাম নাই।

দশাধিকশততম সর্গ।

রাবণ বধ।

অনন্তর দেবসারথি মাতলি রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বীর! আপনি যেন কিছু না জানিয়াই, রাবণবধে এরূপ চিন্তিত হইয়াছেন। প্রভো! এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করুন্। সুরগণকর্ত্তৃক রাবণের যে মৃত্যুকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত।"

মাতলি এই বাক্য স্মরণ করাইয়া দিবামাত্র রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে অমিতপ্রভাব ভগবান প্রজাপতি ত্রিলোকজয়াকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রকে ঐ মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ অস্ত্রের পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলমুখে সূর্য্য ও অগ্নি, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় মেরু ও মন্দর পর্ব্বত অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বতেজপ্রদীপ্ত, সুবর্ণভূষিত

ও সর্ব্বভূতের সারাংশে নির্ম্মিত। উহা বজ্রসার, ঘোরনাদী, রক্তমেদলিপ্ত এবং সধূম প্রলয়বহ্নির ন্যায় ভীষণ। উহা নর, নাগ, অশ্ব এবং দ্বার, পরিঘ, গিরি প্রভৃতির ভেদন। কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণ উহার প্রসাদে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। উহা ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় বা সাক্ষাৎ যমের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর। বানরেরা ঐ ভয়ঙ্কর অস্ত্র দর্শনে আনন্দিত এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইল। মহাবল রামচন্দ্র ঐ মহাস্ত্র বেদোক্ত বিধানক্রমে মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। উহা যোজিত হইবামাত্র সমস্ত প্রাণী ভীত ও পৃথিবী কম্পিত হইল। রামচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া এই মর্ম্মবিদারণ শর রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও কৃতান্তের ন্যায় দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রম বীর রামচন্দ্রের বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সবেগে রাবণের উপরি গিয়া পড়িল এবং তাঁহার বক্ষঃ ভেদ ও প্রাণ হরণ পূর্ব্বক রুধিরাক্তদেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাক্ষসরাজের হস্ত হইতে শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল এবং তিনি বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় মৃতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন। এদিকে অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মাস্ত্রও স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিনীতবৎ তূণীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল।

রাক্ষসরাজ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট অনাথ রাক্ষসগণ প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা রামচন্দ্রের বিজয় দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ হস্তে উহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। হতাশ্রয় রাক্ষসগণ

বানরগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বাষ্পাকুল দীনমুখে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল।

তৎকালে বিশাল বানরসৈন্য রাবণবধে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া "জয় রামচন্দ্রের জয়" বলিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহ-নাদ আরম্ভ করিল। অন্তরীক্ষে দেবদুন্দুভি মধুর ও গম্ভীর নিনাদে বাজিয়া উঠিল। দিব্যগন্ধবহ সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। আকাশে রামচন্দ্রের রথোপরি দুর্লভ ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গগণে দেবগণকৃত রামচন্দ্রের সাধুবাদ ও স্তব শ্রুত হইল। সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দুরাত্মা রাবণ নিহত হওয়াতে সকলেই যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন। রামচন্দ্রের এই মহৎ কার্য্যে সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তৎকালে সুরগণ নিশ্চিন্ত, দিক্ সকল সুপ্রসন্ন, আকাশ নির্ম্মল, পৃথিবী নিশ্চল, বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত এবং দিবাকর পূর্ণপ্রভায় শোভিত হইলেন।

অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ জগৎপূজনীয় জগদেকবীর রামচন্দ্রের জয় জয় রবে পূজা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্রও স্বজনসৈন্যে পরিবৃত হইয়া দেবগণ-বেষ্টিত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

বিভীষণের বিলাপ।

মহাবল ভ্রাতা রাবণকে রণস্থলে শয়ান দেখিয়া বিভীষণের শোকবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "বীর! মহার্হ শয্যাই তোমার উপযুক্ত; আজ তুমি কিজন্য সুদীর্ঘ অঙ্গদভূষিত নিশ্চেষ্ট বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া ধরাতলে শয়ান আছ? বীর! আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল তোমার এই রত্নমুকুট মস্তক হইতে স্খলিত ও ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে, তুমি উহা কিজন্য গ্রহণ করিতেছ না? বীর! পূর্ব্বে কাম ও মোহবশত তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর নাই; কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাই ঘটিল। প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক, তুমি এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক রাক্ষসবীর গর্ব্বভরে আমার সদুপদেশ গ্রহণ কর নাই; এক্ষণে তাহার এই ফল ফলিল। হায়! রাক্ষসনাথ! তুমি বীরগতি লাভ করিলে; এক্ষণে ধার্ম্মিকগণের সেতু ভগ্ন, ধর্ম্মের বিগ্রহ নষ্ট এবং বলবীর্য্যের আশ্রয়স্থান বিলুপ্ত হইল। হায়! অদ্য সূর্য্যদেব ভূতলে পতিত হইলেন, চন্দ্র অন্ধকারে নিমগ্ন হইল, অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, অধ্যবসায় গুণ জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমিই যখন ধূলিতে নিদ্রিতের ন্যায় শয়ান আছ, তখন হতভাগ্য লঙ্কানিবাসিগণের আর কি

আছে? হায়! অদ্য রামরূপ প্রবল প্রভঞ্জন রাবণরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষকে চূর্ণ করিয়াছে; ধৈর্য্য ঐ বৃক্ষের পত্র, বেগই পুষ্প, তপস্যাই বল এবং শৌর্য্যই দৃঢ়মূল। হায়! অদ্য রাবণরূপ গন্ধহস্তী রামরূপ সিংহ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন; তেজই ঐ হস্তীর দন্ত, উন্নত কুলই মেরুদণ্ড, কোপই হস্তপদ এবং প্রসন্নতাই শুণ্ড। হায়! অদ্য রাবণরূপ অগ্নি রামরূপ মেঘ দ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়াছে; পরাক্রম ও উৎসাহ ঐ অগ্নির জ্বালা, ক্রোধকালীন নিশ্বাসই ধূম এবং বলই দাহশক্তি। হায়! অদ্য রাবণরূপ বৃষ রামরূপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে; রাক্ষসগণই উহার লাঙ্গূল, ককুদ ও শৃঙ্গ এবং চপলতাই উহার কর্ণ ও চক্ষু। ঐ বৃষ শত্রুবিজয়ী এবং বেগে বায়ুতুল্য ছিল।"

মহাত্মা রামচন্দ্র, শোকাকুল বিভীষণকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, "বীর! এই প্রচণ্ডতেজা উৎসাহশীল মৃত্যুশঙ্কারহিত রাক্ষসবীর যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হয়েন নাই; দৈববশতঃ ইহাঁর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া যে সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ বীর যুদ্ধে বিনষ্ট হয়েন, তাঁহারা কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। যে মহাবল এককালে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শঙ্কিত করিতেন, তাঁহার মৃত্যুতে শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যুদ্ধে কিছু নিয়তই জয়লাভ হয় না। বীরগণ হয় শত্রুকে বিনষ্ট করেন, অথবা শত্রুহস্তে বিনষ্ট হয়েন। এই ক্ষত্রিয়সম্মত গতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট এবং নিহত ক্ষত্রিয়ের জন্য যে শোক করা অনুচিত, ইহাও

তাঁহারা কহিয়া গিয়াছেন। বীর! তুমি এই তত্ত্বে স্থির-নিশ্চয় হইয়া শোক দূর কর এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা কর।”

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে শোকাকুল বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, “বীর! পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রমুখ সমগ্র দেবগণও রাবণকে পরাজিত করিতে পারেন নাই; কিন্তু বেলাপ্রাপ্ত সমুদ্রের ন্যায় ইনি অদ্য আপনার হস্তে পরাস্ত হইলেন। ইনি যাচকগণকে অর্থদান, নানারূপ ভোগ্যবস্তু উপভোগ, ভৃত্য-বর্গকে পোষণ, মিত্রগণকে হৃষ্ট এবং শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতেন। ইনি অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠাতা, বেদান্তপারগ, মহাতপা এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর; এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে আমি ইহাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করি।”

মহাত্মা রামচন্দ্র বিভীষণের এই করুণ বাক্যে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “বীর মৃত্যুই শত্রুতার অবধি। এক্ষণে আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি ইহাঁর সংস্কার কর। অতঃপর রাবণ যেমন তোমার স্নেহপাত্র, আমারও সেইরূপ, জানিও।”

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রাবণের মহিষীগণের বিলাপ।

অনন্তর রাক্ষসীগণ রাবণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে শোকাকুল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহাদের কেশপাশ আকুল এবং বার বার নিবারিত হইলেও উহারা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে। উহারা সকলেই হতবৎসা ধেনুর ন্যায় শোকার্ত্ত। ঐ সমস্ত রাক্ষসী লঙ্কার উত্তর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং "হা নাথ! হা আর্য্যপুত্র!" বারংবার এই কথা বলিতে বলিতে রক্তকর্দ্দমবহুল কবন্ধপূর্ণ ভীষণ রণভূমিতে বিচরণ করিয়া মৃতপতির অন্বেষণ করিতে লাগিল। উহারা যূথপতিবিহীন করিণীর ন্যায় ভর্ত্তৃশোকে অধীর এবং উহাদের লোচন বাষ্পাকুল। উহারা দেখিল, মহাকায় মহাবীর্য্য মহাদ্যুতি কজ্জলস্তূপ কৃষ্ণ রাবণ বিনষ্ট হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান আছেন। রাক্ষসীরা এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিবামাত্র ছিন্ন লতার ন্যায় রাক্ষসরাজের গাত্রোপরি পতিত হইল এবং কেহ উহাঁকে সাদরে আলিঙ্গন, কেহ বা উহাঁর কর, চরণ ও কণ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা কেহ উহাঁর ভুজদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত, কেহ বা উহাঁর মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইল। কেহ স্বীয় ক্রোড়ে স্বামীর মস্তক তুলিয়া লইয়া মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক করুণকণ্ঠে বিলাপ

করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তুষারসলিলে পদ্মের ন্যায় অশ্রু-জলে স্বামীর মুখ সিক্ত করিয়া তুলিল। তৎকালে ঐ সমস্ত রাক্ষসী কুররীর ন্যায় দীনস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "হায়! যাহাঁর ভয়ে ইন্দ্র ও যম সশঙ্কিত থাকিত, যিনি কুবেরের পুষ্পক রথও বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন, যিনি রণস্থলে ত্রিলোকের অন্তঃকরণেও ভয় উৎপাদন করিতেন, আজ তিনিই বিনষ্ট হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান আছেন। সুরাসুর ও পন্নগ হইতেও যাহাঁর কিছুমাত্র ভয় ছিল না, আজ কি একজন সামান্য মনুষ্য হইতে তাঁহার ভয় উপস্থিত হইল? যিনি দেব, দানব ও রাক্ষসের অবধ্য, আজ কি তিনি একজন সামান্য নরের হস্তে বিনষ্ট হইলেন? সুরাসুর যক্ষও যাহাঁর সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিত না, আজ কি তিনি নিতান্ত নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় একজন সামান্য মনুষ্যের হস্তে প্রাণ হারাইলেন?

হায় মহারাজ! তুমি তৎকালে হিতবাদী সুহৃদ্গণের বাক্যে অবহেলা করিয়া কেবল মৃত্যুর নিমিত্তই সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলে। তুমি এই কার্য্যের দ্বারা রাক্ষসগণকে উৎসন্ন করিলে এবং আমাদিগকেও মৃত্যুমুখে ফেলিলে। তোমার ভ্রাতা মহাত্মা বিভীষণ তোমাকে কতই হিত উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মৃত্যুমোহে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারই অবমাননা করিলে। হায়! যদি তুমি সেই সময়ে রাম-চন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ করিতে, তাহা হইলে অদ্য এই ঘোর সর্ব্বনাশকর বিপদ উপস্থিত হইত না। তাহা হইলে তোমার ভ্রাতা বিভীষণ সন্তুষ্ট থাকিতেন, রামচন্দ্র সুহৃদ হইতেন, আমরা

অবিধবা থাকিতাম এবং শত্রুপক্ষেরও মনস্কাম পূর্ণ হইত না। কিন্তু তুমি ক্রূরস্বভাববশত সীতাকে বলপূর্ব্বক রোধ করিয়া আপনার, রাক্ষসকুলের এবং আমাদিগের তুল্যরূপ সর্ব্বনাশ করিলে। অথবা মহারাজ! তোমার কোন দোষ নাই। দৈবই সকল কার্য্য ঘটাইয়া দেয়; দৈব মারিলেই লোক মরিয়া থাকে। বীর! এই অসংখ্য বানর ও রাক্ষসের বিনাশ এবং তোমার মৃত্যু এ সমস্তই দৈবঘটিত। কি অর্থ, কি কাম, কি বিক্রম, কি আজ্ঞা ফলোন্মুখী দৈবগতি ইহার কিছুতেই নিবারিত হয় না।”

তৎকালে শোকার্ত্তা রাক্ষসীগণ বাষ্পাকুললোচনে এইরূপে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

মন্দোদরীর বিলাপ।

রাক্ষসীগণ এইরূপ বিলাপ করিতেছে, ইত্যবসরে রাক্ষসরাজের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা প্রিয়া পত্নী মন্দোদরী উন্মত্তার ন্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাবণকে রামচন্দ্রের শরে বিনষ্ট ও ধরাতলে শয়ান দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “হায় নাথ! তুমি ক্রুদ্ধ হইলে দেবরাজ

পুরন্দরও তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিত না। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিগ্ দিগন্তে পলায়ন করিত। সেই তুমি অদ্য সামান্য মনুষ্য রামচন্দ্রের হস্তে পরাজিত হইয়াও কিজন্য লজ্জিত হইতেছ না? একি! তুমি স্বীয় বীর্য্যবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া শ্রীলাভ করিয়াছিলে; এক্ষণে একজন বনচারী মনুষ্য আসিয়া তোমাকে বিনাশ করিল? তুমি কামরূপী এবং মনুষ্যের অগোচর লঙ্কাদ্বীপ তোমার বাসভূমি; তথাপি রাম আসিয়া তোমাকে বিনাশ করিল, ইহা যেন কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি ত্রিলোকের সকলকেই পরাজয় করিয়াছ, কিন্তু স্বয়ং কদাপি পরাজিত হও নাই; এইজন্য অদ্য মনুষ্যকৃত তোমার বধ আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। বোধ হয় স্বয়ং কৃতান্ত রামরূপে আসিয়া থাকিবেন; তিনি তোমাকে বধ করিবার জন্য এই দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। অথবা বোধ হয় স্বয়ং ইন্দ্রই তোমাকে বধ করিয়াছেন; না তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? যুদ্ধে ইন্দ্র যে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন, এরূপ সাহসও তাঁহার নাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন। যিনি মহাযোগী, সর্ব্বান্তর্যামী ও সনাতন; যিনি জন্ম, জরা ও মৃত্যুহীন; যিনি মহৎ হইতেও মহৎ; যাঁিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক; যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী; যাহাঁর বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন; যাহাঁর শ্রী অটল; যিনি অজেয় ও নিশ্চল; সেই সত্যপরাক্রম অপরিচ্ছিন্নপ্রভাব সর্ব্বলোকেশ্বর স্বয়ং বিষ্ণু মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক বানররূপী দেবগণে

পরিবৃত হইয়া, ত্রিলোকের হিতকামনায় দেবশত্রু মহাবল তোমাকে রাক্ষসগণের সহিত বধ করিয়াছেন। নাথ! তুমি পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন পরাজয় করিয়াছিলে; এক্ষণে তাহারা সেই পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া তোমাকে বধ করিল। হায়! মহারাজ! আমি যখনই শুনিয়াছি জনস্থানে তোমার ভ্রাতা খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত রামচন্দ্রের শরে বিনষ্ট হইয়াছে, তখনই বুঝিয়াছি রাম মনুষ্য নহেন। যখনই দেখিয়াছি, হনূমান স্বীয় অপরিমেয় বীর্য্যপ্রভাবে সুরগণেরও দুষ্প্রবেশ্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল, তখনই বুঝিয়াছি, আমাদের ঘোর সর্ব্বনাশ উপস্থিত। নাথ! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে 'রামচন্দ্রের সহিত বিরোধ করিও না,' কিন্তু তুমি আমার কথা শুন নাই; এক্ষণে তাহার এই ফল ফলিল। বীর! তুমি আত্মীয়স্বজনের সহিত ধনে প্রাণে নষ্ট হইবার জন্য সহসা সীতার প্রতি অভিলাষী হইলে। সীতা অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা; তুমি দুর্ব্বুদ্ধিবশত তাঁহার অপমান করিয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলে। সীতা সহিষ্ণুতা গুণে পৃথিবীরও আদর্শভূতা, তিনি শ্রীর ও শ্রী। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও পতিপ্রাণা। বীর! তুমি বিজন অরণ্য হইতে তাঁহাকে ছলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সবংশে বিনষ্ট হইলে। তুমি তাঁহার সঙ্গম অভিলাষ করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার সে আশা পূর্ণ হইল না; লাভের মধ্যে পতিব্রতার তেজে দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইলে। তুমি যে তাঁহার প্রথম অপমানকালেই ভস্মীভূত হও নাই, তাহার একমাত্র কারণ তোমার অতুল

মাহাত্ম্য ; যে মহাত্ম্যের প্রভাবে অগ্নিপ্রমুখ দেবগণও তোমাকে ভয় করিতেন। স্বামিন্! কাল উপস্থিত হইলে পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যিনি শুভকারী তিনি শুভ ফল ভোগ করেন এবং যিনি পাপকারী তিনি পাপফল প্রাপ্ত হয়েন ; তাহার সাক্ষী বিভীষণের অতুল সুখ এবং তোমার এই দুর্দ্দশা। নাথ! তোমার অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক রূপবতী রমণী আছে ; কিন্তু তুমি কামবশীভূত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাহা বুঝিতে পার নাই। কি কুল, কি রূপ, কি দাক্ষিণ্য, সীতা কোন অংশেই আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা আমার তুল্য নহে ; কিন্তু তুমি মোহাবেশে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ নাই। নাথ! বিনা কারণে কাহারও মৃত্যু সংঘটিত হয় না ; তোমার মৃত্যুকারণ পতিব্রতা সীতাদেবী। তুমি দূর হইতে এই মৃত্যু স্বয়ং আহরণ করিয়াছ। অতঃপর সীতা শোক দূর করিয়া মহানন্দে রামের সহিত বিহার করিবেন, আর এই হতভাগিনী চিরকালের জন্য ঘোর দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইবে। প্রাণনাথ! আমি কৈলাস, মেরু ও মন্দর পর্ব্বত, চৈত্ররথ কানন এবং অন্যান্য দেবোদ্যান সমূহে তোমার সহিত কতই বিহার করিয়াছি ; বিচিত্র মাল্য ও বস্ত্রে সুসজ্জিত ও অতুল শ্রীসম্পন্ন হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ দেশ দর্শন করিয়াছি ; আজ কি সেই আমি একমাত্র তোমার বিনাশে সমস্ত ভোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম! আজ কি সেই আমি বিধবা হইলাম! হায়! রাজশ্রী নিতান্ত চঞ্চলা—তাহাকে ধিক্!

নাথ! তোমার এই মুখমণ্ডলের কান্তি চন্দ্রের ন্যায়, শ্রী পদ্মের ন্যায় এবং উজ্জ্বলতা সূর্য্যের ন্যায়; ইহার ভ্রূযুগল উন্নত, ত্বক ও নাসা সুন্দর; ইহা উজ্জ্বল রত্নকিরীট ও প্রদীপ্ত কুণ্ডলে শোভিত ছিল; পানগোষ্ঠীতে নেত্রদ্বয় মদালসে চঞ্চল হইলে ইহার যার পর নাই শোভা হইত; আলাপকালে ইহা হইতে সস্মিত মধুর বাক্য নিঃসৃত হইত। কিন্তু এক্ষণে সেই মুখই যার পর নাই শ্রীহীন হইয়াছে। ইহা রামচন্দ্রের শরজালে ছিন্ন, রক্তাক্ত, মেদ ও মজ্জায় ক্লিন্ন এবং রথোত্থিত ধূলিজালে রুক্ষ হইয়া আছে। হায়! আমি যাহা কখন ভাবি নাই, আমার সেই বৈধব্যদশা উপস্থিত হইল। আমার পিতা দানবরাজ, স্বামী রাক্ষসরাজ এবং পুত্র ইন্দ্রবিজেতা; এইজন্য আমার মনে মনে বড়ই গর্ব্ব হইত। আমার রক্ষকেরা যে শক্রবিজয়ী, খ্যাতবীর্য্য ও ভয়শূন্য, আমার মনে মনে সর্ব্বদা এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু নাথ! তথাপি তোমরা থাকিতে এই ঘোর মনুষ্যভয় কিরূপে উপস্থিত হইল? প্রাণনাথ! তোমার এই দেহ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলের ন্যায় শ্যামল, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এবং কেয়ূর, অঙ্গদ, বৈদূর্য্য ও মুক্তাহার ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত ছিল। ইহা বিহারগৃহে রমণীয় ও যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য হইত। বিদ্যুতে যেরূপ মেঘের শোভা হয়, আভরণপ্রভায় ইহাও সেইরূপ শোভা পাইত। কিন্তু হায়! আজ তোমার সেই শরীর বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ হওয়াতে কণ্টকাকীর্ণ শল্যকের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে এবং তজ্জন্য ইহার স্পর্শ অতঃপর আমার পক্ষে দুর্লভ জানিয়াও আমি ইহাকে আলিঙ্গন

করিতে পারিতেছি না। বীর! মর্ম্মভিদ্ শরজালে তোমার দেহের স্নায়ুবন্ধন সমস্ত ছিন্ন হইয়াছে; ইহা স্বভাবত শ্যামল হইলেও এক্ষণে রক্তবর্ণ এবং বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে প্রসারিত। হায়! তুমি যে রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইবে, ইহা স্বপ্নবৎ অলীক; আজ কি তাহা সত্যই ঘটিল? নাথ! তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াও কিরূপে মৃত্যুর বশীভূত হইলে? তুমি ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে ও ত্রিলোক তোমার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকিত; তুমি লোকপালগণকেও পরাজিত এবং দেবদেব শঙ্করকেও বিচলিত করিয়াছিলে। তুমি গর্ব্বিতদিগের নিগ্রহ, পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লোকগণকে ক্ষুভিত এবং বহুসংখ্যক সাধু ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে। তুমি স্বতেজে শত্রুর নিকট গর্ব্বোক্তি করিতে। তুমি স্বজন ও ভৃত্যবর্গের রক্ষক এবং ভীমকর্ম্মা বীরগণের বিনাশক ছিলে। তুমি সহস্র সহস্র দানব ও যক্ষকে নিহত এবং নিবাতকবচগণকে পরাজিত করিয়াছিলে। তুমি বহুসংখ্যক যজ্ঞনাশ, ধর্ম্মের ব্যবস্থা-ভেদ এবং যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি করিতে। তুমি দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের কন্যাকে নানা স্থান হইতে আহরণ করিয়াছিলে। তুমি শত্রুস্ত্রীর শোকদ, স্বজনের নেতা, লঙ্কাদ্বীপের রক্ষক এবং ভীষণ কার্য্যের কর্ত্তা ছিলে। তুমি রথিগণের শ্রেষ্ঠ ছিলে এবং আমাদিগকে বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ দান করিতে। কিন্তু হায়! আমি যে তোমার ন্যায় স্বামীকেও রামচন্দ্রের শরে বিনষ্ট দেখিয়া এতক্ষণ জীবিত আছি, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় আমার হৃদয় অতি কঠিন। রাক্ষসনাথ! তুমি

আজন্ম মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া এক্ষণে কিজন্য ধূলিধূসরিত দেহে ধরাতলে শয়ান আছ? যে সময়ে আমার পুত্র প্রাণাধিক ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শরে বিনষ্ট হয়, সে সময়ে আমি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ এককালে বিনষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমি বন্ধুবান্ধবহীন, নাথহীন ও কামভোগহীন হইয়া চিরকাল শোকাশ্রু মোচন করিব। প্রাণনাথ! তুমি সুদুর্গম দীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছ; এক্ষণে এ দুঃখিনীকেও সঙ্গে করিয়া লও; আমি তোমা ব্যতীত কিছুতেই থাকিব না। নাথ! তুমি এই হতভাগিনীকে কি দোষে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ? আমি যে অদ্য এত বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি কিজন্য আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না? নাথ! আমি অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদব্রজে নগর হইতে এখানে আসিয়াছি বলিয়া কি তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ? বীর! তুমি তোমার পত্নীগণকে বড়ই ভাল বাসিতে; এক্ষণে উহারা শোকে উন্মত্তা হইয়া লজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়াছে; তথাপি তুমি কিজন্য উহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না? আমি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়া মহিষী; ক্রীড়াকালে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে থাকিতাম; এক্ষণে শোকভরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি; তথাপি কিজন্য আমাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছ না? কিজন্যই বা আদর পূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইতেছ না?

রাজন্! তুমি বহুসংখ্যক পতিব্রতা ধর্ম্মরতা গুরুসেবাতৎপরা কুলকামিনীকে অনাথা ও বিধবা করিয়াছ। তাহারা শোকভরে যে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছে বুঝি তাহার

ফলেই অদ্য তোমার এই দুর্দ্দশা হইল। নাথ! লোকে বলিয়া থাকে বিপ্রকৃতা পতিব্রতা কুলকামিনীদিগের অশ্রুজল ব্যর্থ হয় না; অদ্য তোমার পক্ষে এই প্রবাদ সত্যই হইল। হায় বীর! তুমি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে মায়ামৃগ দ্বারা দূরে অপসারিত করিয়া যে সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলে, তাহা নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই। জানি না, স্বতেজে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া এবং আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিয়া এই নীচ চৌর্য্য কার্য্যে তোমার কিরূপে মতি হইল। ইতিপূর্ব্বে ত তুমি কাহাকেও সম্মুখ যুদ্ধ প্রদানে বিমুখ হইয়াছিলে, ইহা আমার স্মরণ হয় না। অথবা আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিদিগের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটিয়া থাকে। হায়! অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ অপহৃতা সীতাকে দর্শন করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিয়াছিলেন, 'বুঝি এইবার রাক্ষসবংশ ধ্বংশ হইল।' এক্ষণে দেখিতেছি সেই বাক্য সম্পূর্ণই সত্য। বীর! তোমারই কাম ও ক্রোধজ ব্যসন হইতে এই সর্ব্বনাশকর ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। ইহাতে তুমি স্বয়ং বিনষ্ট হইলে এবং রাক্ষসকুলও অনাথ হইল।

নাথ! তোমার বল ও পৌরুষ ত্রিজগতে বিখ্যাত; তোমার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তথাপি স্ত্রীস্বভাববশত ব্যাকুল প্রাণকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। তুমি স্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলে অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার বিয়োগে

অনাথা হইয়া আত্মোদ্দেশেই শোক করিতেছি। মহারাজ! তুমি যে হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত কর নাই; তোমার ভ্রাতা মহাত্মা বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ,শুভাকাঙ্ক্ষী মারীচ এবং আমার পিতার যুক্তিযুক্ত শ্রেয়স্কর বাক্যের প্রতি বীর্য্যগর্ব্বে অনাদর করিয়াছিলে; অদ্য তাহার এই ফল ফলিল।

বীর! তোমার এই নীলমেঘাকার কান্তিমান শরীর অদ্য কিজন্য রক্তাক্ত ও ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিয়া শয়ান আছ? আমি কাতরস্বরে এত মিনতি করিতেছি, তথাপি কিজন্য আমার বাক্যের উত্তর দিতেছ না? নাথ! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি ত সামান্যা স্ত্রীলোক নহি যে, আমাকে অবজ্ঞা করিবে। আমি সমরে অপরাঙ্মুখ শস্ত্রবিশারদ মহাবীর্য্য সুমালীর দৌহিত্রী। বীর! উঠ, উঠ; আজ নব পরাভবে কিজন্য শয়ন করিয়া আছ? ঐ দেখ, যে সূর্য্য তোমার প্রতাপে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকিত, অদ্য যেন সে সময় পাইয়া নির্ভয়ে লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রখরতর কিরণ প্রদান করিতেছে। বীর! দেবরাজের বজ্রসদৃশ এবং আদিত্যের ন্যায় তেজোময় যে পরিঘাস্ত্রের দ্বারা তুমি সমরে শত শত শত্রুকে সংহার করিতে, যাহা প্রতিনিয়ত তোমা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইত, অদ্য তাহা বাণে বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছে।

প্রাণনাথ! আমি বুঝিলাম, তুমি আমা অপেক্ষা পৃথিবী-কেই অধিক ভাল বাস। নতুবা আমার সহিত বাক্যালাপও না করিয়া উঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান থাকিবে কেন?

হায়! আমার হৃদয়কে ধিক্! যে তোমার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়াও উহা শতধা বিদীর্ণ হইল না।"

পতিপ্রাণা মন্দোদরী বাষ্পাকুললোচনে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সহসা রাবণের বক্ষস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘখণ্ডে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ যেরূপ শোভিত হয়, তৎকালে রক্তাক্ত রাক্ষসরাজের দেহোপরি মন্দোদরীও তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার শোকাকুলা সপত্নীগণ শশব্যস্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাহারা মন্দোদরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক আশ্বাস বাক্যে কহিল, "দেবি! ক্ষান্ত হউন্; জগতের গতিই এইরূপ। রাজশ্রীও যার পর নাই চঞ্চলা; দশা বিশেষের বিপর্য্যয়ে ইনি পলায়ন করেন। আপনি এ সকল জানিয়া শুনিয়াও, সামান্য রমণীর ন্যায় কিজন্য শোকে এত অধীর হইতেছেন।" কিন্তু সপত্নীগণের এই বাক্যে কোন ফল দর্শিল না। মন্দোদরী ইহা শ্রবণ করিবামাত্র শোকাবেগে অধিকতর ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তৎকালে অবিরলপতিত মুক্তাফলসদৃশ সুনির্ম্মল অশ্রুধারায় তাঁহার স্তনদ্বয় সিক্ত হইয়া গেল।

ইত্যবসরে কালজ্ঞ ধীমান্ রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন, "বীর! এ সময়ে তোমার ঔদাস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর তোমার ভ্রাতার অন্ত্য সংস্কার করণার্থ চেষ্টা কর এবং স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা দাও।"

তচ্ছ্রবণে ধীমান্ বিভীষণ কিয়ৎকাল মনে মনে পর্য্যা-

লোচনা করিয়া রামচন্দ্রের প্রিয় যুক্তিসঙ্গত হিতবাক্যে কহিলেন,- "প্রভো! আমি অধার্ম্মিক ক্রূর ও পরদারনিরত দশাননের অন্ত্য সংস্কার করিতে অভিলাষী নহি। সে ভ্রাতা হইলেও আমার, এবং কেবল আমার কেন, ত্রিলোকের পরম শত্রু ও অহিতকারী। সম্বন্ধবশত আমার গুরুতুল্য হইলেও সে অশেষ দোষে আমার পূজার উপযুক্ত নহে। লোকে প্রথমত আমার এই অস্বাভাবিক কার্য্য দর্শনে নৃশংস বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিবে বটে, কিন্তু রাবণের দোষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশেষে আমাকে প্রশংসাই করিবে।"

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র বিভীষণের এই বাক্যে যার পর নাই প্রীত হইয়া কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আমি যখন তোমারই প্রভাবে অজেয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন তোমার পক্ষে যাহা হিতকর তাহা আমাকে অবশ্য বলিতে হইবে। দেখ, তোমার এই মৃত ভ্রাতা যদিও একপক্ষে পাপপরায়ণ ছিলেন, তথাপি অপর পক্ষে তেজস্বী, বলবান, বীর এবং রণপটুও ছিলেন। শুনিতে পাই, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও ইহাঁকে সমরে পরাজয় করিতে পারেন নাই। অতএব সখে! একটিমাত্র দোষের জন্য যে তুমি এতাদৃশ মহৎ ব্যক্তির সংস্কার করিবে না, ইহা উচিত নহে। আরও দেখ, জীবনাবধিই শত্রুতা; মৃত্যুর সহিত উহার অবসান হইয়া থাকে। অতএব তুমি রাবণের প্রতি তোমার পূর্ব্বশত্রুতা ভুলিয়া যাও। তোমার ভ্রাতার মৃত্যুমাত্রেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ইনি যেরূপ তোমার স্নেহপাত্র, তদ্রূপ আমারও

জানিও। অতএব বীর! তুমি কালবিলম্ব না করিয়া যথাবিধি ইহাঁর সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন কর; ইহাতে যশ ভিন্ন তোমার কদাচ নিন্দা হইবে না। বলিতে কি, ইনি এক্ষণে ধর্ম্মত তোমার নিকটে সংস্কার পাইবার উপযুক্ত।"

রামচন্দ্রের এই উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ হত ভ্রাতার সংস্কারার্থ সত্বর হইলেন। তিনি প্রথমে পুরীপ্রবেশ করিয়া রাবণের চিরসঞ্চিত অগ্নিহোত্র বহ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া শকট, দারুপত্র, অগ্নি, অগুরুচন্দন, বিবিধ কাষ্ঠ, মণিমুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি বহুবিধ রত্ন এবং যাজকগণকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে বৃদ্ধ মাল্যবানের সহিত মিলিত হইয়া যথাবিধি সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মরাক্ষসগণ অশ্রুপূর্ণমুখে রাক্ষসরাজের মৃতদেহ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষৌমবসনে আচ্ছাদিত করিয়া সুবর্ণময় দিব্য শিবিকায় আরোপিত করিল। ঐ শিবিকা বহুসংখ্যক পুষ্প ও মাল্যে ভূষিত এবং বিচিত্র পতাকাসমূহে শোভিত ছিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে শত শত তূর্য্য নিনাদিত হইল; বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে মৃত রাক্ষসরাজের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। বাহকগণ শিবিকা উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে শ্মশান পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিভীষণ প্রভৃতি রাবণের আত্মীয়গণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে শিবিকার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পদব্রজে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অন্যান্য বহুসংখ্যক রাক্ষসও কাষ্ঠাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

শ্মশানে উপস্থিত হইলে বাহকগণ পবিত্র স্থানে শিবিকা স্থাপন পূর্ব্বক এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর যাজক-গণ বেদোক্ত বিধানানুসারে পদ্মক, উশীর ও চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত আস্তরণ বিস্তৃত করিলেন এবং যথাবিধানে রাক্ষসরাজের পিতৃযজ্ঞবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর চিতার উপরি রাক্ষসরাজের মৃতদেহ আরোপিত হইলে যথাবিধানে উহার দক্ষিণপূর্ব্ব দেশে আহবনীয়, উত্তরপশ্চিমে গার্হপত্য এবং দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণাগ্নি রক্ষিত হইল। পরে শবের স্কন্ধদেশে দধি ও আজ্যমিশ্রিত স্রুব, পাদদ্বয়ে শকট, উরুদেশে উদূখল এবং অন্যান্য স্থানে দারুপাত্র, অরণি, মুসল প্রভৃতি বিন্যস্ত হইলে রাক্ষসেরা মহর্ষিবিহিত ও শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানানুসারে মেধ্য পশু হনন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মুখাচ্ছাদন প্রস্তুত করিল এবং উহা ঘৃতাক্ত করিয়া রাক্ষসরাজের মুখো-পরি রাখিয়া দিল। এদিকে বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ দীন অন্তঃকরণে ও জলধারাকুল মুখে গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ বস্ত্র দ্বারা রাক্ষসরাজের মৃতদেহ অলঙ্কৃত করিয়া তদুপরি লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিভীষণ যথাবিধি বহ্নি প্রদান পূর্ব্বক স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্রে তিল ও দর্ভমিশ্রিত জলে ভ্রাতার উদককার্য্য সম্পন্ন করিয়া কালোচিত বাক্যে স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার আদেশে পুরীপ্রবেশ করিল। অনন্তর

বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃত্রাসুরবধে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত যেরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তৎকালে রামচন্দ্রও শত্রুবধে লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরবীরগণের সহিত তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন এবং ক্রোধ দূর হওয়াতে শর, শরাসন ও মহেন্দ্রদত্ত কবচ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

বিভীষণের অভিষেক।

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারী ভূতগণ রাক্ষসরাজের মৃত্যু দর্শন পূর্ব্বক যার পর নাই হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন এবং স্ব স্ব বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক, রাবণের বধ, রামচন্দ্রের অলৌকিক পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধকৌশল, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, মহাবীর হনূমানের ভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ, সীতার পাতিব্রত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে যথাস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্রও মাতলির যথোচিত সমাদর করিয়া ইন্দ্রদত্ত উজ্জ্বল

রথের সহিত তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে কহিলেন। দেব-সারথি মাতলি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া দিব্যরথে আকাশে উৎপতিত হইলেন।

মাতলি স্বর্গে গমন করিলে, মহাত্মা রামচন্দ্র হর্ষভরে প্রিয়সুহৃদ সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অভিবাদিত ও বানরগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সর্ব্বসমভিব্যাহারে সেনানিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! এই ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ আমার একান্ত অনুরক্ত, ভক্ত ও উপকারী। এক্ষণে ইহাঁকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দেখি, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। অতএব তুমি সত্বর আমার এই প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর।"

রামচন্দ্রের আদেশমাত্র ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ সুবর্ণময় ঘটসমূহ আনয়ন পূর্ব্বক সাগরসলিল আহরণার্থ বেগগামী বানরদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। হৃষ্ট বানরগণ নিমেষ-মধ্যে চতুঃসমুদ্রের সলিল আনিয়া উপস্থিত করিল। মহাবীর লক্ষ্মণ একটী ঘট উৎকৃষ্ট আসনে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার পবিত্র জলে বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্রের আদেশে সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সমগ্র রাক্ষস-মণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাকে মন্ত্রদৃষ্ট বিধিক্রমে রাজাসন প্রদান করিলেন।

তৎকালে বিভীষণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে যে সমস্ত রাক্ষস তাঁহার ভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিল, তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রেরই

সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর নূতন রাজা কালোচিত বাক্যে প্রকৃতিবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। পথিমধ্যে প্রজাগণ তাঁহাকে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্পাদি উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিল। বিভীষণও ঐ সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য বিনীত-ভাবে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অর্পণ করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া যার পর নাই আহ্লা-দিত হইলেন এবং সাদরে তাঁহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপে দণ্ডায়মান পর্ব্বতাকার মহাবীর হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তুমি এক্ষণে এই মহারাজ বিভীষণের আদেশ লইয়া লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ কর এবং বৈদেহীর নিকটে সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও আমার কুশলবার্ত্তা এবং রাবণের মৃত্যুসংবাদ প্রদান পূর্ব্বক সত্বর তাঁহার কুশল সমাচার লইয়া প্রত্যা-গত হও।"

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

হনুমান ও সীতার কথোপকথন।

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে, মহাবীর হনুমান রাক্ষসরাজ বিভীষণের অনুমতি লইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, রাক্ষসগণ তাঁহার যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে পবনকুমার অশোক-বনিকায় প্রবিষ্ট হইলেন ও দেখিলেন, সংস্কারবিহীনা সীতা-দেবী গ্রহপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিরানন্দমনে বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা আছেন এবং ক্রূরদর্শনা রাক্ষসীগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। তদ্দর্শনে হনুমান ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া বিনীত-ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সীতাদেবী সহসা মহাবীর হনু-মানকে দর্শন করিয়া যেন ভয়ে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। কালজ্ঞ হনুমান সীতাদেবীর প্রীতিপ্রফুল্ল মুখ দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আর্য্যে! লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবসহিত মহাত্মা রামচন্দ্র কুশলে আছেন এবং শত্রুজয় পূর্ব্বক যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া এক্ষণে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জগদেকবীর রামচন্দ্র, বানরগণ ও বিভীষণের সাহায্যে পাপাত্মা রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়াছেন। দেবি! আমি আপনাকে এই শুভসংবাদ প্রদান করিতে

আসিয়াছি; কিন্তু আমাদিগের এই বিজয়লাভ যে একমাত্র আপনার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রভাবে ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনি বিষাদ দূর করিয়া সুস্থ হউন; কারণ পাপাত্মা রাবণ এক্ষণে নিহত এবং বিশাল রাক্ষসরাজ্যও আমাদিগের বশীভূত। দেবি! আমি আপনার নিকট হইতে গিয়া অবধি একদিনও নিদ্রা যাই নাই; কিন্তু তৎকালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া অদ্য তাহা সফল করিয়াছি। অতঃপর আপনি এখানে বাস করিতে আর কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইবে না; কারণ ইহা এক্ষণে আর রাবণের অধিকার নহে। রামচন্দ্রের আদেশ ও অনুগ্রহে নূতন রাজা বিভীষণ এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। অতঃপর আপনি আশ্বস্ত হইয়া স্বগৃহের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে এই স্থানে ভ্রমণ করুন্। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও হৃষ্টচিত্তে আপনার দর্শনার্থ সত্বর উপস্থিত হইবেন।”

চন্দ্রাননা সীতাদেবী সহসা এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন। হর্ষে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল; তিনি কিয়ৎকাল কোন প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে মহাবীর হনূমান পুনরায় কহিলেন, “দেবি! আপনি এই সুখকর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও কি চিন্তা করিতেছেন? কিজন্যই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না?” তচ্ছ্রবণে জানকী যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পগদ্গদ বাক্যে কহিলেন, “কপিবর! আমি সহসা স্বামীর বিজয়সূচক প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া

আনন্দে বাক্‌শূন্য হইয়াছিলাম। আর কেবল হর্ষভরেই যে, কথা কহিতে পারি নাই, এমত নহে; তুমি অদ্য আমাকে যে সংবাদ প্রদান করিলে, তাহার উপযুক্ত প্রত্যভিনন্দন কি তাহাও ভাবিতেছিলাম। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, ত্রিভুবনে এমত কোন বস্তুই নাই, যাহা তোমাকে দিয়া তৃপ্তি হইতে পারে। কি হিরণ্য, কি স্বর্ণ, কি ত্রিলোকের সাম্রাজ্য, তোমার প্রিয় সংবাদের সহিত তুলনায় তাহারা কিছুই নহে।"

সীতাদেবী এইরূপ বলিলে, হনূমান তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "দেবি! আপনি পতিদেবতা, পতির হিতাভিলাষিণী ও বিজয়াকাঙ্ক্ষিণী। আপনি যেরূপ স্নেহময় বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা আপনারই উপযুক্ত। বলিতে কি, আমার নিকটে ত্রিলোকের রত্নসমূহ বা দেবরাজ্য অপেক্ষাও আপনার স্নেহময় মধুর বাক্য অধিকতর প্রীতিকর। আরও আমি যখন মহাত্মা রামচন্দ্রকে শত্রুহীন বিজয়ী ও সুস্থচিত্ত দেখিলাম, তখন আমার দেবরাজ্যাদি সমস্তই লাভ হইয়াছে।"

হনূমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা সীতাদেবী শুভতর বাক্যে কহিলেন, "বীর! আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাদিগুণসম্পন্ন মাধুর্য্যভূষিত ও শুশ্রূষাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত বাক্য প্রয়োগে একমাত্র তুমিই সমর্থ। তুমি পরম ধার্ম্মিক ও পরোপকারী, এবং পবনদেবের শ্লাঘনীয় পুত্র। তোমার বিদ্যা, বল, বীর্য্য ও বিক্রম সমস্তই প্রশংসনীয়। তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, স্থৈর্য্য, বিনয় ও অন্যান্য বহু সদ্‌গুণ একমাত্র

তোমাতেই শোভা পাইতেছে।” মহাবীর হনূমান সীতা-দেবীর মুখে এইরূপ আত্ম প্রশংসা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই লজ্জিত হইলেন; অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, “দেবি! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে এই সমস্ত ক্রূরদর্শনা রাক্ষসীগণকে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করি। আপনি যখন অশোকবনে একাকিনী পতিচিন্তায় নিমগ্না ছিলেন, তখন এই সমস্ত বিকৃতাননা ক্রূরদর্শনা রাক্ষসীগণ তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আপনাকে কত ভয়প্রদর্শন করিয়াছে, কত ক্লেশ দিয়াছে, এবং রাবণের আজ্ঞায় কত পরুষ ও ঘৃণিত বাক্য বলিয়াছে। আপনি আজ্ঞা দিউন্, আমি ইহাদিগকে এখনই বধ করিব। আমি মুষ্টাঘাত, চপেটাঘাত এবং নখ, জঙ্ঘা ও জানুপ্রহারে ইহাদিগকে বিদীর্ণ করিব এবং দন্তাঘাতে ইহাদিগের কর্ণ ও নাসা কর্ত্তন এবং কেশ ছেদন করিব। ইহারা আপনার প্রতি যেরূপ পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে ইহারা কখনই ক্ষমার পাত্র নহে। অতএব আর আজ্ঞাদানে বিলম্ব করি-বেন না।”

হনূমান ক্রোধভরে এইরূপ কহিলে, দীনবৎসলা স্নেহময়ী জানকী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “বৎস! নির-পরাধে ইহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহারা দাসীমাত্র; প্রভু যেরূপ আদেশ করিয়াছে, ইহারা সেইরূপই করিয়াছে, অতএব ইহাদিগের প্রতি কোপ প্রকাশ করা কদাচ উচিত নহে। আরও আমি দৈববলেই রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলাম, এবং যে সকল ক্লেশপরম্পরা

ভোগ করিয়াছি, একমাত্র ভাগ্যদোষ বা পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির পরিণামই তাহার কারণ। ইহারা কোনই অপরাধ করে নাই; অতএব আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করি। বীর! তুমি আর ইহাদিগকে বধ করিবার কথা মুখে আনিও না। বিশেষত ইহারা রাবণেরই আদেশে আমার প্রতি অত্যাচার করিত; এক্ষণে যখন সেই দুরাত্মা নিহত হইয়াছে, তখন আর ইহারাও কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। আর যদিও ইহারা কোন পাপ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহাদিগকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। পবনকুমার! এ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিকী গাথা প্রসিদ্ধ আছে; আমি তোমাকে উহা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। পুরাকালে কোন বৃক্ষস্থিত এক ভল্লূক বৃক্ষতলস্থিত ব্যাঘ্রের নিকট ঐ গাথা পাঠ করিয়াছিল; যথা—'যদি অন্য ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচ তাহার সে পাপ গ্রহণ করেন না। সাধুলোকদিগের কর্ত্তব্য অনিষ্টকারীর প্রত্যপকার বর্জ্জন করেন, কারণ চরিত্রই তাঁহাদিগের ভূষণ।' * পবনকুমার! শুভকারীর ন্যায় বধার্হ পাপকারীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; কারণ মনুষ্যমাত্রেরই

---

* একদা কোন অরণ্য মধ্যে এক ব্যাঘ্র একজন ব্যাধের পশ্চাৎ ধাবমান হয়। ব্যাধ উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণ ভয়ে এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। ঐ বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া ঐ ভল্লুককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ওহে ভাই! এই পাপিষ্ঠ ব্যাধ অরণ্যস্থ সমস্ত প্রাণীর শত্রু? অতএব তুমি উহাকে ফেলিয়া দাও? আমি উহার প্রাণসংহার করিব" ভল্লুক কহিল, "ওহে ব্যাঘ্র! ব্যাধ এই বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অতএব আমি উহাকে কখনই ফেলিতে পারিনা? তাহা হইলে ঘোর অধর্ম্ম হইবে।"এই বলিয়া

কোন না কোন সময়ে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। আরও দেখ, রাক্ষসেরা স্বভাবতই ক্রূর; হিংসা উঁহাদিগের বিহার এবং পাপ উঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম; সুতরাং উঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ক্ষমার পাত্র।”

সীতাদেবী এই বলিয়া বিরত হইলে বাক্যজ্ঞ হনূমান তাঁহাকে কহিলেন, “আর্য্যে! আপনি উদারচেতা মহাত্মা রামচন্দ্রের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী। যাহা হউক, আমি এক্ষণে রামচন্দ্রের সন্নিধানে গমন করিব; আপনি প্রতিসন্দেশ প্রদান করুন্।” সীতাদেবী কহিলেন, “বৎস! আমি আর কি প্রতিসন্দেশ প্রদান করিব? এক্ষণে একবার আমার সেই ভক্তবৎসল ভর্ত্তার পদযুগল দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।” তচ্ছ্রবণে মহামতি হনূমান সীতাদেবীকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন, “দেবি! অসুরবধানন্তর শচীদেবী যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও অদ্য লক্ষ্মণ-সহিত পূর্ণচন্দ্রানন রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন।” হনূমান সাক্ষাৎ শ্রীর ন্যায় শোভমানা সীতাদেবীকে এইরূপ আশ্বাস

ভল্লুক নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, “ওহে ব্যাধ! ভল্লুক এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তুমি যদি উহাকে ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে আর তোমাকে ভক্ষণ করিব না।” দুর্ব্বুদ্ধি ব্যাধ ব্যাঘ্রের এই বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাই করিল। কিন্তু ভল্লুক অভ্যাস বশত বৃক্ষের অপর একটি শাখা অবলম্বন করিয়া আর পতিত হইলনা। তখন ব্যাঘ্র অবকাশ পাইয়া পুনরায় ভল্লুককে কহিল; “দেখ এই পাপিষ্ঠ ব্যাধ কি বিশ্বাসঘাতক! তুমি ইহাকে আশ্রয় দিলে, কিন্তু দুরাত্মা তোমারই অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অতএব উহাকে শীঘ্র ফেলিয়া দাও।” ভল্লুক উপরোক্ত গাথা পাঠ করিয়া কহিল, “এই ব্যাধ যদিও আমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তথাপি আমি উহাকে রক্ষা করিব, প্রাণান্তেও তোমার হস্তে দিবনা।”

প্রদান পূর্ব্বক সত্বর রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের সহিত সীতার সাক্ষাৎকার।

কপিশ্রেষ্ঠ ধীমান হনূমান রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "দেব! যাহাঁর জন্য এই অসংখ্য বানরসৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, দুস্তর সমুদ্রে সেতু বদ্ধ হইয়াছে এবং অগণ্য অনুচর সহিত রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইয়াছে, এক্ষণে সেই শোকসন্তপ্তা বাষ্পাকুলনেত্রা আর্য্যা সীতাদেবীকে একবার দর্শন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর্য্যা আমার মুখে আপনার বিজয়সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে একবার আপনার চরণযুগল দর্শনের অভিলাষ জানাইয়াছেন। দেব! ইতিপূর্ব্বে যখন আমি প্রথম তাঁহার নিকট আপনার সংবাদ লইয়া আসি, তখনও তিনি প্রত্যয়-বশত বিশ্বস্তমনে রোদন করিতে করিতে ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

হনূমান এই বলিয়া বিরত হইলে মহাত্মা রামচন্দ্র সহসা

বাষ্পপরিপ্লুতনেত্রে অধোবদনে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমীপস্থ বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখে! দুরাত্মা রাবণকৃত অপমান-কাল অবধি জানকী স্নান করেন নাই এবং ভূষণাদিও পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এক্ষণে তুমি তাঁহাকে স্নান করাইয়া এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণে ভূষিত করিয়া এই স্থানে আনয়ন কর।" রামচন্দ্রের এই আদেশমাত্র বিভীষণ দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় স্বীয় মহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া সীতাদেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ মস্তকে অঞ্জলি ধারণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "দেবি! আপনি স্নান করিয়া এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া বিমানে আরোহণ করুন্। অদ্য রামচন্দ্র আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।" তচ্ছ্রবণে সীতা কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আমার স্নানে প্রয়োজন কি? আমি এই অবস্থাতেই স্বামীর পাদপদ্ম দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।" বিভীষণ কহিলেন, "আর্য্যে! রামচন্দ্র আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা আমি আপনার নিকটে কহিলাম ; এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয় তাহাই করুন্। আমার মতে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করাই আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য।" রাক্ষসরাজ এই বলিয়া বিরত হইলে, পতিদেবতা সীতাদেবী রামচন্দ্রের আদেশপালনে সম্মত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে বিভীষণ কৃতস্নানা এবং মহার্হ বসন ও আভরণভূষিতা সীতাদেবীকে বিশ্বস্ত বাহকবাহিত এক শিবি-

কায় আরোহণ করাইলেন এবং ঐ শিবিকারক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে শত শত প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাত্মা রামচন্দ্র, বিভীষণ উপস্থিত হইলে কি বলিবেন বা কি করিবেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসবীর সত্বর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "দেব! সীতাদেবী উপস্থিত হইয়াছেন।" বিভীষণমুখে সহসা দীর্ঘকাল রাক্ষসগৃহবাসিনী সীতার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শত্রুনাশন তেজস্বী রামচন্দ্রের মনে যুগপৎ রোষ, হর্ষ ও দৈন্যের উদ্রেক হইল। অনন্তর তিনি জানকীকে শিবিকামধ্যস্থা জানিয়া বিভীষণকে অপ্রসন্নমুখে কহিলেন, "সখে! তুমি সত্বর বৈদেহীকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রামচন্দ্রের এই আদেশমাত্র তৎক্ষণাৎ দর্শকদিগকে উৎসারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে কঞ্চুকী এবং উষ্ণীষমস্তক বেত্রধারী রক্ষকগণ সমবেত সৈন্যদিগের উৎসারণার্থ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের তাড়নায় ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তন্নিবন্ধন বায়ুবিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় এক তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

অনন্তর মহাত্মা স্নেহময় রামচন্দ্র স্বীয় রণসহায় সৈন্যগণকে বিভীষণ কর্ত্তৃক বিনাদেশে এইরূপে উৎসারিত হইতে দেখিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রজ্বলিতনেত্রে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! একি!

তুমি কিজন্য আমার বিনাদেশে ইহাদিগকে এরূপ ক্লেশ দিতেছ ? সত্বর উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত ও সুস্থ কর। জানিও, এই সমস্ত সৈন্য আমার ভ্রাতার ন্যায় স্নেহাস্পদ ও পরম আত্মীয়। বিশেষত চরিত্রে যেরূপ স্ত্রীলোকদিগের আবরণ, কি গৃহ, কি প্রাকার, কি বস্ত্র, কি আচ্ছাদন, কি জনাপসারণ কিছুই সেরূপ নহে। ইহাদের দ্বারা কেবল রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আরও পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, ব্যসন, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহে স্ত্রীদর্শন নিষিদ্ধ নহে। সীতা এক্ষণে বিপদ্‌গ্রস্তা, বিশেষত আমার সমীপ-গতা ; অতএব ইহাঁর দর্শনে দোষ নাই। জানকী শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বানরসৈন্যের মধ্য দিয়াই পদব্রজে আসুন্ এবং বানরেরাও নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাকে অবলোকন করুক।”

ধীমান বিভীষণ রামচন্দ্রের এই স্নেহশূন্য বাক্যে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং যার পর নাই চিন্তিত হইয়া বিনীতভাবে সীতাকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনূমান প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণও রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। এদিকে সরলা সীতাদেবী লজ্জাভরে যেন স্বীয় শরীরে বিলীন হইয়া বিভীষণের অগ্রে অগ্রে স্বামীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ পতিদেবতার অন্তঃকরণে যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ ও স্নেহের উদ্রেক হইল। তিনি স্বীয় অসহনীয় দুঃখপরম্পরা ভুলিয়া গিয়া কিয়ৎকাল স্বামীর মুখপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার

সৌম্য মুখমণ্ডল অধিকতর সৌম্য হইয়া উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

সীতার প্রতি রামচন্দ্রের পরুষবাক্য প্রয়োগ।

অনন্তর তেজস্বী রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা দেখিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে করিতে কহিলেন, "ভদ্রে! আমি ঘোর যুদ্ধে শক্রজয় করিয়া তোমাকে প্রত্যানয়ন করিয়াছি। পৌরুষের যাহা সাধ্য, তাহা আমার কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে আমার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত, অভিভব দূরীকৃত এবং অপমান ও শক্র উভয়ই অপসারিত হইয়াছে। অদ্য ত্রিলোকের লোক আমার অদ্ভুত পৌরুষ দর্শন করিয়াছে এবং আমার শ্রমও সফল হইয়াছে। তোমার অপহরণ দিনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তাহা হইতে উত্তীর্ণ ও নিশ্চিন্ত হইয়াছি। পাপাত্মা রাক্ষস তোমার যে অপমান করিয়াছিল, সে দোষ দৈবকৃত; আমি লৌকিক পরাক্রমে তাহার যথাসাধ্য অপনয়ন করিলাম। বৈদেহি! যে ব্যক্তি অবমান প্রাপ্ত হইয়াও স্বতেজে সেই অবমানের প্রতিশোধ না লয়, তাহার তুল্য কাপুরুষ

ও ঘৃণ্য ব্যক্তি জগতে আর কেহই নাই; তাহার পরাক্রম থাকা না থাকা উভয়ই সমান। এইজন্যই আমি দুরাত্মা রাবণকে আত্মীয়স্বজন সহিত বধ করিলাম। ভদ্রে! এই মহাবীর পবনকুমার যে আমার জন্য দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক দুরাক্রম্য লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই শ্লাঘনীয় পরিশ্রম সর্ব্বথা সফল হইয়াছে। মহাবীর সুগ্রীবের অতুল্য বিক্রম প্রকাশ ও মন্ত্রণা দান এবং অন্যান্য বানরবীরগণের বীরত্বও সার্থক হইয়াছে। আর যে ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসবীর অধার্ম্মিক ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই উদারচেতা রাক্ষসরাজ বিভীষণের পরিশ্রমও সফল হইয়াছে।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে, সীতাদেবী উৎফুল্লনয়না মৃগীর ন্যায় সজলনেত্রে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। রামচন্দ্রও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিহ্বল হইয়া পদ্মপলাশলোচনা কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশা সীতাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর সহসা জনাপবাদভয় তাঁহার হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বানর ও রাক্ষসগণের সমক্ষে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরুষবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "ভদ্রে। আমার এখনও কিছু ব্যক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। অপমানের প্রতিশোধার্থ তেজস্বী ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য আমি রাবণকে বধ করিয়া তাহা করিয়াছি। অসামান্য তপোবলশালী ভগবান অগস্ত্য যেরূপ দক্ষিণদিককে বাতাপিভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি ত্রিলোককে রাক্ষসভয় হইতে রক্ষা করিয়াছি। এই ঘোর

যুদ্ধে আমাদিগকে সময়ে সময়ে যে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তাহা বোধ হয় তুমি অবগত আছ। কিন্তু মনে করিও না যে, কেবল তোমারই জন্য আমি ও আমার সুহৃদ্‌গণ এই দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। 'রাম স্বপত্নী অপহারকের প্রতীকার করিতে সক্ষম হইল না' এই অপবাদ দূরীকরণ এবং উন্নত ও পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুলের গৌরবরক্ষা এই দুইটিমাত্র কারণেই আমি এতদূর প্রয়াস পাইয়াছি।

"বৈদেহি! আমার যাহা ব্যক্তব্য, তাহা সংক্ষেপেই বলিতেছি। বহুকাল পরগৃহে বাসজন্য তোমার চরিত্রবিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে। এক্ষণে নেত্ররোগাতুর ব্যক্তির পক্ষে দীপশিখা যেরূপ দুর্নিরীক্ষ্য, তদ্রূপ তুমিও আমার চক্ষুর প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আমি তোমায় অনুমতি দিতেছি; দশদিক্ বিস্তীর্ণা রহিয়াছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার। তোমাতে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন্ সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ পরগৃহবাসিনী স্ত্রীকে অকাতরে গ্রহণ করিতে পারে? তুমি পাপাত্মা রাবণের দুষ্টচক্ষে দৃষ্ট ও দূষিত হইয়াছ, তাহার অঙ্কে ধৃত হইয়াছ; সুতরাং আমি কিরূপে তোমাকে গ্রহণ করিয়া পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুল কলঙ্কিত করিব? আমি যে কারণে এত কষ্ট সহ্য করিয়াও তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর তোমাতে আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। এক্ষণে তুমি যথায় ইচ্ছা গমন করিতে পার।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল

পরে তিনি পুনরায় কহিলেন, "সীতে! আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। ইহার আর কিছুতেই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা বিভীষণ, তোমার যাহাকে অভিলাষ হয়, তুমি তাহাকেই গ্রহণ করিতে পার; অথবা ইচ্ছা হয় ত পিতৃগৃহে থাকিতে পার। পাপপরায়ণ রাবণ যে তোমাকে দিব্যরূপা মনোরমা ও দীর্ঘকাল স্বগৃহবাসিনী দেখিয়াও ক্ষমা করিয়াছে, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এই সমস্ত কারণে আমার ও সর্ব্বসাধারণের তোমার প্রতি দুর্নিবার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।"

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

সীতার অগ্নিপ্রবেশ।

অভিমানিনী জানকী অসংখ্য অসংখ্য বানর ও রাক্ষসের মধ্যে প্রিয়তম স্বামীর মুখে এই অশ্রুতপূর্ব্ব রোমহর্ষণ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন এবং গজশুণ্ডাহত বল্লরী লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি দারুণ অপমান ও লজ্জায় অবনত হইয়া যেন স্বীয় অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে

অভিষিক্ত হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে ঐ পতিপ্রাণা বাষ্পাকুল বদনমণ্ডল পরিমার্জ্জিত করিয়া গদ্গদবচনে স্বামীকে কহিলেন, "বীর! প্রাকৃত স্ত্রীর প্রতি প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় আপনি অদ্য কিজন্য আমার প্রতি এরূপ শ্রুতিকঠোর ঘৃণিত পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন? নাথ! আপনি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি; আমি স্বীয় পাতি-ব্রত্য ধর্ম্ম শপথ পূর্ব্বক এই কথা বলিতেছি; আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন্। দেব! অসতী স্ত্রীগণের চরিত্র দর্শন করিয়া সমগ্র স্ত্রীজাতির চরিত্রে কলঙ্কারোপ করা কি আপনার ন্যায় মহাত্মার উচিত? প্রভো! আপনি কি এতকাল আমার চরিত্র পরীক্ষা করেন নাই? তবে আজ কিজন্য এরূপ অলীক আশঙ্কা করিতেছেন?"

এই বলিয়া পতিপ্রাণা সীতাদেবী কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিলেন; অনন্তর পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "বীর! আমি পরপুরুষের গাত্রসংস্পর্শে দূষিত হইয়াছি সত্য; কিন্তু সেত ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, তৎকালে আমি বিবশা ছিলাম; সুতরাং আমার অপরাধ কি? এ বিষয়ে দৈবেরই সম্পূর্ণ অপরাধ? দেব! এ হৃদয় আমার অধীন এবং তাহা চিরকাল আপনা-তেই অনুরক্ত আছে। কিন্তু অসহায়াবস্থায় পরাধীন গাত্রে আমার কোন অধিকার ছিল না; সুতরাং আমি কি করিব? প্রাণনাথ! দীর্ঘকাল একত্র সহবাস এবং তন্নিবন্ধন বর্দ্ধিত অনুরাগ দ্বারাও কি আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই? যদি তাহা না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ হতভাগিনী চিরজীবন দুঃখভোগই অঙ্গীকার করিল।"

এই কথা বলিতে বলিতে সীতাদেবীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে তিনি অতিকষ্টে পুনরায় কহি-লেন, "প্রভো! আপনি যে সময়ে আমার অনুসন্ধানার্থ মহাবীর হনূমানকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কেন আমাকে এই সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলেন না? তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তেই উক্ত মহাত্মার সাক্ষাতে এ পাপ জীবন পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত দুঃখের অবসান করিতাম। তাহা হইলে আপনাকে এই সংশয়কর ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত না এবং বন্ধু বান্ধবসহিত বৃথা এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিতেও হইত না।

"বীর! আপনি অদ্য রোষপরবশ হইয়া লঘুচিত্ত মনুষ্যের ন্যায় আমাকে সাধারণ রমণী বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু আমার পবিত্র চরিত্র ও পবিত্র উৎপত্তির কথা একবার স্মরণ করিলেন না? রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমি হইতে আমার উৎপত্তি; এইজন্য আমার নাম জানকী হইয়াছে। নতুবা বাস্তবিক জনকরাজ আমার জন্মদাতা নহেন, পালয়িতামাত্র; আপনি এ কথা স্মরণ করিলেন না? বাল্যকালে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইলেন? আমার ভক্তি, প্রণয় ও পবিত্র চরিত্র, এ সমস্তই ভুলিয়া গেলেন? প্রভো! বিনাদোষে এ হতভাগিণীকে পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কি একবার এ সমস্ত বিবেচনা করা উচিত ছিল না?"

সীতাদেবী বাষ্পগদ্গদবাক্যে এইরূপ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন; অনন্তর সন্নিহিত দীন ও চিন্তাকুল

লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি অবিলম্বে আমাকে একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও; এক্ষণে উহাই আমার একমাত্র উপযুক্ত ঔষধি। আমি মিথ্যা অপবাদে দূষিত হইয়া আর ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। যখন স্বামী আমার চরিত্রে অপ্রীত হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন আমার পক্ষে অগ্নিপ্রবেশই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।"

সীতাদেবী এই বলিয়া বিরত হইলে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধারক্তনেত্রে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং আকার ইঙ্গিতে তাঁহার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তৎকালে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি কালান্তক যমের ন্যায় এরূপ ভীষণ হইয়াছিল যে, বন্ধুগণ তাঁহাকে অনুনয় করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইল না। তিনি নিস্তব্ধভাবে অধোবদনে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

অনন্তর পতিপরায়ণা পবিত্রা সীতাদেবী রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! পাবকদেব! আপনি সর্ব্বলোকসাক্ষী; আমি পবিত্রচরিত্রা; কিন্তু আমার স্বামী রামচন্দ্র অদ্য আমাকে অসতীজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু দেব! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। আমি যদি বাস্তবিকই সতী হই এবং আমার হৃদয় যদি চিরকাল আর্য্যপুত্রের পাদপদ্মে অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে আপনি

আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন, নতুবা কদাচ এ পাপীয়সীকে রক্ষা করিবেন না।"

এই বলিয়া সীতাদেবী সপ্তবার ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি তত্রস্থ বালবৃদ্ধসমাকুল জনগণ সহসা কোলাহল করিয়া উঠিল। ভূতগণ সেই হেমবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা বিশালাক্ষী সুন্দরীকে অবলীলাক্রমে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। নারীগণ তাঁহাকে মন্ত্র-সংস্কৃতা বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত দেখিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। মহর্ষিগণ যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় এবং দেবদানব ও গন্ধর্ব্বগণ শাপভ্রষ্টা দেবীর ন্যায় তাঁহাকে প্রজ্জ্বলিত চিতামধ্যে পতিত দেখিয়া ভয় ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া রহিলেন। অনন্তর সহসা সেই সমবেত অসংখ্য অসংখ্য বানর ও রাক্ষসের মধ্য হইতে এক তুমুল রোমহর্ষণ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন।

সহসা সেই সর্ব্বব্যাপী হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র যার পর নাই উন্মনা হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "হায়! আমি কি করিলাম? আমি কেন লোকাপবাদ ভয়ে পবিত্রা সরলা সীতাদেবীর প্রতি এরূপ অসহনীয় পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলাম? এক্ষণে কি করি?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্নেহময় হৃদয় শোকে অভিভূত হইল এবং নেত্রদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে পিতৃগণ, কুবের, যম, দেবরাজ ইন্দ্র, সমুদ্রাধিপতি বরুণ, দেবাদিদেব মহাদেব এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল বিমানসমূহে আরোহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শশব্যস্তে যথোচিত অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, দেবগণ আভরণশোভিত স্ব স্ব বাহু উদ্যত করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আপনি জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ ও ত্রিলোকের কর্ত্তা হইয়াও কিজন্য দেবযজনসম্ভবা সীতাদেবীর অগ্নিপ্রবেশ উপেক্ষা করিতেছেন? দেব! আপনি মনুষ্যরূপে দেবশ্রেষ্ঠ স্বয়ং বিষ্ণু, তাহা কি অবগত নহেন? আপনিই সৃষ্টির পূর্ব্বেও স্বতঃপ্রকাশ; আপনিই বসুগণের মধ্যে ঋতধামা বসু, ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা ও

সর্ব্বকার্য্যের প্রভু। আপনিই রুদ্রগণের মধ্যে অষ্টম রুদ্র সাক্ষাৎ মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম। অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার কর্ণ এবং সূর্য্য ও চন্দ্র আপনার নেত্র। প্রভো! আপনি জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিন কালে বিদ্যমান অদ্বিতীয় পুরুষ হইয়া অদ্য কিজন্য প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় সাক্ষাৎ শ্রীস্বরূপিণী বৈদেহীর অগ্নিপ্রবেশ দেখিয়াও নিশ্চিন্ত আছেন?"

লোকপালগণ এই বলিয়া বিরত হইলে ত্রিলোকাধিপতি ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবগণ! আপনারা যাহাই কেন বলুন না, আমি আপনাকে দশরথপুত্র ও সামান্য মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করি। তদ্ভিন্ন আমার অধিক কিছু জানিবার সামর্থ্যও নাই। অতএব এ বিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা আপনারাই আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

রামচন্দ্র বিনীতভাবে এই বলিয়া বিরত হইলে, ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! আপনি আমার বাক্য মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আপনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীমান দেবপ্রধান সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনিই পুরাকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া এক দংষ্ট্রায় ধরণীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতীতকালে মধুকৈটভাদি রিপুগণ আপনারই হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে শিশুপালাদিও আপনারই হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। আদি মধ্য ও অন্তে একমাত্র আপনিই অক্ষর ব্রহ্মশব্দের প্রতিপাদ্য স্বয়ং অচ্যুত।

আপনিই লোকদিগের পরম ধর্ম্ম; আপনিই চতুর্ভুজ এবং আপনার সেনা সর্ব্বগত বলিয়া আপনি বিশ্বকসেন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আপনিই শার্ঙ্গধন্বা, হৃষীকেশ, পুরুষ, পুরুষোত্তম, অজিত, খড়্গধৃক, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও বৃহদ্বল। আপনিই রাজা, সেনানী ও মন্ত্রী। এই অখিল জগৎ আপনা হইতে অভিন্ন। আপনিই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ক্ষমা ও দম। আপনিই উপেন্দ্র ও মধুসূদন। দিব্য মহর্ষিগণ আপনাকেই ইন্দ্রকর্ম্মা, মহেন্দ্র, পদ্মনাভ, শত্রুনাশন ও শরণ্য কহিয়াছেন। আপনিই শাখাবহুল বেদ ও বিধিস্বরূপ, ত্রিলোকের আদি-কর্ত্তা, সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয়, সকলের পূর্ব্বজ এবং শ্রেষ্ঠতম হইতেও শ্রেষ্ঠ। আপনিই যজ্ঞ, বষটকার, ওঙ্কার ও পরাৎপর; আপনার উৎপত্তি, নিধন বা স্বরূপের বিষয় কেহই কিছুমাত্র অবগত নহে। আপনি গো, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বভূত, সর্ব্বদিক্, সর্ব্বপর্ব্বত ও সর্ব্বনদীতেই বিরাজ করিতেছেন। আপনিই সহস্রচরণ সহস্রচক্ষু ও শতশীর্ষ অনন্তদেব। আপনিই পর্ব্বতসহিতা বসুন্ধরা ও ভূতগণকে ধারণ করিতে-ছেন এবং অন্তে আপনিই পৃথিবীপ্লাবী প্রলয়সলিলে মহোরগ-পৃষ্ঠে শয়ন করিবেন। আপনিই দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বসহিত ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন। প্রভো! আমি আপনার হৃদয়; এবং জ্ঞানরূপে আপনাতেই অবস্থিতি করিতেছি। মৎসৃস্টা দেবী সরস্বতী আপনার জিহ্বা এবং দেবগণ আপ-নার গাত্ররোম। আপনার উন্মেষ ও নিমেষ হইতেই দিবা রাত্রি প্রকাশ পাইয়া থাকে। আপনারই সংস্কার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ব্যবস্থাবোধক বেদ। এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনি ব্যতীত

আর কিছুই নাই। প্রভো! এই নিখিল জগৎ আপনারই শরীর; আপনারই প্রসাদে বসুন্ধরা নিত্য অশেষ প্রজা ধারণ করিতেছেন। অগ্নি আপনার কোপ এবং সোম আপনার প্রসাদমাত্র। পূর্ব্বে আপনিই বামনরূপ ধারণ করিয়া ত্রিবিক্রমে পৃথিবী আক্রমণ পূর্ব্বক বলিকে বদ্ধ এবং ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করেন।

প্রভো! আপনার অশেষ মহিমা কীর্ত্তন করা আমারও অসাধ্য। আপনি স্বয়ং দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু এবং এই পবিত্র-চরিত্রা আর্য্যা জানকী সাক্ষাৎ কমলা। দুরাত্মা দশাননকে সংহার রূপ দেবগণের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থই আপনাকে এই মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছে। এক্ষণে সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর আপনি কিয়ৎকাল লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবীর সহিত সুখে রাজ্যভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

প্রভো! আপনার বীর্য্য ও পরাক্রম অমোঘ, আপনার দর্শন অমোঘ এবং অদ্য আমি যে এই আপনার স্তব পাঠ করিলাম, ইহাও অমোঘ। হে পুরুষোত্তম! এই সংসারে যে সকল ভক্তিমান মানব আপনার শরণাপন্ন হইয়া এই পুরাতন আর্ষ স্তব পাঠ করিবে, তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কাম সফল হইবে এবং কদাচ তাহাদিগের পরাভবের সম্ভাবনা থাকিবে না।"

বিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কর্তৃক সীতাপ্রতিগ্রহ।

পিতামহ ব্রহ্মা এই শুভবাক্য বলিয়া বিরত হইলে স্বয়ং মূর্ত্তিমান অগ্নিদেব পতিপরায়ণা পবিত্রা জানকীকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে সেই প্রজ্জ্বলিত চিতা হইতে উত্থিত হইলেন। আহা! তৎকালে তিনি সেই তরুণাদিত্য-বর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা, রক্তাম্বরধরা, অম্লানমাল্যাভরণশোভিতা, কুঞ্চিতনীলকেশা সুন্দরীকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র! আমি লোকগণের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী; এক্ষণে তোমাকে অকপটচিত্তে কহিতেছি, বৈদেহী তোমার উপযুক্তা মহিষী; ইহাঁর বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ হয় নাই। কি বাক্য, কি মন, কি বুদ্ধি, কি চক্ষু, ইনি এই সমস্ত দ্বারা কদাচ তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। পাপাত্মা বলগর্ব্বিত দশানন এই পতিপরায়ণা সতীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাহার অন্তঃপুরে নির্জ্জনে রুদ্ধ করিয়া রাখে। তথায় বহুসংখ্যক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী ইহাঁকে কখন তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন বা মিষ্টবাক্যে প্রলোভন প্রদর্শন করিত। কিন্তু এই সমস্ত সত্বেও জানকীর অন্তঃকরণ ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হয় নাই। ইনি নিরন্তর দীনবদনে তদ্গত-চিত্তে তোমারই পাদপদ্ম ধ্যান করিতেন; পাপিষ্ঠ রাক্ষসের প্রার্থনাবাক্যে কদাচ কর্ণপাত করেন নাই। রামচন্দ্র! তুমি এই